Banglapdf.net Exclusive

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

ডেথ ট্রেইল

সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনা

RIZON

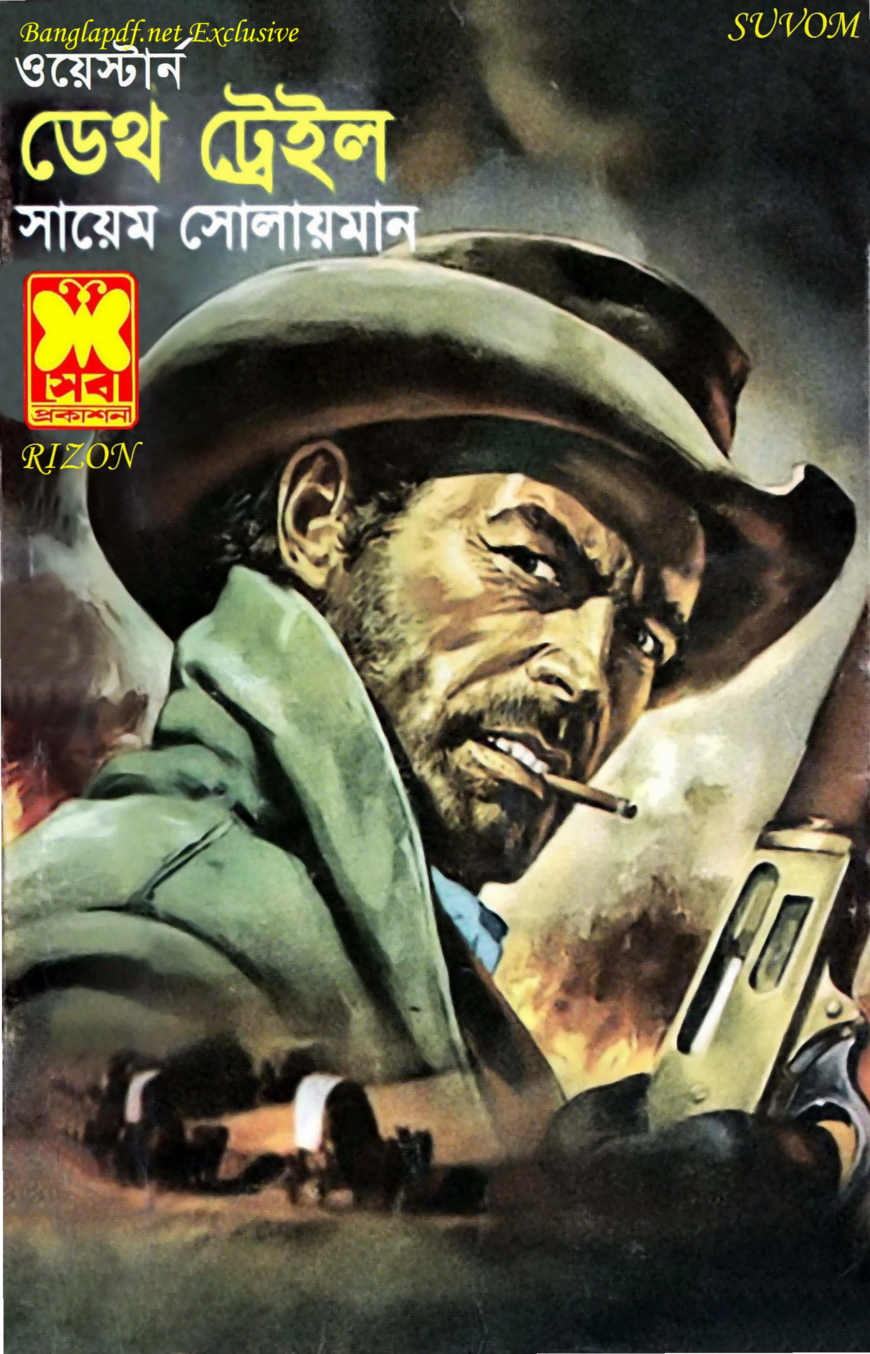

ওয়েস্টার্ন

ডেথ ট্রেইল

সায়েম সোলায়মান

আড়াই লক্ষ ডলারের বুলিয়নের একটা চালান যাচ্ছিল
রেটন পাস থেকে স্যান মার্কোস সিটিতে।
দৃষ্টি আকর্ষিত হলো শকুনদের, অ্যাম্বুশ করল তারা।
কপালগুণে বেঁচে গেল বুলিয়নবাহী ওয়্যাগনের মাস্টার
জেব স্টুয়ার্ট। মারা পড়ল ওর তিন বন্ধু।
শহরে ফিরে বুঝতে পারল, ফেঁসে গেছে সে—
লুণ্ঠিত চালান উদ্ধার করতে না পারলে জেল হয়ে যাবে।
এদিকে ওর কম্পানির একাংশ কিনে নিয়েছে অলিভিয়া কারসন,
যে মনে করে তার বাবার মৃত্যুর জন্য জেবই দায়ী।
শরীরে বুলেটের ক্ষত, নতুন পার্টনারের মনে সন্দেহ।
শকুনেরা ব্যস্ত আরেকটা নীলনকশার বাস্তবায়নে।
দু'মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান না-হলে কম্পানি দেউলিয়া।
এ-অবস্থায় ডেথ ট্রেইলে রওয়ানা হতে হলো জেবকে,
যে-ট্রেইল দিতে পারে হারানো বুলিয়নগুলোর সন্ধান।
কিন্তু ঘাতকরা আছে সঙ্গে, হামলা করতে পারে ইণ্ডিয়ানরা।
সুতরাং ডেথ ট্রেইলে কারও-না-কারও মরণ সুনিশ্চিত।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

ডেথ ট্রেইল

সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8334-2

একশ’ চব্বিশ টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০১৪

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

DEATH TRAIL
A Western Novel
by: Sayem Solaiman

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শুভম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ডেথ ট্রেইল

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

ওয়েস্টার্ন

ডেথ ট্রেইল

সায়েম সোলায়মান

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **নসরু চৌধুরীঃ** ভুল। **ইসমাইল আরমানঃ** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর। **আদনান শরীফঃ** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেনঃ** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দণ্ড, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **মৃন্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল।

এক

তিনশ' মাইল পিছনে রেটন পাস। দু'শ' মাইল সামনে স্যান মার্কোস সিটি। ওরা এখন আছে নিউ মেক্সিকোর কুখ্যাত অর্গ্যান মাউন্টেনের কাছাকাছি। মরুভূমিটার নাম শুনলে, যারা সেখানে যায়নি তাদের তেমন ভাবান্তর হয় না। কিন্তু যারা গেছে তারা জানে, গনগনে সূর্য, দম বন্ধ-করা গরম বাতাস আর ক্ষণে ক্ষণে বিপদের শঙ্কা কত ভয়ঙ্কর একটা জায়গায় পরিণত করেছে অর্গ্যান মাউন্টেনকে।

ওদের কাফেলাটা ছোট—মাত্র দুটো ওয়্যাগন। লোকও বেশি না। দলনেতা জেব আর ওর তিন সহচর। কাল সারারাত পথ চলতে হয়েছে। একমাত্র ভরসা ছিল ঘোলাটে চাঁদের-আলো। ওয়্যাগনহুইলের ঘট ঘট এবং রডের সঙ্গে ওয়্যাগনহুডের ক্রমাগত বাড়ি খাওয়ার শব্দ এখনও যেন বাজছে কানে।

সিরামন নদীর ধারে হাজির হয়ে আপাতত ক্ষান্ত দিয়েছে ওরা। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়ার জন্য সুবিধাজনক জায়গায় ক্যাম্প করেছে।

আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে কি ফোটেনি। ডালপালা ভেঙে এনে আগুন জ্বালিয়েছে ওরা, খেয়াল রেখেছে যাতে বড় না-হয়। এলাকাটা সুবিধার না। ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত আছে। হাজির হয়ে যেতে পারে যে-কোনো সময়। সামনাসামনি পড়লে মনে

হবে মাটি ফুঁড়ে উদিত হয়েছে। সাদাচামড়াদের উপর ভীষণ ক্ষেপে আছে ওরা। ধরতে পারলে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করার আগে থামে না।

'আজ আলো থাকতে থাকতে নদী পার হয়ে এগিয়ে যেতে চাই দশ মাইল,' সঙ্গীদেরকে বলল জেব। 'আমার হিসেব ভুল না-হলে এবং কপাল ভালো থাকলে বেন'স ফোর্টে হাজির হতে সপ্তাহখানেক লাগবে। আর দু'সপ্তাহ লাগবে স্যান মার্কোসে যেতে,' বলে ঝুঁকল। আগুনের ধারে, বড় একটা পাথরের উপর রাখা কফির-কেটলিটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শিস দেয়ার মতো আওয়াজ করে কেটলির মুখ থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া।

কিন্তু জেবের বাড়ানো হাতটা থেমে গেল। ক্যাম্পের আশপাশে অনেক ঝোপঝাড়, সেগুলোর আড়াল থেকে হঠাৎ গুলি করতে শুরু করেছে কারা যেন। মুহুর্মুহু গর্জাচ্ছে রাইফেল আর পিস্তল। নির্দয় বুলেট কামড় বসাল জেবের পিঠের ডানদিকে। মনে হলো বুলেট না, দাঁত বসিয়ে দিয়েছে একটা কয়োট। ওর শরীরের মাঝ বরাবর তাক করা হয়েছিল রাইফেল, গুলি শুরু হওয়ার আগমুহূর্তে ঝুঁকে পড়ায় জায়গামতো লাগেনি বুলেট।

কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না জেব। এ-রকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি। গুলি লাগামাত্র মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে সে। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু। হঠাৎ করেই গলা শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলছে ওর চোখ। কাপড়টা আরও কালো, ঘন কালো হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বুলেটের আঘাতে ফুটো হয়ে গেছে কেটলিটা। গরম কফি গড়িয়ে পড়ছে ক্যাম্পফায়ারের উপর। হিস হিস শব্দে নিভে যাচ্ছে আগুন। এক ঝলক বাতাস বইল। জেবের নাকে এসে বাড়ি মারল অনাস্বাদিত কফির সুবাস।

এখনও গুলি চলছে। গোঙাচ্ছে জেবের সঙ্গীরা। জীবনের শেষ গোঙানি—জেব জানে বাঁচবে না একজনও। আরেকটু ফর্সা হয়েছে আকাশ। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু লালচে মেঘ জমে আছে এককোনায়। কালো পর্দাটা আবার গিলে খাচ্ছে ওকে। মাথাটা এত ভারী লাগছে কেন?

কে যেন এগিয়ে আসছে। ভারী বুটের মচমচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাছে এসে জেবের পিঠে কষে একটা লাথি মারল। থু করে থুতু ফেলল মাটিতে। কফজড়ানো গলায় বলল, 'হারামজাদা! ...এই হয়েছে, থামো তোমরা। আর বুলেট খরচ করে লাভ নেই। সব শালা পটল তুলেছে!'

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল জেবের। মাথার ঠিক উপরে চলে এসেছে সূর্যটা। অকৃপণভাবে আগুন বিলাচ্ছে। কাল রাতের মতো ঘট ঘট শব্দ হচ্ছে আবার। ক্রমাগত দুলছে শরীর। সম্ভবত মৃত ভেবে একটা ওয়্যাগনে শুইয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। চলছে ওয়্যাগনটা। আবার জ্ঞান হারাল জেব।

দ্বিতীয়বার যখন জ্ঞান ফিরে পেল সে তখন সূর্য ডুবছে। আকাশে ছোপ ছোপ রক্ত...নাকি লালচে মেঘ? বার কয়েক চোখ পিটপিট করল জেব। শরীরটা এত ভারী লাগছে কেন? শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কারণটা বোঝার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল একসময়। কে বা কারা যেন সেঁটে আছে ওর গায়ের সঙ্গে। কারা এরা? এবার বুঝতে দেরি হলো না ওর। ওর তিন সঙ্গী—মৃত। আঠালো পদার্থে চটচট করছে প্রত্যেকের গা।

রক্ত?

বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল জেবের। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল স্রোত। মনে পড়ে গেল সব।

সে জেব স্টুয়ার্ট। স্যান মার্কোসের সুপরিচিত ফ্রেইটিং

কম্পানি স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর সিংহভাগের মালিক এবং ওয়্যাগনমাস্টার। বুলিয়নভর্তি দুটো ওয়্যাগন নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল ওরা...

পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে আস্তে আস্তে। বুলিয়ন লুট করার জন্যই হামলা করা হয়েছে ওদের উপর।

কারা যেন কথা বলছে দূরে, একাধিক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। হয়তো খুনিরাই। কান খাড়া করল জেব—ভাগ্য ভালো হলে কারও গলা চিনে ফেলতে পারে। কিন্তু পরিচিত মনে হচ্ছে না। কেমন জড়ানো গলা সবার, কাটা কাটা কথা, মনে হচ্ছে উৎকণ্ঠিত।

ওয়্যাগনটা এখন আর চলছে না। বাইরে রাত নামছে। হঠাৎ করেই টের পেল জেব, আগুন লেগে গেছে ওয়্যাগনের ঠিক নীচেই। শুকনো নলখাগড়া আর ডালপাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। লকলকে শিখা ওয়্যাগনের মেঝে ভেদ করে ছ্যাঁকা দিচ্ছে পিঠে।

ওঠার চেষ্টা করল সে, পারল না। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল একজনের লাশ, সেটা আরও জড়িয়ে এল ওর গায়ের সঙ্গে। বাধ্য হয়ে বুকের কাছে দু'পা জড়ো করে লাথি মারল—বাঁচতে হবে। ছিটকে গিয়ে ওয়্যাগনের দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল লাশটা। চেহারাটা একপলক দেখল সে। জন ব্রাউন। জেবের ডান হাত। ওকে সঙ্গে নিয়ে কতবার ফ্রেইটিং-এ বের হয়েছে সে বলতে পারবে না।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো জেব। পড়ে যাচ্ছিল, থাবা দিয়ে ধরে ফেলল ওয়্যাগনের দেয়াল। ধোঁয়ায় আর তাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে। আগুন ধরে গেছে ক্যানভাসের হুডে।

দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল জেব, কীভাবে নিজেও জানে না, সম্ভবত বাঁচার তাগিদে। জানে শত্রুপক্ষ যদি দেখে বেঁচে আছে সে,

তা হলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। চাবুকের সপাং আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়, গলা ফাটিয়ে বলল কেউ, 'এই যা! যা!'

চাকা ঘোরার ঘর্ঘর শব্দ পাওয়া গেল।

জেব টের পাচ্ছে, যে-ওয়্যাগনে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সব বুলিয়ন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পড়ূ পড়ূ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সে ওয়্যাগনের পেছনের দিকে। তারপর লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

শত্রুপক্ষের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যেখানে পড়েছে জেব সেখানকার ঘাস শুকনো, আগুন ধরে গেছে এখানেও। গড়াতে শুরু করল সে, নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চায়। একইসঙ্গে চাচ্ছে কোনো একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে ঢুকতে।

গড়ানোর কারণে শার্টে-লাগা আগুন নিভে গেল। তারপরও থামল না জেব। দূরে সরে যেতে হবে ওকে, যত দূরে সম্ভব। জ্বলন্ত ওয়্যাগনটা এখন ওর জন্য নরক।

পাতলা কিছু ঝোপের আড়ালে এসে থামল সে। শরীরটাকে কোনোরকমে মুচড়ে তাকাল ওয়্যাগনটার দিকে। পুড়ে পুড়ে কয়লা হচ্ছে ওটা। এবার আরেকটু দূরে তাকাল সে। নদীর শুকনো তীর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আরেকটা ওয়্যাগন। জেব জানে ওটা ওর, বলা ভালো গতকাল পর্যন্তও ছিল। স্যাডলপরানো চারটা ঘোড়ায় চারজন লোককে দেখা গেল। ছ'টা ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। চলন্ত ওয়্যাগনটার ড্রাইভিংসিটে বসে আছে কে বা কারা, দেখা গেল না।

শরীরের উপরের অংশে কিছু পরেনি চার ঘোড়সওয়ার। লাল কাদামাটি মেখেছে বুকেপিঠে। মাথায় আর কাঁধে পালক লাগিয়েছে। একজনের চেহারা মোটামুটি দেখতে পেল জেব। দু'জনের ঘোড়ার ব্র্যাণ্ড দেখল।

মাত্র কয়েকটা মিনিট। তারপর রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল লোকগুলো।

লাফিয়ে মাটিতে পড়া, তারপর গড়ানোর কারণে খুলে গেছে ক্ষতের মুখ। রক্ত পড়তে শুরু করেছে আবার। অস্বাভাবিক দুর্বলতা গ্রাস করে নিচ্ছে জেবকে। ঝোপগুলোর আড়ালেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। মন বলছে, কপালে মরণ থাকলে মরতে হবেই, শুধু শুধু চেষ্টা করে লাভ কী?

কিন্তু জেব জানে শুধু শুধু না। মরার আগে মরতে চায় না সে।

দাঁতে দাঁত চেপে উঠে বসল পাছায় ভর দিয়ে। তারপর হামাগুড়ি দিতে শুরু করল।

বাঁচতে হবে ওকে।

কীভাবে, জানে না।

শুধু জানে, বাঁচতে হবে।

দুই

তিন সপ্তাহ পর।

আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকায় নির্ধারিত সময়ের আগেই আঁধার ঘনিয়েছে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে জেব। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে স্যান মার্কোসের আলো। অন্ধকারে এ-রকম ঝলমলে আলো মনে করিয়ে দেয় মরূদ্যানের কথা। একটা আর্মি পোস্ট পার হলো জেব। তারপর দুলকি চালে ছাড়িয়ে এল ক্ষরায়-মরা একটা নদী। শহরের আলোগুলো আরও ঝলমল করছে

এখন।

বেন'স ফোর্ট পার হওয়ার সময় একটা ঘোড়া, হোলস্টারসহ একটা গানবেল্ট আর একটা পিস্তল ধার নিয়েছে জেব। অনেকটা পথ দৌড়েছে ঘোড়াটা, এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঠিকমতো হাঁটতে চাচ্ছে না।

চলতে চলতে মৃত তিন সঙ্গীর কথা ভাবছে জেব। তিনজনই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ভাবছে বুলিয়নগুলোর কথা। মাস তিনেক আগে যখন স্যান মার্কোস ছেড়েছিল তখন কল্পনাও করেনি আজকের দিনটার মতো একটা দিন আসবে ওর জীবনে। শরীরে বুলেটের ক্ষত নিয়ে ফিরছে সে শহরে। ফিরছে নিঃস্ব হয়ে, দেউলিয়া হয়ে। এসব কথা ওর পার্টনারকে জানাবে কীভাবে?

নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠছে জেব। উরুতে চাপড় মারল সে। যা ঘটেছে তা আন্দাজ করা উচিত ছিল।

আরও কাছিয়ে এসেছে আলোগুলো। শহরের সীমানায় পা রেখেছে ঘোড়াটা। দূর থেকে একটা ড্যান্স হল চোখে পড়ে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে পিয়ানোর আওয়াজ। উঁচু গলায় গান গাইছে এক মহিলা। হা হা করে হেসে উঠল কে যেন। গায়িকার গলা নিচু হলো হঠাৎ। এখন কানে বাড়ি মারছে ঝিঁঝিঁর ডাক।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে দু'-চারটা ওয়্যাগন। লোকগুলো শহরের বাসিন্দা না। কোথাও যাচ্ছে অথবা কোনো জায়গা থেকে এসেছে। নিরাপত্তার খাতিরে থেমেছে শহরের সীমানায়। ছোট করে আগুন জ্বালিয়েছে। বাতাসে কাঠপোড়া ধোঁয়া। জোরে দম নিলে কফির সুবাস পাওয়া যায়। পট পট আওয়াজ তুলে জ্বলছে কাঠ, একটু পর পর স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। কখনও কখনও গনগন করে ওঠে কয়লা।

ক্ষরা চলছে, তাই অল্প বাতাসেই গাদা গাদা ধুলো এসে বাড়ি

মারে নাকেমুখে। পরিচিত একটা ওয়্যারহাউসের দিকে এগিয়ে চলেছে জেব। ওটার দেয়ালে সাদা রঙ-করা। বাইরে খুঁটি গেড়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে সাইনবোর্ড:

কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং

পাশে বড় একটা আস্তাবল। সেটার সঙ্গের বেড়া-দিয়ে-ঘেরা প্রশস্ত উঠানে পড়ে আছে ফ্রেইটওয়্যাগনের চাকার ধাতব বলয়, অনেকগুলো। ওগুলো ছাড়িয়ে আরেকটু বাঁয়ে তাকালে ছোট একটা অফিসরুম দেখা যায়। ভিতরে আলো জ্বলছে।

জ্বলছে জেবের বুকের ভিতরটাও—রাগে, প্রতিশোধস্পৃহায়। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে সে। রাতেও অফিসরুমে আলো জ্বলে—কারসনদের ব্যবসা তা হলে ভালোই চলছে? বেড়ার সঙ্গে লাগোয়া খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল জেব। এক তালপাতার সেপাইকে দেখা গেল, টেবিলে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে চেয়ারে। রাজার হালে পাইপ টানছে। এখন অফিসের দায়িত্বে আছে সে-ই।

কিছুটা অন্ধকার জায়গায় ঘোড়া থামাল জেব, নামল। বেড়ার সঙ্গে প্যাঁচাল লাগাম। অফিসরুমের দরজার দিকে এগোচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছে চিৎকার করল, 'টেক্স বেল কই?'

ঝড়ের বেগে টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে নিল তালপাতার সেপাই, পাইপ সরে গেছে মুখ থেকে। একছুটে চলে এসেছে দরজার কাছে। কে চেঁচিয়েছে জানার জন্য এদিকওদিক তাকাচ্ছে। আলো-আঁধারিতে জেবের ছায়ামূর্তি দেখে কেন যেন ভয় পেল লোকটা। ঢোক গিলে বলল, 'মনে হয় মিস্ অলিভিয়া কারসনের বাসায়।'

'তারমানে রেটন পাস থেকে ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, ফিরেছে,' নাক টানল তালপাতার সেপাই—নিজেকে সামলে নিতে চায়। 'তুমি যে-ই হও না কেন, কাজ না-থাকলে

বিরক্ত কোরো না তাকে। আজ রাতে একজায়গায় দাওয়াত আছে ওর।’

আর কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করল না জেব। ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে বেড়া থেকে ছুটিয়ে নিল লাগাম। স্যাডলে উঠে বসে বুটের গুঁতো দিল জন্তুটার পেটে। চলতে শুরু করল ওটা।

সাইনবোর্ডটাকে পাশ কাটিয়ে বাঁয়ে ঘুরল জেব। এখানে কিছুদূর এগোনোর পর একসারিতে কয়েকটা ক্যাটলপেন। সঙ্গেই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে আর্মিদের দুটো ওয়্যারহাউস। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হবে শীঘ্রই, তাই এত তাড়াহুড়ো।

জেবকে চমকে দিয়ে পর পর দু'বার গর্জে উঠল পিস্তল। না, ওকে গুলি করেনি কেউ, গুলি করা হয়েছে আকাশের দিকে। হো হো করে হাসতে হাসতে একটা সেলুনের ব্যাটউইং দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল দু'জন কাউবয়, টলছে। ওদের এক সঙ্গী বের হয়ে এসেছে আগেই, সে-ই গুলি করেছে, লোকটাকে জঘন্য একটা গাল দিল একজন। জবাবে আরেকবার ট্রিগার টেনে আকাশের বুক ফুটো করল লোকটা।

আর্মিদের ওয়্যারহাউস থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্যক্তিগত পার্লারকার। জানালাগুলোয় ঝুলছে সোনালি সুতো দিয়ে কাজ-করা ভেলভেটের ড্রেইপারি। সাদা কোট-পরা ওয়েইটাররা ব্যস্ত-হাতে লিনিনের ক্লথ বিছিয়ে দিচ্ছে টেবিলে। আরেকটা টেবিলে জিভে-জল-আনা সব খাবার। শ্যাম্পেনের বালতিগুলো নজর কাড়ে অন্যকিছুর আগে।

পার্লারকারটা শহরের মাত্র দু'মাইল বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারত কি না সন্দেহ। এই বিলাসিতা শুধু শহরের সীমানার মধ্যে প্রযোজ্য।

স্যান মার্কোস সিটিতে রেলরোড এসেছে বেশিদিন হয়নি। পার্লারকারের মতো সভ্যতার আরও অনেক উপকরণ, অন্তত এ-অঞ্চলের লোকদের জন্য, চলে এসেছে দেখতে দেখতে। মস্ত মস্ত ষাঁড় নিয়ে এসেছে ব্যবসায়ীরা। এসেছে বেশ কয়েকজন জাত কসাই। দেখা গেছে নামকরা কিছু মহিষশিকারীকে। আজকাল বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের কিছুসংখ্যক শিষ্য। চিহুয়াহুয়ার মতো সুদূর এলাকা থেকে চলে এসেছে মেক্সিকান কুলিরা। কাউবয়, জুয়ারি আর বেশ্যাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

টাউন মার্শালের দায়িত্বে যে আছে, লোকে বলে একসময় নাকি ভাড়াটে খুনি ছিল সে। তবে আইনশৃঙ্খলা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণেই রেখেছে লোকটা।

সবকিছুর সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। রেলরোড চলে আসায় বেড়ে গেছে জমির দাম। যারা টুকটাক ব্যবসা করে খেত তাদের পকেট ভারী হচ্ছে আস্তে আস্তে। ওদিকে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ফ্রেইটিং-কম্পানির মালিকদের কপালে। অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে যে-জায়গায় রেলরোড নেই সেখানে। কেউ যাবো যাবো করছে। যাদের পুঁজি বেশি তারা বিভিন্ন ফন্দিফিকির করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

নিজের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল জেব। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। কপালে ছিল বলে বাড়িটা আবার দেখতে পেয়েছে। তা না-হলে কবরে শুয়ে পচতে হতো।

কবর? অর্গ্যান মাউন্টেনের যে-জায়গা থেকে বেঁচে ফিরেছে সে, সেখানে কবরের চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল না? কে বা কারা কবর দিত ওকে? অ্যামবুশাররা? ওর তিন বন্ধুর বেলায় সে-রকম কিছু করেছে নাকি ওরা?

একচিলতে উঠানটা ছাড়িয়েই চোখে পড়ল ওর দারোয়ান

অ্যালান হেইলকে। আস্তাবলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে, পাইপ টানছে। নিজের অফিসের দিকে তাকাল জেব। ভিতরে আলো জ্বলছে না, না-জ্বলারই কথা। মনে হয় তালা লাগিয়ে আজ রাতের মতো চলে গেছে ম্যানেজার ব্রডি উইলিয়ামস।

হেইলের দিকে আবারও তাকাল জেব, মায়া লাগছে। বেচারা গত তিন মাস ধরে নিজের দায়িত্ব পালন করছে রাতের পর রাত, অথচ জানে না মালিক গুলি খেয়ে পড়ে ছিল দু'শ' মাইল দূরে, ছটফট করেছে ক্ষুধাপিপাসায়। কখনও হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছে আর পারবে না, মরণ ঘনিয়েছে। কখনও আবার মনের জোরে বাঁচার লড়াই চালিয়ে গেছে। বুনো ফলমূল খেয়েছে কখনও। কখনও ওঁৎ পেতে থেকেছে পরিচিত কোনো ট্রেইলের ধারে, কোনো ওয়্যাগন বা কাফেলার যাত্রাবিরতি করার আশায়। তারপর গভীর রাতে একগাদা খাবার চুরি করে পালিয়েছে। অর্গ্যান মাউন্টেনের খররোদ মাথায় নিয়ে হেঁটেছে মাইলের পর মাইল। ইণ্ডিয়ান শিকারীদের ফাঁকি দেয়ার জন্য শার্ট খুলে নাকেমুখে পেঁচিয়ে ট্রেইল ছেড়ে নেমে ঢুকে পড়েছে প্রেইরির আতঙ্কজনক ধুলিঝড়ে। যতবার মৃত্যুর চিন্তা এসেছে মাথায় ততবার নিজেকে বলেছে, শোধ না-নিয়ে মরবো না।

মুচকি হাসল জেব। গেল তিন সপ্তাহে এটাই ওর প্রথম হাসি। আটাশ বছরের জীবনটা পোড় কম খায়নি। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার এবং মেদহীন একশ' আশি পাউণ্ড ওজনের শরীরটা মারামারি-কাটাকুটির অনেক দাগের পাশাপাশি নানা অভিজ্ঞতাও বহন করছে।

গত তিন সপ্তাহে কম করে হলেও পনেরো পাউণ্ড ওজন হারিয়েছে সে। গালে ক্ষুর পড়েনি, পড়ার প্রশ্নই আসে না। গোসল করলে গাঢ় খয়েরি ঘন চুল থেকে দু'-তিন পাউণ্ড ধুলো খসলেও খসতে পারে। ঘাড়ের কাছে, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া শার্টের

কলারের উপরে, নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে কয়েকটা জট।

নিজেকে আয়নায় শেষ কবে দেখেছিল মনে করার চেষ্টা করল জেব, কিন্তু পারল না। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলে একটা মানুষের কালো চোখের তারা কি আগের মতোই থাকে? চৌকোনা চোয়াল কি বদলে যায়? সরু খাড়া নাক আর পাতলা ঠোঁট তীক্ষ্ণতা হারায়? আত্মনির্ভরশীলতায় চিড় ধরে? জানে না জেব। জানতে হবে। সুযোগ পেলে আয়নার সামনে দাঁড়াবে সে।

বাপ-মা মরার পর সম্পত্তি দখলের নিয়তে চাচারা খেদিয়ে দিল বাড়ি থেকে সেই কৈশোরে, তারপর কখনও কারও কাছে সাহায্য চায়নি জেব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সাহায্য দরকার ওর। ডাক্তারের সাহায্য লাগবে, টাউন মার্শাল ওরফে প্রাক্তন ভাড়াটে-খুনিটার সাহায্য লাগতে পারে, সবচেয়ে বেশি দরকার ভাগ্যের সাহায্য। পিঠে আঁচড় কেটে বেরিয়ে-যাওয়া দুটো বুলেট এমন ক্ষত তৈরি করেছে, নড়াচড়া বেশি হলেই যেগুলোর মুখ খুলে যায়। হতচ্ছাড়া শার্টের রঙটাই বদলে গেছে বার বার জমাট-বাঁধা রক্তের কারণে। শার্টটা একটা যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে জেবের জন্য।

বাড়িতে ঢুকল না জেব। আস্তাবলটাকে পাশ কাটিয়ে চলে এল ভ্যান হেফলিনের ট্রান্সপোর্ট অফিসে। এখনও কাজ করছে লোকটা। অফিসরুমে আলো জ্বলছে। হেফলিন সুদর্শন, হাসিখুশি। তেমন বয়স হওয়ার আগেই পেকে গেছে মাথার কিছু চুল আর চওড়া বুকের কিছু পশম। চমৎকার একটা ইভনিং ড্রেস পরে আছে এখন। লিনিনের শার্টে মুক্তোর কাফলিঙ্ক নজর কেড়ে নেয়। ঘোড়ায়-টানা চারচাকার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অফিসরুমের বাইরে, মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ির পথ ধরবে হেফলিন।

ওর কাছে যাবে কি না ভাবল কিছুক্ষণ জেব, তারপর যাওয়ার

সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অফিসে আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে। লোকটা অপরিচিত, দুই কোমরে নিচু করে বেঁধে রেখেছে দুই হোলস্টার। ঝামেলা, মনে মনে বলে অন্ধকার এককোনায় সরে গেল জেব। পিছলে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। লাগাম ধরে টেনে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ঘোড়াটাকে।

কাছেই সাদা রঙ-করা একটা দোতলা বাড়ি। এখানে স্ত্রীসহ থাকে ওর পার্টনার শুবেল মর্গান। এককোনায় ঘোড়াটা বাঁধল জেব। ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয়নি এখনও, তাই রান্নাঘরের জানালার পর্দা টানেনি মর্গানের বউ শ্যানন।

বয়স কম মেয়েটার, জেবের কাছাকাছিই হবে, তারপরও গৃহবধূদের মতো ভারিক্কি চাল চলে এসেছে ওর শরীরে। এঁটো থালাবাসন ধুচ্ছে সে। ডিশপ্যানে কিছু খাবার ছিল, জানালার কাছে এসে বাইরে ফেলে দিল সেগুলো। কাজ শেষে অ্যাপ্রন খুলে ঝুলিয়ে রাখল হুকে। ছোট একটা আয়নায় তাকিয়ে বাদামি ঘন চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছে।

রান্নাঘরটা ঝকঝকে পরিষ্কার। রান্নার কাজে যা যা লাগে সব আছে এবং সবগুলো জায়গামতো আছে। আরও বড় কথা, সব সুন্দর করে ধুয়ে সাজিয়ে রেখেছে শ্যানন। মোমের পলিশ করা মেপল কাঠের মেঝে গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর রুচির পরিচয় বহন করে।

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ভিতরের পার্লার এবং সংলগ্ন হল দেখা যায়। সেখানে মার্বেলের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর গোলাপি-ঢাকনাওয়ালা একটা লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনটার পাশে একটা বাইবেল। উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়েছে কয়েকটা সোফা আর খাড়াপিঠের দুটো চেয়ারের উপর। ওখানকার দেয়ালে শোভা পাচ্ছে জলরঙ। সংলগ্ন মেঝেতে বিছানো আছে ছোট কার্পেট। একদিকের দেয়ালে র‍্যাকের মতো বানিয়ে সেটা পেইন্ট-করা কাপ দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছে শ্যানন। কাপগুলো বানিয়েছে সে-ই, জানে

জেব, পেইন্টের কাজও সম্ভবত ওর।

এখনও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শ্যানন, নিজেকে দেখছে। ওর শরীরে কিছুটা মেদ জমেছে, তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায়। ওর বুক উন্নত, গ্রীবা আর কোমর সরু, ঠোঁট দুটো টসটসে। বাদামি চোখে শান্ত দৃষ্টি। পরনের কাপড়টাও নিজহাতে বানিয়েছে, পেইন্টেড কাপগুলোর মতো।

বিধাতা চোখধাঁধানো সৌন্দর্য দিয়েছেন শ্যাননকে, দিয়েছেন দমআটকানো যৌবন, তারপরও মেয়েটার প্রতি কেন যেন সে-রকম আকর্ষণ বোধ করে না জেব। কখনও করেওনি। সবসময় ভালো বন্ধু ছিল দু'জনে, হয়তো এখনও আছে। জেব স্যান মার্কোসে এসে ঠাঁই নেয়ার পর কতদিন একসঙ্গে স্কুলে গেছে দু'জনে। ফেরার পথে প্রায়ই হাবিজাবি কতকিছু খেতে দিয়েছে শ্যানন, জেবও আবোলতাবোল কত গল্প শুনিয়েছে। নিয়তি শেষপর্যন্ত শ্যাননকে তুলে দিল ওর চেয়ে বিশ বছরের বড় এক লোকের হাতে। এই তো, কয়েক বছর আগে বিয়ে হলো ওদের। ওটা শ্যাননের দ্বিতীয় বিয়ে।

রান্নাঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল জেব, আলতো করে টোকা দিল। পাল্লার কাছে মুখ নামিয়ে চাপা-গলায় বলল, 'শ্যানন, আমি জেব।'

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল শ্যানন। পাল্লা ফাঁক করে জেবকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, হাঁ হয়ে গেল মুখ, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল কয়েক পা। চোখ বড় বড় করে দেখছে জেবকে। দেখছে ধুলোবালিমাখা শরীরটা, রক্তের দাগ লাগা শার্ট আর স্যাডলজ্যাকেটটা। একইসঙ্গে বিড়বিড় করে বলছে কী যেন।

ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল জেব। জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল পর্দা। কান পেতে শুনল কিছুক্ষণ।

বাড়িটা সুনসান মনে হচ্ছে।

'মর্গান কই?' জানতে চাইল জেব।

'ও...ও...একটু বাইরে গেছে।'

'বাইরে মানে?'

'হাঁটতে গেছে।

'হাঁটতে গেছে!'

'হুঁ। রাতে খাওয়ার পর ইদানীং হাঁটাচলা ধরেছে। বয়স হচ্ছে তো। কিন্তু...তোমার এ-কী অবস্থা! দেখে মনে হচ্ছে না-খেয়ে আছো অনেকদিন। আর...শার্টে এসব কীসের দাগ? রক্তের নাকি?'

'হ্যাঁ, রক্তের। গুলি খেয়েছি। অনেকদিন হয়ে গেছে। কিছু মনে না-করলে জ্যাকেটটা খুলতে সাহায্য করবে?'

রক্ত, ক্ষত ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না শ্যানন। জেবের পেছনদিকে এসে দাঁড়াল সে, মনের উপর জোর খাটিয়ে টেনে নামাল জ্যাকেটটাকে। তারপর গিয়ে দাঁড়াল জেবের মুখোমুখি। শার্টের কয়েকটা বোতাম ছেঁড়া, অদক্ষ হাতে বাঁধা ভিতরের ব্যাণ্ডেজটা দেখা যাচ্ছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে জেবকে দেখল কিছুক্ষণ শ্যানন। কিছু বলছে না।

'পানি আনতে পারবে?' বলল জেব। 'রক্ত শুকিয়ে শার্টটা পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে আঠার মতো। পানিতে ভিজিয়ে চেষ্টা করে দেখি খোলা যায় কি না। ভয় পেয়ো না, আমিই পারবো।'

'শোনো, নিজে নিজে মাতবরি না-করে ডাক্তারের কাছে যাও। আর যেতে না-পারলে বলো, আমিই ডেকে আনি।'

'না। ডাক্তারের দরকার নেই। দেখে যতটা মনে হচ্ছে ততটা গুরুতর না আমার আঘাত। এটা নিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে ভুগছি আমি, মরুভূমিতে-প্রেইরিতে ঘুরেছি, মরিনি। কাজেই ব্যাণ্ডেজ খুলতে গেলে আমার দম বের হবে না।'

'কিন্তু...' কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল শ্যানন, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে আবার। জেবের চোখে চোখ রেখে থামল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঘুরে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ফিরে এল খানিক বাদে। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে একটা ট্রলি। সেটাতে এক গামলা ঈষদুষ্ণ পানি, ব্যাণ্ডেজসামগ্রী, একটা মেডিসিন চেস্ট, কেঁচি আর সুতো আছে।

'টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াও,' মৃদু গলায় বলল সে। জেবের চোখে চোখে তাকাচ্ছে না।

গানবেল্ট খুলে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল জেব। কান পাতল আবারও। না, বাড়ির ভিতরে কোনো আওয়াজ নেই। কোনো আওয়াজ নেই বলাটা বোধহয় ভুল হলো। কেঁচি চলছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে শার্ট, সে-শব্দ পাওয়া যায়। জেব পরপুরুষ, তাই ওর গায়ে হাত লাগলেই কেমন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে শ্যাননের আঙুলগুলো। মুচকি হাসল জেব—হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে ওরা কতদিন!

কেঁচি চালানোর জন্য নিজের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে মেয়েটাকে, টের পেল জেব। টেনে টেনে শার্টটাকে যখন নামাল জেবের কোমর পর্যন্ত, ততক্ষণে রীতিমতো কাঁপছে।

নিজের শরীরের দিকে তাকাল জেব।

ডান পাঁজরের নীচে ছুরির অনেক পুরনো একটা ক্ষতচিহ্ন—উঠে এসেছে বুকের প্রায় বাঁ দিক পর্যন্ত। হাতাহাতি লড়াইয়ের সাক্ষী। জেব ভাবতেও পারেনি হঠাৎ করে ছুরি বের করে বসবে প্রতিপক্ষ। তখন লোকটার ছুরিধরা হাত মুচড়ে দিয়ে ওকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেয় জেব, একের পর এক লাথি মেরে থেঁতলে দেয় চেহারা। তা না-করলে মরতে হতো নির্ঘাৎ, বাঁচানো যেত না পুব-থেকে-আসা সহজসরল লোকটাকেও, যার শার্টের নীচে কোমরের বেল্টে অনেকগুলো ডলার ছিল।

ডান কাঁধে রাইফেলের বুলেটের চুমুর দাগ। সে-বার মালিকের ফ্রেইটিংওয়্যাগন নিয়ে পালাচ্ছে ডাকাতেরা, জেব দুঃসাহস দেখিয়ে রুখতে গেছে। ওয়্যাগন বাদ দিয়ে বিনা-নোটিশে ট্রিগার টানতে শুরু করল শয়তানগুলো। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভেস্তে যায় ওদের পরিকল্পনা। ধাওয়াকারীদের হাতে ধরা পড়ে দু'জন। ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে কটনউডের ডালে টানা চব্বিশ ঘণ্টা ঝুলে ছিল লাশ দুটো। লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে একজনের কাঁধ থেকে শকুন তাড়াতে হয়েছিল।

নাভির একটু উপরে খানিকটা জায়গার চামড়া অস্বাভাবিক সাদা আর লোমহীন, ওখানে আর কোনোদিন লোম হবেও না। কারণ জ্বলন্ত লাকড়ি ঠেসে ধরেছিল এক ইণ্ডিয়ান। তার আগে ইণ্ডিয়ানদের দলটা পাকড়াও করেছিল ওকে অর্গ্যান মাউন্টেনের একজায়গা থেকে। সেনাবাহিনীর লোকগুলো যদি ঠিকসময়ে হাজির না হতো...। দোষ দেয়া যাবে না জেবকে—এক বন্ধুর খুনিকে ফলো করছিল নির্ভুলভাবে, লোকটা যখন বুঝতে পারে জেব কাছে চলে এসেছে তখন সাদামানুষদের এলাকা বাদ দিয়ে ঢুকে পড়ে ইণ্ডিয়ানদের এলাকায়।

টান পড়েছে ব্যাণ্ডেজে, অসহ্য একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে পিঠে। নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে উঠল জেব, দাঁতে দাঁত চাপল। চোখ কুঁচকে গেছে। কোনোরকমে বলল, 'মদ-টদ কিছু আছে নাকি? একটু গলা ভেজাতাম।'

'আছে কিন্তু এখন দেয়া যাবে না। হিতে বিপরীত হতে পারে।'

'কীরকম?'

'ব্যথা ভোলার জন্য বেশিমাত্রায় গিলে ফেলতে পারো। তারচেয়ে ভালো একটু কষ্ট করো, বেশি সময় লাগবে না আমার। কফি বসিয়ে এসেছি চুলোয়। বাসি স্ট্যু আছে, ওটাও গরম করে দিচ্ছি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ শেষ হলে খেয়ে নিয়ো।'

কিছু বলল না জেব। চুপ করে থেকে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে।

কাজ করতে করতে শ্যানন বলল, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমার চিঠিটা পেয়েছে মর্গান। জানতে পারলাম রেটন পাসে আছো, তার আগে একজায়গায় তাড়া খেয়েছ ইণ্ডিয়ানদের। চিঠিতে লিখলে, কী একটা পরিকল্পনা আছে তোমার মাথায়...'

'অ্যাম্বুশ করা হয়েছে আমাদেরকে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জেব, বুলেট যে-জায়গায় লেগেছে ঠিক সেখান থেকে এখন ব্যাণ্ডেজ সরাচ্ছে শ্যানন। 'চারজন ছিলাম, তিনজন শেষ। আমি বেঁচে গেছি কপালগুণে।'

'তিনজন?'

'জন ব্রাউন, রেমণ্ড মেসি আর ডেভিড ব্রুস। এত বছর ধরে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এ কাজ করছিল ওরা! আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। তিনজনের কেউই নেই এখন। গুলি করে খুন করার পর আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে লাশগুলো।'

আবারও থেমে গেছে শ্যাননের হাত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, তারপরও জেব টের পাচ্ছে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

'ইণ্ডিয়ান?' কিছুক্ষণ পর ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

'না। তবে ইণ্ডিয়ান সেজে এসেছিল। সবাই সাদাচামড়ার। আমাদের উপর গুলি চালানোর পর ভাবে আমরা চারজনই মারা গেছি। তখন আমাদেরকে ওয়্যাগনে উঠিয়ে ওয়্যাগনটাকে নিয়ে যায় ট্রেইল থেকে অনেকদূরে, যেখানে কখনও যাওয়ার দরকার হবে না কারও। তারপর আগুন লাগিয়ে দেয়। সময়মতো জ্ঞান ফিরে পাই আমি। ওয়্যাগন থেকে লাফিয়ে পড়ি মাটিতে। ওরা দেখতে পায়নি।'

'কিন্তু এত জঘন্য একটা কাজ কারা করল? কেন করল?

'কারা করল জানি না। কিন্তু কেন করেছে জানি। বুলিয়ন লুট

করার জন্য।'

'কীসের বুলিয়ন?'

'কেন, মর্গানকে লেখা-চিঠিতে তো সবই জানিয়েছিলাম? রেটন পাসে থাকাকালীন সময়ে একটা চুক্তি সই করি আমি। সে-মোতাবেক একটা চালান নিয়ে আসতে হতো এখানে, স্যান মার্কোসে। বিনিময়ে ভালো কমিশন পাওয়ার কথা ছিল।'

'কীসের চালান?'

'আড়াই লাখ ডলারের সমমূল্যের বুলিয়ন আর কয়েন। কিছু পাবে কয়েকটা এক্সপ্রেস কম্পানি। তবে বেশিরভাগই জমা হওয়ার কথা ছিল এখানকার কয়েকটা ব্যাঙ্কে। ওগুলো পাঠানো যায় কী করে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল রেটন পাসের কর্মকর্তারা। ইণ্ডিয়ানদের উৎপাতের কারণে দুটো বড় স্টেজ কম্পানি মুখের উপর না বলে দিয়েছিল। বেশি কমিশনের কথা বলে দাঁও মারার সিদ্ধান্ত নিই আমি তখন। ওরা রাজি হয়। ...লোহার বড় আর ভারী কয়েকটা বাক্সে ছিল বুলিয়ন আর কয়েনগুলো। কোনো বাক্সে তিনটা আবার কোনো বাক্সে চারটা করে বড় বড় তালা লাগানো ছিল। সবগুলো বাক্সের ওজন কম করে হলেও তিন টন হবে।'

'স্টেজ কম্পানিরা যেখানে মানা করে দিল সেখানে তুমি রাজি হতে গেলে কোন্ কারণে?'

'একরকম জুয়া বলতে পারো।'

'কীসের জুয়া?'

'দুটো ওয়্যাগন ছিল আমার কাছে। সবগুলো বাক্স একটা ওয়্যাগনে না-রেখে সমান সংখ্যায় ভাগ করে দুটোতেই রাখার সিদ্ধান্ত নিই। ফলে দ্রুত এগোতে পারছিলাম। চালানটা অনেক মূল্যবান হওয়ায় সাধারণত রাতের বেলায় চলতাম আমরা, ট্রেইলের যেসব জায়গায় কাফেলার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে

ইণ্ডিয়ানরা সেগুলো এড়িয়ে যেতাম। কথা ছিল ষাটদিনের মধ্যে পৌঁছে দেবো চালানটা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। 'যেখানে সবাই এক কি বেশি হলে দুই পার্সেন্ট কমিশন পায় সেখানে আমি হেঁকেছিলাম সাত পার্সেন্ট। রাজি হয়েছিল ওরা। কাজটা করতে পারলে সাড়ে সতেরো হাজার ডলার থাকত আমার কম্পানির নামে, নগদ। অথচ এখন...' আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

অমঙ্গল আশঙ্কায় চেহারা কালো হয়ে গেছে শ্যাননের। 'এখন কী?'

'সিকিউরিটি হিসেবে রেটন পাসের কর্মকর্তাদেরকে বণ্ড দিয়ে এসেছি। আমাদের কম্পানির নামে সহায়সম্পত্তি যা আছে সব এখন ওদের। তারপরও আড়াই লাখ ডলারের তিন ভাগের একভাগও হয়নি।'

'তারমানে...'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'তারমানে অনেক বড় বিপদে পড়েছি আমরা। ঘটনা ইতোমধ্যে জানাজানি হয়েছে কি না জানি না। যদি হয়, রেটন পাসের ওরা প্রথমেই আইনের সাহায্য নেবে। আমি হলেও তা-ই করতাম। আমার সই-করা বণ্ড আদালতে জমা দিয়ে ফোর্স-সেল করা হবে আমাদের সহায়সম্পত্তি। বাকি টাকা না-পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মামলায় যাবে ওরা। জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে শেষপর্যন্ত।'

'কিন্তু আমরা যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিই...

'কতই বা দিতে পারবো, বলো? ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে আমাদের নামে? ধরলাম টেনেটুনে পঞ্চাশ হাজার ডলার হবে। আশি আর পঞ্চাশ—মোট হলো এক লাখ ত্রিশ, মানে পুরো চালানের অর্ধেক। বাকি অর্ধেক যোগাড় করবো কোত্থেকে?'

চুপ করে আছে শ্যানন। এতক্ষণে বুঝতে পারছে কত ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে।

জেব বলল, 'তারমানে কোমরে দড়ি পড়ার আগেই বুলিয়নগুলো উদ্ধার করতে হবে। যেভাবেই হোক।'

'উদ্ধার করবে! কীভাবে? আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে?'

'আছে।'

'কীরকম?'

'যারা হামলা করেছিল আমাদের উপর তাদের দু'জনকে মোটামুটি চিনতে পেরেছি।'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। কিছু বলছে না শ্যানন, কাজ করছে একমনে। জেবের ক্ষতস্থান থেকে ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে ফেলেছে, ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে। ক্ষতস্থানের আশপাশের মাটি আর ময়লা পরিষ্কার করে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর নোংরা জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলল, ট্রলিতে করে নিয়ে গেল ওগুলো রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল স্ট্যু আর কফি নিয়ে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল জেব। খেতে শুরু করল। ওর খাওয়া দেখল কিছুক্ষণ শ্যানন। গোগ্রাসে গিলছে। বেচারা!

খানিক বাদে জানতে চাইল মেয়েটা, 'বললে, দু'জনকে চিনতে পেরেছ। কারা ওরা?'

'একজন উইলফ্রেড লুকাস। কখনও এই আউটফিট আবার কখনও ওই আউটফিটের হয়ে কাজ করে। স্বভাবচরিত্র ভালো না। পকেটে যখন পয়সা থাকে, মদ আর বেশ্যা নিয়ে মজে যায়। টাকা ফুরিয়ে গেলে গতর খাটায় অথবা গুণ্ডামি করে।'

'আরেকজন?'

'টেক্স বেল।'

'টেক্স? মানে গানফাইটার টেক্স? কারসনদের ওয়্যাগনমাস্টার?'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'লোকটা স্যান মার্কোসেই আছে, খবর নিয়েছি। বুলিয়ন নিয়ে যখন রওনা দিয়েছি আমি রেটন পাস

থেকে তখন সেখানেই ছিল সে। লোকটা শহরে এসেছে কবে জানো?'

কী যেন চিন্তা করল শ্যানন। তারপর বলল, 'কয়েকদিন আগে। এসেই এমন ভাবভঙ্গি শুরু করল যেন তখনই আবার কাজে যেতে হবে ওকে। যা-হোক, ওর সঙ্গে কথা বলে মর্গান, তোমার ব্যাপারে জানতে চায়। টেক্স বলে তুমি নাকি ওর কয়েকদিন আগে রওনা দিয়েছ রেটন পাস থেকে, কাজেই তোমার কোনো খবর জানে না। আর বুলিয়ন বা কয়েনের ব্যাপারে একটা বর্ণও উচ্চারণ করেনি।'

কেটলি টেনে নিয়ে কাপে আগুনগরম কফি ঢালল জেব। 'আমার চালানটার খবর জানাজানি হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু রেটন পাসের অনেক ওয়্যাগনমাস্টার জেনে যায় ব্যাপারটা। টেক্স তাদের একজন। আসলে দাঁও মারার চেষ্টা করেছিল সে-ও। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, আমার পক্ষ থেকে বণ্ড জমা নিয়ে ফেলেছে রেটন পাসের কর্মকর্তারা।' মুখ তুলে তাকাল শ্যাননের দিকে। 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর হয়েই কাজ করছিল লুকাস। লাশবাহী ওয়্যাগনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে সে তখন যে-ঘোড়ায় বসে ছিল সেটার পাছায় এস.এম.সি. ছাপ দেখেছি।'

'এস.এম.সি.? মানে স্যান মার্কোস কারসন?'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'কারসনদের ফ্রেইটিং কম্পানিতে যে-ক'টা ঘোড়া আছে সবগুলোর পাছায় একই চিহ্ন দেখা যাবে, আমি নিশ্চিত।'

'জেব...তুমি জানো তোমার কথার মানে কী?'

'জানি,' কফির কাপে চুমুক দিল জেব। 'টেক্সের সঙ্গে কথা আছে আমার। দেখা করতে হবে মিস্টার কারসনের সঙ্গেও।'

'মিস্টার কারসন!' দুঃখের হাসি হাসল শ্যানন। 'মরা মানুষের

সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যায়?'

'মরা মানুষ!' এবার আশ্চর্য হওয়ার পালা জেবের। 'জানতাম না তো! কবে মরল? কীভাবে?'

'এই তো, গেল মাসে। হার্টঅ্যাটাক, সম্ভবত। আগুন লেগে গিয়েছিল ওদের আস্তাবলে, একসঙ্গে তিন জায়গায়। আগুন নেভানোর কাজে সবার সঙ্গে অংশ নেয় বুড়ো মানুষটাও। পুড়ে কয়লা হয় ওদের দুটো ওয়্যাগন, মারা যায় ডজনখানেক ঘোড়া। বাসাবাড়ি আর অফিসটারও ক্ষতি হয়। তবে ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ততক্ষণে ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছেন মিস্টার কারসন। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের উঠানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। আগুনের মতো তাঁর জীবনপ্রদীপও নিভে গেল।'

জেব খেয়াল করল, ওর দিকে পারতপক্ষে তাকাচ্ছে না শ্যানন। ওর সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না-হয় সেজন্য নীচের দিকে তাকিয়ে আছে বেশিরভাগ সময়।

'আস্তাবলের তিন জায়গায় আগুন লেগেছিল? একইসঙ্গে? তারমানে কেউ ইচ্ছা করে...'

কোনো মন্তব্য করল না শ্যানন।

ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেব। বুঝবার চেষ্টা করছে চেহারায় কোনো পরিবর্তন হয় কি না। কিন্তু মেয়েটা চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। কিছু বলছেও না।

'ঘটনাটা ঠিক কবে ঘটেছে বলতে পারো?'

'তুমি স্যান মার্কোস ছেড়ে চলে যাওয়ার পরদিন, সম্ভবত। আর...কেউ যদি ইচ্ছা করে আগুন লাগিয়েও থাকে, জানা যায়নি কে বা কারা করেছে কাজটা। তবে...

'কী?'

ইতস্তত করছে শ্যানন। শেষে বলল, 'আগুন লাগানোর দায়

কিন্তু তোমার ঘাড়েই চাপিয়েছে কেউ কেউ। বলেছে, মিস্টার কারসনও মরেছেন তোমার কারণে।'

'আমি আগুন লাগিয়েছি! আমার কারণে মরেছেন মিস্টার কারসন?'

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন। 'স্যান মার্কোসে ফ্রেইটিং ব্যবসার অবস্থা ভালো না। তার উপর অভাব নেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের। স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিংকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তা হলে পথে বসাতে হবে কারসনদেরকে। কাজেই ওয়্যাগন নিয়ে তুমি রওনা হয়েছ ঠিকই, কিন্তু ব্যাকট্র্যাক করে ফিরে এসেছ গভীর রাতে। কারসনদের আস্তাবলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছ। ...কোনো প্রমাণ নেই, তারপরও অনেকেই এসব বলাবলি করেছে।'

চুপ করে আছে জেব। ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগছে।

ওর অবস্থা দেখে হয়তো মায়া হলো শ্যাননের। 'বাদ দাও। লোকে তো কত কথাই বলে।'

'তোমার কী মনে হয়, শ্যানন?' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো জেবের গলা দিয়ে, 'ও-রকম কাজ আমার দ্বারা সম্ভব?'

হাত বাড়িয়ে জেবের একটা হাত আলতো করে ধরল শ্যানন। 'দেখো, আমরা বন্ধু। তোমাকে অনেকদিন থেকে চিনি আমি। সৎ মানুষ হিসেবে জানি। টাকাপয়সা পরের কথা, ইচ্ছা করলে...ইচ্ছা করলে...আমাকে নিয়ে অনেককিছু করতে পারতে। করোনি কখনও। কিন্তু লোকে কি এসব খবর রাখে? নাকি রাখার দরকার আছে তাদের? আর তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না গত কয়েক বছর ধরে তোমার সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে কারসনদের। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, সন্দেহও করছি না। কিন্তু সমস্যাটা যখন বাঁচামরার তখন কতকিছুই তো করে লোকে। বলো, করে না?'

চুপ করে আছে জেব। শ্যাননের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যানন। 'যদি এ-রকম হতো তুমি শুধুই একজন ব্যবসায়ী, হয়তো কথাগুলো বলত না কেউ। কিন্তু তোমার শরীরে মারামারি-কাটাকুটির অনেক দাগ। পিস্তল, রাইফেল কিংবা খালিহাত—টেক্স বেলদের মতো লোকেরা ছাড়া এ-তল্লাটের কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে কি না সন্দেহ। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সন্ত্রাসের সঙ্গে বার বার জড়িয়েছ তুমি। কত কঠিন একটা জীবন পার করছ, আজ তোমার শরীরটা না-দেখলে জানতেই পারতাম না কখনও।' লালচে আভা পড়ল মেয়েটার গালে। 'দেখো, অ্যাম্বুশ করা হলো তোমাদেরকে, তোমার তিন সঙ্গী মারা পড়ল, তুমি ঠিকই বেঁচে গেলে।'

চেয়ারে হেলান দিল জেব, যে-কফি খেতে এতক্ষণ ভালো লাগছিল এখন তা তিতা লাগছে। বলল, 'আসলে কী, জানো? ভাগ্য মানুষকে নিয়ে খেলে আমরা অনেক সময় বলি, কপালগুণে বেঁচে গেছি অথবা কপালগুণে পেয়ে গেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পরে দেখা যায় ওটাই কপালের সবচেয়ে বড় দোষ। যেমনটা হয়েছে আমার বেলায়,' উঠে দাঁড়াল। মর্গানের একটা শার্ট নিয়ে এসেছে শ্যানন, সময় নিয়ে পরল সেটা। ওর গায়ে টাইট হয়েছে শার্টটা, কব্জির ইঞ্চি দেড়েক উপরে এসে শেষ হয়েছে হাতা, বোতামও আটকানো যাচ্ছে না। তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের হাত দুটো দেখল কিছুক্ষণ সে, বিরক্ত হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। স্যাডল-জ্যাকেটটা টেনে নিয়ে পরল। গানবেল্টটা নেয়ার জন্য হাত বাড়াল।

'আমাকে ভুল বুঝো না, প্লিয,' নরম গলায় বলল শ্যানন। 'মারামারি পছন্দ করি না আমি। যত ভালোই হও না কেন, তোমার মতো পোড়খাওয়া শক্ত লোকদেরকে ভয় পাই। কিন্তু এ-ও জানি, আসলে উপায় নেই তোমার, তোমাদের। পশ্চিমে টিকে থাকতে হলে লড়তে হবে। আর তুমি তো এমন এক ব্যবসা বেছে

নিয়েছ যেখানে পদে পদে বিপদ। ...আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমি বিশ্বাস করি না কারসনদের আস্তাবলে আগুন লাগিয়েছ তুমি। কিন্তু আমার বিশ্বাসের সঙ্গে অলিভের বিশ্বাসের অনেক তফাৎ আছে। পয়সাওয়ালা বাপের একমাত্র সন্তান, এদের চিন্তাভাবনা অন্যরকম হয়। মিস্টার কারসন যা ভাবত, বলা ভালো যা শিখিয়েছে অলিভকে তা-ই শিখেছে সে। একটা কথা তোমাকে বলবো কি না বুঝতে পারছি না...'

গানবেল্টের হুক আটকাচ্ছিল জেব, হাত থেমে গেল। 'আবার কী?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর শ্যানন বলল, 'যতদূর জানি তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না অলিভ, না-পারারই কথা। এ-অবস্থায় পার্টনার হিসেবে ওর সঙ্গে কাজ করবে কীভাবে...'

'পার্টনার?' অজান্তেই চিৎকার করে উঠল জেব। 'কী বলছ?'

আবারও দৃষ্টি নত হয়েছে শ্যাননের, বিব্রত বোধ করছে। 'তোমাকে বলতেও ভয় হচ্ছে আবার না-বলেও উপায় নেই, কারণ পরে জানতে পারলে বেশি চোটপাট করবে আমাদের সঙ্গে। তোমার কম্পানিতে মর্গানের যা শেয়ার ছিল, বেচে দিয়েছে অলিভের কাছে।'

কথা হারিয়েছে জেব। শ্যাননের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বুঝতে পারছে না কী বলছে মেয়েটা।

'ওটা এক সপ্তাহ আগের ঘটনা,' বলছে শ্যানন। 'আমার স্বামীর বদলে অলিভ এখন তোমার পার্টনার।'

'বেচে দিয়েছে?' জেবের কণ্ঠে আবারও কোলাব্যাঙের ডাক। 'অলিভিয়া কারসনের কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন। 'ত্রিশ হাজার ডলার অফার করেছিল অলিভ, নগদ। মর্গান ভেবে দেখল ব্যবসা দিন দিন খারাপ হচ্ছে,

তল্পিতল্পা গোটানোর মতো অবস্থা। পরামর্শ করার জন্য তুমিও নেই। এদিকে প্রস্তাব দিয়ে অলিভ বলেছে বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারবে না। তাই সুযোগটা ছাড়তে চায়নি।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে কথা না-বলে...'

'তোমার সঙ্গে কথা বলবে কী করে? তুমি কি তখন ছিলে স্যান মার্কোসে? কবে ফিরে আসবে তারও তো কোনো ঠিক ছিল না। অলিভ তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলে আমরা...মানে মর্গান কী করত?'

'কিন্তু...কিন্তু...' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জেব পার্টনারশিপ বেচে দিয়েছে মর্গান, 'স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর তিন ভাগের এক ভাগ পার্টনারশিপের দাম কিছুতেই ত্রিশ হাজার ডলার হতে পারে না। তোমাদেরকে ঠকিয়েছে অলিভ। আমার কম্পানির...'

'তুমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ, জেব। তোমাকে কথাগুলো বলা বোধহয় উচিত হয়নি আমার। আমি জানি মর্গানের পার্টনারশিপের দাম ত্রিশ হাজার ডলার না, আরও বেশি। কিন্তু টাকাটা নগদে পেয়েছি আমরা। হেসেখেলে বেঁচে থাকার মতো একটা নিশ্চয়তা পেয়েছি। মর্গান যদি তোমার সঙ্গে থাকত তা হলে নিশ্চয়তাটা দিতে পারতে?'

জবাব দিল না জেব। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

'হাসছ কেন?'

'আমাকে ঘৃণা করে অলিভ, না? সুযোগ পেয়ে কম দামে কিনে নিয়েছে আমার কম্পানির পার্টনারশিপ, হয়তো ভেবেছে একহাত নেয়া গেছে আমাকে। কিন্তু আইন অনুযায়ী হারানো-চালানটার দায় পরিশোধে সে-ও বাধ্য এখন। রেটন পাসের লোকের আমার সই-করা বণ্ডের জোরে কড়ায়গণ্ডায় উসুল করবে সব, দেনা মেটাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাবো আমি। দেউলিয়া

হয়ে যাবে মেয়েটাও,' আবারও হা হা করে হাসল। 'আমিও শেষ, অলিভও শেষ।'

'তুমি বোধহয় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছ, জেব। বসো। ঠাণ্ডামাথায় পরিস্থিতিটা চিন্তা করো। টেক্স বেল আর লুকাসকে চিনতে পারার দাবি করছ। অলিভিয়া কারসন যখন স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর এক-তৃতীয়াংশের মালিক, তখন ওরা অলিভের লোক হওয়ার পরও কেন হামলা করবে তোমার উপর?'

জবাব দিতে পারল না জেব। কথাটা ওর মাথায় আসেনি। তাই শ্যাননের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে। সে যদি কারও কাছে গিয়ে টেক্স বা লুকাসের নাম বলে তা হলে একই প্রশ্ন উঠবে। চোখে আঙুল দিয়ে বিষয়টা দেখিয়ে দিয়েছে শ্যানন।

মেয়েটা বলে চলল, 'স্যান মার্কোস থেকে চলে গেলে তুমি। কিছুদিন পর টেক্সও গেল। দু'জনের কেউই জানতে না মর্গানের পার্টনারশিপ কিনেছে অলিভ। সেক্ষেত্রে...টেক্স যদি তোমার উপর হামলা করে থাকে তা হলে বলতেই হবে তোমার চেয়ে অনেক বড় দাঁও মারার ধান্দায় ছিল লোকটা।' কাঁধ ঝাঁকাল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'আসলে নিশ্চিত না-হয়ে কিছু বলার উপায় নেই।'

'কিন্তু কারসনদের হয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছে টেক্স। আমি জানি মিস্টার কারসন বিশ্বাস করতেন ওকে।'

'বিশ্বাস?' করুণ হাসি হাসল শ্যানন। 'দুনিয়াতে বিশ্বাস বলে কিছু আছে নাকি? সহজ-সরল বউ বিশ্বাস করে স্বামীকে, অথচ লোকটা পরকীয়া করে। রানশের মালিক বিশ্বাস করে ফোরম্যানকে, অথচ গিয়ে দেখো ব্যাটা রাতের অন্ধকারে পাচার করে গরু-ঘোড়া। শহরের লোকেরা বিশ্বাস করে মার্শালদেরকে, কিন্তু কে না জানে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে প্রায়ই আঁতাত থাকে ওদের? জেব, কত কম টাকার জন্য বিশ্বাস ভাঙে লোকে, আর তোমার কাছে ছিল আড়াই লাখ ডলার।'

দরজার দিকে এগোল জেব। চেয়ার ছেড়ে উঠে একছুটে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল শ্যানন। 'এত কথা বলার পরও কি গিয়ে দাঁড়াবে টেক্সের মুখোমুখি?'

'হ্যাঁ, দাঁড়াবো। কতগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়াটা জরুরি হয়ে গেছে আমার জন্য। আর শুধু টেক্সই না, অলিভের সঙ্গেও দেখা করবো। আমার কথা শুনে মেয়েটার কী অবস্থা হয় দেখতে চাই।'

'বোকামি কোরো না। কোনো প্রমাণ নেই তোমার কাছে। তোমার সব কথা হেসে উড়িয়ে দেবে টেক্স, অস্বীকার করবে সব অভিযোগ। শেষে যদি বলে বসে, বুলিয়ন লুট করার জন্য আসলে নাটক করছ তুমি, কী করবে? গানফাইট?'

'দরকার হলে তা-ই।'

'ভুলে যেয়ো না জেব, টেক্স একজন গানফাইটার। পিস্তলে তোমার হাত চালু হতে পারে, কিন্তু সে-ও কম যায় না।'

এক পা পেছাল জেব, দু'চোখ জ্বলছে। 'আমার তিন সঙ্গীকে খুন করা হয়েছে। ওদেরকে কখনও কর্মচারী মনে করিনি আমি। বরং সবসময় বন্ধু ভেবেছি। অনেক বছর আগে আমার আরেক বন্ধুর খুনি পালিয়ে গিয়েছিল, তথাকথিত সভ্য সমাজের কাছে বিচার চেয়েও যখন পাইনি তখন আমি একাই ধাওয়া করি শয়তানটাকে। জান বাজি রেখে শয়তানটাকে খতম করেছি শেষপর্যন্ত। এবারও জান বাজি রাখবো। তা না-হলে বেঈমানি করা হবে বন্ধুদের রক্তের সঙ্গে। আর যা-ই বলো, নিশ্চয়ই বেঈমানি করতে বলবে না আমাকে?'

কাঁধ ঝুলে পড়ল শ্যাননের, হাল ছেড়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছে ঠেকাতে পারবে না জেবকে।

ওকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল জেব। দরজাটা টেনে দিল বাইরে থেকে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে শ্যানন। ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

জেব, সে-শব্দ আসছে ওর কানে। লাগাম খুলল জেব, উঠে বসল স্যাডলে। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তবুও অপেক্ষা করছে শ্যানন। নিশ্চিত হতে চায় ফিরে আসবে না জেব। একসময় হলরুম ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল সে। কার্পেট-বিছানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। বেডরুমে ঢুকল।

একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে। অনুজ্জ্বল আভা জানালার টেনে-দেয়া পর্দা ভেদ করে বাইরে যেতে পারছে না। আলো বাড়ানোর জন্য বেডসাইড টেবিলে-রাখা লণ্ঠনটার দিকে হাত বাড়াল শ্যানন। হাতের ধাক্কায় নড়ে উঠল একটা বোতল, পড়ি পড়ি করছে। তাড়াতাড়ি বোতলটা ধরে ফেলল শ্যানন। তাকাল ওটার দিকে। হুইস্কির বোতল। খালি।

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ওর স্বামী শুবেল মর্গান। শার্ট-প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়েছে। ঘরে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'কে? শ্যানন?'

কিছু না-বলে লোকটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল শ্যানন। ওর সুন্দর চেহারায় ভাবের কোনো প্রকাশ নেই। দৃষ্টি অনুভূতিশূন্য। স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে অতীতের কিছু কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

মর্গানের মধ্যে কুঁড়েমি আছে। পুবের মানুষরা, শ্যানন যতজনকে দেখেছে, বেশিরভাগই আলসে। পেট চালানোর জন্য কতকিছুই না করেছে মর্গান। কেরানির চাকরি থেকে শুরু করে মাস্টারি, দলিল জাল করা থেকে শুরু করে আদালতের পেশকার। পশ্চিমের অখ্যাত এক টাউন-মার্শালের ডেপুটিও ছিল, মনে করলে অবাক হতে হয়। তবে কুঁড়েমির পাশাপাশি কিপ্টেমির স্বভাবও ছিল লোকটার। তাই যখন যা-ই করেছে, পয়সা জমাতে পেরেছে। জমানো পয়সা দিয়ে পরে একসময় স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-

এর এক-তৃতীয়াংশ কেনে।

ব্যবসাটা ছিল আরেকজনের, নাম জেফারসন ডেভিস; বয়স হয়ে যাওয়ায় এবং তখনকার ওয়্যাগনমাস্টাররা দু'নম্বরি শুরু করায় সব বেচে দিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। আরও একটা কারণ ছিল, যা কখনও জেবকে বলেননি ডেভিস।

জেব স্টুয়ার্টের একার পক্ষে কেনা সম্ভব ছিল না, নেহাৎ কপালগুণেই ওর সঙ্গী হয়ে যায় মর্গান। বেশিদিন আগের কথা না, মাত্র দশ হাজার ডলার বিনিয়োগ করে ভালো লাভের মুখ দেখতে শুরু করে সে। তখন গৃহযুদ্ধ চলছে আমেরিকার এখানে-সেখানে। যেসব নওজোয়ান দুঃসাহসীরা ফ্রেইটিং ব্যবসায় নেমেছে তারা লালে লাল। ভাগ্যদেবী বোধহয় একটু বেশিই সাহায্য করলেন মর্গানকে—ঝুঁকির কাজগুলো জেবই করত, অফিস সামলানোর নাম করে স্যান মার্কোসেই থাকত মর্গান বেশিরভাগ সময়।

মর্গানের শরীরে যৌবন তখন এত বেশি না যে, প্রতি রাতে নতুন বেশ্যা নিয়ে বিছানায় যাবে। অথচ চাহিদা আছে। চোখ পড়ল শ্যাননের উপর।

মেয়েটার বাপ তখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো গুনছে। ঘরে চোখধাঁধানো সুন্দরী আর দমআটকানো যুবতী বিধবা মেয়ে, অন্যকথায়, আগুন পালছে। যেহেতু রূপসী, তাই প্রস্তাব আসছে অনেক। কিন্তু গানফাইটারদের হাতে মেয়েকে দেয়ার প্রশ্নই আসে না—যেকোনো মুহূর্তে আবার বৈধব্য নিশ্চিত। আগের জামাইটা ছিল স্টোরকিপার। রাস্তায় গোলাগুলির আওয়াজ শুনে হাবার মতো দেখতে যায় ঘটনা কী। ক্রসফায়ারে মরল বেচারা, পুড়ল শ্যাননের কপাল। ওর কাছে তখন একটা টাকাও নেই। নিজে চলবে কীভাবে আর বুড়ো বাপকেই বা টানবে কী করে? স্কুলে যেসব বাচ্চা পড়াশোনা ঠিকমতো পারে না তাদেরকে বাড়ি বাড়ি

গিয়ে পড়াতে লাগল শ্যানন। ওর গানের গলা মোটামুটি, পিয়ানোও বাজাতে পারে; তাই দু'-একজন উঠতি বড়লোক, পড়শিদের কাছে উন্নত রুচির পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের মেয়ের গানের-শিক্ষিকার চাকরি দিয়ে দিল ওকে। এক ঢিলে দু'পাখি মরল—মেয়ের গান বা পিয়ানো শেখাও হয়ে গেল, ওদিকে শ্যানন নিয়মিত আসা-যাওয়া করায় ওর সুন্দর চেহারা আর আকর্ষণীয় শরীরটার উপর নজরও বোলানো গেল।

শ্যাননকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কাউবয়রা, কিন্তু তাদের চাকরি আজ আছে তো কাল নেই। শহরের কেরানিরা সবাই বিয়ে করে বসে আছে। যার জন্য মেয়ের বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না সেই জেব স্টুয়ার্ট কাজের নাম করে দু'দিন পর পর উধাও হয়ে যায়। ফেরে হয় মার খেয়ে নইলে কাউকে কবর দিয়ে। কাজেই শুবেল মর্গানের প্রস্তাবটা গৃহীত হলো। টানা কয়েকমাসের ভ্রমণ শেষে শহরে ফিরে জেব দেখল আবারও আরেকজনের বউ হয়ে গেছে শ্যানন। এবং জামাইবাবু আর কেউ না, ওর পার্টনার।

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডা। মর্গানের কুঁড়েমি তাই কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। ব্যবসার বেহাল দশায় কোনো বুদ্ধি বের করতে না-পেরে মদ ধরেছে। দিন দিন বাড়ছে মদ খাওয়ার পরিমাণ। চোখ লাল থাকে বেশিরভাগ সময়। ঝুলে পড়েছে গাল। আত্মবিশ্বাস—যদি সে-রকম কিছু কখনও ছিল লোকটার—উধাও হয়ে গেছে। আজকাল অনেক ভয় পায় সে, কীসের ভয় কে জানে! হয়তো এই ভয় থেকেই বেচে দিয়েছে নিজের পার্টনারশিপ, অলিভ প্রস্তাব দেয়ামাত্র।

যথেষ্ট কষ্ট করে উঠে বসল মর্গান। সময় লাগল কাজটা করতে। 'আমি...আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যেই শুনলাম কারা যেন কথা বলছে। কেউ এসেছিল নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন।

'কে?'

'জেব স্টুয়ার্ট।'

'জেব! জেব?'

'হ্যাঁ, জেব। আমাদের সব কথা শুনেছ তুমি, না?'

'না তো! আমি তো বেহুঁশের মতো...'

'তুমি মোটেও বেহুঁশ ছিলে না। সন্ধ্যায় এ-ঘরে লণ্ঠন দিয়ে গেছি আমি, তখন আলো বাড়ানো ছিল। নিশ্চয়ই বলবে না নিজে নিজে কমে গেছে আলো? নিশ্চয়ই বলবে না জানালার পর্দাগুলোও আপনাআপনি নেমে গেছে? বেহুঁশ লোক এসব কাজ করে?'

চুপ করে আছে মর্গান।

'তা হলে এজন্যই এত তাড়াহুড়ো করে তোমার পার্টনারশিপ বিক্রি করেছ অলিভের কাছে,' শ্যাননের গলা শান্ত, চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি। 'তারমানে...' আর কিছু বলল না, সামলে নিল নিজেকে।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে মর্গান। কেমন ভাসা ভাসা লাগছে লোকটার চোখ দুটো।

ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল শ্যানন।

তিন

দেখার মতো একটা দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন মিস্টার কারসন।

প্রথমেই নজর কাড়ে দোতলার প্রশস্ত বারান্দাটা। বাপ-বেটি

ওখানে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কত সন্ধ্যা গল্প করেছে কে জানে! কয়েকটা আলগা খুঁটি দেখা যায়, ওগুলো বেয়ে লতিয়ে উঠেছে কিছু গাছ। বিকেলটা কাটিয়ে দেয়ার জন্য সুন্দর একটা জায়গা।

বাড়ির চারদিকে লোহার বেড়া। কোনো কোনোটাতে মরচে ধরেছে। ভিতরে ফুলের বাগান। একদিকে দেখা যাচ্ছে কিছু চারাগাছ। পশ্চিমের পরিবেশের সঙ্গে বাড়িটা বেমানান, তারপরও খারাপ লাগে না। অন্তত জেবের কাছে না। সদর-দরজার কাছে পৌঁছে থেমেছে সে, স্যাডল থেকে নেমে বাড়িটা দেখছে একনজর। বিচিত্র নকশা-করা হিচিংরেইলে লাগাম পেঁচাচ্ছে সময় নিয়ে। ভাবছে, প্রতিবেশী বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে সবসময় এগিয়ে থাকতে পছন্দ করতেন মিস্টার কারসন। উত্তরাধিকারসূত্রে স্বভাবটা পেয়েছে হয়তো অলিভও।

বাড়ির সবগুলো জানালা আলোকিত এবং খোলা। সারাটা দিন নরকের আগুন ঢেলেছে সূর্য, সন্ধ্যার পর থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, বাতাস চলাচলের জন্যই খুলে রাখা হয়েছে জানালাগুলো। একটা মেয়ে গান গাইছে ভেতরে, গলাটা মোটামুটি মিষ্টি। সম্ভবত অলিভ। গৃহযুদ্ধ যখন চলছিল তখন দুই দলের সৈনিকদের কাছেই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল একটা গান, ওটাই গাইছে মেয়েটা। মাঝেমধ্যে সুর হারিয়ে ফেলছে। তারপরও শুনতে খারাপ লাগে না।

বেড়াসংলগ্ন সদর-দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জেব। ইটবিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেল পোর্চের দিকে। বন্ধ দরজায় থাবা দিল দু'বার।

ভিতরে কারও পায়ের আওয়াজ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঝটকা মেরে খুলে গেল দরজাটা। নাদুসনুদুস এক ইণ্ডিয়ান মহিলাকে দেখা গেল। ওকে চেনে জেব, কিন্তু আসল নাম জানে

না। সবাই হান্না বলে ডাকে। অনেকদিন ধরে আছে এ-বাসায়। অলিভের মা মারা যাওয়ার পর এই মহিলাকে কোত্থেকে যেন যোগাড় করে আনেন মিস্টার কারসন। হান্নার কোলেপিঠেই বড় হয়েছে অলিভ।

জেবকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল হান্না, দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু পাল্লাটা শক্ত করে ধরে রেখেছে জেব। 'অলিভের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' কড়া গলায় বলল সে। 'যাও, ভিতরে গিয়ে ওকে বলো আমি এসেছি। দেরি করলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো তোমাকে।'

দাঁতে দাঁত পিষল হান্না, ওর চওড়া বাদামি চেহারায় ফুটে উঠল চোয়ালের হাড়। জেবকে আপাদমস্তক দেখছে। দেখছে ওর ধুলোমলিন জ্যাকেট, কয়েক হপ্তার না-কাটা দাড়ি। বলল, 'অলিভ ব্যস্ত। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় নেই আজ রাতে।'

'কেন, আজ রাতে কি ওর বিয়ে হচ্ছে? যাও, সময় না-থাকলে সময় করতে বলো। দু'বার বলেছি, আর বলবো না। ঠিক ঠিকই কিন্তু ধাক্কা দিয়ে পথ করে নেবো।'

ভারী পায়ের-আওয়াজ পাওয়া গেল ভিতরে, পার্লার থেকে বেরিয়ে এসে রিসেপশন হলে দাঁড়াল কেউ। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ভরাট গলায়।

ধাক্কা দিয়ে দরজার পাল্লা সরিয়ে দিল জেব, হান্না ব্যথা পেল কি পেল না পরোয়া করল না। 'হ্যালো, টেক্স!' বলল জোরালো গলায়।

'জেব!' নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না টেক্স। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সামলে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'গলা শুনে মনে হলো তুমি এসেছ কিন্তু...না-দেখার আগে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না।'

'কেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না?'

জবাব দিল না টেক্স।

'অলিভের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। কথা আছে ওর সঙ্গে।'

হান্না তাকিয়ে আছে টেক্সের দিকে। ইশারায় মহিলাকে চলে যেতে বলল টেক্স। তারপর বলল, 'বনেবাদাড়ে ঘুরে শরীরে একগাদা ধুলো জমিয়েছে লোকটা। অন্য কোথাও যেতে না-পেরে হাজির হয়ে গেছে আমাদের এখানে। কী আর করা! সে গেলে পরে ধুলোবালি পরিষ্কার করতে হবে।'

বিড়বিড় করে কিছু বলল হান্না। গাল দিল নাকি অভিশাপ দিল বোঝা গেল না। দরজা ছেড়ে সরে গিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

জেবকে পার্লারে নিয়ে গেল টেক্স। কয়েকটা ইজিচেয়ার আর চামড়ার সোফা আছে এ-ঘরে। সিডার কাঠের মেঝেতে মোমের পলিশ করা। মেঝের ঠিক মাঝখানে দামি একটা মেক্সিকান কার্পেট, মেঝের তুলনায় ছোট। একদিকের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে একটা ক্যুগারের আস্ত ছাল। আরেকদিকের দেয়ালে একটা র‍্যাকের মতো বানিয়ে তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চীনামাটির কিছু বাসনপত্র। ছিমছামভাবে সাজানো ঘরটা বলে দিচ্ছে যে সাজিয়েছে তার রুচি আছে।

'তোমাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল আমাদের,' একটা ইজিচেয়ারে বসে পড়ে বলল টেক্স।

'চিন্তা হচ্ছিল! আমাকে নিয়ে?'

'রেটন পাস থেকে আমার আগে বের হলে অথচ স্যান মার্কোসে ফেরার খবর নেই। ভাবছিলাম পথে কোনো সমস্যা হলো কি না।'

কৌতুক বোধ করল জেব, মুচকি হাসল। ভালোমতো চেনা আছে টেক্সকে, তারপরও সময় নিয়ে দেখতে লাগল লোকটাকে।

টেক্স লম্বা আর ছিপছিপে। কাঁধ দুটো চওড়া আর শক্তিশালী। দেখলেই মনে হয় সহজে বাঁকিয়ে ফেলতে পারে শরীরটা। এ-রকম লোকের পক্ষে হয় গানম্যান নইলে কাউবয় হওয়া সহজ। গায়ের রঙ রোদে-শুকানো চামড়ার মতো বাদামি। কখনও বলে বেড়ায় না সে তারপরও জেব জানে, টেনেসিতে জন্মেছে লোকটা। তাই মানুষ হিসেবে যতটা রুক্ষ, কথাবার্তায় ততটা রুক্ষ না। গৃহযুদ্ধে লড়েছে এবং যতদূর শোনা যায় বীরের মতোই নাকি ছিল ওর লড়াই। জান বাজি রেখে নিজের ক্যাভালরিকে বাঁচিয়েছে শত্রুর কবল থেকে।

লোকটার চোখ দুটো সাপের চোখের মতো, দৃষ্টিতে প্রাণের কোনো ছোঁয়া নেই। সে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় কিছুই দেখছে না, কিন্তু জেব জানে যা দেখে তার সবটাই খেয়াল করে টেক্স। ওর কপাল চওড়া, চোখমুখ তীক্ষ্ণ। দাড়ি কামিয়েছে নিখুঁতভাবে, সুন্দর করে কাটিয়েছে হালকা বাদামি চুল। লোকটার চেহারায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আছে, মানতে হবে। এবং তার চালচলন বলে দেয় নিজের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখে সে। বিনা-কারণে কোনো কাজ করে না এবং যখন কিছু করে সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই করে। ভাবতে অবাক লাগে, এ-লোক একজন গানম্যান এবং কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর বর্তমান ফোরম্যান।

সাদা শার্টের সঙ্গে পাতলা একটা স্যুট পরেছে সে আজ রাতে। নেকটাইটা যথেষ্ট মানিয়েছে ওকে। কোমরের হোলস্টারটা, আর দশজন গানম্যানের মতো, নিচু করে বাঁধা। ভিতরের পিস্তল কত মানুষের জান কবজ করেছে কে জানে! টেক্সকে কখনও পিস্তল ছাড়া দেখেনি কেউ, জেবও না; সে নাকি আদর্শ গানম্যানদের মতো ঘুমাতেও যায় পিস্তল সঙ্গে নিয়ে।

হয়তো উপযুক্ত লোককেই নিজের ফ্রেইটিং কম্পানিতে ওয়্যাগনমাস্টারের চাকরি দিয়েছিলেন মিস্টার কারসন। লোকটার

মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আছে। আছে অধীনস্থদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়ার ক্ষমতা। শক্তিতে বা গুণে নিজের চেয়ে ছোট কাউকে পাত্তা দেয় না এ-লোক, আবার বড় কাউকে ঠিকই সম্মান করে। সে-কারণেই হয়তো তার শত্রুদের অনেকে শুয়ে আছে মাটির ছ'ফুট নীচে, সে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যান মার্কোসে।

'হান্না,' উঁচু গলায় ডাকল টেক্স, 'উপরে যাও। মিস্ অলিভকে বলো, ধূমকেতুর মতো শেষপর্যন্ত দেখা গেছে জেব স্টুয়ার্টকে।' তারপর বাঁকা গলায় যোগ করল, 'শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবে মিস্ অলিভ।' জেবের চোখে চোখে তাকাল। 'কী হয়েছিল বলো তো? আমার আগে বের হলে রেটন পাস থেকে। অথচ এক সপ্তাহ হতে চলল স্যান মার্কোসে ফিরেছি আমি, তোমার খবর নেই।' আবারও নজর বুলাল জেবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত। 'দেখে তো মনে হচ্ছে গজব নাজিল হয়েছে তোমার উপর।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল জেব, 'ঠিকই বলেছ। গজব নাজিল হয়েছিল আমাদের উপর। কিন্তু তোমার উপর কী নাজিল হয়েছে? ঈশ্বরের করুণা? হপ্তাখানেক আগে স্যান মার্কোসে ফিরে বগল বাজাচ্ছ খুশিতে।'

ভ্রূ কোঁচকাল টেক্স, জেবের কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। 'চারটা ওয়্যাগন ছিল আমাদের সঙ্গে। ওগুলো টানার জন্য ছিল পর্যাপ্ত ঘোড়া। চারটা ওয়্যাগনের চারটাই খালি, কাজেই ঘোড়াগুলো যদি চাবুকের বাড়ি খেয়ে উড়তে শুরু করে তা হলে আমার কী দোষ? তা ছাড়া আমরা তোমার মতো ডরপুক না যে, ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে শুধু রাতে চলবো, তা-ও আবার পরিচিত ট্রেইল বাদ দিয়ে। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করছি, প্রথম কয়েকদিন তুমি যে-ট্রেইল ধরে এগিয়েছ সেটা ধরে আমরাও এগিয়েছি। পরে উত্তরে বাঁক নিয়ে সিরামনের কিনারা ধরে অন্যদিকে চলে যাই। তবে নদী পার হওয়ার পর একরাতে বিপদে পড়তে হয়।

ঘোড়াচোর ইণ্ডিয়ানদের ধাওয়া খাই, স্ট্যামপিডের কারণে মারা পড়ে আমাদের কয়েকটা ঘোড়া। ঝামেলাটা না-হলে আরও আগে পৌঁছাতে পারতাম স্যান মার্কোসে।'

'যদি দাবি করি, প্রমাণ দিতে পারবে, রেটন পাস থেকে রওনা দেয়ার পর এবং স্যান মার্কোসে পৌঁছানোর আগে সারাটা সময় নিজের ওয়্যাগনের সঙ্গেই ছিলে?'

হাসি হাসি ভাব বিদায় নিয়েছে টেক্সের চেহারা থেকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে যাতে দরকার হলে ছোবল দিতে পারে পিস্তলে। 'দাবি করবে মানে?'

একছুটে একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল ঘরে, জেব আর টেক্সের মাঝখানে। টেক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কথাটার মানে আগে আমাকে বুঝতে দাও। জেব স্টুয়ার্টের কাজই হচ্ছে ঝামেলা পাকানো, দেখা যাক ওর পার্টনার হিসেবে সমস্যাটার সমাধান করতে পারি কি না,' জেবের চোখে চোখে তাকাল সে।

অলিভের চোখ দুটো টানা টানা, প্রাণচঞ্চল। কিন্তু দৃষ্টিতে...ঘৃণা, বিরক্তি নাকি সন্দেহ? ঠিক বুঝতে পারছে না জেব। মেয়েটার সঙ্গে পথেঘাটে অনেকবার দেখা হয়েছে ওর, কিন্তু এত কাছাকাছি দাঁড়ায়নি কখনও। শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব ছিল দু'জনের মধ্যে, তাই দু'জনই দু'জনকে এড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু অলিভ এমন একটা মেয়ে যাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা কঠিন। জেবও পারেনি। চোরাচোখে তাকিয়েছে অলিভের দিকে, অনেকবার। মেয়েটা অতি আদরের নামে যা-ইচ্ছা-তা করার স্বাধীনতা পেয়েছে বাপের কাছ থেকে, ইণ্ডিয়ানদের ভয় তুচ্ছ করে কতবার ওয়্যাগন নিয়ে চলে গেছে সে সুদূর নিউ মেক্সিকো পর্যন্ত। তখন ফ্রেইটিং-এর কাজে যাওয়ার সময় অথবা ফেরার পথে জেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দু'জন দু'জনকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে রাখত দু'দিকে।

এমনকী রেটন পাসেও, সারি সারি ওয়্যাগনের মাঝে, কখনও কখনও অলিভকে দেখেছে জেব। দেখেছে, কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিচ্ছে মেয়েটা। বাতাসে বার বার উড়ে এসে বুটপরা জুতোয় লুটিয়ে পড়ছে ওর স্কার্টের কোনা।

হঠাৎ করেই টের পেল জেব, অস্বস্তিতে ভুগছে সে। জনৈকা কিশোরী যেন একলহমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ওকে চব্বিশ বছর বয়সী যৌবনবতী অবিবাহিতা এক মেয়ের সামনে। সাদা একটা ইভনিং গাউন পরে আছে অলিভ। দেখা যাচ্ছে হালকা বাদামি পেলব বাহু জোড়া এবং উন্নত বুকের খানিকটা। উঁচু করে বেঁধেছে চুলগুলো। তাতে আরও লম্বা, আরও ছিপছিপে দেখাচ্ছে ওকে। বার বার নাক কোঁচকাচ্ছে। দৃশ্যটা কেন যেন সেই কিশোরীকে নিয়ে আসছে জেবের চোখের সামনে।

'শার্টটা,' জেবকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কথা শুরু করল অলিভ, 'মনে হয় না তোমার। কোনো দোকান থেকে চুরি করেছ নাকি? শেষ কবে গোসল করেছ বলো তো? আর, নাপিতরা কি সব চলে গেছে স্যান মার্কোস থেকে?'

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না জেব। প্রসঙ্গের বাইরে যেতে রাজি না সে।

ওর মনোভাব বুঝে নিল অলিভ। 'কীসের দাবি করছিলে টেক্সের কাছে?'

'তুমি আর আমি এখন পার্টনার, না?'

মাথা ঝাঁকাল অলিভ। 'কোনো অসুবিধা?'

'তোমার পরবর্তী প্ল্যান কী? আমার শেয়ারও কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেবে?'

'না।'

'কেন? এ-ই তো সুযোগ। নগদ টাকা দিয়ে শেয়ার কিনে নাও, নাম মুছে যাক স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর। একচেটিয়া ব্যবসা

করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'একচেটিয়া ব্যবসার চেয়ে তোমার সঙ্গে পার্টনারশিপটা জরুরি বেশি,' কাঁধ ঝাঁকাল অলিভ। 'ওয়্যাগন-ফ্রেইটিং ব্যবসার ধরণ পাল্টে যাচ্ছে দিন দিন। স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালাতে না-পারলে ডুবে মরতে হবে আমাদেরকে। কাজেই ব্যবসার ধরণ বদলাতে হবে। স্যান মার্কোস থেকে সুদূর কলোরাডো পর্যন্ত রেললাইন বসানোর চিন্তাভাবনা চলছে, নিশ্চয়ই জানো। তবে আগামী বসন্তের আগে পুরোদমে শুরু হবে না কাজ। সরকার নিজের সুবিধার জন্যই স্থানীয় ফ্রেইটারদের সহায়তা চাচ্ছে, আর আমিও আমার লাভের জন্য কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর পক্ষে দর হেঁকেছি। ওদিকে আর্মি পড়েছে আরেক সমস্যায়। ওরা এতদিনে বুঝতে পেরেছে ইণ্ডিয়ানদের শক্তিকে খাটো করে দেখেছিল, তাই আজও জায়গায় জায়গায় মার খাচ্ছে ওদের হাতে। খবর পেয়েছি আগামী বছর পর্যন্ত চলবে আর্মিদের অভিযান, বেশিও হতে পারে। কাজেই ধরে নেয়া যায় আগামী দু'-এক বছর ফ্রেইটারদের সঙ্গে খাতির বজায় রাখার চেষ্টা করবে ওরাও। সে-সুযোগটাও নেয়া যায় কি না ভাবছি।'

'এসব আগে থেকেই জানি আমি। তোমার প্ল্যানটা বলো।'

'ধরো সরকারি কাজও পেলাম, আর্মিদের কাজও পেলাম। তখন কণ্ট্র্যাক্টটা কত বড় হয়ে যায় আমার জন্য ভাবতে পারো? ঠিকমতো পেমেণ্ট পেতে হলে কাজ দেখাতে হবে আমাকে, আর কাজ দেখাতে হলে চাই পর্যাপ্ত ফ্রেইটিং-ইকুইপমেণ্ট আর দক্ষ লোকজন। সরকার হোক আর আর্মি হোক, ভেবে দেখো তারা কী চাইবে। এমন কোনো ফ্রেইটিংকে কাজ দেবে, বাজারে যাদের সুনাম আছে, যারা সময়মতো কাজ শেষ করতে পারবে। ঠিক না? এখন তোমার আর আমার কম্পানি যদি এক হয়ে যায় তা হলে যত বড় কণ্ট্র্যাক্টই হোক সামাল দিতে পারবো। কথাটা মাথায়

এসেছিল বলে তোমার পার্টনার মর্গান যখন আমার কাছে এসে বলল তার পার্টনারশিপ বেচতে চায়, ফিরিয়ে দিইনি।'

মর্গান এসেছিল অলিভের কাছে? কিন্তু শ্যানন তো বলেছে...

জেব একবার ভাবল কথাটা জিজ্ঞেস করবে অলিভকে, কিন্তু মত পাল্টাল। সুতোয় ঢিল দিয়ে দেখা যাক ঘুড়ি কত দূরে যায়।

জেব কিছু বলছে না দেখে অলিভ বলে চলল, 'আমার ইচ্ছা আছে তোমার কম্পানিটাকে আমার কম্পানির সঙ্গে মার্জ করে নেবো, যদি তোমার আপত্তি না-থাকে। লাভের বখরা পাবে, যদি গতর খাটাও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। সরকার বা আর্মির সঙ্গে দর কষাকষির ব্যাপারটা দেখবে টেক্স। রেলরোডের দায়িত্বও ওর উপর ছেড়ে দিতে চাই। বাকিটা ইচ্ছা করলে তুমি সামলাতে পারো।'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না জেব। একটা কথা মনে হওয়ায় প্রসঙ্গ বদল করে বলল, 'শহরে পা দিয়ে তোমার বাবার মৃত্যুর খবর শুনলাম। আগুন নেভাতে গিয়ে মারা গেছেন বেচারা। শুনে যতদূর মনে হয়েছে, ইচ্ছা করে আগুন লাগানো হয়েছিল তোমাদের আস্তাবলে।'

অলিভের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। নিচু গলায় শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঘটনাটার জন্য তুমি কি সন্দেহ করো আমাকে?'

অলিভের ঠোঁট কাঁপছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে সে কিন্তু বলতে পারছে না। জোর করে সংযত রাখার চেষ্টা করছে নিজেকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমাকে যদি সন্দেহ করতাম তা হলে কি তোমার কম্পানির শেয়ার কিনতাম? পার্টনারশিপের প্রস্তাব দিতাম?'

জেব টের পেল এবং টের পেয়ে কিছুটা হলেও আশ্চর্য হলো, অলিভের জবাবে খুশি হয়েছে সে। বলল, 'তোমার

উত্তরটা...সত্যি বলতে কী...তাজ্জব করেছে আমাকে।'

'তোমার কম্পানির আগের মালিক কারসনদেরকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে তোমাকে। কিন্তু কারসনরা স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিংকে আর যা-ই ভাবুক খুনি বলে মনে করেনি কখনও।'

'আমার একসময়ের মালিক তোমাদের ব্যাপারে কখনও কিছু বলেননি আমাকে। ...কেউ কেউ গুজব রটিয়েছে আমি নাকি ব্যাকট্র্যাক করে ফিরে এসে আগুন লাগিয়েছি তোমাদের আস্তাবলে।'

'আবারও বলছি, কাজটা তুমি করেছ সে-রকম কোনো প্রমাণ নেই কারও কাছে। কিন্তু এ-কথাও বলার উপায় নেই, কাজটা তোমার দ্বারা সম্ভব না।'

চোয়াল শক্ত করল জেব।

'আমার কথা খারাপ লাগতে পারে তোমার কাছে, কিন্তু লোকে যে তোমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায় শুধু শুধু তাকায় না। অস্বীকার করতে পারো স্যান মার্কোস ছেড়ে যাওয়ার পর মহিষ মারার নাম করে নিজের কাফেলা ফেলে এক দিন এক রাত উধাও হয়ে ছিলে? কোথায় গিয়েছিলে জানত না তোমার সঙ্গীরাও।'

'সত্যিই মহিষ মারতে গিয়েছিলাম। কারণ তাজা মাংসের দরকার ছিল আমাদের। তা ছাড়া তুমি যে আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছ জানতাম না।'

'কথাটা আমি বলেছি ওকে,' বলল টেক্স।

লোকটার দিকে তাকাল জেব। 'কেন বলেছ? নিশ্চয়ই অনেকের মতো তুমিও বিশ্বাস করো তোমাদের আস্তাবলে আগুন লাগার পেছনে আমার হাত আছে?'

'না, করে না,' টেক্সের হয়ে জবাব দিল অলিভ।

'তা হলে কি এটা বিশ্বাস করো, ব্যাকট্র্যাক করে স্যান

মার্কোসে ফিরে এসেছিলাম আমি?' এখনও টেক্সের দিকে তাকিয়ে আছে জেব, প্রসঙ্গটা ছাড়তে রাজি না।

'এ-মুহূর্তে প্রশ্নটার জবাব দিতে চাচ্ছি না। তবে জেনে রেখো, আমি কী বিশ্বাস করি না-করি তা অকপটে বলার মতো সাহস রাখি। আমার কথা যদি পছন্দ না-হয় কারও এবং সে যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পিস্তল দিয়ে জবাব দেয়ার মতো ক্ষমতাও আছে আমার।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেব। 'শূন্য কলসি বাজে বেশি।' অলিভের দিকে তাকাল। 'আমার কম্পানিকে তোমার কম্পানির সঙ্গে মার্জ করার কথা বলছিলে। তোমার পক্ষ থেকে শর্ত কী কী?'

'দুটো কম্পানি এক হওয়ার পর আমার পার্টনার হবে তুমি। কার কতটুকু অংশ আছে তা বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী হিসেব করে পার্টনারশিপ চূড়ান্ত করা হবে। আগেও বলেছি লাভের হিস্যা পাবে, গতর খাটালে তা আরও বাড়বে। প্রথমে রেলরোডের কাজটা নিতে চাই আমি, যদি পাই আর কী। কারণ তাতে ঝুঁকি কম। প্রথম কাজটা ঠিকমতো করতে পারলে পরে আরও কয়েকটা অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে, রেলরোডের কাজে জোর দিতে চাচ্ছি কেন। কারণ কাজটা করতে বলে গেছে বাবা। ওয়্যাগন ফ্রেইটিং-এর দিন ফুরাচ্ছে, যুগ আসছে ব্যবসাটা রেলরোডে সরিয়ে নেয়ার। আমি চাই যত জলদি সম্ভব রেলরোডিং বুঝে নিয়ে সেখানে মোটা অঙ্কের টাকা খাটাতে যাতে এখন প্রতিমাসে যা লাভ করছি তা একটুও না-কমে।'

মানুষ হিসেবে ভালো বা খারাপ যা-ই হোক, ব্যবসায়ী হিসেবে মিস্টার কারসন যথেষ্ট পরিণত ছিলেন, মনে মনে স্বীকার করল জেব। এবং একজন জাত ব্যবসায়ীর তা-ই হওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্যবসার দিন বদলায়, ধরণ বদলায়। একজন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর কাছে সে-খবর আগেই থাকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

কী করা উচিত তা-ও সে জানে।

বাঁকা দৃষ্টিতে টেক্সকে একবার দেখে নিল জেব। 'যদি বলি তোমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া মানে তোমার ফোরম্যানের গুলি পিঠে খাওয়া, তা হলে?'

এক পা আগে বাড়ল টেক্স। 'আমি কবে কাকে পিঠে গুলি করেছিলাম?'

ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল অলিভ। জেবকে প্রশ্ন করল, 'কী কারণে তোমাকে গুলি করবে টেক্স?'

'যদি বলি তোমার বাবাকে খুন করার মিথ্যা অভিযোগে?'

লম্বা করে দম নিল অলিভ। 'যদি সে-রকম সন্দেহ থেকে থাকে তোমার মনে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো অভিযোগটা যে মিথ্যা তা প্রমাণ করার দায়িত্ব তোমারই। বাদ দাও এসব কথা। মার্জ-করা কম্পানির নাম কী হবে বলো। আমার প্রস্তাব, "ও অ্যাণ্ড জে"।'

'ও অ্যাণ্ড জে?' বুঝতে পারেনি জেব।

'অলিভ অ্যাণ্ড জেব।'

'না। আমার আপত্তি আছে। নামটা হবে "জে অ্যাণ্ড ও"।'

'কেন? মার্জ করলে আমার শেয়ার বেশি হবে।'

'হোক বেশি। আমি "ও অ্যাণ্ড জে" মানি না।'

'দেখো জেব, তুমি কিন্তু একগুঁয়েমি করছ।'

'তোমার কাছে যদি একগুঁয়েমি মনে হয় তা হলে কিছু করার নেই আমার। একটা সহজ সমাধান আছে, যদি মানতে রাজি থাকো।'

'কী?'

পকেট থেকে একটা কয়েন বের করল জেব। 'টস করা যাক। যদি আমি জিতি তা হলে আমাদের কম্পানির নাম "জে অ্যাণ্ড ও"। আর যদি তুমি জেতো তা হলে "ও অ্যাণ্ড জে"। রাজি?'

'রাজি। হেড্‌স্।'

কয়েনটা শূন্যে ছুঁড়ে মারল জেব। কয়েকবার চক্কর খেয়ে সেটা পড়ল মেঝেতে। তিনজনই তাকাল সেটার দিকে।

টেইল উঠেছে। তারমানে জেব জিতেছে।

'তা হলে আমাদের কম্পানির নাম,' নিচু হয়ে কয়েনটা তুলে নিল জেব, মুচকি মুচকি হাসছে, '"জে অ্যাণ্ড ও"।'

চার

একটা রহস্যের সমাধান করতে এসে আরেকটা ঝামেলায় পড়ে গেছে জেব।

যতদূর মনে হচ্ছে অলিভের পার্টনারশিপের প্রস্তাবে কোনো ফাঁকি নেই। কিন্তু যত চিন্তা টেক্সকে নিয়ে। শ্যানন যা বলেছিল তা-ই হয়েছে—জেবের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। সেই সঙ্গে মুখের উপর বলে দিয়েছে, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না।

তারমানে জেবকে ভয় পায় না টেক্স।

না-পাওয়ার কারণ কী? টেক্স জানে পিস্তলে জেবের হাতও কম চালু না। ওরা দু'জন যদি মুখোমুখি দাঁড়ায় তা হলে শেষপর্যন্ত কী হবে বলা যায় না, এখানে কে গানম্যান আর কে গানম্যান না তা কোনো বিষয় না। তারপরও জেবকে ভয় পাচ্ছে না লোকটা। বরং পরোক্ষভাবে হুমকি দিচ্ছে। কেন? কিছু একটা

খেলা করছে লোকটার মাথার ভিতরে। কী সেটা?

পিঠে গুলি করার অভিযোগ শুনেই ক্ষেপে উঠেছে লোকটা। কিন্তু জেব জানে, মানে জ্ঞান হারানোর আগমুহূর্তে যা দেখেছে তাতে যদি কোনো ভুল থেকে না-থাকে, অর্গ্যান মাউন্টেনের অ্যাম্বুশের সঙ্গে ওই লোকও জড়িত। কিন্তু রোদেপোড়া চেহারাটা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। সাপের মতো শীতল চোখ দেখে বলারও উপায় নেই লোকটা ঠাণ্ডামাথার খুনি নাকি শুধুই জাত গানম্যান।

তারমানে...অলিভিয়া কারসনের কাছে এসে আসলে কোনো লাভই হয়নি। উল্টো আভাস পাওয়া গেছে, অন্তত টেক্স সন্দেহ করে ওদের আস্তাবলে আগুন লাগানোর পেছনে জেবের হাত আছে। আরেকটা কথা। নিজের ফোরম্যানের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখে অলিভ, ভরসা করে। না-করে উপায়ও নেই আসলে। ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা আছে এ-রকম এলাকায় ফ্রেইটিং-এর মতো পড়ন্ত ব্যবসা টেকাতে হলে চাই টেক্স বেলদের মতো লোক। প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সেবা দিয়ে যাচ্ছে লোকটা কারসনদেরকে, কেউ কখনও কোনো বদনাম শোনেনি ওর। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি কখনও কিছুই করেনি সে? হয়তো করেছে, হয়তো অলিভও তা জানে। তা হলে এখন জেনেও না-জানার ভান করছে কেন? দু'জনের মধ্যে কি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বোঝাপড়া হয়ে গেছে?

ঝগড়া থামানোর নাম করে টেক্সের বুকে হাত রাখে অলিভ। টেক্স যখন তেড়ে আসে তখন ওকে ধাক্কা মারে মেয়েটা। এসবের মানে কী? ওরা কি একজন আরেকজনকে ভালোবাসে? প্রত্যেক লায়লা-মজনু বলে প্রেম করেছি বেশ করেছি, সেক্ষেত্রে টেক্সের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে অলিভের এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? মনিব হয়ে চাকরকে মন দিয়েছে, সে-কারণে?

জাহান্নামে যাক, ওরা যা খুশি তা করুক, জেবের কী? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অলিভিয়া কারসন আর টেক্স বেলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। সে-সম্পর্ক যদি আরও অনেক দূর গড়িয়ে থাকে তা হলে জেবের অসুবিধাটা কোথায়? হ্যাঁ, অসুবিধা আছে। অ্যাম্বুশে যদি নেতৃত্ব দিয়ে থাকে টেক্স তা হলে কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করানো যাবে না অলিভকে। জেব যদি প্রমাণও উপস্থাপন করে, নিজের স্বার্থে লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে মেয়েটা।

আচ্ছা, অন্য যারা অংশ নিয়েছিল অ্যাম্বুশে তাদের কী অবস্থা? উইলফ্রেড লুকাস কোথায়? শয়তানটার সঙ্গে যদি আঁতাত থেকে থাকে টেক্সের তা হলে সন্দেহ নেই ওকে সতর্ক করার চেষ্টা করবে টেক্স। সেক্ষেত্রে কী করতে পারে লুকাস? সব জানাজানি হওয়ার আগে আবারও মরণফাঁদ পাতবে জেবের জন্য?

আসলে মাথা গরম করাটা ঠিক হয়নি—প্রথমে টেক্সের সঙ্গে দেখা না-করলেই ভালো হতো। লুকাসকে পাকড়াও করা উচিত ছিল আগে। হয়তো...সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি এখনও। খোঁজ করলে কাছেপিঠেই কোথাও পাওয়া যেতে পারে লুকাসকে।

বুলিয়ন লুট করার পর কী করেছে শকুনটা? জেব থাকলে কী করত? যত জলদি সম্ভব চলে যাওয়ার চেষ্টা করত নিরাপদ কোনো জায়গায়। তারপর, আগে যদি কোনো চুক্তি হয়ে থাকে, সে-মোতাবেক চ্যালাচামুণ্ডাদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিত লুটের মাল।

স্যান মার্কোসে জেবের আগেই পৌঁছে গেছে লুকাস, পথে কোনো ঝামেলা না-হয়ে থাকলে। বুলিয়নগুলোর ভাগ-বাটোয়ারাও হয়তো হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কিন্তু যদি খুঁজে পাওয়া যায় লুকাসকে? তখন আচ্ছামতো ধোলাই দেয়ার পর জিজ্ঞেস করতে হবে, বল্ শালা কে কে ছিল তোর সঙ্গে। কোথায় রেখেছিস লুটের মাল।

বেজন্মাটা মুখ খুললে একটা উপায় হতে পারে জেবের জন্য।

আচ্ছা, টেক্সের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো লুকাস? বুলিয়নগুলো একাই মেরে দেয়ার ধান্দায় ওয়্যাগনটা নিয়ে যদি চলে গিয়ে থাকে টেক্সাস বা আরও দক্ষিণপশ্চিমের কোনো রাজ্যে? সেক্ষেত্রে লুটের-মাল উদ্ধারের আশা চিরতরে বাদ দিতে হবে জেবকে।

কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে জেবের, টেক্সের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি লুকাস। করলে টেক্সের কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহারে কিছু-না-কিছু বোঝা যেত। যদি এখানে কোথাও না-এসে থাকে লুকাস, হয়তো প্রথমে সিরামন, পরে আরকানসাস নদী পার হয়ে চলে গেছে ক্যানসাস সীমান্তের দিকে। ওখানকার কয়েকটা জায়গায় ঘনবসতি আছে ইণ্ডিয়ানদের। গোলকধাঁধাপূর্ণ কিছু পাথুরে উপত্যকাও আছে। ওগুলোর কোনোটাতে লুকিয়ে থাকলে, এক প্ল্যাটুন সেনার পক্ষেও ওকে খুঁজে বের করতে ছ'মাস লেগে যাবে।

আর যদি এখানে এসে থাকে? তা হলে নিঃসন্দেহে অ্যাম্বুশের কাজে এমন লোকদেরকে বাছাই করা হয়েছিল যারা আসলে ফ্রেইটিং-এর সঙ্গে জড়িত। যাদেরকে ওয়্যাগন নিয়ে শহরে ঢুকতে দেখলে সন্দেহ করবে না কেউ। সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থাকে। বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগনটা কোথায় থামিয়েছিল ওরা? লুটের মাল খালাস করল কীভাবে? দুটো কাজের জন্যই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা কারসনদের ওয়্যাগনইয়ার্ড। আর সেটা যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার কথা প্রথমে মনে আসে সে হলো টেক্স বেল

অলিভের পার্টনারশিপের প্রস্তাবটাও চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে জেবকে। কীসের অংশীদারিত্ব? লাভের চিন্তায় ব্যাকুল অলিভ কি বুঝতে পারছে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর এক-তৃতীয়াংশ খরিদ করে এবং কম্পানিটাকে নিজের কম্পানির সঙ্গে মার্জ করে কত বড় ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে? বাস্তবে ঘোষণা দেয়া না-হলেও, জেব জানে

দেউলিয়া হয়ে গেছে সে। একই হিসেবে দেউলিয়া হয়েছে অলিভও। মার্জের খবর যদি জানতে পারে রেটন পাসের লোকেরা, অলিভের সব সম্পত্তি নিয়েও টান দেবে।

ইচ্ছা করলে অলিভের কাছে ব্যাপারটা চেপে যেতে পারে জেব। সেক্ষেত্রে আড়াই লাখ ডলারের অনেকখানি ফেরত পেয়ে যাবে রেটন পাসের লোকেরা। বাকিটার জন্য কয়েক বছরের জেল হবে জেবের। জেলখানা থেকে বের হতে হতে চালু হয়ে যাবে রেলরোডিং-এর ব্যবসা। সেখানে গতর খাটিয়ে আস্তে আস্তে আবারও উপরে উঠতে পারবে জেব। কিন্তু...একটা মেয়ে, যে হয়তো জানেও না কত গভীর খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঠকানোটা কি উচিত হবে?

আরেক কাজ করা যায়। পালিয়ে চলে যাওয়া যায় আরকানসাস সীমান্তের দিকে। ওসব জায়গায় ইণ্ডিয়ানদের হাতে সমানে মার খাচ্ছে আর্মি, কাজেই পিস্তল-বন্দুক চালাতে পারলেই সরকারি উর্দি নিশ্চিত। রাতের বেলায় চোখকান খোলা রাখতে পারলে ইণ্ডিয়ানদের হাতে অন্তত জানটা হারাতে হবে না। ওদিকে ভাত-কাপড় আর বেতনের তো কোনো চিন্তাই নেই। প্রথম ছ'মাস টিকে থাকতে পারলে আর কাজ দেখাতে পারলে চাকরি পাকা হবেই, সেই সঙ্গে কমপক্ষে একটা প্রমোশন নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে যাওয়া যাবে কোনো ফোর্ট অথবা নিদেনপক্ষে ক্যাম্প সামলানোর মতো কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।

সেক্ষেত্রে সারাজীবনের জন্য দোষী হয়ে থাকতে হবে আইনের চোখে। যারা অ্যাম্বুশ করেছিল, টেক্স যদি তাদের একজন হয়, তা হলে সে-ও সম্ভবত চায় পালিয়ে যাক জেব। ফলে টেক্সের সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না।

কিন্তু জেবের পক্ষে কাউকে ঠকানোও সম্ভব না, বন্ধুদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাও সম্ভব না। এসব ওর নীতিতে নেই।

'হ্যালো?' অলিভের ডাকে চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরল জেব। 'এত কী ভাবছ বলো তো?'

সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিল জেব, যা হওয়ার হবে। 'ভাবছি তোমাকে ঠকানো উচিত হবে না।'

'ঠকানো! মানে?'

'আমার কম্পানির শেয়ার কেনা আর ফ্রেইটিং-এর কাজে মরা-ঘোড়া কেনা সমান কথা, মিস্ অলিভ। তুমি শেষ হয়ে গেছ।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে অলিভের। 'কীভাবে?'

'আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়ন নিয়ে ফিরছিলাম আমি, লুট হয়ে গেছে সব। চালানটার জন্য বণ্ড সই করে রেটন পাসে জমা দিতে হয়েছে আমাকে। সে-মোতাবেক এখন আড়াই লাখ ডলার দেনা হয়েছি আমি। সঙ্গে যোগ হয়েছে আমার ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধুর জীবনের দাম। ওদের কথা না-হয় বাদ দিলাম, কিন্তু আমার কম্পানির শেয়ার কিনে কত বড় বিপদের মধ্যে পড়েছ বুঝতে পারছ? আমার কম্পানিকে তোমার কম্পানির সঙ্গে মার্জ করতে চেয়ে বিপদটা কতখানি বাড়াচ্ছ টের পাচ্ছ?'

বুঝতে পারছে এবং টের পাচ্ছে অলিভ। সে-কারণে প্রথমে অবিশ্বাস, পরে নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠল ওর চেহারায়। পাকা অভিনেত্রী ছাড়া আর কারও পক্ষে এ-কাজ সম্ভব না।

ওকে পাশ কাটিয়ে জেবের মুখোমুখি দাঁড়াল টেক্স। 'খুলে বলো সব।'

রেটন পাসের লোকদের সঙ্গে চুক্তি, বুলিয়ন নিয়ে রওয়ানা হওয়া এবং অ্যাম্বুশের ব্যাপারে বিস্তারিত বলল জেব। শুনে রক্ত সরে গেল অলিভের চেহারা থেকে। নিজেকে সামলাতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

কয়েকটা বিষয় চেপে গেল জেব। যেমন লুকাসের কথা বলল না। বলল না, লুকাস যে-ঘোড়ায় চড়েছিল সেটার পাছায়

এস.এম.সি. ছাপ ছিল।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল হান্না, অলিভের অবস্থা দেখে ছুটে এল। সবকিছুর জন্য জেবই দায়ী ভেবে নিয়ে বিষদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। তারপর আরেকছুটে অদৃশ্য হলো রান্নাঘরের দিকে। পরেরবার যখন এল তখন ওর হাতে এক গ্লাস পানি। অলিভের জন্য নিয়ে এসেছে।

পানিটুকু খেয়ে গ্লাসটা হান্নার হাতে ফিরিয়ে দিল অলিভ। ইশারায় চলে যেতে বলল হান্নাকে। 'আমার মনে হয় শুধু পানি খেলে কাজ হবে না এখন, আরও শক্তিশালী কিছু লাগবে।' জেবের দিকে তাকাল। 'তোমার কথা সত্যি হলে আমি পথে বসে গেছি।'

'পথে শুধু তুমি না, আমিও বসেছি। কী যেন বলছিলে একটু আগে—পার্টনার হিসেবে আমার সমস্যার সমাধান দিতে পারো কি না? পারলে দাও দেখি এই সমস্যার সমাধান। স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালাবে, না?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেব। 'তোমার নৌকায় তোমার অজান্তেই ফুটো হয়ে গেছে, মিস্ অলিভ। এবং আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ফুটোটা। পারলে ঠেকাও।'

'ঠেকাবো?' অলিভের প্রশ্নটা শোনাল ফোঁপানির মতো। 'তুমি কি ভেবেছ ঘরের সিন্দুকে টাকা নিয়ে বসে ছিলাম কখন আমার কাছে শেয়ার বেচতে আসবে শুবেল মর্গান? ব্যাঙ্কে এই বাড়ি বন্ধক রেখে টাকাটা যোগাড় করতে হয়েছে। তাতেও কাজ হয়নি পুরোপুরি। মা'র কয়েক সেট গহনাও জমা রেখেছি পরিচিত এক বন্ধকগ্রহীতার কাছে। ওগুলো...ওগুলো আমার বিয়ের জন্য বাবার কাছে দিয়ে গিয়েছিল মা...' আর কিছু বলতে পারল না, মাথা নিচু করে ফোঁপাচ্ছে।

কী বলে সান্ত্বনা দেয়া যায় অলিভকে ভেবে পাচ্ছে না জেব। আদৌ সান্ত্বনা দেয়া যায় কি না সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত না সে। বুলিয়ন লুটের ঘটনাটাকে যতটা জটিল মনে করেছিল, দেখা

যাচ্ছে পরিস্থিতি তারচেয়েও জটিল হয়ে গেছে।

মুখ তুলল অলিভ। চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, 'এবার বুঝতে পারছি, রেটন পাস থেকে রওনা দেয়ার পর এবং স্যান মার্কোসে পৌঁছানোর আগে সারাটা সময় কোথায় ছিল টেক্স জানতে চেয়ে আসলে কী বলতে চেয়েছ। তুমি সন্দেহ করছ, বুলিয়ন লুটের সঙ্গে টেক্সও জড়িত। হয়তো...তোমার সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ নই আমিও।'

'না,' মাথা নাড়ল জেব, 'তোমাকে সন্দেহ করিনি। তবে ভেবেছিলাম একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর বাকি শেয়ারও কেনার প্রস্তাব দেবে আমার কাছে।'

'মিস্ অলিভকে সন্দেহ করোনি,' শীতল গলায় বলছে টেক্স, 'তারমানে ঘুরিয়ে বললে বুলিয়ন-লুটের ঘটনায় হাত আছে আমার?'

'হ্যাঁ, বললাম,' শীতল গলায় বলল জেবও। ধীরে ধীরে হাত বাড়াচ্ছে পিস্তলের দিকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অলিভ, জেব আর টেক্সের মাঝখানে চলে এল। 'পাগলামি কোরো না তোমরা, প্লিয। এখন পাগলামি করার সময় না। আমি পথে বসতে যাচ্ছি, জেলের ভাত খেতে যাচ্ছে জেব, আর আদালত যদি জেবের সাক্ষ্য আমলে নেয় তা হলে টেক্সের গলায় দড়ি পড়তে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের তিনজনেরই পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধার মধ্যে আছো তুমি, জেব। যদি বলি আসলে নাটক করছ—সঙ্গীদেরকে খুন করে বুলিয়ন হাতিয়ে নিয়ে এখন দোষ চাপাতে চাচ্ছ টেক্সের ঘাড়ে, প্রমাণ করতে পারবে আমার কথা মিথ্যা? ইণ্ডিয়ানদের বেশ ধরে সাদাচামড়ার লোকদের হাজির হওয়ার যে-কাহিনি বললে তা কতখানি সত্যি জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবে?'

'নাটক করছি! কেন করবো কাজটা?'

'যদি বলি আড়াই লাখ ডলারের জন্য? তোমার বিরুদ্ধে তোমার তিন সঙ্গীকে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না কেউই, কিন্তু বুলিয়ন লুটের দায় এড়াতে পারবে না তুমি। ধরো আদালত দোষী সাব্যস্ত করল তোমাকে, জেল দিল। ক'বছর আটকা থাকবে? পাঁচ? বেশি হলে দশ? জেল থেকে বের হয়ে চলে গেলে যেখানে বুলিয়নগুলো লুকিয়ে রেখেছ সেখানে। কিয়ামত হওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য হারাবে না সোনা, কাজেই দশ বছর পর যেখানেই থাকো তুমি, লাখপতি হয়ে যাবে।'

চুপ করে অলিভের দিকে তাকিয়ে আছে জেব। শ্যানন যে-সম্ভাবনার কথা বলেছিল তা সত্যি হতে যাচ্ছে।

'বুলিয়ন লুটের ঘটনাটা যদি সত্যিই তোমার নাটক হয়,' বলে চলল অলিভ, 'আর আদালত যদি তোমাকে দোষী প্রমাণিত করতে না-পারে, তা হলে বলা যায় তোমার হাতে আড়াই লাখ ডলার আছে। জেব, আড়াই লাখ ডলার মানে অনেক টাকা। এর অর্ধেকও যদি ঠিকমতো খাটাতে পারো, অন্তত স্যান মার্কোস থেকে রেটন পাস পর্যন্ত ফ্রেইটিং-ব্যবসায় তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না কেউ। কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর অস্তিত্ব থাকবে না, কারণ ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হবে আমাকে। যদি বলি এটাও তোমার একটা মোটিভ?'

'কাজেই যা বলছ তা যদি প্রমাণ করতে না-পারো,' মুখ খুলল টেক্স, 'ফেঁসে যেতে হবে তোমাকেই। আমি আমার ওয়্যাগনের সঙ্গে ছিলাম কি না জানতে চাইছিলে না?' কাঁধ ঝাঁকাল। 'ছিলাম, ইণ্ডিয়ানদের হামলার সময়টা বাদ দিয়ে বললে। আগেই বলেছি স্ট্যামপিড শুরু হয়েছিল, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল ঘোড়াগুলো। ওগুলোকে একসঙ্গে করতে গিয়ে আমার তখন জান বের হওয়ার দশা।'

'এটা কতদিন আগের ঘটনা?'

আঙুলে গুনে হিসেব করল টেক্স। 'প্রায় তিন সপ্তাহ। দু'-চারদিন এদিকওদিক হতে পারে।' অধৈর্য হয়ে পড়ল হঠাৎ। 'দেখো, দিন-তারিখের হিসেব নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারি না আমরা কেউই। কে কবে জিজ্ঞেস করবে আর তাকে সঠিক জবাব দেবো—এ-কাজ করতে হলে তো ডায়েরি লিখতে হবে আমাকে।' একদৃষ্টিতে জেবকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আবার কাঁধ ঝাঁকাল। 'যেভাবে তাকিয়ে আছো আমার দিকে, দেখে বুঝতে পারছি নিজের কাফেলা থেকে সম্পূর্ণ ভুল সময়ে গরহাজির হয়েছি। আর আমি যে ঘোড়াগুলোকে বাঁচানোর জন্য গিয়েছিলাম এবং শুধু ওই কাজই করেছি, আমার হয়ে সে-সাফাই গাওয়ারও লোক নেই।'

'কতক্ষণ আলাদা ছিলে কাফেলা থেকে?' জানতে চাইল জেব।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে টেক্স বলল, 'পুরো এক দিন।'

'আমার কাফেলার উপর যারা হামলা করেছে তারা নিঃসন্দেহে সাদাচামড়ার মানুষ, তবে সেজে এসেছিল ইণ্ডিয়ানদের মতো। তুমিও বলছ তোমার ঘোড়া লুট করতে চেয়েছে ইণ্ডিয়ানরা।'

চোখ পিটপিট করছে টেক্স। জেব যা বোঝাতে চাচ্ছে তা ওর মাথায় আসেনি আগে। 'তারমানে...'

মাথা নাড়ল জেব। 'নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, টেক্স। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে নিজেই ফেঁসে গেছি, অন্য কাউকে কীভাবে জড়াবো বুঝতে পারছি না। ইণ্ডিয়ানদের হামলায় তোমার কোনো ঘোড়া খোয়া গেছে?'

'গেছে।'

'ক'টা?'

'চারটা।'

'চারটাই স্যাডল পরানো ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'চারটাই কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর? মানে পাছায় এস.এম.সি. ছাপ-মারা?'

'হ্যাঁ। খুলেই বলি ব্যাপারটা। ফ্রেইটিং-এর ব্যবসা বড় হতে পারে, আগেই আভাস দিয়েছিল মিস্ অলিভ। বলেছিল রেটন পাস থেকে ফেরার সময় কিছু ঘোড়া কিনে আনতে। তা-ই করেছিলাম। বেছে বেছে ষোলোটা তাগড়া ঘোড়া খরিদ করি। স্ট্যামপিডে মারা পড়েছে কয়েকটা। এম.এম.সি.'র ছাপ-মারা ঘোড়া চুরি হয়েছে চারটা। বাকিগুলো নিয়ে ফিরতে পেরেছি স্যান মার্কোসে।'

জেব ভাবছে টেক্সের কথাগুলো সত্যি কি না। ইণ্ডিয়ানদের মতো সেজে যারা হামলা করেছিল ওর কাফেলায়, হয়তো একই লোকগুলো অ্যাম্বুশের আগে টেক্সের কাফেলাতেও হামলা চালিয়েছে। তখন ঘোড়া বাঁচানোর ছুতোয় দল থেকে আলাদা হয়ে যায় টেক্স, যোগ দেয় লুকাস আর অন্য খুনিদের সঙ্গে। টেক্স বলেছে পুরো এক দিন গরহাজির ছিল নিজের কাফেলা থেকে। অ্যাম্বুশ করা এবং লুট-করা বুলিয়ন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা যথেষ্ট সময়।

সদর-দরজায় থাবা দিচ্ছে কেউ। চট করে উঠে দাঁড়াল অলিভ, একবার জেব আরেকবার টেক্সের দিকে তাকাল। চোখের ভাষায় দু'জনকেই বলল, খবরদার বাড়াবাড়ি করবে না। তারপর হেঁটে রওয়ানা হলো দরজার দিকে। ফিরে এল সদা-হাস্যোজ্জ্বল ভ্যান হেফলিনকে সঙ্গে নিয়ে।

হেফলিনকে বেশ কিছুক্ষণ আগে ওর "টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি"-এর অফিসে দেখেছে জেব। গায়ে সেই ইভনিং ড্রেস। তারমানে কাজ সেরে অলিভের এখানে ঢুঁ মারতে এসেছে?

জেবকে দেখে ভ্রূ কুঁচকাল হেফলিন, থমকে দাঁড়িয়ে গেল। 'জেব স্টুয়ার্ট! তুমি এখানে? যাক ভালোই হলো, নিরাপদে ফিরতে পেরেছ শেষ পর্যন্ত। আজ সকালেও শুবেল মর্গানের সঙ্গে কথা বলেছি তোমার ব্যাপারে। এতদিন হয়ে গেছে অথচ ফিরছিলে না তুমি—তোমার জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বেচারা। ওর সঙ্গে দেখা করেছ?'

মাথা নাড়ল জেব। 'এসেছি বেশিক্ষণ হয়নি। দেখা করতে পারিনি ওর সঙ্গে।'

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল হেফলিন। 'করে ফেলো একফাঁকে। চিন্তামুক্ত হবে বেচারা।' জেবকে আপাদমস্তক দেখল। তারপর টেক্সের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে ধরল অলিভের একটা হাত। 'গাউনটা সুন্দর, অলিভ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্যের তুলনায় কিচ্ছু না।'

অলিভের মনের যে-অবস্থা এখন তাতে নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনলে খুশি হওয়ার কথা না, হলোও না সে। তারপরও ভদ্রতার খাতিরে বলল, 'তা-ই নাকি?

জেব আর টেক্সের দিকে পালাক্রমে তাকিয়ে আবারও হাসল হেফলিন। 'হ্যাঁ, তাই।'

লোকটার বয়স বেয়াল্লিশ। শক্তপোক্ত শরীর। কালচে-ধূসর চুল ওর হাসিখুশি চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর পর হাত দিয়ে চুল ঠিক করা ওর মুদ্রাদোষ। পরিবারের সঙ্গে ছেলেবেলায় এসে হাজির হয় স্যান মার্কোসে, পেটের তাগিদে একটা ফ্রেইটিং কম্পানিতে অল্প মজুরির চাকরি নেয়। আজ নিজেই একটা ফ্রেইটিং কম্পানির মালিক। জেব বা অলিভের কম্পানির মতো বড় না ওর প্রতিষ্ঠান, তারপরও সুনামের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, ফ্রেইটিং-ব্যবসার ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে যখন চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেছে অনেক

ব্যবসায়ীর কপালে, তখন হেফলিনের হাসিমুখ মলিন হয়নি। বরং অনেকে কানাঘুষো করে, গত কয়েক বছরে জেব বা কারসনদের ব্যবসা যতটা না বড় হয়েছে, তারচেয়ে বেশি বড় হয়েছে হেফলিনের ব্যবসা।

চাঁদের যেমন কলঙ্ক আছে, হেফলিনেরও তেমন দোষ আছে। এমনিতে বেশিরভাগ সময় খোশমেজাজে থাকে সে, কিন্তু রেগে গেলে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ওর সেই রুদ্রমূর্তি নিজচোখে দু'বার দেখেছে জেব। একবার চুরির অভিযোগে খালি হাতে পেটাতে পেটাতে নিজের ফোরম্যানকে আধমরা করে ফেলেছিল। আরেকবার ওর মালভর্তি ওয়্যাগনে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা, রাইফেল নিয়ে সম্মুখ-লড়াইয়ে নামে হেফলিন, সেদিন চার ডাকাতকে পরপারে পাঠানোর পর গর্জন থামিয়েছিল অস্ত্রটা।

হেফলিন আসলে যেমন ভদ্র তেমন ভয়ঙ্কর।

টেক্সের দিকে তাকাল জেব। বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে লোকটার দু'চোখে। হেফলিনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তারমানে হেফলিনকে পছন্দ করে না টেক্স? কেন? অলিভের হাত ধরেছে বলে?

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল হেফলিন। 'আমি আসলে এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম সাপার-পার্টির কথা মনে করিয়ে দিয়ে যাই আমাদের শহরের সেরা সুন্দরীকে।'

'এ-শহরে আমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে আছে, হেফলিন,' গলা শুনে মনে হলো বিরক্ত হয়েছে অলিভ এবার।

'কার কথা বলছ? শ্যানন? কিন্তু ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে! বিয়ে হয়ে গেলে....বোঝোই তো...মেয়েরা যত সুন্দরীই হোক একটা বাধা কাজ করে মনের ভিতরে।'

'মিস্ অলিভের ব্যাপারে তা হলে কোনো বাধা নেই?' মুখ খুলল টেক্স, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

হাসল হেফলিন। ‘কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে থাকলে বাধা অবশ্যই আছে।’ অলিভের দিকে তাকাল। ‘তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে এসেছি আমি।’

অলিভ কিছু বলল না। আসলে হ্যাঁ-না কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

জেবের দিকে তাকাল হেফলিন। ‘তুমি জানো কি না জানি না, তাই কথাটা বলি। স্যান মার্কোসে যারা ফ্রেইটিং-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের প্রায় সবাইকে আজ রাতে নিজের পার্লারকারে দাওয়াত করেছেন জর্জ কাস্টার। তাঁকে চেনো? সরকারি লোক বলা যায়, রেলরোড বানানোর কাজ তদারকি করার দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন এসেছেন পুব থেকে। আমাদেরকে দাওয়াত দেয়ার কারণ, রেলরোডের কাজটার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চান।’

‘আমি অনেকদিন ছিলাম না শহরে,’ বলল জেব। ‘তাই ঝেড়ে কাশো।’

‘মিস্টার কাস্টারের কথা বলতে চাওয়ার মানে আসলে একধরণের সাক্ষাৎকার নেয়া। আলোচনা করে যদি সন্তুষ্ট হন তিনি, ধরে নেয়া যায় আমার বা অলিভের যে-কোনো একজন কাজটা পেতে যাচ্ছে। ওটার ব্যাপারে এখনও দর কষাকষি করছি আমি আর অলিভ, যার কাছ থেকে কম দাম পাবে তাকেই কাজ দেবেন কাস্টার। আর্মির দু'জন অফিসারকেও দাওয়াত করেছেন তিনি। শুনেছি এই এলাকায় আর্মিদের কিছু কাজ নাকি তদারক করছে ওই দু'জন। বুঝতেই পারছ আমাদের জন্য এই দাওয়াতের গুরুত্ব কতখানি। কিন্তু...’ আরেকবার হেসে অলিভের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলাল, ‘আমার চিন্তা হচ্ছে কী নিয়ে, জানো? ভাবছি, এত সুন্দর করে সেজেছে অলিভ যে, আমার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, শেষপর্যন্ত আমার দিকে তাকাবেন কি না কাস্টার!’

বাকি তিনজনের কেউ কোনো মন্তব্য করল না।

'যা-হোক, শেষপর্যন্ত যে-ই কাজ পাক,' বলে চলল হেফলিন, 'অলিভ আর আমি বন্ধু ছিলাম, থাকবো সারাজীবন। এমন না যে, সরকারি কাজ না-পেলে পথে বসতে হবে আমাকে।' হঠাৎ গলা চড়াল, 'এ কী! অলিভ, কী হয়েছে তোমার?'

হেফলিনের দিকে তাকিয়ে ছিল, চট করে অলিভের দিকে তাকাল জেব। সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। দৃষ্টিতে শূন্যতা। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে এখনই।

কেন এ-রকম হয়েছে বুঝতে পারল জেব। হেফলিনের "পথে বসতে হবে" কথাটায় প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে অলিভ। বুলিয়ন লুটের ঘটনা যদি জানাজানি হয় তা হলে নিঃসন্দেহে তদন্ত শুরু করবে সরকারি লোকজন। মিস্টার কাস্টার জানতে পারবেন দেউলিয়া স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর শেয়ার কিনে অলিভও দেউলিয়া হয়েছে। তাই মেয়েটার কাজ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

নিজেকে সামলে নিল অলিভ। 'আমি ঠিক আছি, হেফলিন। আসলে...ব্যবসার অবস্থা নিয়ে ইদানীং একটু বেশিই দুশ্চিন্তায় ভুগছি। ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে।'

'ব্যবসা?' লোকে যেভাবে হাত নেড়ে মাছি তাড়ায় সেভাবে হাত নাড়ল হেফলিন। 'কথায় আছে আগে নাম পরে কাম। তোমার যদি নামই না-থাকল, মানে তুমি যদি বেঁচেই না-থাকলে তা হলে তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে? কাজেই বাজে চিন্তা বাদ দাও। একটু ফুর্তি করো। অন্তত সাপার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মুখটা এ-রকম গোমড়া করে রেখো না। তোমাকে দেখলেই মিস্টার কাস্টার জিজ্ঞেস করবেন কী হয়েছে। ঠিকমতো জবাব দিতে না-পারলে সন্দেহ ঢুকবে তাঁর মনে। সেটার পরিণতি কী

হতে পারে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না তোমাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভ। জেবের দিকে তাকাল। 'তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে আমার। সাপার শেষ হতে বেশি হলে দু'ঘণ্টা লাগবে। তারপর কি আরেকবার আসতে পারবে এখানে? কিন্তু...অনেকদূর থেকে এসেছ তুমি, নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ক্ষুধাও লেগেছে হয়তো। বাসায় ফিরে বিশ্রাম নিতে গেলে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে...'

মাথা নাড়ল জেব। 'না, ঘুমাবো না। তবে বাসায় ফিরতে হবে আমাকে। শেভ করতে হবে। তারপর গোসল করবো। সাফসুতরো না-হওয়া পর্যন্ত আমারও যেন কেমন লাগছে। অসুবিধা নেই, তুমি দাওয়াতে যাও। দু'ঘণ্টা পর আবার আসবো আমি।'

দরজা খুলে বাইরে, পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে সে এমন সময় দৌড়ে এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় টেক্স বলল, 'আমি আমার ঘোড়াগুলোকেই ট্রেইল করেছিলাম, কারও কাফেলাকে না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তুমি কি আসলে অলিভিয়া কারসনকে ফাঁসাতে চাচ্ছ?'

টেক্সের মুখোমুখি হলো জেব। 'এখন পর্যন্ত কাউকেই ফাঁসাতে চাচ্ছি না। তবে আমি নিশ্চিত যাকে খুঁজছি তার সঙ্গে কোনো-না-কোনোদিন দেখা হবে। সেদিন লোকটাকে কথা বলতে বাধ্য করবো আমি। সত্য বের করে আনবো ওর পেটের ভিতর থেকে। তুমিই যদি সেই লোক হও, কসম খেলাম, আমার মরণ না-হওয়া পর্যন্ত তোমার পিছু ছাড়বো না। কারণ এখানে আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়ন অথবা আমার বা আমার ব্যবসার ভবিষ্যৎ বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে, আমার তিন বন্ধুকে হারিয়েছি। ওদের রক্তের প্রতিশোধ আমি নেবোই।'

কিছু বলল না টেক্স। ব্যঙ্গের হাসি হেসে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে। দরজা লাগিয়ে দিল।

পোর্চ ছেড়ে নামল জেব। আস্তে আস্তে হাঁটছে। চিন্তিত। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বাড়ির দিকে। কখন যেন জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অলিভ। উজ্জ্বল লণ্ঠনের আলোয় গাউন-পরা শরীরটা রহস্যময়ী এক ছায়ামূর্তি বলে মনে হচ্ছে জেবের কাছে। সন্দেহ নেই জানালায় দাঁড়িয়ে জেবকেই দেখছে মেয়েটা। কী দেখছে?

বাইরের গেট খুলে সাইডওয়াকে এসে দাঁড়াল জেব। আরেকবার তাকাল বাড়িটার দিকে। ভিতরে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে হেফলিনের ঘোড়ার-গাড়ি। আর কিছুক্ষণ পরই অলিভকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে লোকটা, দাওয়াত খেতে যাবে একসঙ্গে। হয়তো টেক্সও যাবে ওদের সঙ্গে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাস্তবে ফিরল জেব। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে আরেক ছায়ামূর্তি। এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে যাতে ল্যাম্পলাইটের আলো না-পড়ে চেহারায়। মনে হয় ইচ্ছা করে করছে কাজটা যাতে একনজরেই ওকে চিনতে না-পারে কেউ।

সাবধান হলো জেব। হাঁটার গতি কমাল। বোঝাই যাচ্ছে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে কারও জন্য অপেক্ষা করছে লোকটা। জেবকে দেখে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এল দু'কদম। মনে হয় কিছু বলতে চায়।

পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল চার-পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে।

অলিভদের পাশের বাড়ির একটা জানালা খুলে গেল, লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো একইসঙ্গে এসে পড়ল জেব আর ছায়ামূর্তির উপর।

'এত দেরি...' শব্দ দুটো উচ্চারণ করা মাত্র থমকে গেল ছায়ামূর্তি, জেবকে চিনতে পেরে চোয়াল ঝুলে পড়ল অবিশ্বাসে।

ছায়ামূর্তিকে চিনতে পেরে আপনাআপনি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে দাঁড়াল জেব, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা

শরীরে। 'লুকাস!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে। 'ভালোই হলো, কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হলো না তোমাকে। কিছু হিসাবকিতাব বাকি আছে তোমার সঙ্গে। সেগুলো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে না-ফেললে আমার পেটের ভাত হজম হবে না। ক জন্য অপেক্ষা করছিলে? অলিভের বাসা থেকে আরও আগে বের হওয়ার কথা ছিল কার?'

কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিল না লুকাস, ভয়ে শুকিয়ে গেছে চেহারা। জেবের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরই থাবা দিল কোমরের পিস্তলে।

উপায় নেই, তাই পিস্তলে ছোবল দিল জেবের হাতও। অতি গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য লুকাসকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিল, কিন্তু এখন না-মারলে মরতে হবে। জেব তাই পর পর দু'বার টান দিল ট্রিগারে, লুকাস তখন সবে হোলস্টারছাড়া করতে পেরেছে নিজের পিস্তলটাকে। জেবের প্রথম বুলেট ওর বুকের বাঁ দিকে লাগায় আপনাআপনি টান পড়ে গেল ট্রিগারে, কিন্তু বুলেট গিয়ে ঢুকল মাটিতে। জেবের দ্বিতীয় বুলেটটাও একই জায়গায় লাগার পর ভাঁজ হয়ে গেল ওর হাঁটু। হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তল, মাটিতে আছড়ে পড়ল সে।

জেব টের পাচ্ছে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ওর রাগ, কিন্তু একজাতের হতাশা ঘিরে ধরছে ওকে। রহস্য সমাধানের একমাত্র সূত্রটাকে নিজের হাতে খুন করতে হলো জান বাঁচানোর জন্য।

অলিভদের বাসার ভেতরে চেঁচাচ্ছে কেউ। সম্ভবত অলিভ। খুলে গেছে পোর্চের দরজাটা। কারা যেন ছুটে আসছে এদিকে। জেব তাকিয়ে আছে লুকাসের দিকে। মারা যাচ্ছে লোকটা। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে ওর। দম নিতে গিয়ে মুখ দিয়ে উঠে আসছে রক্ত, একদিকের কশ বেয়ে নামছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে সে কিন্তু পারছে না। সময় যত যাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণা তত

বেশি করে ফুটে উঠছে চেহারায়। ছটফট করছে সমানে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেবের দিকে।

ছুটতে ছুটতে জেবের পাশে এসে দাঁড়াল অলিভ, হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। বিষণ্ন চোখে মেয়েটার দিকে একবার তাকাল জেব। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে অলিভের। কী ঘটেছে বুঝেও যেন বুঝতে পারছে না সে। পালাক্রমে তাকাচ্ছে জেব আর লুকাসের দিকে।

লণ্ঠনের আলোয় আরও ভালো করে দেখা যাচ্ছে লুকাসের চেহারাটা। আরও ভালো করে বোঝা যাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে। খানিকটা ঝুঁকল জেব। জানে উত্তর পাবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করল লুকাসকে, 'তোমাকে আমার পেছনে কে লাগিয়েছিল? কার নুন খেয়ে আমাদেরকে অ্যাম্বুশ করার জন্য হাজির হয়েছিলে অর্গ্যান মাউন্টেনে? লুট-করা বুলিয়নগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

আশ্চর্য, লুকাসের শূন্য দৃষ্টিতে কোনো এক ভাবের প্রকাশ ঘটেছে! জেবের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে সে, তাকিয়ে আছে আরেকটু ওপরে। মনে হয় জেবের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। কাশল একবার লুকাস, আরও একদলা রক্ত বের হলো কশ বেয়ে। তারপর নিচু গলায়, হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে যেভাবে কথা বলে সেভাবে থেমে থেমে বলতে লাগল, 'ইণ্ডিয়ান! ঝাঁপিয়ে পড়েছিল...বুলিয়নগুলো পাওয়ার...পরদিন। আমি বেঁচে গেছি...মহিষ...দূর থেকে লড়াই দেখি। সবাই শেষ...মাথা... কেটে নিয়ে গেছে।'

'বুলিয়ন?' আরেকটু নিচু হলো জেব। 'বুলিয়নগুলোর কী হয়েছে?'

'ওখানেই আছে। লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা...' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলল লুকাস, 'ওয়্যাগন পুড়িয়ে দিয়েছে...'

এরপর, আর কিছু না-বলে, মারা গেল লুকাস।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব। টেক্স বেল দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লুকাসের দিকে। ওর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এতক্ষণ।

ভ্যান হেফলিনও এসেছে। টেক্সের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল লুকাসকে। জেবকে ঘাড় ঘুরাতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাসার মতো পরিস্থিতি না এখন, তাই ওর দাঁতগুলো মুখের ভিতরে আছে আপাতত।

সোজা হয়ে দাঁড়াল জেব। অলিভের দিকে তাকাল। একইসঙ্গে আতঙ্ক আর করুণা ফুটে উঠেছে মেয়েটার চেহারায়। সে যাতে বীভৎস একটা মৃত্যু দেখে মাথা ঘুরে পড়ে না-যায়, সেজন্য ওকে ধরে রেখেছে হেফলিন।

'লোকটা কে, জেব?' জিজ্ঞেস করল হেফলিন। 'কী বলতে চাচ্ছিল সে? আর তুমিই বা কী জিজ্ঞেস করলে? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না!'

জবাব দিল না জেব। খোলা চোখে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে লুকাস, ত্রাসোদ্দীপক চোখ দুটো দেখছে। অলিভের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। সন্দেহ নেই কারও জন্য অপেক্ষা করছিল সে। ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল জেব। গালে কয়েকহপ্তার না-কাটা দাড়ি, চেহারায় আর গলায়-বাঁধা রুমালে ময়লা, কাপড় ধুলোয় ধূসরিত। তারমানে জেবের মতো সে-ও আজ রাতে ঢুকেছে স্যান মার্কোসে? তা হলে এতদিন কোথায় ছিল?

মরার আগে লুট-করা মালের খবর জানিয়ে দিয়ে গেল লুকাস বিশ্বস্ত সহচরের মতো, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কাকে জানাল? জেব ছাড়া আর কে আছে লাশের পাশে?

এক, টেক্স বেল। লুকাসের শেষ কথাগুলো শোনার জন্য এই

লোকের চেহারায় সবার চেয়ে বেশি কৌতূহল দেখেছে জেব।

দুই, ভ্যান হেফলিন। লুকাসের লাশ দেখে ওর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। এটা অস্বাভাবিক না। হেফলিন জানতে চেয়েছে লুকাস কে, কী বলছিল। এটা ভান হতে পারে, আবার না-ও পারে। আসল কথা ওকে সন্দেহ করার মতো জোরালো কোনো কারণ নেই।

তিন, অলিভিয়া কারসন। লুকাসের মৃত্যু দেখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল মেয়েটার চেহারায়। করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে জেবের দিকে। অপরাধের বিবরণ পড়ে শোনানোর সময় যার সঙ্গে অপরাধটা করা হয়েছে তার দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকায় অপরাধী, জেবের প্রতি অলিভের দৃষ্টিটাও ছিল অনেকটা সে-রকম।

তার মানে কী? যেখান থেকে শুরু করেছিল, আবারও কি সেখানে ফিরে যাচ্ছে জেব? সন্দেহের তীর কি আবারও ছুটে যাবে টেক্স আর অলিভের দিকে?

বুলিয়নগুলো ওখানেই আছে, লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা, ওয়্যাগন পুড়ে গেছে—কথাগুলোর মানে কী? অর্গ্যান মাউন্টেনের কোনো এক জায়গাতেই আছে আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়ন? পুড়ে কয়লা-হওয়া কোনো ওয়্যাগনের কাছেপিঠে খুঁজতে হবে তা হলে? ওয়্যাগনটার ধারেকাছে থাকবে কতগুলো লাশ বা কঙ্কাল যারা মরেছে ইণ্ডিয়ানদের হামলায়?

বিষদৃষ্টিতে টেক্সের দিকে তাকাল জেব। যে-লোক টেক্সের সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং জানে কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর ফোরম্যানকে সন্ধ্যারাতে কোথায় পাওয়া যাবে, সে অলিভের বাড়ির বাইরে দাঁড়াবে না তো কোথায় দাঁড়াবে? জেবের সন্দেহটা বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে আস্তে আস্তে। হোলস্টারে ঢুকিয়ে-রাখা পিস্তলে আরেকবার ছোবল দিতে ইচ্ছা করছে ওর। আরও দুটো বুলেট খরচ করে পরপারে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে টেক্সকে।

কিন্তু ইচ্ছাটা দমন করতে হলো আপাতত। তিন তিনটা

গুলির আওয়াজে টনক নড়েছে শহরবাসীদের। অনেকেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। সবার আগে আছে কিম্ভূতকিমাকার এক মূর্তির মতো টাউন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক উইলকক্স। লোকটার দুই কোমরে দুই সিক্সশুটার। এককালে আউট-ল ছিল বলে বদনাম ছিল যার, লোকে বলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবার চেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে সে-ই।

অনেকদিন পর নিজের ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে লোকটা।

পাঁচ

জেব চলে যাওয়ার পর পার্লারে গিয়ে ঢুকল শ্যানন। একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চেহারায় স্বস্তি-অস্বস্তি দুটোই আছে। পায়ের কাছে পড়ে আছে সেলাইয়ের ঝুড়ি। লণ্ঠনের আলো সরাসরি পড়ছে ওটার উপর।

ঝুড়িটার দিকে তাকাল সে। দুটো কাঁটা আর উলের দুটো বল তুলে নিল। কিছু কাজ করে রেখেছিল আগে, ধীরগতিতে শুরু করল আবার। কিন্তু কাজে মন বসাতে পারছে না, থেকে থেকে উদাস হয়ে যাচ্ছে। যখনই টের পাচ্ছে রাস্তা দিয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে ওর দিকে কিছু সময়ের জন্য হলেও তাকিয়ে আছে লোকটা, তখনই ওর আঙুলগুলো চলছে। অন্যথায় কাজ থামিয়ে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছে জানালার দিকে।

আকাশপাতাল চিন্তা পেয়ে বসেছে ওকে।

শ্যানন জানে সে সুন্দরী। জানে বেশিরভাগ পুরুষ কোন্ দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে, কী চায় ওর কাছ থেকে। শ্যাননও মানুষ, পুরুষদের কাছ থেকে ওরও কিছু চাওয়ার থাকতে পারে। প্রথম স্বামীর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি সে। কিন্তু মর্গানের সঙ্গে...

মর্গানের সঙ্গে যা করেছে এবং করছে সে তা ঠিক বিশ্বাসঘাতকতা কি না জানে না শ্যানন। বয়সে বিশ বছরের বড় লোকটার সঙ্গে বিয়ের পর অন্য কারও সঙ্গে বিছানায় যায়নি ঠিক, কিন্তু...

ওসব বাদ দিয়ে বললে গৃহবধূ হিসেবে নিজের তেমন কোনো খুঁত দেখে না শ্যানন। মোটামুটি ধার্মিক বলা যায় ওকে। এই তো, হাতের কাছে সুন্দর করে বাঁধিয়ে রেখেছে বাইবেল। মাঝেমধ্যে পড়ে, বিশেষ করে রোববারে। রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে রেখেছে পুরো বাড়ি। এমনকী বাড়ির কোনো কোনো লণ্ঠনের কাচের বাইরের দিকে বিশেষ কায়দায় সেঁটে দিয়েছে গোলাপি কাগজ, তাতে ওই লণ্ঠনগুলো জ্বাললে গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়ে। শ্যানন নিশ্চিত সারা শহরের আর কেউ এ-রকম লণ্ঠন ব্যবহার করে না।

পার্লাররুমের জানালার পর্দা টানেনি সে, মাঝেমধ্যেই টানে না। ইদানীং ডিনারের পর এখানে একা বসে থাকাটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ওর ভিতরটা আসলে নষ্ট হয়ে গেছে, যত দিন যাচ্ছে তত বেশি করে নষ্ট হচ্ছে, এখানে বসে থেকে সেই নষ্ট সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করে। উলের জামা বুনবার ছলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এই বুনো শহরের রুক্ষ মানুষগুলোকে। ওদের সঙ্গে কিছুটা হলেও মিলিয়ে নেয় নিজেকে।

আজ জানালা দিয়ে তাকিয়ে বারো রকমের মানুষের

পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছে সে জর্জ কাস্টারের পার্লারকারটা। একধরনের হতাশা কাজ করছে ওর ভিতরে। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ওটা, দেখে আরও বাড়ছে শ্যাননের বিষাদ। শহরের বড় বড় ফ্রেইটাররা দাওয়াত পেয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ভূরিভোজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই, সঙ্গে খোশগল্প তো আছেই। হয়তো এ-চেয়ারেই বসে থেকে, এত দূর থেকে শুধু দেখে যেতে হবে শ্যাননকে। আহ্, পার্লারকারের অলঙ্কৃত জ্বলন্ত ঝাড়বাতিটা দপ্ করে নিভে গেলে কতই না ভালো হতো!

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যানন। একছুটে গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। থাবা মেরে টেনে দিল পর্দা। চোখের সামনে থেকে উধাও হলো জর্জ কাস্টারের পার্লারকার।

পর্দাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছা করছে শ্যাননের। কিন্তু তা হলে আবার দেখা যাবে দু'চোখের-বিষ পার্লারকারটাকে। ইচ্ছা করছে কিছু একটা ভেঙে চুরমার করতে। কিন্তু তা হলে ঘটনা কী দেখার জন্য নীচে নেমে আসবে মর্গান। শ্যাননের জীবনের সব নষ্ট-হওয়া আশা, অবদমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দগদগে হতাশা পেয়ে বসেছে ওকে আজ রাতে।

স্যান মার্কোসের কয়েকজন গৃহবধূ মিলে একটা সেলাইচক্র গড়ে তুলেছে। আসলে বলা উচিত ছিল একটা সমিতি গঠন করেছে। সারামাসে সেলাই করে যেসব জামা বানায় ওরা, মাস শেষে নির্দিষ্ট একটা দিনে সেগুলো নিয়ে যায় সমিতিতে, মোটামুটি লাভে বেচে দেয় খদ্দেরদের কাছে। সমিতির কোনো কোনো সদস্যার সেলাইয়ের হাত চমৎকার, তাই উলের বিভিন্ন রকম জামা কিনতে দূরের শহর থেকেও লোক আসে স্যান মার্কোসে। গতকাল ছিল সেলাই-করা জামা জমা দেয়ার দিন। তাই সমিতিতে গিয়েছিল শ্যানন। ওখানেই একজনের মুখে শুনতে পায় জর্জ কাস্টার আর তার পার্লারকারের কাহিনি। একটা আশা

ফায়ারপ্লেসের আগুনের মতো জ্বলে ওঠে ওর মনে তখন। রেলরোডের কাজ তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এসেছেন শহরে, গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করবেন তিনি, যদি শুবেল মর্গানের বদৌলতে শ্যাননও গিয়ে ঢুকতে পারে ওই পার্লারকারে তা হলে সমিতির অন্য সদস্যাদের পোড়াতে পারবে হিংসার আগুনে।

কিন্তু কীসের কী! খবর নিয়ে আগেই জেনে গেছেন কাস্টার নিজের শেয়ার অলিভের কাছে বেচে দিয়েছে মর্গান। তাই ফ্রেইটিং ব্যবসার দিক দিয়ে চিন্তা করলে স্যান মার্কোসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটার নাম অলিভিয়া কারসন। আর শুবেল মর্গান একটা বাতিল মাল। লোকে যার নাম বাতিলের খাতায় লিখে ফেলেছে তার বউটা যতই সুন্দরী হোক তাকে গুরুত্ব দেয়ার কী কারণ থাকতে পারে? অথচ দাওয়াত পাবে ধরে নিয়ে কোন্ ইভনিং ড্রেসটা পরবে শ্যানন তা-ও ঠিক করে রেখেছিল। আজ সকালে আয়নার সামনে পাক্কা এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে কেটেছেঁটে সাজিয়েছে চুলগুলোকেও। কিন্তু ডাক এল না শেষপর্যন্ত। এবং সময় যত গড়াল, শ্যাননের কাছে তত পরিষ্কার হলো জর্জ কাস্টার গণনায় ধরেননি শুবেল মর্গান আর তার বউকে। ধরবেনও না।

ওই পার্লারকার আর আজ রাতের দাওয়াত শহরবাসীদের আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সকাল থেকেই পথচারীদের টুকরোটাকরা কথা এসেছে শ্যাননের কানে, জেনে গেছে টাকার দেমাগে যে-মেয়ের পা মাটিতে পড়ে না বলে মনে করে সে সেই অলিভিয়া কারসন এখন কাস্টারের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি।

শ্যানন অনেক আগে থেকেই অলিভের ব্যাপারে পরশ্রীকাতর। মেয়েটা মর্গানের কাছ থেকে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর শেয়ার কিনে নেয়ার পর আরও বেড়েছে ওর হিংসা। কারণ আগে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলেও মর্গানকে, ঘুরিয়ে বললে শ্যাননকে দাম দিত

অলিভ। কিন্তু এখন ওরা অলিভের কাছে আর দশজন সাধারণ শহরবাসীর মতোই।

শেয়ার বেচে পাওয়া টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ গুণলে অন্তত মর্গানের জীবনের বাকি দিনগুলো আয়েশেই কেটে যাবে। কিন্তু শ্যানন আয়েশের চেয়ে আরও বেশি কিছু চেয়েছিল। এখনও চায়। তাই, কোনো কাজ নেই দেখে আজ বিকেলে যখন ওকে বিছানায় ডাকে মর্গান, সাড়া তো দেয়ইনি সে, উল্টো মুখে যা এসেছে শুনিয়ে দিয়েছে লোকটাকে। সেই থেকে নিজের ঘরে বন্দি হয়ে হুইস্কির বোতল নিয়ে পড়ে আছে মর্গান। শেয়ার বেচে দিয়ে সে কাঁচাটাকা হাতে পেয়েছে ঠিক, কিন্তু অজানা কোনো কারণে শ্যাননের সুখসঙ্গ হারিয়েছে অনেকখানি। ইদানীং হুইস্কির বোতল যতবার ধরতে পারে, সারাদিনে ততবার শ্যাননের দেখা পায় কি না সন্দেহ।

শ্যাননের দুর্দমনীয় আক্ষেপটা আক্রোশে পরিণত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে সে, এমন সময় কে যেন মৃদু টোকা দিল রান্নাঘরের দরজায়। জানালার কাছ থেকে চট করে সরে গেল শ্যানন, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। দরজা খুলবে কি খুলবে না ভাবছে। আসলে লড়ছে মনের বিরুদ্ধে। কারণ কে এসেছে জানে সে।

আবারও টোকা দিল লোকটা, এবার আগের চেয়ে একটু জোরে। সচকিত হয়ে উঠল শ্যানন। উপরের দিকে তাকাল একবার। জানে আওয়াজটা হয়তো শুনতে পায়নি মর্গান, তারপরও...

দ্রুত পায়ে হল ধরে এগোল সে রান্নাঘরের দিকে। পার্লাররুম আর হলের মাঝখানের দরজা আটকে দিল। রান্নাঘরের জানালাটা ভালোমতো আটকে দিয়ে একপলক দেখল নির্জন হলরুমটা। তারপর যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে রান্নাঘরে সেটাও আটকাল। টের পেল গলা শুকিয়ে আসছে ওর। দু'ঢোক পানি খেয়ে নেবে কি না

ভাবছে, এমন সময় তৃতীয়বারের মতো টোকা পড়ল দরজায়। এবার ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল শ্যানন।

ভ্যান হেফলিন দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যাননকে ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকল হেফলিন। মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁকা হাসি হাসল। নিচু গলায় বলল, 'গুড ইভনিং, ডার্লিং! আমরা কি দরজা খোলা রেখেই প্রেম করবো?'

শ্যাননের খেয়াল হলো দরজাটা আটকাতে ভুলে গেছে। তাড়াহুড়ো করে ওটা বন্ধ করে দিল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

'তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?' আবারও জিজ্ঞেস করল হেফলিন। 'আমাকে দেখে খুশি হওনি?'

জবাব দিল না শ্যানন। আপাদমস্তক দেখছে হেফলিনকে। পায়ে হেঁটে এসেছে লোকটা। লম্বা একটা ডাস্টকোট পরে আছে, মাথায় ফ্রেইটারদের মতো চওড়া কানাওয়ালা কালো হ্যাট। বোঝা যাচ্ছে কিছুটা হলেও ছদ্মবেশ নিয়েছে হেফলিন যাতে কেউ বুঝতে না-পারে এই বাড়িতে আসছে সে।

ডাস্টকোটটা খুলল হেফলিন। দেখা গেল ঝলমলে ইভনিং ড্রেস। একটু আগের আক্ষেপটা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল শ্যাননের ভিতরে। 'ওহ্, তুমিও!' ফিসফিস করে বলল সে, 'তুমিও যাচ্ছ কাস্টারের সাপারে যোগ দিতে? তা হলে এখানে...কেন...' আর কিছু না-বলে থেমে গেল।

চওড়া হলো হেফলিনের হাসিটা। শ্যাননকে আপাদমস্তক দেখল একবার, দৃষ্টিতে নগ্ন কামনা।

পাঁচ-ছ'মাস আগেও এ-রকম ছিল না ব্যাপারটা। তখন মর্গানকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখত হেফলিন। পথেঘাটে দেখা হলে কুশল বিনিময়টা বাদ দিয়ে বললে তেমন কথা হতো না দু'জনের মধ্যে। পরিস্থিতি বদলাল। ইণ্ডিয়ানদের হাতে প্রচণ্ড

মার খাওয়া শুরু হলো আর্মির, ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে ফ্রেইট-ওয়্যাগনের সঙ্গে ঘন ঘন শহরের বাইরে যাওয়া-আসা শুরু করল জেব, শ্যানন একদিন হঠাৎ করেই দেখল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে মর্গান আর হেফলিনের মধ্যে। মর্গান যদি হেফলিনের বাড়িতে সপ্তাহে এক রাতে ডিনার করে, হেফলিন ডিনার খেতে আসে চার রাত। শ্যাননের মনে ফোকর আছে টের পেয়ে নিজের হাসিখুশি সুদর্শন চেহারা কাজে লাগিয়ে সেই ফোকর আরও বড় করতে শুরু করে হেফলিন।

তারপর একদিন আবারও হঠাৎ করে টের পায় শ্যানন, হেফলিনকে ভালো লাগছে ওর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই আনমনা হয়ে পড়ছে তখনই হেফলিনের সুন্দর চেহারাটা, ঝকঝকে দাঁতের নির্মল হাসিটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

এবং তারপর থেকে, রাত ঘনানোর পর, শ্যাননের রান্নাঘরের রাস্তাসংলগ্ন-দরজায় নিয়মিত টোকা দিতে থাকে হেফলিন।

কীসের জন্য আসে হেফলিন এবং কেনই বা দরজা খুলে দেয় শ্যানন তা দশ-বারো বছরের বালকও বুঝবে। হেফলিন জানে দু'জন স্বামী পাওয়ার পরও এখনও অনেক কিছু বাকি আছে শ্যাননের আঁটসাঁট শরীরটাতে। আর শ্যানন জানে দু'জন পুরুষ যা দিতে পারেনি ওকে তা দেয়ার সামর্থ্য রাখে হেফলিন। তারপরও এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত শারীরিক-সম্পর্কে যায়নি সে হেফলিনের সঙ্গে। এমন কোনো কাজ করেনি যাতে ও-রকম কিছু করার সুযোগ পায় লোকটা। কামনা থাকার পরও এখনও দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে হেফলিনের কাছ থেকে। কারণ চোখ মনের কথা বলে; চেহারা যতই সুন্দর হোক, হাসি যতই নির্মল হোক, হেফলিনের চোখ নিঃশব্দে ঘোষণা করে শ্যাননকে কয়েকবার ভোগ করতে পারলে সাধ মিটে যাবে তার। তারপর...

তারপর বেশিরভাগ পুরুষ যা করে তা-ই করবে সে—

শ্যাননকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিন যদি সব জানাজানি হয় তা হলে...

কিন্তু কথা হচ্ছে কতদিন হেফলিনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে শ্যানন? কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে নিজেকে?

'আজ তোমার হয়েছে কী, বলো তো?' নিচু গলায় অভিযোগ জানাল হেফলিন। 'এত কী ভাবছ?'

মাথা নাড়ল শ্যানন। 'কিছু না। তুমিও তা হলে দাওয়াত পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। অবশ্য...' শয়তানি হাসি হাসল হেফলিন, 'অলিভিয়া কারসনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

নামটা শোনামাত্র রেগে গেল শ্যানন, কিন্তু কিছু বলল না।

দৃশ্যটা দেখে মজা পেল হেফলিন, হাসল আবারও। 'মর্গান কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যানন। 'উপরে। বোতল নিয়ে পড়ে আছে।'

'মাতাল হয়েছে?' কথাটা এমনভাবে জিজ্ঞেস করল হেফলিন, যেন মর্গানের মাতাল হওয়াটা খুব জরুরি।

'জানি না। মনে হয় না।'

মুচকি হাসল হেফলিন। সে জানে ওকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য মিথ্যা বলেছে শ্যানন। পৌরুষ জেগে উঠল ওর ভিতরে। এগিয়ে গিয়ে আচমকা জড়িয়ে ধরল শ্যাননকে সর্বশক্তিতে, বুকের সঙ্গে পিষে মারার চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। ছটফট করছে শ্যানন। ওই অবস্থাতেই ওর ঠোঁটে কামনাতপ্ত প্রলম্বিত চুম্বন দিল হেফলিন। সে নিশ্চিত আজ বাদে কাল চুমুর চেয়েও বেশি কিছু পাবে শ্যাননের কাছ থেকে।

শ্যানন টের পাচ্ছে উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে, একইসঙ্গে এ-ও বুঝতে পারছে আরও একবার জড়িয়ে পড়ছে অনৈতিক কাজের সঙ্গে। হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে দু'বার কিল মারল সে হেফলিনের

চওড়া বুকে। কাজ হচ্ছে না দেখে দু'হাত ঢুকিয়ে দিল হেফলিনের শার্টের ভিতরে, দু'হাতের বড় বড় দশটা নখ বসিয়ে দিল লোকটার বুকে-পেটে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল হেফলিন, ছেড়ে দিল শ্যাননকে। তারপর ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল কিছুটা দূরে।

'কেন,' বুক ডলছে হেফলিন, 'কেন করলে কাজটা?'

'কারণ তুমি যা চাও তা তোমাকে দিতে এখনও প্রস্তুত না আমি,' বাঁকা হাসি হাসল শ্যানন। 'রাগ হচ্ছে আমার উপর? আমার তো মনে হয় আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমার। ইচ্ছা করলে খামচি মারতে পারতাম তোমার চেহারায়। সেক্ষেত্রে আর দাওয়াতে যেতে হতো না তোমাকে। আগামী চার-পাঁচদিন চেহারাই দেখাতে পারতে না কাউকে। অলিভিয়া কারসনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার সুখস্বপ্ন দেখছিলে না? তোমার চেহারায় দশ আঙুলের খামচির দাগ দেখলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করত সে, জোর করে শুতে গিয়েছিলে কার সঙ্গে?'

রাগ বিদায় নিল হেফলিনের। টের পেল অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তি কাজ করছে ওর ভিতরে। অলিভকে আসলেই হিংসা করে শ্যানন। এগিয়ে গিয়ে আবারও চুমু খেল শ্যাননকে, এবার মার্জিতভাবে। 'তুমি যদি আমাকে ভুল বোঝো তা হলে কষ্ট পাবো, ডার্লিং। অলিভ আর আমার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নেই। যদিও সবার সামনে ওকে তোয়াজ করে চলার চেষ্টা করি, কিন্তু আসলে দেমাগী মেয়েটাকে ঘেন্না হয় আমার। আবারও বলছি, ওর সঙ্গে ব্যবসা ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার। দুটো বিষয়কে এক করে দেখে ভুল করছ তুমি।'

'মিথ্যা কথা,' এগিয়ে গিয়ে ডাইনিং টেবিলের সঙ্গের একটা চেয়ারে বসে পড়ল শ্যানন।

'বিশ্বাস হয় না?' আবারও শয়তানি হাসি হাসল হেফলিন। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে।' দ্রুত

পায়ে হেঁটে রান্নাঘরের দরজা খুলে হলে বের হলো সে। তারপর বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

চুপ করে বসে আছে শ্যানন। টের পাচ্ছে প্রচণ্ড একটা রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। মর্গানকে কী বলতে গেছে হেফলিন? শ্যানন একটা নষ্টা মেয়ে, বিবাহিতা হওয়ার পরও প্রেম করছে পরপুরুষের সঙ্গে?

হঠাৎ কী হয়ে গেল শ্যাননের বলতে পারবে না; ক্যুগারের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলে ওটা যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ওর অবস্থা হলো সে-রকম। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ছুটে গিয়ে ধাক্কা মেরে খুলল পার্লাররুমের দরজা। এককোনায় একটা রাইটিং ডেস্ক, ওটার একটা ড্রয়ারে সবসময় লোডেড পিস্তল রাখে মর্গান, ড্রয়ারটা খুলে ছোঁ মেরে তুলে নিল অস্ত্রটা। একমুহূর্তও দেরি না-করে ছুটল সিঁড়ির দিকে। সবকিছু যখন শেষ হয়েই যাবে তখন যে-লোকটা নষ্টের গোড়া সে-ও মরুক।

সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ ওঠার পর হেফলিনের গলা শুনতে পেল শ্যানন, আপনাআপনি থমকে গেল সে। মর্গানকে বলছে হেফলিন, 'কেন খাও এসব ছাইপাঁশ? কী হয়েছে তোমার? কেন শেষ করে দিচ্ছ নিজেকে?'

জবাবে জড়ানো গলায় কী যেন বলল মর্গান, ঠিক বোঝা গেল না।

শ্যানন টের পেল, ওর রাগটা যেভাবে হঠাৎ করেই উঠেছিল সেভাবে আচমকাই বিদায় নিয়েছে। না, মর্গানের কাছে শ্যাননের সতীত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যায়নি হেফলিন। অন্য কোনো বিষয়ে নিচু গলায় কথা বলছে দু'জনে। একটা-দুটো শব্দ কানে এলেও বেশিরভাগই বুঝতে পারছে না শ্যানন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। গত কয়েক মাস ধরে এ-রকমই হচ্ছে। প্রতিবারই রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চোরের মতো আসে হেফলিন,

প্রথমেই জানতে চায় কী করছে মর্গান, তারপর ফষ্টিনষ্টি করে অথবা করতে চায় শ্যাননের সঙ্গে, শেষে মর্গানের ঘরে ঢুকে ফিসফাস করে। কখনও কখনও অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ব্যাপারে ধমকায় "বন্ধুকে", তখন 'আর খাবো না' বলে প্রতিজ্ঞা করে মর্গান। কিন্তু বলা পর্যন্তই, মদ খাওয়ার মাত্রা কমাতে পারেনি বেচারা। মদ হলো কচ্ছপের কামড়ের মতো—একবার যাকে ধরে তাকে সহজে ছাড়ে না।

পিস্তলটার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল শ্যানন। মর্গান আর হেফলিনের এই রহস্যময় ফিসফিসানি কবে থেকে শুরু হয়েছে ঠিক মনে করতে পারে না সে। তবে খেয়াল আছে, একবার বেশ কিছুদিনের জন্য শহর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল হেফলিন, এক রাতে ফিরে এসে রান্নাঘরে বসে মর্গানের সঙ্গে। তখন ওখানে ছিল শ্যাননও। ওকে চলে যেতে বলে মর্গান। অপ্রস্তুত বোধ করে শ্যানন, ধীর পায়ে এসে হলরুমে দাঁড়ানোর পর কান পাতে। হেফলিনকে বলতে শোনে, 'রেটন পাসে গিয়েছিলাম...'

মর্গান তখন ধমক দেয়, 'আস্তে বলো...'

এরপর সে-রাতে দু'জনের কথোপকথনের আর কিছুই শুনতে পায়নি শ্যানন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে একরাতে মর্গান জানায়, স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর শেয়ার বিক্রি করে দিতে যাচ্ছে অলিভিয়া কারসনের কাছে।

প্রথমে কিছুতেই রাজি হয়নি শ্যানন। কারণ ব্যবসাটায় ঝুঁকি আছে, কিন্তু লাভও নেহাৎ মন্দ না। আর কে না জানে যে-ব্যবসায় যত ঝুঁকি তত লাভ? তা ছাড়া অলিভের কাছে? উঁহুঁ, দরকার হলে একটা বেশ্যার কাছে শেয়ার বেচতে রাজি আছে শ্যানন কিন্তু ওই দেমাগী মেয়েটার কাছে কিছুতেই না।

সে যতই ঘাড় বাঁকা করুক, লাভ হয়নি শেষপর্যন্ত। অলিভের

কাছেই শেয়ার বিক্রি করেছে মর্গান।

হেফলিনের সঙ্গে মর্গানের এই ধারাবাহিক গোপন আলোচনায় জেবের নাম একাধিকবার উচ্চারিত হতে শুনেছে শ্যানন। আরেকটা কথা। শ্যানন জোর দিয়ে বলতে পারবে না, তবে সে মোটামুটি নিশ্চিত, যেদিন থেকে ওর স্বামী আর হেফলিনের মধ্যে গুজুরগুজুর শুরু হয়েছে তার পরদিন থেকে মদ ধরেছে মর্গান। যেন কোনো একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে লোকটাকে। সেই বোধটা ভুলে থাকতে চাচ্ছে সে মাতাল হয়ে গিয়ে।

সিঁড়ির যে-ক'টা ধাপ উঠেছিল শ্যানন, সে-ধাপগুলো বেয়ে নেমে এসে দাঁড়াল সে হলরুমে। বুঝতে পারছে না কী করা উচিত এখন। আরও একবার তাকাল পিস্তলটার দিকে। আচ্ছা, ওর স্বামী আর অবৈধ প্রেমিক কি জড়িত বুলিয়ন-লুটের ঘটনাটার সঙ্গে? কথাটা ভাবলেও রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে তারপরও না-ভেবে উপায় নেই। কিন্তু...সেটা কীভাবে সম্ভব? কেউ ঘর বন্ধ করে মদ খেলে, আপাতদৃষ্টিতে সৎ কিন্তু আসলে শঠ কারও সঙ্গে ফুসুরফাসুর করলে, যার বুলিয়ন লুট হয়েছে তার নাম একাধিকবার উচ্চারণ করলেই কি প্রমাণিত হয় অপরাধটার সঙ্গে ওরা জড়িত? না, হয় না।

তারপরও শ্যাননের মন মানছে না। কিছু পুড়বার গন্ধ পেলে বোঝা যায় আগুন লেগেছে, তাই সে-ও টের পাচ্ছে কোনো-না-কোনো খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার স্বামী আর অবৈধ প্রেমিক। এবং শ্যানন ভেবে বের করতে পারছে না, বুলিয়ন লুটের ঘটনা ছাড়া অন্য কোন্ জঘন্য কাণ্ডটা ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে।

মর্গানের বেডরুমের দরজাটা খুলে গেল। দ্রুত পায়ে বাইরে বের হয়ে এল হেফলিন। মুখ তুলে তাকাল শ্যানন। ওকে দেখতে পেয়ে হেফলিন বলল, 'জলদি এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এসো! খাওয়াও তোমার জামাইকে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

আর খবরদার, ভুলেও নজর সরাবে না ওর উপর থেকে! এই বাড়িতে, বিশেষ করে এই ঘরেই যদি আটকে রাখতে পারো ওকে তা হলে খুব ভালো হয়।' তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মাতাল কোথাকার!' সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। খেঁকিয়ে উঠল, 'কী হলো, এখনও যাচ্ছ না যে কফি বানাতে?' সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। বুঝতে পারছে শ্যাননের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে মনে কষ্ট পাবে মেয়েটা, আর একবার যদি কষ্ট পায় সে তা হলে ওর সঙ্গে মজা লুটবার বিষয়টা কঠিন হয়ে যাবে।

হাসার চেষ্টা করল হেফলিন, কিন্তু হাসিটা ফুটল না ওর চেহারায়। কিছু একটা বলতে চাইল শ্যাননকে কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। রাস্তাসংলগ্ন দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে পার্লাররুমে ফিরে এল শ্যানন। পিস্তলটা জায়গামতো রেখে দিয়ে বসে পড়ল আগের চেয়ারটাতে। সেলাইয়ের ঝুড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ করেই পাগলাপারা হয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল একটা কাঁটা, সর্বশক্তিতে আছাড় মারল ওটা মেঝেতে। চোখা প্রান্তটা ভেঙে আলগা হয়ে গেল।

'মর্ সব শালা!' অসহ্য রাগে কাঁপছে শ্যানন। 'মর্ সবাই! নিকুচি করি জেব স্টুয়ার্টের। জাহান্নামে যাক অলিভিয়া কারসন। মরুক ভ্যান হেফলিন।'

এরপর অনেকক্ষণ বসে থাকল সে চেয়ারটাতে। প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে চেপে ধরেছে আঙুলগুলো, এত জোরে যে, সাদা হয়ে গেছে প্রতিটা নখ। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে কিন্তু কিছুই দেখছে না। জীবনটা নতুন করে শুরু করা যায় কি না ভাবছে।

সিঁড়িতে কারও পদশব্দ। মুখ তুলে তাকাতে গিয়েও তাকাল না শ্যানন। জানে কে নেমে আসছে। কাছে এসে ওর দিকে

উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকাল মর্গান। তাকিয়ে থাকল খানিকটা সময়। কিছু বলছে না।

দৃষ্টি ফেরাল শ্যানন। কোট পরেছে মর্গান, মাথায় চাপিয়েছে হ্যাট। হাঁটার ছড়িটা নিয়েছে হাতে। তারমানে বাইরে যাচ্ছে।

শ্যাননকে তাকাতে দেখে মর্গান বলল, 'একটু ঘুরে আসি। তাজা বাতাস দরকার। সবসময় কি আর একঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে ভালো লাগে, বলো?'

সে ভেবেছিল ওকে বাধা দেবে শ্যানন। কিন্তু ও-রকম কিছু করা দূরে থাক, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না মেয়েটা।

কফির কথা বলে গেছে হেফলিন, কিন্তু কফি বানিয়ে মর্গানকে দেয়নি শ্যানন। তারপরও চাঙা হয়ে গেছে সে। কারণ কী?

মর্গানের চোখে চোখে তাকাল শ্যানন। ওকে তাকাতে দেখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটল মর্গানের দৃষ্টিতে। ইদানীং যে-কোনো কারণেই হোক ভীষণ ভয় পাচ্ছে সে নিজের বউকে। কাজেই মেয়েটা কিছু বলা বা করার আগেই এগিয়ে গেল সদর-দরজার দিকে, দ্রুত বাইরে বের হয়ে গেল। চলে যাওয়ার আগে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

আগের মতো বসেই আছে শ্যানন। কিছুই ভালো লাগছে না ওর। কী করবে তা-ও ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ পর পর তিনবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। গোলাগুলিটা মনে হয়, কয়েক ব্লক পরে কারসনদের বাড়ির ওখানে হচ্ছে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যানন, কেন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। 'জেব...' বলল ফিসফিস করে, 'আর টেক্স বেল!'

আশপাশের কয়েকটা বাড়ির জানালা-দরজা খুলে যাচ্ছে। লোকজন দৌড়ে বের হচ্ছে রাস্তায়। কেউ কেউ ছুটে যাচ্ছে কারসনদের বাড়ির দিকে। উঠতি বয়সী কিছু ছেলেপেলে ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে না-পেরে খুশিতে হইচই শুরু করে দিয়েছে।

ধীর পায়ে সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন। ওটা খুলে বেরিয়ে এল পোর্চে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর নামল। বাড়ি ঘেরাও করে-রাখা বেড়ার সঙ্গে যে-দরজাটা আছে, হেঁটে সেটার কাছে গিয়ে থামল।

বিশাল বপু, লম্বা চুল আর ঝুলন্ত গোঁফের টাউন মার্শাল ফ্রাঙ্ক উইলকক্সকে দেখা যাচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অলিভের বাড়ির দিকে। লোকটাকে ডেকে কী হয়েছে জানতে চাইল শ্যানন।

'কী আর হবে?' বিরক্ত হয়ে থু করে থুতু ফেলল উইলকক্স। 'জুয়ার টাকা নিয়ে বনিবনা হয়নি তাই হিসেব চুকিয়ে ফেলেছে বুলেট দিয়ে। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে তো এসবই দেখছি, ম্যা'ম।' আর কিছু না-বলে আবার হাঁটা ধরল সে।

দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে অলিভদের বাড়ির দিকে তাকাল শ্যানন। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তা-ই। জটলা দেখা যাচ্ছে ওই বাড়ির কাছেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে হাজির হলো উইলকক্স। যারা জড়ো হয়েছে ইতোমধ্যে তারা সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ওকে। এখন জেবকে দেখতে পাচ্ছে শ্যানন। দেখতে পাচ্ছে অলিভকেও। চমৎকার একটা ইভনিং গাউন পরেছে সে, হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে অনেকখানি জায়গা। উইলকক্সকে দেখে লণ্ঠনটা পথের উপর নামিয়ে রাখল অলিভ। এবার টেক্স বেলকে দেখতে পেল শ্যানন।

এতক্ষণ টেক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বলে দেখতে পায়নি, এবার অলিভের দিকে এগিয়ে দিয়ে ওর একটা হাত ধরায় ভ্যান হেফলিনকে চিনতে পারল শ্যানন। বাপ-মা তুলে বিড়বিড় করে একটা গাল দিল সে লোকটাকে।

শুধু হাতই ধরেনি, সুযোগ পেয়ে সান্ত্বনা দেয়ার বাহানায়

অলিভের পিঠেও হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শয়তানটা। এবার থু করে থুতু ফেলল শ্যানন।

লাশটা পড়ে আছে উইলকক্সের পায়ের কাছে। লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কিছু একটা করছিল কেউ, সম্ভবত নাড়ি পরীক্ষা করছিল, এবার সোজা হয়ে দাঁড়ল। লোকটাকে চিনতে পারল শ্যানন। জর্জ হেউড, শহরের ডাক্তার।

'মরে গেছে,' রাতের নিস্তব্ধতায় কয়েক ব্লক দূর থেকেও শোনা গেল হেউডের কণ্ঠ। 'ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে দুটো বুলেট।'

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে অলিভের দিকে তাকাল উইলকক্স। 'জেব স্টুয়ার্ট কী বলেছে তা বোধহয় শুনেছ তুমি, মিস্ অলিভ।'

কিছু বলল না অলিভ। অথবা বললেও এত দূর থেকে শুনতে পেল না শ্যানন।

'নিহত উইলফ্রেড লুকাস নাকি তোমার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কারও জন্য,' বলে চলল উইলকক্স। 'জেবকে দেখে ভুল হয় ওর, চিনতে না-পেরে এগিয়ে যায় ওর দিকে, কিন্তু ভুলটা বুঝতে পারামাত্র খুন করার জন্য পিস্তলে হাত দেয়। তখন বাধ্য হয়ে ড্র করতে হয় জেবকে। এখন বলো, তুমি কি ঘটনাটা দেখেছ?'

'দেখেছি,' স্পষ্ট শোনা গেল অলিভের গলা, 'কারণ তখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।'

'তুমি কি এখনই সাক্ষ্য দিতে পারবে, নাকি আগামীকাল আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হওয়ার পর মুখ খুলতে চাও?' অলিভকে আবার প্রশ্ন করল উইলকক্স।

অলিভ বলল, 'সাক্ষ্য দেয়ার কিছু নেই এখানে, মার্শাল। আমার মিথ্যা বলারও কোনো কারণ নেই। আমি যা দেখেছি, বলেছি। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অনেকটা

কাকতালীয়ভাবে পাশের বাড়ির একটা জানালা খুলে গেল। আলো গিয়ে পড়ল লুকাস আর জেবের উপর। দু'-তিন সেকেণ্ডের মধ্যে ড্র করল ওরা। পশ্চিমে পুরুষেরা বেঁচে থাকে কে কত দ্রুত ড্র করতে পারে তার উপর, সে-কারণে মারা পড়েছে লুকাস।' জেবের দিকে তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। 'জেব যে এত ফাস্ট ড্র করতে পারে তা কল্পনা করতে পারেনি লুকাস। আমিও না। জীবনে এই প্রথম বিদ্যুৎগতির কোনো ডুয়েল দেখলাম। তবে স্বীকার করছি দৃশ্যটা না-দেখলেই ভালো লাগত। ট্রিগার টেনেছে লুকাসও, তবে তার আগেই ওর বুক ফুটো করে দিয়েছে জেবের বুলেট।'

'ধন্যবাদ, মিস্ অলিভ,' হ্যাটটা পরল উইলকক্স। 'কথাগুলো যদি শপথ করে বলতে বলা হয় তোমাকে, পারবে?'

'পারবো।'

জেবের দিকে তাকাল উইলকক্স। 'অনেকের মতো তোমার কাছেও বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে কাল তদন্ত শুরু করতে হবে আমাকে। আর আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তুষ্ট হচ্ছি এবং কেসটা আদালতে উঠলে জুরি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো সিদ্ধান্তে আসছে, ততক্ষণ শহরের বাইরে যাওয়া চলবে না তোমার। বুঝেছ? এখন একটা প্রশ্নের জবাব দাও। তোমাকে দেখামাত্র, বলা ভালো চিনতে পারামাত্র পিস্তল বের করতে চাইল কেন লুকাস?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেব। 'জবাবটা আমার চেয়ে ভালো লুকাসই দিতে পারত। আমাকে দেখামাত্র ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সে, তারপরই...। আমার মনে হয় ভুল করেছে সে আসলে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল উইলকক্স, 'জীবনের শেষ ভুল। ডুয়েলে ভুল করলে জীবন দিয়ে মাশুল দিতে হয়। কথাটা আবারও প্রমাণ করে গেল লুকাস।'

ছয়

চলে গেছে উইলকক্স। মুর্দাফরাশ যোগাড় করতে হবে, লাশটা সরাতে হবে রাস্তার উপর থেকে। মার্শাল হিসেবে আরও কিছু কাজ বাকি আছে ওর।

অলিভের দিকে তাকাল জেব। আন্তরিক গলায় বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি যদি আমার পক্ষে সাফাই না-গাইতে তা হলে আমাকে হেনস্থা করতে পারত উইলকক্স।'

কিছু বলল না অলিভ। ওর চেহারায় ভাবের কোনো প্রকাশ নেই। একটা মুহূর্ত জেবের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হেফলিনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোতে লাগল নিজের বাড়ির দিকে। ওদের পিছু পিছু যাচ্ছে টেক্স।

কিছুদূর যাওয়ার পর কী মনে হলো অলিভের কে জানে, হেফলিনের হাত থেকে হাত ছুটিয়ে এগিয়ে এল জেবের দিকে। ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। 'অ্যাম্বুশারদের কবল থেকে কীভাবে উদ্ধার পেলে সে-ব্যাপারে অনেক কথাই বলেছ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা কথা বলতে ভুলে গেছ। নাকি বলবো ইচ্ছা করে চেপে গেছ?'

'কোন্ কথা?'

'লুকাসকে চিনতে পেরেছিলে সেদিন, ঠিক না?'

চুপ করে আছে জেব।

'কথা বলছ না কেন? অ্যাম্বুশারদের মধ্যে লুকাসও ছিল, না? তা হলে কথাটা বললে না কেন উইলকক্সকে?'

তবুও চুপ করে আছে জেব।

'লুকাস লোকটা সুবিধার ছিল না। জুয়া খেলার বাজে নেশা ছিল ওর। বিভিন্ন কাজে গতর খাটিয়ে কামাই করত। ওর বিরুদ্ধে বন্দুকবাজির অভিযোগও শুনেছি কখনও কখনও। তবে যখন কাজ করত তখন ঠিকমতোই করার চেষ্টা করত। কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এ কয়েকবার কাজ করেছে সে। এবারও ওকে ভাড়া করেছিল বাবা, চারমাসের চুক্তিতে, ওয়্যাগন-ড্রাইভার হিসেবে। কথা ছিল ওয়্যাগন নিয়ে রেটন পাসে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসবে স্যান মার্কোসে।'

'এসব কথা আমাকে কেন বলছ, অলিভ?'

'ন্যাকামো কোরো না। প্রশ্নটার জবাব জানা আছে তোমার। তুমি বিশ্বাস করো টেক্সের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল লুকাস। বলো, ঠিক না কথাটা? যদি বলো ঠিক তা হলে বলবো তোমার বিশ্বাসের পেছনে যুক্তি আছে। টেক্স আর লুকাস একসঙ্গে গিয়েছিল রেটন পাসে। একজন ফোরম্যান হিসেবে, আরেকজন ওয়্যাগন-ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে। তোমার ধারণা রেটন পাসে বসে নীল নকশা এঁকেছে টেক্স আর সে-মোতাবেক কাজ করেছে লুকাস, তা-ই না? তোমার মনের ভিতরে যদি আরও কথা থেকে থাকে তা হলে বলো আমাকে। সব শুনতে রাজি আছি।'

'বাদ দাও, অলিভ,' গলা শুনে মনে হলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জেব। 'আমারও বাড়ি ফেরা দরকার, তোমারও সময় হয়ে যাচ্ছে কাস্টারের দাওয়াতে যাওয়ার।'

ওর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কোমরে-ঝোলানো পিস্তলটা দেখল অলিভ। জোরে শ্বাস নিলে বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়

বাতাসে এখনও। হঠাৎ কেঁপে উঠল সে, ভয়ে না ঘৃণায় বোঝা গেল না। 'অবিবেচকের মতো হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না, জেব। টেক্স গানম্যান হতে পারে, কিন্তু খুনি বা অ্যাম্বুশার না। তোমার সামনে পাত্তাই পায়নি লুকাস, তোমার দিকে পিস্তল তাক করার আগেই গুলি খেয়েছে, তুমি যদি টেক্সকে চ্যালেঞ্জ করো তা হলে একই অবস্থা হতে পারে তোমারও। কারণ এ-শহরে টেক্সের চেয়ে চালু পিস্তলবাজ আর নেই। পারলে উইলকক্সের কথাটা মনে রেখো। ডুয়েলে ভুল করলে জীবন দিয়ে মাশুল দিতে হয়।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল সে, কিন্তু দু'কদম যাওয়ার পরই থেমে দাঁড়াতে হলো।

জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত একটা হ্যানসাম ক্যাব এসে দাঁড়াল ওর পাশে অনেকটা হঠাৎ করেই, লিনিন ডাস্টকোটের নীচে ইভনিং ড্রেস-পরা এক লোক লাফিয়ে নামল। উঁচু গলায় বলল, 'মিস্ অলিভ, মিস্ অলিভ, এক সেকেণ্ড, প্লিয!'

বোঝা গেল কণ্ঠটা অলিভের খুবই পরিচিত, কারণ শোনামাত্র ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে সে, উঁচু হিলের স্লিপারের উপর স্কার্টের প্রান্তভাগ তুলে দৌড়ে যাচ্ছে লোকটার কাছে। ইত্যবসরে লোকটাকে দেখে নিল জেব।

লোকটা যথেষ্ট লম্বা, সেই তুলনায় চওড়া। বয়স হয়েছে কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় গায়ে যথেষ্ট জোর রাখে এখনও। মাথাভর্তি উসুখুসু সাদা চুল। গালে মোটা জুলফি।

'মিস্টার কাস্টার!' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলতে শুরু করল অলিভ, 'দেরি করে ফেলার জন্য খুবই দুঃখিত আমি। আসলে...আসলে...আপনার সাপার পার্টি চলছে, নাকি শেষ হয়ে গেছে?'

'তোমার মতো সুন্দরী অনুপস্থিত থাকলে কোথাও কোনো পার্টি হয় নাকি?' মিষ্টি করে হাসলেন কাস্টার। 'দুঃখিত হওয়ার

কিছু নেই, পার্টি শুরুই হয়নি এখনও। সবকিছু গোছগাছ করে ফেলেছি এমন সময় পর পর তিনটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। সম্ভবত ডুয়েল, না?'

জবাব না-দিয়ে অলিভ বলল, 'মিস্টার কাস্টার, আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। এ হলো জেব স্টুয়ার্ট। আপনি জানেন স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার কিনেছি আমি, জেব হলো সে-কম্পানির মালিক। যে-অনাকাঙ্ক্ষিত ডুয়েলের কথা বললেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটাতে অংশ নিতে হয়েছে জেবকে। তবে বেঁচে গেছে সে।'

'অন্য লোকটা?' জানতে চাইলেন কাস্টার।

'মারা পড়েছে।'

'জেবের গুলিতে?'

মাথা ঝাঁকাল অলিভ।

হাত বাড়িয়ে জেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন কাস্টার। 'তোমার কথা শুনেছি আমি, জেব। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে লড়তে হয়েছে তোমাকে। এখানকার লোকেরা পিস্তলে তোমার চালুহাতের ব্যাপারেও বলাবলি করে। যখন তোমার মতো বয়স ছিল, ফ্রেইটিং-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমিও। সে-সুবাদে অলিভের বাবা মিস্টার কারসনের সঙ্গে পরিচয়। শুবেল মর্গানের সঙ্গে পার্টনারশিপে যে-লোকের কাছ থেকে কম্পানি কিনে নিয়ে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং নাম দিয়েছ, তাকেও চিনি—জেফারসন ডেভিস। আমি, অলিভের বাবা আর ডেভিস বন্ধুর মতো ছিলাম এককালে। কিন্তু...' বাকিটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন কাস্টার, তাকালেন অলিভের দিকে। মেয়েটার সামনে এত কথা বলা উচিত হচ্ছে না বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ বদলালেন। 'আমার পার্টি শুরু হয়নি এখনও। জেব, যদি কিছু মনে না-করো, চলে এসো আমার পার্লারকারে। দেরিতে হলেও তোমাকে দাওয়াত দিলাম আমি।

তুমি এলে খুশি হবো। টুকটাক কিছু কথাও বলা যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেব। 'বুঝতেই পারছেন পার্টিতে যোগ দেয়ার মতো শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা নেই আমার। এসেছি অনেকদূর থেকে, তাই চেহারা নোংরা, জামাকাপড় ময়লা। শহরে পা দিয়েই জড়িয়ে পড়লাম ঝামেলায়, পরপারে পাঠাতে হলো একজনকে। এরপর যদি...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন কাস্টার। 'সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আশা করি তুমিও বুঝতে পারছ আমার দাওয়াত আসলে শুধু খাওয়াদাওয়া আর হাসিঠাট্টা না। তোমাদের কপাল ভালো স্যান মার্কোসের পাশ দিয়ে রেলরোড বানাতে চাচ্ছে সরকার। পাল্টে যাবে শহরটার ভবিষ্যৎ, যারা ওই কাজে অংশ নেবে পাল্টে যাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও। বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই আমি এ-শহরের বড় বড় ফ্রেইটারদের সঙ্গে। তুমি অভিজ্ঞ লোক, তোমার মতামতের দাম থাকবে আমার কাছে।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না জেব। কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে, হাত বাড়িয়ে চেপে ধরেছে ওর একটা হাত। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব।

শ্যানন। পরনে বাসার পোশাক, তবে মাথায় স্কার্ফ জড়িয়েছে। কাস্টারকে দেখে এগিয়ে এসেছে, জেবের ওজরআপত্তি শুনতে পেয়েছে, তাই বলল, 'বাসায় গিয়ে শেভ করে আসতে আর কতই বা সময় লাগবে তোমার, বলো? আর চট করে না-হয় মাথায়-শরীরে একটু পানি ঢেলে নিলে?' এরপর কাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু মনে না-করলে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে, মিস্টার কাস্টার।'

ভ্রূ কুঁচকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন কাস্টার।

'আজ বিকেলে আপনার পার্লারকারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলে চলল শ্যানন, 'তখন উঁকি দিই ভিতরে। আপনার আয়োজন

আর সাজসজ্জা দেখে মনে হয়েছে ভিতরে যদি বসার সুযোগ পাই তা হলে এই বুনো শহরের প্রেক্ষাপটে তা হবে স্বর্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতার সমান। জেব আসলে কিছু না-জেনেই না-বুঝেই মানা করে দিচ্ছে আপনাকে।'

মুচকি হাসল জেব। কাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ হলো শ্যানন মর্গান। আমার আগের পার্টনার শুবেল মর্গানের স্ত্রী।'

সম্মান জানানোর ঢং-এ ছোট করে বাউ করলেন কাস্টার, হাসলেন। 'তা হলে তো তোমাকেও দাওয়াত দিতে হয়, মিসেস মর্গান। আমার পার্লারকারে ঢুকতে পেরে কেউ যদি স্বর্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে তা হলে তাকে সে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাটা ঠিক হবে না। আর আমিও যদি স্বর্গে যাওয়ার আগে একজন অপ্সরাকে পাশে নিয়ে ডিনার খেতে পারি তা হলে ক্ষতি কী? ...জেব, তোমার আগের পার্টনারের স্ত্রী যখন এত করে বলছে তখন নিশ্চয়ই আর মানা করবে না? যাও, সাফসুতরো হয়ে এসো, তোমার...তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো আমরা।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার কাস্টার,' গদগদ কণ্ঠে বলল শ্যানন। জেবের হাত ধরে টান দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। বন্ধুদের রক্তের বদলা নিতে চায় সে, অথচ একের পর এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে ওকে। বুলিয়নগুলোর খোঁজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওয়ানা হয়ে যাওয়া উচিত অর্গ্যান মাউন্টেনের দিকে, অথচ...

'আবার কী ভাবতে শুরু করলে?' শ্যাননের কণ্ঠ অসহিষ্ণু। 'চলো জলদি। মিস্টার কাস্টার কি সারারাত অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য?'

কাস্টারের দিকে তাকাল জেব। 'আমার আধ ঘণ্টা সময় লাগবে।'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন কাস্টার। 'অসুবিধা নেই। যাও।'

বাসার দিকে রওয়ানা হলো জেব। কিছুদূর যাওয়ার পর আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করল, ওর পিছু পিছু আসছে শ্যানন।

ঘুরে মেয়েটার মুখোমুখি হলো জেব। 'কী?'

'আমাকে কোনো কাজে লাগবে না তোমার?'

'না। বাসায় যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো সাজুগুজু সেরে নাও। তোমাদের তো আবার...' কথা শেষ না-করে থেমে গেল।

'ঠিক আছে,' উল্টো ঘুরল শ্যানন। 'দেখবো কে আগে হাজির হতে পারে মিস্টার কাস্টারের পার্লারকারে।'

চলে গেল শ্যানন।

নিজের বাসায় গেল জেব। ওকে দেখে স্রেফ হাঁ হয়ে গেল ওর ইয়ার্ড-বস পঁয়ষট্টি বছর বয়সী ব্রডি উইলিয়ামসের মুখ।

হাতে বেশি সময় নেই, তাই শেভ করতে করতেই লোকটার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিল জেব। তারপর গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে ব্রডির সাহায্য নিয়ে প্রায়-নতুন একপ্রস্থ কাপড় পরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে হোলস্টার পরার সময় বলল, 'সব শোনার পর তোমার কী মনে হয়, ব্রডি?'

'এই শহরের একাধিক লোক একসঙ্গে মেতে উঠেছে ভয়ঙ্কর কোনো ষড়যন্ত্রে। কিন্তু সেটা কী, বুঝতে পারছি না। আচ্ছা একটা কথা বলো তো। মরার আগে যখন বুলিয়নগুলোর ঠিকানা বলে গেল লুকাস তখন কে কে শুনেছে ওর কথা?'

'টেক্স শুনেছে। অলিভও শুনেছে। হেফলিনও ছিল ওখানে। কিন্তু সে সব শুনলেও কিছু বুঝতে পেরেছে কি না জানি না।'

'তা হলে তো...যাকে বলে গোল্ডরাশ শুরু হয়ে যাবে এখন?'

'উঁ...মনে হয় না। কারণ একমাত্র আমিই জানি কোথায় অ্যাম্বুশ করা হয়েছিল আমাদেরকে। ইণ্ডিয়ানদেরকে এড়ানোর জন্য পরিচিত ট্রেইল ছেড়ে নেমে পড়ি আমরা, ঘুরপথে আসছিলাম স্যান মার্কোসের দিকে। একটা ওয়্যাগনে আগুন

লাগানোর পর শকুনগুলো কোন্‌দিকে গেছে তা-ও দেখেছি। তা ছাড়া অর্গ্যান মাউন্টেনের মতো কুখ্যাত জায়গায় গোল্ডরাশ শুরু করার আগে দশবার ভাববে যে-কেউ। কারণ চেনে না জানে না এবং ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত আছে এমন কোনো জায়গায় গেলে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে কি না সে-ব্যাপারে সংশয় আছে।'

'হেফলিনের কথা যদি বলতে বলো,' নাক টানল ব্রডি, 'তা হলে আমি বলবো তোমার আর অলিভের উপর টেক্কা মারার ধান্দায় আছে লোকটা। উপরে উপরে যতই খাতির দেখাক তোমাদের সঙ্গে, আমি নিশ্চিত তলে তলে ঘুষ দিয়ে হোক অথবা প্রভাবশালী লোক দিয়ে বলিয়ে হোক রেলরোডের কাজটা বাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে মিস্টার কাস্টারের কাছ থেকে। দানটা মারতে পারলে স্যান মার্কোসের সবচেয়ে পয়সাওয়ালা মানুষ হবে সে-ই।'

কথাটা ভেবে দেখল জেব। রেলরোডের কাজটা পেলে আসলেই স্যান মার্কোসের সেরা ধনীতে পরিণত হবে হেফলিন। তাই কাজটা পাওয়ার চেষ্টা যদি করে সে বিভিন্নভাবে, দোষ দেয়া যাবে না ওকে। কিন্তু বুলিয়ন লুট অথবা অ্যাম্বুশের ঘটনার সঙ্গে জড়ানো যায় না ওকে। জড়ানোর উপায় নেই আসলে।

পাইপের আগুন নিভে গিয়েছিল, একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে কষে দু'বার টান দিল ব্রডি। নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে সমানে। নরম সুরে বলল, 'আসলে আমিও জানি প্রমাণ ছাড়া একটা মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা ঠিক না। তারপরও বলবো, কোনো কারণে যদি পতন ঘটে তোমার আর মিস্ অলিভের, হেফলিন ছাড়া আর কে লাভবান হবে বলো তো? ধরো কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং নেই, স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিংও নেই। তখন সারা শহরের ফ্রেইটিং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি। পারলে অস্বীকার করো কথাটা।'

ঘুরে ব্রডির মুখোমুখি হলো জেব। 'যা বলতে চাও সোজাসুজি বলো।'

'ঠিক আছে। হেফলিন আসলে একটা ধোঁকাবাজ, একটা শকুন। কথা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে বেশিরভাগ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে সে। গৃহযুদ্ধের সময় গেরিলাবাহিনীর পক্ষে কাজ করেছিল সে, জানো?'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'শুনেছি।'

'আজও একজন গেরিলা হয়ে আছে সে। তলে তলে অনেক টাকা কামাই করে ফেলেছে লোকটা, খবর রাখো? না-রাখলে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না তোমাকে—তোমার এত সময় কই? ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ঘোড়া আর ওয়্যাগনের অর্ডার দিয়ে এসেছে লোকটা রেটন পাসে। আরেকটা খবর বলতে পারি, শুনলে চমকে উঠবে। বেশ কয়েকজন গানম্যানকে ভাড়া করতে যাচ্ছে সে।'

আসলেই চমকে উঠল জেব। 'গানম্যান! ভাড়া করবে? কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ব্রডি। 'হয়তো ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য। টেক্সকে ফোরম্যানের চাকরি দিয়ে যে-নজির স্থাপন করেছেন মিস্টার কারসন, হয়তো সেটাই অনুসরণ করছে। আবার হতে পারে আজ থেকে দু'-তিন বছর পরের অবস্থা ভেবে নিয়েছে লোকটা। ধরো তখন তুমিও নেই, মিস্ অলিভও নেই। স্যান মার্কোসে একচেটিয়া ব্যবসা করছে হেফলিন। স্বাভাবিকভাবেই সে চাইবে শিপারদেরকে নিজের মুঠোর ভিতরে রাখতে। বলো, চাইবে না? ইচ্ছামতো দর হাঁকবে সে, আর তা যেন দিতে বাধ্য হয় শিপাররা সেজন্যই গানম্যানরা আসছে। এদের একজনের নাম বললে আজ রাতে হয়তো ঘুমই আসবে না তোমার।'

'কে?'

'জো স্পেন্সার।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল জেবের। 'স্পেন্সার? নিউ মেক্সিকোর কসাই?'

'হুঁ। শুনলে অবাক হবে সবার আগে ওই লোককে নিয়ে এসেছে হেফলিন।'

'জানলে কীভাবে?'

'বেশ কিছুদিন ধরে স্পেন্সারের কথা শুনছিলাম। আজ লোকটাকে নিজচোখে দেখেছি হেফলিনের অফিসে। দু'কোমরে দুটো পয়েন্ট ফোর ফোর ঝুলিয়েছে। সবাই বলে স্পেন্সার নাকি প্রতিরাতে নতুন নতুন বেশ্যা নিয়ে বিছানায় যায়, কাজ শেষে পাছায় লাথি মেরে খেদায় ওদেরকে, তারপর অস্ত্র দুটো দুই হাতে নিয়ে চিৎ হয়ে ঘুমায়। বোঝো অবস্থা।'

হেফলিনের অফিসে সন্ধ্যায় যে-লোকটাকে দেখেছে তার কথা মনে পড়ে গেল জেবের। পেছনদিক থেকে দেখেছে বলে চিনতে পারেনি তখন নিউ মেক্সিকোর কসাইকে।

অমঙ্গল আশঙ্কায় হু হু করে উঠল ওর বুকের ভিতরে। বলল, 'স্পেন্সারকে আমিও দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি।'

'ঈশ্বরের কাছে দোয়া করি কখনও যেন চিনতে না-হয়। ওর পয়েন্ট ফোর ফোরের প্রতিটা বুলেট প্রতিপক্ষের জন্য পরপারের টিকিট। এবং এখন পর্যন্ত নাকি চোদ্দজনের হাতে সে-টিকিট ধরিয়েছে সে। আর সে-কারণেই লোকে ওর নাম নিউ মেক্সিকোর কসাই রেখেছে।'

কিছু বলল না জেব, চিরুনিটা খুঁজছে। ওটা পাওয়ার পর যখন চুলগুলোকে পরিপাটি করার চেষ্টা করল, হলো না ঠিকমতো। নিজের উপর বিরক্ত হয়ে রেখে দিল চিরুনিটা। গিয়ে ঢুকল লিভিংরুমে। এখানে কাঠের একটা রকিংচেয়ারে বসে মৃদু দোল খাচ্ছে আর অভ্যস্ত হাতে উল দিয়ে দ্রুত কাপড় বুনছে ব্রডির বউ বারবারা উইলিয়ামস।

বুড়িকে আদর করে উইলি বলে ডাকে জেব। কয়েক বছর আগে স্বামীকে নিয়ে কাজ খুঁজতে স্যান মার্কোসে এসেছিল সে। তখন ওদের দু'জনকে দেখে মায়া হয় জেবের। ব্রডিকে নিজের ইয়ার্ড-বস্ বানিয়ে দেয় আর বারবারাকে দেয় ঘর সামলানোর দায়িত্ব। নিজের বাড়ির একতলার একটা কামরা ছেড়ে দেয় দু'জনের জন্য।

সময় যত গড়িয়েছে, জেবের উপর অধিকার তত বেড়েছে বুড়োবুড়ির। বারবারা তাই কথায় কথায় ধমক দেয় জেবকে। সে-ধমকগুলো শুধু শোনে আর হাসে জেব। জানে ওর জন্য প্রতিরাতে প্রার্থনা করে বারবারা, খানিকটা সময় বের করে দাঁড়িয়ে যায় নিজের ঘরের দেয়ালে-ঝোলানো যিশুর ছোট আইকনটার সামনে।

'আবার বাইরে যাওয়া হচ্ছে, না?' জেবকে দেখে হাতের কাজ বন্ধ করে জানতে চাইল বারবারা। দোল খাওয়া থামিয়ে সোজা করল পিঠ। 'তোমার কি ঘরে থাকতে মনে চায় না? বলি, বিয়েশাদী যখন করছ না তখন এত টাকার পেছনে ছুটে হবেটা কী? কে ভোগ করবে তোমার সম্পদ? আর কোত্থেকে এক সরকারি লোক হাজির হয়েছে, শহরের সবাই পারলে গিয়ে চুমু দেয় লোকটার বুটে। যত্তোসব!'

বরাবরের মতো হাসল জেব। 'উইলি, নিশ্চিত থাকো অন্য সবাই মিস্টার কাস্টারের বুটে চুমু দিলেও আমি দেবো না।'

'তা হলে যাচ্ছ কেন?'

'মিস্টার ডেভিসের সঙ্গে অলিভের বাবার কী সমস্যা হয়েছিল সেটা বলতে গিয়েও থেমে গেছেন মিস্টার কাস্টার। কেন যেন কথাটা জানার জন্য খচখচ করছে মনের ভিতরে।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ব্রডি আর উইলি।

আর কিছু না-বলে বাইরে চলে এল জেব।

ব্রডি এল ওর পিছু পিছু। 'ঘোড়া আনাবো?'

'দরকার নেই,' একটু ভেবে জবাব দিল জেব। 'হেঁটেই যাই। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, ব্রডি।'

'কী?'

'মজবুত একটা ওয়্যাগন চাই আমার। দরকার হলে আমাদের কম্পানির সেরাটা দেবে আমাকে। টুকটাক কোনো মেরামতের কাজ থাকলে করে নিয়ো।'

'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'যাচ্ছি বললে ভুল হবে আসলে। যেতে হতে পারে। উইলকক্স শহর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমার উপর আপাতত। আশা করছি শেষপর্যন্ত ফাঁসাতে পারবে না সে আমাকে। আর কেসটা আদালত পর্যন্ত গড়ালে জুরিও আমার পক্ষেই রায় দেবে। যা-হোক, বারো ফুটের একটা ওয়্যাগন আছে না আমাদের? ওটাই বের কোরো। কাজ চালানোর মতো যথেষ্ট বড় ওটা, আবার বেশি ভারীও না। ওয়্যাগন টানার জন্য তাগড়া দেখে ঘোড়া বাছাই করবে ছ'টা। আর স্পেয়ার হিসেবে দেবে আরও তিনটা। ঘোড়াগুলো মেটে বা ধূসর বর্ণের হলে ভালো হয়, কারণ প্রেইরিতে ওই রঙগুলো সহজে চোখে পড়ে না। আর হ্যাঁ, পুরনো আর রোদেজ্বলা ক্যানভাস যোগাড় করতে হবে তোমাকে। ওটা দিয়ে ওয়্যাগনটা যতখানি সম্ভব ঢেকে দেবে। ফ্রেইটিং-এর কাজে দৌড়াদৌড়ি করেছে এ-রকম ঘোড়া দেবে না, বরং একদম ফ্রেশ হলে ভালো হয়। ঠিকমতো দানাপানি খাওয়াবে সবগুলোকে যাতে কাজের সময় বিগড়ে না-বসে একটাও।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল ব্রডি। 'যা যা চাচ্ছ সব দেয়ার চেষ্টা করবো। তবে আগেই বলে রাখি একটু সময় লাগবে।'

'লাগুক। আমাকেও সহজে ছাড়ছে না উইলকক্স।'

'কী ঠিক করেছ? একাই যাবে, না সঙ্গে নেবে কাউকে?'

'সঙ্গে নেবো।'

‘ক’জন?’

‘আপাতত একজনের কথা ভেবেছি।’

‘কে?’

‘ফিল শেরিডান। লোকটা শক্তপোক্ত, অভিজ্ঞ, বিশ্বস্ত আর সবচেয়ে বড় কথা লড়তে পারে—খালিহাতে হোক অথবা পিস্তল-রাইফেল দিয়ে হোক। ও, ভালো কথা, চারটা রাইফেল দেবে আমাদেরকে। আর বুলেট দেবে এক হাজার রাউণ্ড।’

সরু চোখে জেবের দিকে তাকাল ব্রডি। ‘তুমি তা হলে আবার যেতে চাচ্ছ অর্গ্যান মাউণ্টেনে?’

মাথা ঝাঁকাল জেব। ‘কেন, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। জেলের ভাত খেতে না-চাইলে বুলিয়নগুলো উদ্ধার করতে হবে আমাকে, যেভাবেই হোক।’

‘হুঁ। আচ্ছা, লুকাসের মৃত্যুটাকে টেনে কতদূর নিয়ে যাবে উইলকক্স?’

‘বেশিদূর নিতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ লুকাসকে পিস্তল বের করতে দেখেছে অলিভ। ট্রিগারে টানও দিয়েছে লোকটা।’

‘তারমানে ধরে নিতে পারি পরশু রওনা হচ্ছ অর্গ্যান মাউণ্টেনের পথে?’

‘না, পরশু না। আদালতের ঝামেলা চুকে গেলে কাল রাতে যাত্রা শুরু করতে চাই। আরেকটা কথা, ব্রডি। আমি যে যাচ্ছি ওখানে অথবা আমার জন্য একটা ওয়্যাগন রেডি করে দিচ্ছ তুমি—এসব যেন জানাজানি না-হয়। বিশ্বস্ত দু’জন লোক নাও, ওদেরকে নিয়ে আস্তাবলের ভিতরে ঢুকে কাজ করতে থাকো।’

‘জ্বলন্ত ওয়্যাগন থেকে যখন লাফিয়ে পড়েছিলে তখন তুমি আহত, প্রায় সংজ্ঞাহীন। কাজেই কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোমাদেরকে লুকাস আর ওর সহযোগীরা, বের করতে পারবে?

আর আসলেই কি ঠাহর করতে পেরেছিলে কোন্‌দিকে গিয়েছিল শকুনগুলো?'

'পেরেছিলাম,' হাসল জেব, 'এবং আবারও পারবো।'

'তোমার জন্য আসলে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। একটা মাত্র ওয়্যাগন। দু'জন মাত্র সওয়ারি। চারটা রাইফেল আর একহাজার বুলেট। এ-ই নিয়ে যেতে চাচ্ছ অর্গ্যান মাউন্টেনে, তা-ও আবার বুলিয়ন উদ্ধার করতে। যদি বেঁচে ফিরতে পারো তা হলে ধরে নেবো অলৌকিক বলে আসলেই কিছু আছে দুনিয়ায়। ভালো কথা, ইণ্ডিয়ানদের কবলে পড়েছ কখনও?'

মাথা নাড়ল জেব।

'দোয়া করি কোনোদিন যাতে না-পড়ো। ওরা যে কত খারাপ বলে বোঝানো যাবে না। এতদিনে বুঝতে পারছে গোত্রে গোত্রে লড়াই না-করে সবাই যদি একসঙ্গে লড়ত সাদাচামড়াদের বিরুদ্ধে, নিজেদের দেশটা হারাতে হতো না। এবং ওরা কথাটা বুঝতে পেরেছে বলেই জায়গায় জায়গায় নাজেহাল হচ্ছে আমাদের আর্মি।'

'তুমিও একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। আহত অবস্থায় অর্গ্যান মাউন্টেন পাড়ি দিয়ে স্যান মার্কোসে ফিরে এসেছি আমি, ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়িনি।'

'কিন্তু যারা ধরা পড়েছে, ওই মরুভূমিতে তাদের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই। শোনো জেব, অর্গ্যান মাউন্টেনে যেতে চাচ্ছ যাও, তোমাকে বাধা দিতে পারবো না আমি। তবে একটা বুদ্ধি দিতে পারি।'

'কী?'

'দু'-একদিনের মধ্যে দক্ষিণপশ্চিম রাজ্যগুলোর দিকে বড় একটা চালান যাবে স্যান মার্কোস হয়ে। বিভিন্ন ফ্রেইটিং কম্পানি কমপক্ষে পঞ্চাশটা ওয়্যাগন নিয়ে রওনা হবে। প্রতিটা ওয়্যাগনে

যদি চারজন করেও থাকে, দু'শ'জন লোক হয়ে যাচ্ছে। এত লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে কয়েকবার ভাববে ইণ্ডিয়ানরা। তুমি ছিলে না, তাই চুক্তিপত্রে সই করতে হয়েছে আমাকে—আমাদের কম্পানি থেকে ওয়্যাগন যাচ্ছে তিনটা। শুনেছি মিস্ অলিভও পাঠাবে কয়েকটা। শকুন হেফলিন যে-কাজ পেয়েছে তাতে ওর কম করে হলেও চারটা ওয়্যাগন লাগার কথা। বাইরের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা ওয়্যাগন আছে মোট ত্রিশটা। স্যান মার্কোসের বাকি ফ্রেইটাররা মিলে দশটা ওয়্যাগন যোগান দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশের মতো হয়। আমি বলি কী, তোমার পরিকল্পনামতো একা একা না-গিয়ে এই লোকগুলোর সঙ্গে যাও। বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।'

কিছু বলছে না জেব। ব্রডির প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে।

'ওই কাফেলার সঙ্গে অর্গ্যান মাউন্টেন পর্যন্ত যাও,' বলে চলল ব্রডি। 'সঙ্গে দু'-তিনজন ভালো লোক নিয়ো। জায়গামতো পৌঁছে আলাদা হয়ে যেয়ো। যদি উদ্ধার করতে পারো বুলিয়নগুলো, সোজা চলে যেয়ো বেন'স ফোর্টে। বুলিয়নগুলো যে-জায়গায় আছে বলছ, আমার অনুমান সেখান থেকে বেন'স ফোর্টই সবচেয়ে কাছে।'

ভ্রূ কোঁচকাল জেব। 'কিন্তু অত বড় কাফেলার সঙ্গে যাওয়া মানে দেরি করে ফেলা। লুকাস মরার আগে যে-কথাগুলো বলে গেছে সেগুলো শুনে দুটো বিষয় বুঝতে পারছি। এক, ইণ্ডিয়ানরা বুলিয়নগুলো দেখতে পায়নি। দুই, যত তাড়াতাড়ি উপস্থিত হওয়া যাবে ঘটনাস্থলে, ওগুলো উদ্ধার করার সম্ভাবনা তত বেশি। আরেকটা কথা। লুকাসের বর্ণনা শুনলে মনে হয় আমাদের উপর হামলা চালানোর চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে হামলা হয়েছে ওদের উপর। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেখানে রেখে ওয়্যাগনে আগুন দেয়া হয়েছিল, সেখান থেকে বেশি হলে ষাট-

সত্তর মাইল দূরে ইণ্ডিয়ানদের হামলার শিকার হয়েছে ওরা।'

'তুমি কীভাবে যাবে, কাকে কাকে সঙ্গে নেবে, সব তোমার মর্জি। আমি শুধু নিরাপদ একটা পথ বাতলে দিলাম। ...যেখানে বুলিয়নগুলো আছে বলে অনুমান করছ, সে-জায়গা কেমন হতে পারে বলে ধারণা আছে কোনো? আমার মনে হয় ওদিকটা মরুভূমি, পাথরের বড় বড় বোল্ডারে ভরা। কড়া রোদে জান বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। বিস্তৃত সমতলভূমি যদি পাও, সেখানে বছরের এই সময়ে নদী শুকিয়ে গেছে, পানি বলতে গেলে নেই। পথ চলতে চলতে হঠাৎ করেই পড়ে যেতে পারো বুনো মহিষের কোনো পালের সামনে। এসবের মধ্যে একটা পোড়া ওয়্যাগন কোথায় খুঁজবে? মরার আগে বুলিয়নগুলো কোন্ জায়গায় লুকিয়েছে লুকাসের লোকেরা, বের করবে কীভাবে?'

'কাজটা কঠিন, স্বীকার করছি। কিন্তু একটা সূত্র আছে আমার কাছে।'

'কী?'

'আমাদেরকে যেখানে নিয়ে গিয়ে ওয়্যাগনে আগুন দিয়েছিল লুকাস, সে-জায়গায় যাবো আগে। খেয়াল আছে ওখান থেকে নদীর তীর ধরে চলে যাচ্ছিল ওরা। আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগন, ওজন অনেক। কাজেই শুকনো নদীর-তীরে চাকার দাগ পাওয়া যাবে।'

করুণ হাসি হাসল ব্রডি। 'এ-ক'সপ্তাহে কি বাতাস বয়নি ওই জায়গা দিয়ে? গেলে হয়তো দেখবে, ধুলো পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে চাকার দাগ। তা ছাড়া ঝড়বৃষ্টিও তো হয়ে থাকতে পারে। তুমি আসলে...অসম্ভব একটা কাজ করতে যাচ্ছ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা স্বীকার করে নিল জেব। 'আমার উপায় নেই, ব্রডি। বুলিয়নগুলো আনতে না-পারলে আমার সবকিছু কেড়ে নেবে আদালত। কারণ বণ্ড সই করেছি। আজ আমি যে-

জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আসতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে। আমার এই প্রতিষ্ঠা হারাতে চাই না আমি। যা-হোক, তোমার পরামর্শ মাথায় থাকল। দেখা যাক কী হয়,' আর কিছু না-বলে বাড়ির বাইরে চলে এল সে।

বলেছিল আধ ঘণ্টা লাগবে, সে-হিসেবে এখনও কিছু সময় আছে হাতে। জেব ঠিক করল একবার ঢুঁ মেরে যাবে মর্গানের বাড়িতে। লোকটা ফিরে থাকলে দেখাও হবে, আর সাজুগুজু শেষ হয়ে গেলে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে শ্যাননকে। তাই হেঁটে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়ার-গাড়ি বের করল সে।

মর্গানের বাড়ির পোর্চসংলগ্ন দরজায় দু'বার টোকা দিতেই ওটা খুলে গেল। দরজা খুলেছে মর্গান। একজন আরেকজনকে দেখে চমকে উঠল ওরা দু'জনই। একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

এ কী অবস্থা মর্গানের! শুকিয়ে গেছে বেচারা, রক্তিম দুই চোখ বসে গেছে গর্তে। গায়ের রঙ কিছুটা ময়লা হয়েছে মনে হচ্ছে। গালে সপ্তাহখানেকের না-কাটা দাড়ি। বোঝা যাচ্ছে এ-মুহূর্তে নিজের উপর তেমন একটা নিয়ন্ত্রণ নেই লোকটার। কারণ কী? অতিরিক্ত মদ খেয়েছে?

ভাবতে কষ্ট হয়, মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটা কিছুদিন আগেও জেবের পার্টনার ছিল।

ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দরজার পাল্লায় হেলান দিল মর্গান। নিচু গলায় বলল, 'কেন এসেছ? কম্পানির শেয়ার অলিভের কাছে বেচে দিয়েছি বলে গালমন্দ করার জন্য? তোমার নিয়ত যদি তা-ই হয় তা হলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে, জেব স্টুয়ার্ট। ফ্রেইটিং ব্যবসার দিন শেষ। টুকটাক যা-ও চলছিল, ইণ্ডিয়ানদের কারণে লালবাতি জ্বলার মতো অবস্থা এখন। একটা

চিঠি লিখে পাঠালে আমার কাছে, তারপর আর কোনো খবর নেই তোমার। এ-ব্যবসায় থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না। তাই ভেবে দেখলাম, নগদে কিছু কামাই করতে পারলে খারাপ কী? আমার বয়সও তোমার মতো না, ব্যবসার সবকিছু তোমার মতো সামালও দিতে পারি না। আমার জায়গায় তুমি থাকলেও একই কাজ করতে। বলো, করতে না?'

হ্যাঁ, সন্দেহ নেই মদ খেয়েছে মর্গান। তবে মাতাল হয়নি এখনও।

হতাশ হয়ে জেব বলল, 'তুমি তো আগে এত মদ খেতে না, মর্গান? আমি আশা করিনি এই অবস্থায় দেখতে হবে তোমাকে।'

হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল মর্গান। 'আগে কী করতাম না-করতাম খেয়াল নেই আমার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। 'যা করেছ, করেছ। এখন চাইলেই তোমার শেয়ার ফেরত পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া...আমার বলা উচিত একদিক দিয়ে ঠিক কাজই করেছ। উপযুক্ত সময়ে কম্পানির শেয়ার বেচে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছ। শ্যাননের সঙ্গে কথা হয়েছে? আমার ব্যাপারে কিছু বলেছে তোমাকে?'

'শ্যানন! শ্যানন!' ক্ষ্যাপার মতো চেঁচাল মর্গান। 'কী বলতে চাও...'

বাড়ির ভিতর থেকে দৌড়ে বের হয়ে এল শ্যানন। 'মর্গান! মর্গান!' চেঁচাচ্ছে সে-ও। 'থামো! শান্ত হও!' একছুটে কাছে এসে ধরল মর্গানকে। 'তোমার কাছে হিসেব চাইতে আসেনি জেব। তোমার উপর কোনো রাগও নেই ওর। মাথা ঠাণ্ডা করো। চলো ভিতরে যাই।'

দরজার পাল্লা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ করেই দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল মর্গান, ফোঁপাচ্ছে। শরীরের ভর ছেড়ে দিয়েছে শ্যাননের উপর। হতভম্ব হয়ে গেছে জেব। ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল

শ্যানন, তারপর মর্গানকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। লোকটাকে বেডরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে এল কয়েক মিনিট পর।

জেব দেখল চোখ মুছছে শ্যানন। তাজ্জব হয়ে গেল সে। ঘটনা কী, কিছুই বুঝতে পারছে না।

ওর কাছে এসে দাঁড়াল শ্যানন। নিচু গলায় বলল, 'ঘুমিয়ে গেছে। যা ঘটল তার জন্য আমি লজ্জিত, জেব। তুমি কিছু মনে কোরো না। ইদানীং প্রচুর মদ খাচ্ছে মর্গান। যখন শুরু করে তখন আর থামতে চায় না। কখনও কখনও বমি করে ভাসিয়ে ফেলে ঘর। পরে সেগুলো পরিষ্কার করতে হয় আমাকে। এমন দিনও কপালে ছিল!'

'কিন্তু...এরকম কেন করছে সে?'

'আসলে অপরাধবোধে ভুগছে বেচারা।'

'কীসের অপরাধবোধ?'

'লোভে পড়ে বেচে দিয়েছে কম্পানির শেয়ার। ওর হয়তো লাভ হয়েছে, কিন্তু তোমার ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি। তা ছাড়া বুলিয়ন লুটের ঘটনাটা বলেছি ওকে। শোনার পর থেকে আরও মনমরা হয়ে গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যানন। 'বাদ দাও। আজ আর এসব নিয়ে কথা না-বলি আমরা। তুমি ক্যারিজ নিয়ে এসেছ, না? চলো মিস্টার কাস্টারের ওখানে যাই। একটু আমোদফুর্তির দরকার এখন।'

শ্যাননের দিকে তাকাল জেব। ধূসর একটা ইভনিং গাউন পরেছে সে। দেখা যাচ্ছে দুই কাঁধ আর সুডৌল বুকের একটুখানি। নতুন স্টাইলে চুল বেঁধেছে। আরও সুন্দরী, আরও আকর্ষণীয় লাগছে ওকে।

পোর্চে বেরিয়ে এসে দরজাটা আটকে দিল শ্যানন। জেবের দিকে তাকাল। খেয়াল করল ওকেই দেখছে জেব। ওর দৃষ্টিতে কী আছে বুঝতে পেরে হাসল। নরম গলায় বলল, 'ধন্যবাদ।'

আশ্চর্য হলো জেব। 'কীসের জন্য?'

'আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানোর জন্য। তোমার চোখ বলে দিচ্ছে সুন্দর লাগছে আমাকে। মিস্টার কাস্টারের পার্লারকারে গিয়ে যখন বসবো, দেখা যাক কাকে বেশি সুন্দরী লাগে—আমাকে নাকি অলিভিয়া কারসনকে।'

সাত

জর্জ কাস্টারের পার্লারকারে যখন পৌঁছাল ওরা দু'জনে ততক্ষণে আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই এসে গেছে।

স্যান মার্কোসের আরও ছ'জন ফ্রেইটারের দেখা পাওয়া গেল। কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীও এসেছে, সঙ্গে যার যার বউ। তিনজন মধ্যবয়স্ক লোক আর তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বাকিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন কাস্টার। সরকারের পাশাপাশি এই তিনজন রেলরোড বানানোর কাজে অর্থায়ন করছে। তিনজনই পুবের লোক, টাকা খাটিয়ে লাভ বুঝে নেয়াটাই এদের আসল উদ্দেশ্য।

একজন আর্মি জেনারেল আর একজন কর্ণেলও এসেছে। দু'জনকেই দেখা গেল গদগদ গলায় কথা বলছে অলিভের সঙ্গে। দূরে, এককোনায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে টেক্স বেল। ওদিকে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়ার নিয়তে তিন বিনিয়োগকারীকে যতভাবে সম্ভব তোয়াজ করার চেষ্টা করছে ভ্যান হেফলিন।

শ্যাননের পরিচিত অনেকেই আছে এখানে। কিন্তু কেউ তেমন একটা পাত্তা দিচ্ছে না ওকে। তাই বেশিরভাগ সময় জেবের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে সে। একজন ওয়েইটার শ্যাম্পেন অফার করল ওকে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে সে বলল, 'শরীরের ক্ষতি হয় এমন কোনো পানীয় খাই না আমি।'

একফাঁকে গিয়ে অলিভের সঙ্গে হাত মেলাল সে। 'তোমার গাউনটা চমৎকার,' ওর গলা শুনে মনে হলো প্রশংসাটা আন্তরিক, 'তোমার সামনে সম্ভবত বুড়ি দেখাচ্ছে আমাকে।'

সিগারেটকেস বের করল অলিভ। ওটা খুলে একটা সিগারেট নিয়ে বাড়িয়ে ধরল শ্যাননের দিকে।

অলিভের কাজ দেখে এমন এক ভঙ্গি করল শ্যানন যে, মনে হলো সিগারেট না, হাতে জ্যান্ত সাপ ধরে আছে অলিভ। 'না, না,' দু'হাত নাড়ছে সে, 'এসব কল্পনাও করতে পারি না আমি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল অলিভ। ওর কাছে সিগারেট আছে কিন্তু ম্যাচ নেই। ওটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে তাই। অবস্থা বুঝে এগিয়ে এলেন কাস্টার, একটা ম্যাচকাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন সিগারেটটা। উপস্থিত মহিলা অতিথি আর তাদের স্বামীদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল অলিভ, নাকমুখ দিয়ে ছাড়ল। ধন্যবাদ জানানোর কায়দায় ছোট করে নড করল কাস্টারের উদ্দেশে। তারপর শ্যাননের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মদ খাও না, সিগারেট খাও না, কিন্তু কিছু-না-কিছু তো নিশ্চয়ই খাও, নাকি? কী সেটা? আফিম?'

অপমানিত হলো শ্যানন, কিন্তু ঠিক করল পাল্টা জবাব দেবে না। আশপাশের অনেকে তো বটেই, তিন বিনিয়োগকারীকে তেল-দেয়ায় ব্যস্ত হেফলিনও শুনেছে অলিভের কথাটা। ঘাড় ঘুরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে এদিকেই, অপেক্ষা করছে কী বলে শ্যানন তা শোনার জন্য। কিন্তু বিচক্ষণতার

পরিচয় দিল শ্যানন, মুচকি হেসে শুধু মাথা নাড়িয়ে তাকাল আরেকদিকে। টেক্সকে দেখতে পেল। লোকটা শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুছ-পরোয়া-নেই ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকতে-থাকা অলিভের দিকে।

এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, আর দেরি করতে চাইলেন না কাস্টার। সবাইকে বসে পড়তে বললেন খাওয়ার টেবিলে।

বসে পড়ল জেব। ন্যাপকিন, কাঁটাচামচ ইত্যাদি গুছিয়ে নিচ্ছে এমন সময় এখানে আসার জন্য আফসোস হলো ওর। ভুল হয়ে গেছে কাজটা। কারণ ওর সঙ্গে কুশল বিনিময় ছাড়া আর তেমন একটা কথা বলছে না কেউ। বরং সে আগ্রহ করে কারও দিকে এগিয়ে গেলে, জরুরি কিছু মনে পড়ার অভিনয় করে আরেকজনের দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা। কয়েকবার ঘটেছে এমন ঘটনা।

সময় যত যাচ্ছে নিজের উপর তত বিরক্ত হয়ে উঠছে জেব। উপস্থিত তথাকথিত সভ্য সমাজের চোখে সে একজন খুনি, যে ঘণ্টাখানেকও হয়নি পরপারে পাঠিয়েছে একজন মানুষকে। সমাজটা আসলে উইলকক্সের মতো—শ্যাম্পেনগ্লাসের দিকে তাকিয়ে ভাবল জেব—মার্শাল হওয়ার আগে যে ছিল আউট-ল, সভ্য হওয়ার আগে যে ছিল অসভ্য, ভদ্র হওয়ার আগে যে ছিল অভদ্র। সমাজপতিরা তাই নিজেদের অতীত ভুলে গিয়ে আরেকজনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার প্রতিই বেশি মনোযোগী। এরা অন্যের প্রয়োজন বুঝতে চায় না। কারও অসহায়ত্বকে ভাবে অপরাধ। আত্মরক্ষার খাতিরে ডুয়েল লড়েছে জেব, এটা বড় কথা না তাদের জন্য। বড় কথা হচ্ছে, জেবের প্রতিপক্ষ ওর দিকে পিস্তল তাক করার আগেই দু'বার গুলি খেয়েছে।

বিশেষ করে মহিলারা বার বার চোরাদৃষ্টিতে দেখছে জেবকে। তাদের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে একজন ব্যবসায়ীকে দেখছে না তারা, দেখছে একজন গানফাইটারকে।

খাবার মুখে তুলে স্বাদ পেল না জেব। থু করে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু ভদ্র সমাজের সামনে তা করা যাবে না। শ্যানন ওর পাশেই বসেছে, মজা করে খাচ্ছে। নিচু গলায় ওকে বলল জেব, 'আমার বোধহয় চলে যাওয়া উচিত।'

খাওয়া থামিয়ে ওর দিকে তাকাল শ্যানন। জেবের মতোই নিচু গলায় বলল, 'দুষ্টুমি করছ নাকি?'

'না। আমি সিরিয়াস।'

'এখানে নিয়ে এসে আমার মজাটা নষ্ট করতে চাও?'

'না, চাই না। তুমি থাকো। আমি যাই।'

'পাগলামি কোরো না, জেব। কী হয়েছে?'

'সবাই কেমন দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে!'

মুচকি হাসল শ্যানন। 'দেখুক। তুমি তো এখন একজন সেলিব্রেটি। তোমাকে দেখবে না তো কাকে দেখবে?'

'সেলিব্রেটি! জান বাঁচানোর জন্য একজনকে খুন করে সেলিব্রেটি হয়ে গেলাম?'

'আহ্! চুপচাপ খাও তো। নাকি ইতোমধ্যে মদ গিলেছ অনেক বেশি? উল্টোপাল্টা ভাবছ তাই?'

শ্যাম্পেনের গ্লাসটার দিকে তাকাল জেব। পার্লারকারে পা দেয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একফোঁটা মদও খায়নি সে।

সেলিব্রেটি? শ্যাননের কথাটা ভাবছে জেব। তা হলে এখন থেকে টেক্স বেলের মতো ওর কথাও বলাবলি করবে সবাই। নাকি ওর তুলনা শুরু হবে নিউ মেক্সিকোর কসাই জো স্পেন্সারের সঙ্গে?

খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে—যারা খেয়াল করবে তারা খারাপ বলবে—তাই আবার খেতে শুরু করল জেব। টের পেল, মুখোমুখি বসে-থাকা অলিভ থেকে থেকে তাকাচ্ছে ওর দিকে। একবার চোখাচোখি হলো দু'জনের মধ্যে। মেয়েটার দৃষ্টিতে সমবেদনা। ব্যাপারটা ভালো লাগল জেবের কাছে। মুচকি হাসল

সে অলিভের উদ্দেশে। মনোযোগ দিতে পারল খাওয়ায়।

কাস্টারের ডানদিকে বসেছে শ্যানন। খুব উপভোগ করছে সে কাস্টারের সঙ্গ। খোশগল্পে মেতে গেছে দু'জনে। আসলে শ্যাননকে এতখানি সম্মান দেয়ার ইচ্ছা ছিল না কাস্টারের। তাঁর পাশের জায়গাটা রাখা হয়েছিল যে-বিনিয়োগকারী সবচেয়ে বেশি টাকা খাটাচ্ছে তার স্ত্রীর জন্য। ভুল করে ওই জায়গায় বসে পড়েছে শ্যানন। এত মানুষের সামনে ভুলটা ধরিয়ে দিতে গেলে বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হবে, তাই কেউ কিছু বলেনি। এমনকী কাস্টারও না।

তাঁর সঙ্গে একটু পর পর খুনসুটি করছে শ্যানন। আসলে রূপের জাদুতে ভোলানোর চেষ্টা করছে তাঁকে। দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা হলেও কাজে লেগেছে ওর এই কৌশল। কারণ ওর খোলা কাঁধ আর একটুখানি খোলা বুকের দিকে তাকাচ্ছেন কাস্টার থেকে থেকে। শ্যাননের যে-কোনো মন্তব্যের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন হেসে হেসে।

খাওয়া শেষ, এবার কফির পালা। ধূমায়িত সুগন্ধী কফি পরিবেশন করা হলো সবার সামনে। হাত নেড়ে ওয়েইটারকে জানিয়ে দিলেন কাস্টার কফি খাবেন না তিনি। উঠে দাঁড়ালেন। ভরাট গলায় বলতে শুরু করলেন, 'ভদ্রমহিলারা, শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে কারণ এখন ব্যবসার ব্যাপারে কিছু কথা বলবো কয়েকজন অতিথির সঙ্গে। আমাদের কথা হয়তো একঘেয়ে লাগতে পারে আপনাদের কাছে। তবে মিস্ অলিভের কথা আলাদা। আশা করছি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেবে সে।'

পার্লারকারের পেছনের দিকে, ছোট একটা জায়গায় অফিসের মতো বানিয়ে নিয়েছেন কাস্টার। ওখানে গিয়ে নির্দিষ্ট একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। যাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক

প্রয়োজন আছে তারা কফি শেষ করে গেল সেদিকে। একজন ওয়েইটার এগিয়ে গেল, একটা ভারী পর্দা টেনে দিয়ে আলাদা করে দিল তাঁদেরকে।

'সারা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় রেলরোড বানানো হচ্ছে,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন কাস্টার। 'স্যান মার্কোস হয়ে আরও পশ্চিমদিকে যাবে সেটা। আমরা এ-শহরে এসেছি, কারণ নির্মাণকাজ তদারকি করতে হবে, একইসঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে অর্থায়নের বিষয়টা।' মুখোমুখি বসে-থাকা ফ্রেইটারদেরকে দেখে নিলেন একে একে। 'তোমরা সবাই কাজ পেতে চাও। যে যার মতো দরও হেঁকেছ। কিন্তু একটা কথা সরাসরি না-বললেই নয়, সবাইকে কাজ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ আমাদের চাহিদামাফিক কাজ করার সামর্থ্য নেই তোমাদের সবার। তিন বেসরকারি বিনিয়োগকারী উপস্থিত আছেন এখানে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি মিস্ অলিভের কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং আর ভ্যান হেফলিনের টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির আবেদন বিবেচনা করা হবে।' থেমে হাতে-ধরা জ্বলন্ত সিগারটা দেখলেন কিছুক্ষণ। 'অলিভের বাবা মিস্টার কারসনের সঙ্গে আগেও কাজ করেছি আমি। কাজ করেছি জেফারসন ডেভিসের সঙ্গে, যার কাছ থেকে নিজের কম্পানি কিনেছে জেব স্টুয়ার্ট। খবর পেয়েছি কিছুদিনের মধ্যেই নাকি মার্জ হবে কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং আর স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং। তখন স্বাভাবিকভাবেই আরও বড় কম্পানিতে পরিণত হবে তারা। রেলরোড বানানোর মতো বড় আর লাভজনক কাজ পেলে, আমার বিশ্বাস নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারবে ওরা।' হেফলিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার সামর্থ্যকে খাটো করে দেখিনি আমরা। কিন্তু তুমি যে-দর হেঁকেছ তার চেয়ে অলিভের হাঁকা দর কিছুটা কম। তা ছাড়া খবর নিয়ে জানলাম ফ্রেইটিং কিছু বড় বড় কাজ আছে তোমার হাতে।

তারমানে তোমার লোকবলের বড় একটা অংশ ব্যস্ত থাকবে সেখানে।'

শুকিয়ে-আসা গলা ভেজানোর জন্য জোর করে ঢোক গিলল হেফলিন। চোয়াল শক্ত করল। লাল হয়ে গেছে চেহারা, সেখানে হতাশা আর ক্রোধের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আশ্চর্য, নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল না তার। অলিভের দিকে তাকিয়ে স্বভাবসুলভ হাসি হাসি ভঙ্গিতে বলল, 'অভিনন্দন, অলিভ।'

মাথা নাড়লেন কাস্টার। 'আমার বাকি কথা শোনার পর কিছু বললে ভালো করতে, হেফলিন।'

আর কী বলার আছে আপনার, যা বলার তা তো বলেই দিয়েছেন—এ-রকম দৃষ্টিতে কাস্টারের দিকে তাকাল হেফলিন। মুখে বলল, 'বলুন?'

'পার্লারকারে আসার পর আমার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলে অলিভ। জানায়, মার্জ হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত কম্পানি "জে অ্যাণ্ড ও"-এর নাকি কিছু অসুবিধা আছে। তাই আমাদের চাহিদার পুরোটা পূরণ করতে পারবে না।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল হেফলিন, তাকাল অলিভের দিকে। 'কী হয়েছে, অলিভ?'

'অনেককিছু,' মৃদু গলায় বলল অলিভ।

'এ-কারণে, সামর্থ্য আর দর বিবেচনা করে টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিকে...'

'ও অ্যাণ্ড জে-এর পার্টনার হিসেবে আমি অনুরোধ করছি,' জেব হঠাৎ মুখ খোলাতে বাধা পড়ল মিস্টার কাস্টারের কথায়, 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে কিছুদিন দেরি করুন।'

আশার আলো ফুটল মিস্টার কাস্টারের চেহারায়, যেন এ-রকম কোনো প্রস্তাবের অপেক্ষায় ছিলেন। 'কিছুদিন মানে কতদিন?'

‘ষাট দিন,’ কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিল জেব।

‘ষাট দিন!’ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো চেঁচাল হেফলিন, অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল কাস্টারের দিকে। ‘এটা ঠিক না। এত বড় একটা সিদ্ধান্তের জন্য দু’মাস অপেক্ষা করতে পারি না আমরা। সব কথা যখন সরাসরি হচ্ছে তখন আমিও একটু খোলাখুলি বলি। ধরেই নিয়েছিলাম কাজটা আমি পাবো। কাজেই মিস্টার কাস্টার, আপনাদের সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করার নিয়ত করে এখানে এসেছি। যাদের ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে তারা কাজ করবে না, সোজা হিসাব। আর দু’মাস পর যে সে-অসুবিধা থাকবে না, তার নিশ্চয়তা কী?’

অলিভের দিকে তাকালেন কাস্টার। ‘কী সমস্যা বলো তো?’

চেহারা কালো হয়ে গেল অলিভের, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কিছুক্ষণ পর ঠিক করল সব বলে দেবে, যা হওয়ার হবে। ‘আজ রাতে শহরে ফেরার পর আমার সঙ্গে দেখা করে জেব। খুব খারাপ একটা খবর জানতে পারি ওর কাছ থেকে। রেটন পাস থেকে বুলিয়নের চালান নিয়ে ফিরছিল সে। অর্গ্যান মাউন্টেনে অ্যাম্বুশের শিকার হয় ওর কাফেলা। ইণ্ডিয়ানদের মতো সেজে কারা যেন হামলা করে ওদের উপর। মারা পড়ে ওর তিন সঙ্গী, কপালগুণে বেঁচে যায় সে। বুলিয়নের পুরো চালানটা খোয়া গেছে। ওর পার্টনার হিসেবে সে-দায় আমার উপরও বর্তায়।’

‘ঈশ্বর!’ হাঁ হয়ে গেছে হেফলিন, নিজেকে সামলে নিয়ে তাকাল জেবের দিকে। ‘এসব কবের ঘটনা? কোন্ জায়গায় ঘটল?’

‘যখন যেখানেই ঘটুক, ঘটেছে,’ কাটা জবাব দিল জেব।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অলিভের দিকে তাকাল হেফলিন। ‘আমি...আমি দুঃখিত, অলিভ। আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বিশ্বাস করো, আরেকজনের সর্বনাশ দিয়ে নিজের পৌষ মাস পালন করার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। তারপরও একটা কথা না-বলে পারছি

না। এটা আমাদের রুটিরুজি। কামাই না-করলে পেট চালাবো কোত্থেকে? বউবাচ্চাকে খাওয়াবো কী? সে-কারণে,' কাস্টারের দিকে তাকাল, 'সিদ্ধান্তটা দু'মাসের জন্য পিছিয়ে দিলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার কম্পানি। তা ছাড়া সরকারকেই বা কী জবাব দেবেন? আপনিই বলুন, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্তের জন্য দু'মাস কি বেশি সময় না?'

হেফলিনের সমর্থনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে বিনিয়োগকারীরা, কিন্তু ওদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কাস্টার বললেন, 'দেরি করতে চাওয়ার কারণ কী তোমার, জেব?'

'এই দু'মাসের মধ্যে বুলিয়নগুলো উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনতে চাই স্যান মার্কোসে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল হেফলিন। 'তারমানে তুমি বলতে চাও ডাকাতরা বুলিয়ন নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে জানা আছে তোমার?'

'না, তা বলতে চাই না। কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস আছে আমার। ওরা যেদিকেই গিয়ে থাকুক, খুঁজে বের করতে পারবো।'

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল হেফলিন। 'এটা জুয়া খেলা না, জেব। যদি খুঁজে বের করতে না-পারো? যদি খুঁজতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যাও চিরদিনের জন্য?'

'আর যদি খুঁজে বের করতে পারি?'

ব্যঙ্গের হাসি হেসে কাঁধ ঝাঁকাল হেফলিন, বিনিয়োগকারীদের দিকে তাকাল। 'অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত ছেড়ে দেবেন কি না সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আপনাদের।'

বিনিয়োগকারীরা কিছু বলছে না। ওরা পুবের মানুষ, এ-অঞ্চলের হালচাল ভালো বোঝে না। সে-কারণে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কাস্টারের উপর। যারা কাজ চাচ্ছে তাদের উপস্থিতিতে কাস্টারের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না।

জেব বলল, 'এটা অগাস্ট মাস। রেলরোডের কাজ শুরু করার জন্য যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর মালসামান আনাতে হবে। কাজেই নভেম্বর-ডিসেম্বরের আগে এমনিতেও কাজ শুরু করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটা কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখলে খুব বেশি ক্ষতি হবে?'

ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন কাস্টার। তারপর দেখলেন মাথা নিচু-করে-থাকা অলিভকে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেন না। 'তোমার কথা রাখলাম, জেব। ঠিক ষাট দিন অপেক্ষা করবো আমরা। তার বেশি এক ঘণ্টাও না, এক মিনিটও না।' তাকালেন তিন বিনিয়োগকারীর দিকে। 'জে অ্যাণ্ড ও এ-শহরের সবচেয়ে বড় ফ্রেইটিং কম্পানি। আমাদের কাজটা করে দেয়ার জন্য সবচেয়ে কম দর হেঁকেছে ওরা। যদি শেষপর্যন্ত কাজটা পায় ওরা, ওদের পেছনে অন্য যে-কারও চেয়ে কম বিনিয়োগ করতে হবে আমাদের। দ্বিতীয় কথা, লোকবল বেশি থাকার কারণে ওরাই আগে কাজ শেষ করতে পারবে। তিন, কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, বিনিয়োগের টাকা উঠে আসতে তত কম সময় লাগবে। তখন পরবর্তী রাজ্যে গিয়ে আরেকটা কাজ ধরতে পারবো আমরা।'

চুপ করে আছে তিন বিনিয়োগকারী। মিস্টার কাস্টারের যুক্তি ভেবে দেখছে ওরা।

উঠে দাঁড়ালেন কাস্টার। 'আমার মনে হয় আর কিছু আলোচনা করার নেই আমাদের। কাজেই পার্টিতে যোগ দেয়া যাক আবার।'

পর্দা সরিয়ে দিয়ে বাইরে এল জেব। মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করছে মিস্টার কাস্টারের প্রতি। নিজের নেতৃত্বের জোরে, ক্ষমতা খাটিয়ে পছন্দের লোকদের কাজ দিয়েছেন তিনি। আসলে কাজ দেননি এখনও, কাজটা যাতে পায় জেবরা সে-সুযোগ করে

দিয়েছেন। আড়চোখে হেফলিনের দিকে তাকাল জেব। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে লোকটার, কাস্টারের অফিস থেকে বাইরে এসেই ধমক দিতে শুরু করেছে এক ওয়েইটারকে। জানতে চাচ্ছে হুইস্কি দিতে এত দেরি হওয়ার কারণ কী।

হঠাৎ খেয়াল করল জেব, কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অলিভ। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চেহারায় চিন্তার ছাপ।

বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে অলিভের একটা হাত ধরল জেব। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

মাথা ঝাঁকাল অলিভ। অন্য হাতটা দিয়ে আলতো করে চাপ দিল জেবের হাতে। 'ধন্যবাদ।'

মুচকি হাসল জেব, আরেকটু কাছে গেল অলিভের। 'আমি তোমার এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, হাত ধরেছি, টেক্স আবার কিছু মনে করবে না তো?'

কৌতুক বোধ করল অলিভ। 'নাহ্! ও আবার কী ভাবতে যাবে?'

'ভালো,' বলে গলা নিচু করল জেব, 'মিস্টার কাস্টার যে আমাদের এত বড় একটা উপকার করবেন ভাবতে পারিনি।'

'আমার কী ইচ্ছা করছিল জানো? ইচ্ছা করছিল, লোকটাকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে দুটো চুমু দিই। কিন্তু এত মানুষের সামনে...। পরে যখন সুযোগ পাবো পাওনা চুকিয়ে দেবো।'

শব্দ করে হেসে ফেলল জেব।

ওকে হাসতে দেখে অলিভও হাসল একটুখানি। 'আমাদের অবস্থা হয়েছে ডুবন্ত মানুষের মতো। মিস্টার কাস্টার খড়কুটো বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের দিকে। ভাগ্যিস মিস্টার ডেভিস আর বাবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর!'

'কিছু মনে কোরো না অলিভ, একটা কথা বলি। মিস্টার

ডেভিস আর তোমার বাবার মাঝে ঠিক কী কারণে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, সম্ভবত জানেন মিস্টার কাস্টার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভ। 'এখন তিক্ততার কথা ভেবে লাভ কী? এখন যদি আমরা একজন আরেকজনকে সাহায্য না-করি তা হলে এই বিপদ থেকে কে উদ্ধার করবে আমাদেরকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা মেনে নিল জেব।

'বুলিয়নগুলো কি আসলেই উদ্ধার করতে পারবে তুমি?' জানতে চাইল অলিভ।

'ষাট দিন ফুরোনোর আগেই জবাব পাওয়া যাবে তোমার প্রশ্নের। কাল সকালে কয়েকটা ব্যাংকে যাবো ঠিক করেছি। ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এত বড় একটা ঘটনা চেপে রাখা ঠিক হবে না। আমার কথা যদি বিশ্বাস করে ওরা, বুলিয়ন উদ্ধারের জন্য আমার সঙ্গে লোক পাঠাতে চাইবে হয়তো, ওদের স্বার্থেই।'

'রেটন পাসের লোকদেরকে জানাবে না?' মৃদু গলায় বলল অলিভ।

'জানাবো। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবো ওদের কাছে। দুঃসংবাদটা জানার অধিকার আছে ওদেরও।'

'কবে রওনা হচ্ছ তা হলে?'

'কোনো সমস্যা না-হলে কাল রাতে।'

'একা?'

'না। দু'-একজনকে নিতে পারি সঙ্গে। আর একটা ওয়্যাগন নেবো ঠিক করেছি।'

'তুমি তো দেখছি নিজের মরণ ডেকে আনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছ! কাজটা ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে যাবে, জেব। তারচেয়ে আমার একটা কথা শোনো। পঞ্চাশটা ওয়্যাগনের একটা কাফেলা কাল বা পরশু...'

'জানি আমি। কিন্তু আমার জন্য সময় খুব মূল্যবান। ওই

কাফেলার সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে একা গেলে অনেক তাড়াতাড়ি এগোতে পারবো।'

'অনেক আর কত? দু'-চারদিন এদিকওদিক হয়তো। একটা কথা বুঝবার চেষ্টা করো, জেব। তোমার বিপদের মাত্রা যত কমবে, বুলিয়নগুলো উদ্ধারের সম্ভাবনা তত বাড়বে। একইসঙ্গে বাড়বে জে অ্যাণ্ড ও'র টিকে থাকার আশা। কারণ খোঁজ শুরু করতে হবে কোত্থেকে, যেতে হবে কোথায়—এসব একমাত্র তুমিই জানো।'

খানিকটা দমে গেল জেব। এ-পর্যন্ত দু'জনের কাছে নিজের পরিকল্পনা ফাঁস করেছে সে, দু'জনই একা যেতে নিষেধ করছে ওকে। এবং দু'জনের কারও যুক্তিই ফেলে দেয়ার মতো না। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'ঠিক আছে, বিশাল ওই কাফেলার সঙ্গেই রওনা হবো তা হলে। ওদের সঙ্গে অন্তত সিরামন নদী পর্যন্ত যাবো।'

খুশি হলো অলিভ। 'দু'-একজনকে সঙ্গে নেয়ার কথা বলছিলে না? কে কে?'

'এখনও ঠিক করিনি। তবে ফিল শেরিডানের কথা ভেবে রেখেছি। আরেকজন...আসলে তেমন উপযুক্ত কারও কথা মাথায় আসছে না এ-মুহূর্তে।'

'আমার কাছে একজন উপযুক্ত লোক আছে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অলিভের দিকে তাকাল জেব।

'টেক্স রেল।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল জেব, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল অলিভ। 'কী বলবে জানি। অ্যাম্বুশের জন্য, বুলিয়ন লুটের জন্য তোমার সন্দেহের খাতায় যার নাম এক নম্বরে, তাকে কী করে সঙ্গে নেবে, তা-ই তো? তুমি কিন্তু শুধু সন্দেহই করো টেক্সকে, উপযুক্ত কোনো প্রমাণ দিতে পারোনি ওর বিরুদ্ধে। জেব, আমার

দৃঢ় বিশ্বাস তোমার সন্দেহ ভুল।'

'হোক ভুল। ওকে কিছুতেই সঙ্গে নেবো না আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অলিভ। 'ধরে নাও আমাদের কম্পানি মার্জ হয়ে গেছে। এখন তোমার পার্টনার হিসেবে, টেক্সকে আমার প্রতিনিধি বানিয়ে যদি পাঠাতে চাই তোমার সঙ্গে, মুখের উপর মানা করে দেবে?'

জেব টের পেল রেগে যাচ্ছে সে। 'এই ব্যাপারটা নিয়ে টেক্সের সঙ্গে আগেই আলোচনা সেরে রেখেছ, না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল অলিভ, 'আলোচনা করেছি। মরার আগে কী বলেছে লুকাস তা আমিও শুনেছি, টেক্সও শুনেছে। এখানে আসার সময় তোমার কথা বলল টেক্স। বলল, তুমি যে-রকম একগুঁয়ে আর আত্মনির্ভরশীল, বুলিয়নগুলো উদ্ধার করার জন্য যাবেই যাবে। যদি সঙ্গে কাউকে নিতে না-পারো, একাই রওনা দেবে। আরেকটা কথা। জানো কি না জানি না, ওই কাফেলার সঙ্গে কিন্তু আমিও যাচ্ছি।'

'তুমি!' তাজ্জব হয়ে গেছে জেব।

'হ্যাঁ, আমি। কেন, আমাকে আগে কখনও ওয়্যাগন নিয়ে কোথাও যেতে দেখোনি? কিছু মনে পড়ে না তোমার? যদি দরকার মনে করি তা হলে বুলিয়ন খুঁজতেও যেতে পারি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

হাসল অলিভ। 'এখনও হয়নি। ...এ-শহরে থাকাটা আপাতত জরুরি না আমাদের দু'জনের জন্য। দুই কম্পানির দুই ইয়ার্ডবস্ কাজ চালিয়ে নিতে পারবে আমরা না-ফেরা পর্যন্ত। আমাদের অনুপস্থিতিতে এর আগেও অনেকবার দায়িত্ব পালন করেছে ওরা।'

'সোজাসুজি বললেই তো হয় তুমি আসলে চোখে চোখে রাখতে চাচ্ছ আমাকে।'

'আমার জন্য অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই কি নেই তোমার

ভিতরে?' আহত গলায় বলল অলিভ, পরমুহূর্তে শক্ত করল চোয়াল। 'যদি ওই কথাটা শুনলে কলিজা ঠাণ্ডা হয় তোমার তা হলে তা-ই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেব। তারপর বলল, 'জায়গাটা মেয়েমানুষদের জন্য না।'

'পুরুষমানুষদের জন্যও তো না? তোমার তিন সঙ্গী কি বেঘোরে মারা পড়েনি? তা-ও আবার ইণ্ডিয়ানদের মতো করে সেজে-আসা সাদাচামড়ার লোকদের হাতে? কপালে মরণ লেখা থাকলে এখন এখানেও মরতে পারি, আর না-লেখা থাকলে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারি অর্গ্যান মাউন্টেন থেকে। কাজেই বাজে বোকো না। ওয়্যাগন নিয়ে একা কোন্ পর্যন্ত যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আমার তা ভালো করেই জানো তুমি। ইণ্ডিয়ানদের কবলেও পড়েছি দু'-তিনবার, অবশ্য আমার লোকেরা সামাল দিয়েছে তখন। খচ্চর ঘোড়া ষাঁড় যেটাই বলো সামলানোর শিক্ষা দেয়া হয়েছে আমাকে। শেখানো হয়েছে কীভাবে চালাতে হয় পিস্তল বা রাইফেল।'

এতক্ষণ শ্যানন কব্জা করে রেখেছিল, ওর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে এগিয়ে এসে জেব আর অলিভের সঙ্গে যোগ দিলেন মিস্টার কাস্টার। আলতো করে হাত রাখলেন অলিভের কাঁধে। 'তোমাদের সমস্যার কথা আগেভাগেই জানিয়ে দেয়ায় খুশি হয়েছি। আমি আসলে...আজ সারাদিন ধরেই ভাবছিলাম বিষয়টা নিয়ে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিলাম না।'

'সারাদিন ধরে ভাবছিলেন!' জেবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল অলিভ। 'কিছুই বুঝতে পারছিলেন না! কী বলছেন এসব?'

'তাজ্জব হয়েছ, না?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাস্টার, হাত সরিয়ে নিলেন অলিভের কাঁধ থেকে। 'আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয় জেব আজ রাতে শহরে আসার আগেই কেউ

একজন জানে কী ঘটেছে অর্গ্যান মাউণ্টেনে।'

'মিস্টার কাস্টার, আপনি...'

হাত তুলে জেবকে থামিয়ে দিলেন কাস্টার। সস্তা একটুকরো রাইটিংপেপার বের করলেন পকেট থেকে, ভাঁজ খুলে বাড়িয়ে ধরলেন জেবের দিকে। কাছে ঘেঁষে এল অলিভ।

ইচ্ছাকৃতভাবে হাতের লেখা লুকানোর জন্য বড়হাতের অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে বিশ্রীভাবে কেউ লিখেছে সেটাতে:

কাস্টার

দেউলিয়া হয়ে গেছে অলিভিয়া কারসন। ওর সঙ্গে চুক্তি করলে ঠকতে হবে। রেলরোডের কাজ করার আর্থিক সামর্থ্য নেই ওর কম্পানির। —শুভাকাঙ্ক্ষী

কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখল জেব। 'কোত্থেকে এসেছে এটা?'

'গতরাতে পার্লারকারের দরজার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কেউ। সকালে ঝাড়ামোছার কাজ করছিল আমার এক লোক, তখন ওটা দেখতে পেয়ে আমার হাতে দেয়।'

'গতরাতে!' জেবের দিকে তাকাল অলিভ। দৃষ্টিতে সন্দেহ, একইসঙ্গে অনিশ্চয়তা।

'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ কী?' ঠোঁট উল্টাল জেব। 'কাল রাতে স্যান মার্কোস থেকে অনেক দূরে ছিলাম। নাকি বুলিয়ন লুটের কথা শুনে নাটক করার যে-অভিযোগ করেছিলে আমার বিরুদ্ধে, সে-রকম কোনো কাহিনি বানাবে আবার?'

'আমি কিন্তু কোনো কাহিনি বানাইনি।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাসল জেব। 'তোমার চোখ অন্য কথা বলছে। তুমি আসলে কখনোই পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছ না আমার ব্যাপারে। যেমন পারোনি তোমাদের আস্তাবলে আগুন লাগার ঘটনাটায়।'

'প্লিয, জেব,' অলিভের গলায় মিনতি, 'পুরনো প্রসঙ্গ টেনে

এনো না আমাদের মাঝখানে।'

চুপ করল জেব।

এবার ওর কাঁধে হাত রাখলেন কাস্টার। 'ইয়াংম্যান, মানুষের জীবনে বিপদ আসবেই। সেটা যদি মোকাবেলা করতে চাও তা হলে সবার আগে কী করতে হবে জানো? মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। কারণ ঠাণ্ডামাথায় অনেক বুদ্ধি খেলা করে। এসো উড়োচিঠির বিষয়ে কিছু বলি। চিঠিটা যে-ই দিয়ে থাকুক, জানে অর্গ্যান মাউন্টেনে কী ঘটেছে। ধরে নিলাম লোকটা সেখানে ছিল তখন। তা হলে, জেব, অবশ্যই তোমার এবং লুকাসের আগে স্যান মার্কোসে হাজির হয়েছে সে। আরেকটা কথা। ওই লোক জানে আজ এখানে দাওয়াতের বাহানায় রেলরোডের কাজের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। সেজন্যই গীবত গেয়েছে অলিভের যাতে কাজটা না-দেয়া হয় ওকে।'

কথাগুলো শুনে ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেব, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল অলিভের দিকে। কাস্টারের প্রতিটা বাক্য আঙুল তুলে কার দিকে দেখাচ্ছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে। আজ সন্ধ্যার পর শহরে এসেছে সে, লুকাস এসেছে ঘণ্টাখানেক পরে। কিন্তু টেক্স বেল ফিরেছে সপ্তাহখানেক আগে। এবং ওই লোক জানত পার্লারকারের দাওয়াতের তাৎপর্য কী। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাও সত্যি, কাস্টারকে উড়োচিঠি দেয়ার মাধ্যমে অলিভকে পথে বসিয়ে কোনো লাভ নেই ওর।

টেক্সের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব। হুইস্কির একটা গ্লাস নিয়ে বসেছে সে, একইসঙ্গে চলছে ধূমপান। ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে আর থেকে থেকে তাকাচ্ছে এদিকে। শীতল দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় না আসলে কাকে দেখছে লোকটা। জেব বা কাস্টারের মধ্যে বার বার তাকিয়ে দেখার মতো কিছু নেই। সুতরাং ধরে নেয়া যায় অলিভকেই দেখছে সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। টেক্স আর অলিভের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্কের অনুমানটা আবারও খোঁচা দিল ওর মনে।

শ্যাম্পেন-হুইস্কির অভাব নেই পার্লারকারে, অভাব নেই মদখোরেরও। ইতোমধ্যে নেশা পেয়ে বসেছে তাদের কয়েকজনকে। হা হা হাসি আর অসংলগ্ন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে একটু পর পর। পরিবেশটা কেমন দূষিত লাগছে জেবের কাছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, একটু পর অশুভ কোনো ঘটনা ঘটবে এখানে। টের পেল, হঠাৎ করেই ক্লান্তি অনুভব করছে সে। ভীষণ ক্লান্তি।

ওর দিকে তাকিয়ে আছেন কাস্টার। ওকে পলকহীন চোখে দেখছে অলিভ। কাস্টারের মন্তব্যের জবাবে কী বলে সে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে দু'জনই। কিন্তু জেব ঠিক করল কিছু বলবে না। অনুমানের উপর কিছু বললে অলিভ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না কথাটা, কাস্টারও উল্টোপাল্টা ভেবে বসতে পারেন।

এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে পার্লারকারের ঠিক বাইরে, অন্ধকারে গর্জে উঠল একটা সিক্সগুটার। চুরমার হয়ে গেল একটা জানালার কাচ, ভাঙা অংশের কিছুটা এসে পড়ল ভিতরে। আবারও গর্জে উঠল অস্ত্রটা, স্ফুলিঙ্গের একটা ঝলক দেখা গেল জানালা দিয়ে। এবার ভেঙে গেছে আরেকটা জানালার কাচ। টুকরোগুলো পার্লারকারের মেঝেতে পড়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলল।

ধাক্কা মেরে অলিভকে ফেলে দিল জেব, একথাবায় পিস্তল বের করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওর পাশে। 'ঠিক আছো?' জিজ্ঞেস করল জরুরি কণ্ঠে।

'হ্যাঁ...' ভয় পেয়ে গেছে অলিভ, 'আছি।'

ঘুরল জেব, মাথা নিচু করে ছুট লাগাল দরজার দিকে। ওটা খুলে বাইরে উঁকি দিল সাবধানে। শুনতে পেল, পার্লারকারের

ভিতর থেকে কে যেন দৌড়ে আসছে ওর দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল লোকটাকে। টেক্স বেল। হাতে পিস্তল।

লাফিয়ে বাইরে এল জেব, এক মুহূর্ত পর টেক্স। ভ্যান হেফলিনও যোগ দিল ওদের সঙ্গে একটু পর। ওর হাতেও একটা পিস্তল। খটকা লাগল জেবের। লোকটাকে পার্লারকারের দরজা দিয়ে বের হতে দেখেনি সে। তা হলে কোত্থেকে এসে হাজির হলো? আগে থেকেই কি বাইরে ছিল? আবার হতে পারে দরজা দিয়েই বের হয়েছে, উত্তেজিত থাকার কারণে খেয়াল করতে পারেনি জেব।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, জোরে দম নিতেও দ্বিধা করছে। কান পেতে শুনছে। পার্লারকারের ভিতরে হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত রোগীর মতো চেঁচাচ্ছে এক মহিলা। দুটো ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ মিলিয়ে গেল দু'দিকে। ক্যারিজ নিয়ে এদিকেই আসছিল কেউ, গুলির আওয়াজ শুনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ জায়গায়। জেব নিশ্চিত, যে-লোক গুলি চালিয়েছে সে গা ঢাকা দিতে পেরেছে ইতোমধ্যে।

পার্লারকারের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়েছে সে, এক পা এক পা করে এগোচ্ছে শেষমাথার দিকে, ওই প্রান্ত ঘুরে হাজির হতে চায় যেদিক থেকে গুলি করা হয়েছে সেদিকে। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে হামলাকারী—পার্লারকারের বন্ধ দরজার বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে গুলি করেছে, যাতে কেউ ওকে ধরার মতো সাহস দেখালেও জায়গামতো আসতে দেরি হয়ে যায় লোকটার।

পার্লারকারের শেষপ্রান্তে পৌঁছে থামল জেব, দম নিল। উঁকি দিয়ে দেখে নিল চলন্ত বা ছুটন্ত কিছু দেখা যায় কি না অন্ধকারে। না, সে-রকম কিছু নেই। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, পার্লারকারের অত্যুজ্জ্বল আলোর কারণে তা আরও বেশি মনে হচ্ছে। গুটিকয়েক তারা-জ্বলা আকাশের পটভূমিতে চোখে পড়ে কয়েকটা বক্সকারের

ভূতুড়ে অবয়ব। ওগুলো আর্মিদের, শহরের সীমানা নির্দেশ করছে। ওগুলো ছাড়িয়ে কিছুটা বাঁয়ে স্তূপাকারে পড়ে আছে কতগুলো পাত—রেললাইনের স্লিপার। ঠিক পাশেই আর্মিদের দুটো ডিপো। একটার নির্মাণকাজ চলছে। অন্যটাতে কারও থাকার কথা না এই সময়ে। কেউ নেইও। কারণ কোনো আলো জ্বলছে না সেখানে। পার্লারকারের কিনারা থেকে গলাটা আরেকটু বের করল জেব। এবার একসারিতে কতগুলো ওয়্যারহাউয আর ওয়্যাগনইয়ার্ড দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

এভাবে খুঁজে লাভ হবে না বুঝতে পেরে তিনজন ছড়িয়ে পড়ল তিনদিকে। জেব পায়ে পায়ে এগোচ্ছে স্লিপারগুলোর দিকে, পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল প্রস্তুত। হামলাকারী লোকটা গুলি চালিয়ে ছুটে এসে লুকিয়ে থাকতে পারে স্লিপারগুলোর আড়ালে।

হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুকানি টের পাচ্ছে জেব, হামলাকারী লোকটা যদি থেকে থাকে স্লিপারগুলোর পিছনে, ওকে এগোতে দেখলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আবারও চালাতে পারে সিক্সশুটার। সেক্ষেত্রে জেব হবে সহজ একটা টার্গেট।

না, কেউ নেই স্লিপারগুলোর পিছনে। চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল জেব। ঠিক করল একবার চক্কর দিয়ে আসবে আর্মিদের ডিপো দুটোর ওখান থেকে।

কিন্তু সেখানেও কেউ নেই। বোঝা যাচ্ছে গুলি চালিয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে হামলাকারী, তাকে অন্ধকারে এখানে-সেখানে খুঁজে বেড়ানো মানে সময় নষ্ট করা।

হতাশ হয়ে পার্লারকারের কাছে ফিরে এল জেব। দেখা হয়ে গেল টেক্সের সঙ্গে। পার্লারকারের আলো বাইরে আসছে, সে-আলোয় দেখা যাচ্ছে লোকটার চেহারা। জেবের মতো হতাশ হয়েছে সে-ও। জেবকে দেখতে পেয়ে ওর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। দু'জনে এগোচ্ছে দরজার দিকে, এমন সময়

ফিরে এল হেফলিন। বিড়বিড় করে কথা বলছে নিজের সঙ্গে।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল তিনজনে। উঁচু গলায় কথা বলছে দুই মহিলা। ওদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে অলিভ। এখানে-সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে শ্যানন, থেকে থেকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ভাঙা-কাচের জানালা দুটোর দিকে।

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল জেব। ওর পিছু পিছু এলেন কাস্টার। ঠিক কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি করে থাকতে পারে হামলাকারী, অনুমান করার চেষ্টা করছে জেব।

'লোকটা কাকে খতম করতে চাচ্ছিল?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন কাস্টার।

'নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই,' জবাব দিল টেক্স, সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে জেবদের সঙ্গে। 'দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমি। আমার কাছে মনে হয়েছে, আপনি, অলিভ বা জেবের যে-কোনো একজনকে নিশানা করেছিল লোকটা। বুলেট দুটো অলৌকিকভাবে বেরিয়ে গেছে আপনাদের তিনজনের কাছ দিয়ে।'

অলিভের দিকে তাকাল জেব, দেখল কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে গেল ওর দিকে। হাত রাখল ওর খোলা চুলে, এরপর সরিয়ে আনল হাতটা। একগুচ্ছ চুল লেপ্টে আছে ওর আঙুলে। তারমানে অলিভের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছিল, যে-কোনো কারণেই হোক মিস্ করেছে হামলাকারী, বুলেট বেরিয়ে যাওয়ার আগে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে অলিভের একগুচ্ছ চুল।

মেয়েটার দিকে আবারও তাকাল জেব, কী যেন দেখতে পেয়ে ওর ডান কানের লতিতে আঙুল ছোঁয়াল আলতো করে। আঙুলটা সরিয়ে চোখের সামনে এনে দেখল। রক্ত লেগে আছে সেখানে! এটা দ্বিতীয় বুলেটের কাজ।

'তারমানে...' জেবের দৃষ্টিতে একইসঙ্গে বিস্ময় আর

অবিশ্বাস, 'অলিভকেই খুন করতে চেয়েছিল লোকটা।'

ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে পেরে হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে উঠল শ্যানন, ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ওর মাথাটা ঝুলে পড়ল একপাশে।

একটা গ্লাসে পানি নিয়ে শ্যাননের দিকে এগিয়ে গেল হেফলিন। চেহারায়, ঘাড়ে ছিটা দিল পানির। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেল শ্যানন, শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল। মনে পড়ে গেল সব, আবার ভয় দেখা দিল ওর চোখে। শুধু ভয়ই না, আরও কিছু একটা খেলা করছে মেয়েটার চেহারায়। জেব বুঝতে পারছে না সেটা কী।

টেবিল থেকে একটা ন্যাপকিন তুলে নিল সে, বাড়িয়ে ধরল অলিভের দিকে। 'বুলেট তোমার কানের লতি ছুঁয়ে গেছে, টের পাওনি?'

কিছু বলল না অলিভ। কিছু বলার মতো অবস্থা নেই ওর সম্ভবত। জীবনে কখনও কল্পনাও করেনি কেউ গুলি চালাতে পারে ওর উপর। অথচ আজ...। কত বড় বাঁচা বেঁচে গেছে টের পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে মেয়েটা।

জেবের বাড়িয়ে-ধরা ন্যাপকিনটা দেখল সে হতবিহ্বল দৃষ্টিতে। তারপর আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হয়ে গেল ওর চেহারা। মেয়েটাকে এখন চকের মতো সাদা দেখাচ্ছে। টলে উঠল সে, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেলল জেব। একহাতে ধরে রেখে আরেকহাতে টেনে আনল একটা চেয়ার, তাতে বসিয়ে দিল ওকে।

'পানি!' চিৎকার করে বলল জেব টেক্সের উদ্দেশে, 'জলদি একটু পানি নিয়ে এসো অলিভের জন্য!'

জ্ঞান হারানোর আগে জেবের দু'বাহু খামচে ধরল অলিভ, কোনোরকমে বলল, 'কেন, জেব? কেন আমাকে খুন করতে চায়

কেউ?'

জবাবটা জানা নেই জেবের।

আট

অলিভের জ্ঞান ফিরতে সময় লাগল। হেফলিন বলল ওর সঙ্গে ক্যারিজ আছে, টেক্স একটু সাহায্য করলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে অলিভকে। নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা, টেক্স আর হেফলিন মিলে ধরাধরি করে ক্যারিজে তুলল ওকে। রওয়ানা দিতে যাবে এমন সময় ওদের দিকে এগিয়ে গেল জেব।

'টেক্স,' পিছু ডাকল সে, 'শুনলাম পঞ্চাশ ওয়্যাগনের কাফেলায় যোগ দিচ্ছে কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং, তুমি আর অলিভও যাচ্ছ। আসলেই যাবে, নাকি শেষপর্যন্ত...'

'ব্যাপারটা এখন নির্ভর করছে অলিভের অবস্থার উপর। তবে আশা করছি খারাপ কিছু হয়নি ওর। ...তুমিও তো যাচ্ছ, না?'

জেব কিছু বলার আগে অলিভের দিকে তাকিয়ে হেফলিন বলে উঠল, 'আম্মাদের সঙ্গে তুমিও যে যাচ্ছ জানতাম না তো! যাক, একদিক দিয়ে ভালোই হলো। লম্বা পথটা একঘেয়ে লাগবে না। ঘটনাক্রমে আমিও যাচ্ছি। কারণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ পেয়েছি, আর আমার অভিজ্ঞ লোকেরা শহরের বাইরে। আনাড়িদের উপর ভরসা করতে পারছি না আসলে। ওদিকে সব মাল পরিবহনে তিন-চারটা ওয়্যাগন লেগে যাবে। তা ছাড়া রেটন পাসে ব্যক্তিগত

কিছু কাজও আছে আমার।'

হেফলিনের বকবকানির কারণে ওর উপর বিরক্তি বোধ করছে জেব। ভরসা করতে পারছে না ওর উপর, তাই টেক্সকে বলল, 'পারলে ডাক্তার হেউডকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। অলিভের কানের লতি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, ক্ষতস্থানের কী অবস্থা ভালোমতো দেখা দরকার। অবহেলা করলে ইনফেকশন হতে পারে।'

'ডাক্তার লাগবে না,' মৃদু গলায় বলল অলিভ, সামলে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। 'সামান্য আঁচড় লেগেছে, এমনিতেই সেরে যাবে।'

'আঁচড়টা আসলেই সামান্য কি না, অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলে ক্ষতি কী?' বলল জেব।

'আসলেই কি গুলি চালানো হয়েছিল আমার উপর?' অলিভের গলা দুর্বল, কিন্তু জোর ফিরে পাচ্ছে সে নিজের উপর।

'হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো উপায় নেই আসলে।'

'অলিভকে গুলি করতে যাবে কে?' হেফলিনের কণ্ঠে বিরক্তি। 'সে কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?'

'তা হলে হামলা করা হয়েছে কার উপর?' হেফলিনের চোখে চোখে তাকাল টেক্স।

'তোমার উপর।'

'আমার উপর!'

'হ্যাঁ, তোমার উপর। অনেক লোককে...অনেক লোকের সঙ্গে সমস্যা হয়েছে তোমার, অস্বীকার করতে পারো? তাদেরই কোনো আত্মীয় করেছে কাজটা। অথবা কাউকে ভাড়া করে বলে দিয়েছে তোমাকে শেষ করে দিতে।'

'কিন্তু যে-জানালা দুটো দিয়ে বুলেট ঢুকেছে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেগুলোর থেকে বেশ দূরে।'

'জানি। দূর থেকে তোমাকে আর জেবকে দেখতে একইরকম লাগে। তা ছাড়া জানালার দিকে উল্টো ঘুরে ছিল জেব। অলিভের পাশে ছিল সে, থাকার কথা ছিল তোমার। তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল হামলাকারী, এত কথা চিন্তা করার মতো সময় কই ওর? তাই জেব স্টুয়ার্টকে টেক্স বেল ভেবে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। লোকটার হাত বেশি পাকা না, স্বীকার করতেই হবে, তাই দুটো বুলেটই ছুঁয়ে গেছে অলিভকে।'

'মানতে পারলাম না কথাটা,' বলল অলিভ। 'জেব আর টেক্সকে দেখতে কিছুটা একরকম লাগে ঠিকই, কিন্তু হামলাকারী নিশ্চয়ই অনুমানের উপর ভর করে গুলি করবে না?'

'তা হলে হতে পারে কোনো ভবঘুরে মাতাল। নেশায় টাল হয়ে যাচ্ছিল পার্লারকারের পাশ দিয়ে। হঠাৎ খেয়াল জাগল দিই ভড়কে ভিতরের লোকগুলোকে। ব্যস, পিস্তল বের করে ট্রিগার টেনে দিল দু'বার। এ-কারণেই কারও গায়ে গুলি লাগেনি। তা না-হলে এত কাছ থেকে গুলি করলে, নিশানা যার উপরই থাকুক, কমবেশি আহত হওয়ার কথা।'

এমন সময় জেব টের পেল কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। শ্যানন।

ওকে তাকাতে দেখে মেয়েটা বলল, 'ছোট্ট একটা উপকার করতে পারবে আমার? ভীষণ কাহিল লাগছে, একটু কষ্ট করে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে বাসায়?'

মনে মনে শ্যাননকে ধন্যবাদ দিল জেব, কারণ বাচাল হেফলিনের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। টেক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রওনা হয়ে যাও। আর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না,' শ্যাননকে নিয়ে এগিয়ে গেল নিজের ক্যারিজের দিকে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটাকে বলল, 'আরও আগে যদি বলতে তোমার খারাপ লাগছে, এতক্ষণে বাড়ি

পৌঁছে দিতে পারতাম।'

'কাকে বলবো?' শ্যাননের গলায় অভিমান। 'না-বললে আমার দিকে মনোযোগ দেয় কেউ?'

কথাটা শুনে থমকে গেল জেব, কিন্তু কিছু বলল না। ক্যারিজে উঠতে সাহায্য করল শ্যাননকে। তারপর নিজে ড্রাইভিংসিটে উঠে বসে রওয়ানা হয়ে গেল।

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ।

একসময় শ্যানন বলল, 'এমনকী আমার স্বামীও আমার ভালোমন্দের খবর রাখে না। রাখবে কী করে? একে তো বয়সে আমার চেয়ে কত বড়, তার উপর ইদানীং শুরু করেছে অতিরিক্ত মদ খাওয়া। অভিযোগ করে লাভ নেই আসলে, তারপরও তোমাকে একটা কথা বলি, জেব। কখনও কখনও এ-রকমও হয়, একদিন দু'দিন চলে যায় অথচ আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করতে পারে না মর্গান। বিশ্বাস হয়? অথচ একই ছাদের নীচে থাকি আমরা।'

জেব কিছু বলল না। প্রাক্তন পার্টনারের দাম্পত্যজীবনের ব্যাপারে কী-ই বা বলার আছে?

'তোমাকে দেখে মনে হলো অলিভের রূপের জাদুতে মজেছ ভালোমতোই,' প্রসঙ্গ বদলাল শ্যানন। 'এ তো দেখছি গল্প-উপন্যাসের মতো! নায়িকাকে খুন করতে তার শয়নকক্ষে ঢুকে পড়েছে গরিব নায়ক, কারণ মেয়েটার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মরতে হয়েছে নায়কের বাবা-মাকে। কিন্তু কীসের খুন? নায়িকার রূপ আর ঢলঢল যৌবন দেখে মাথা ঘুরে গেল তার।'

'তুমি যা ভাবছ তা ঠিক না, শ্যানন।'

'ঠিক না?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল শ্যানন। 'ছেলেদের মনের কথা, ছেলেদের আগে জানতে পারে মেয়েরা। যা-হোক, তোমার পছন্দ-অপছন্দের উপর আমার হাত নেই। শুধু বলে রাখি,

তোমার হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় মিস্টার ডেভিস কিন্তু দু'চোখে দেখতে পারতেন না অলিভের বাবাকে। আর, তুমি মানো বা না-মানো, মেয়েটা তার বাবার মৃত্যুর জন্য তোমাকেই দায়ী ভাবে।'

'অলিভ কিন্তু বলেছে আমাকে যদি বিশ্বাস না-করত তা হলে আমার কম্পানির শেয়ার কিনত না।'

'আহ্! যিশুর উপযুক্ত শিষ্যা আর কাকে বলে! ভালোমানুষি বেয়ে বেয়ে পড়ছে শরীর থেকে, নাকি?'

'বড় একটা কাফেলা রওনা হচ্ছে রেটন পাসের দিকে, শুনেছ?' প্রসঙ্গ বদলাতে চায় জেব।

'কী ব্যাপার? অলিভকে ব্যঙ্গ করায় মনে কষ্ট পেলে মনে হয়?'

'ওই কাফেলার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি,' জেব চাচ্ছে অলিভের ব্যাপারে আলোচনা না-করুক শ্যানন। 'কবে রওনা করবে কাফেলাটা জানো কিছু? কাল না পরশু?'

'জানি না।'

'আচ্ছা, এখন ক'টা বাজে? মাঝরাত পেরিয়ে গেছে নাকি?'

'অলিভকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো,' মুখ ঝামটা মারল শ্যানন। 'মেয়েটা...আসলে খুব চালাক। আর সতর্ক।'

'সতর্ক? কোন্ ব্যাপারে?'

'ওর পাপ ঢেকে রাখার ব্যাপারে।'

শ্যানন কী বলতে চায় অনুমান করতে পারল জেব। বলল, 'অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বললে হয় না?'

'না, হয় না। আমরা এখন অলিভিয়া কারসন আর তার গোপন পাপের কাহিনি নিয়ে কথা বলবো। মেয়েটা ভান করে ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে না। অথচ ভিতরে ভিতরে...। তোমরা পুরুষমানুষরা তো আসলে বোকা। রূপ দেখলে, যৌবন দেখলে হুঁশ হারিয়ে ফেলো। কিন্তু আমাকে বোকা বানাতে পারেনি

অলিভ, কোনোদিন পারবেও না। আর শুধু আমিই না, আমাদের সমিতির অনেকেই জানে টেক্স বেলের সঙ্গে...'

'দেখো শ্যানন, অলিভ বা টেক্সের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার।'

'কিন্তু থাকাটা উচিত না? হাজার হোক, মেয়েটা তোমার পার্টনার। ওর ভালোমন্দ কিছু হলে তোমারও তো সমস্যা, নাকি? কাজের কথায় এসো। শহরে এত জায়গা থাকতে অলিভদের বাসায় থাকে টেক্স বেল, এমনকী রাতের বেলায়ও। কারণ কী?'

'কথাটা কি জেনে বলছ, না অনুমানে?'

হাসল শ্যানন। 'হায় রে পুরুষের জাত! যাকে মনে ধরেছে সে যদি বেশ্যাও হয়, জোর দিয়ে বলতে থাকে ওই মেয়ে সতী। থাক, বাদ দাও। এসব গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই আসলে।' হঠাৎ ঘেঁষে এল জেবের কাছে। 'নাকি আমি যতটা গুরুত্বহীন মনে করি, অলিভ আসলে ততটা গুরুত্বহীন না তোমার কাছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। 'অলিভ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আমরা দু'জন বিপাকে পড়ে গেছি একইসঙ্গে। আমাকে যদি সেখান থেকে উদ্ধার পেতে হয় তা হলে অলিভকেও বিপদমুক্ত থাকতে হবে। আরেকটা কথা। অপবাদ সহ্য করতে পারি না আমি। টেক্স ইঙ্গিত দিয়েছে, আমি নাকি ব্যাকট্র্যাক করে স্যান মার্কোসে এসে আগুন লাগিয়েছি কারসনদের আস্তাবলে। খুবই জঘন্য কথা। নির্জলা মিথ্যা কথা। ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি আমি। যেভাবেই হোক প্রমাণ করে ছাড়বো, ওই ব্যাপারে কোনো দোষ নেই আমার।'

এরপর আর কথা হলো না।

শ্যাননদের বাড়ির কাছে পৌঁছে রাশ টানল জেব, লাফিয়ে নামল। তারপর নামতে সাহায্য করল শ্যাননকে। বেড়া পার হয়ে

অন্ধকার পোর্চে একসঙ্গে উঠল দু'জনে। মেয়েটাকে সদর-দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিদায় জানাল জেব, চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো।

'শোনো,' মৃদু গলায় জেবকে ডাকল শ্যানন।

থামল জেব। ওকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে দিয়ে চট করে ওর কাছে চলে এল শ্যানন। একহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। তারপর আরেকহাতে ঘাড়টা টেনে নামিয়ে প্রলম্বিত চুম্বন দিল ঠোঁটে।

কিছুক্ষণ পর ঠেলে সরিয়ে দিল জেবকে, নিজেও সরে গেল কিছুটা দূরে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। 'ঈশ্বর ক্ষমা করুক আমাকে। যা করলাম, পাপ করলাম।' খিলখিল করে হেসে উঠল হঠাৎ। 'এখন আমি আর অলিভ একই পাপে পাপী।' দরজা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে, প্রথমে ছিটকিনি তোলার এবং পরে হুড়কো আটকানোর আওয়াজ পেল জেব।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সে পোর্চে। শ্যাননের কামনাতপ্ত চুমুর কারণে এখনও জ্বলছে দুই ঠোঁট। এখনও বুঝতে পারছে না কী হলো ব্যাপারটা।

কেন যেন মর্গানের চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। যে-বয়সে গায়ে চর্বিচিকনা থাকার কথা, সে-বয়সে ওজন হারাচ্ছে বেচারা। গর্তে-বসা দুই চোখ লাল হয়ে থাকে বেশিরভাগ সময়। ময়লা হয়ে-যাওয়া গায়ের রঙ দেখলে মনে হয় দিনের বেশিরভাগ সময় রোদে পুড়তে হয় ওকে, অথচ বাসা থেকে পারতপক্ষে বের হয় না মানুষটা। যে লোক আগে প্রতিদিন শেভ করত, এখন তার গালে সপ্তাহখানেকের না-কাটা দাড়ি। কী বলছে বা করছে, মাত্রাতিরিক্ত মদের কারণে সে-হুঁশও থাকে কি না কে জানে!

কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? রেটন পাসে যাওয়ার আগেও মর্গানকে ভালো অবস্থায় দেখে গেছে জেব। তা হলে কী এমন হলো যার কারণে মদের বোতল ছাড়া থাকতেই পারে না লোকটা

এখন?

কিছু একটা অবশ্যই হয়েছে, টের পেল জেব। গুরুতর কিছু একটা। ভয়ানক কিছু একটা।

এবং পরিবর্তন হয়েছে শ্যাননেরও। কাকতালীয় কি না বলতে পারবে না জেব, রেটন পাসে যাওয়ার আগে যে-শ্যাননকে আদর্শ গৃহবধূ হিসেবে দেখে গেছে সে, ওখান থেকে ফেরার পর দেখছে, ওই মানুষটাই হয়ে গেছে উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া আর শিষ্টাচারবর্জিত। প্রত্যেক মানুষের মনে কামনা-বাসনা থাকে, শ্যাননের মনেও আছে; এতদিন নিজের কমনীয়তা আর মার্জিত ব্যবহার দিয়ে সে-সব ঢেকে রেখেছিল মেয়েটা, হঠাৎ করেই যেন মুখোশ খসে পড়েছে ওর। এই পরিবর্তনেরও কোনো-না-কোনো কারণ আছে। কারণটা, না-জানলেও বুঝতে পারছে জেব, এত বড় যে, স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করতেও দ্বিধা করছে না মেয়েটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব, ফিরে গেল ক্যারিজের কাছে। ড্রাইভিংসিটে উঠে বসে লাগাম দিয়েই বাড়ি মারল ঘোড়ার পিঠে। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে জেব। শ্যাননের শেষ কথাটা বাজছে ওর কানে: 'এখন আমি আর অলিভ একই পাপে পাপী।'

জেব জানে না, অথবা হয়তো জেনেও জানতে চায় না, আসলেই বিশ্রী কোনো সম্পর্ক আছে কি না অলিভ আর টেক্সের মধ্যে। অলিভিয়া কারসনের চেহারা আর কথাবার্তা সে-রকম কোনো সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয় না। মেয়েটা নিঃসন্দেহে স্বাধীনচেতা, কিন্তু তার মানে যা খুশি তা-ই করে? একজন গানম্যান, যার হাত একাধিক লোকের রক্তে রঞ্জিত, তার সঙ্গে বিছানায় যায়? ওদের দু'জনের মধ্যে সে-রকম সম্পর্ক যদি থাকত, আরও আগে থেকেই কানাঘুষা শুনত জেব। কই, সে-রকম কোনো কথা তো কখনও কানে আসেনি ওর?

'ওরা প্রেম করলেই কী, না-করলেই বা কী,' বিড়বিড় করে নিজেকে বলল জেব, 'আমার কী যায়-আসে?'

এত রাত হয়েছে, তারপরও ঘুমায়নি স্যান মার্কোস। বরং কোনো কোনো সেলুনের দিকে তাকালে মনে হয় মাত্র সন্ধ্যা ঘনিয়েছে যেন। জুয়াড়ি আর মদখোরেরা আড্ডা জমিয়েছে সেলুনগুলোতে। ওদের হইচই আর খিস্তিখেউড়ে এখনও প্রাণবন্ত শহরের বাতাস। কোনো কোনো সেলুনের বাইরে, বুকের প্রায় পুরোটাই খোলা রেখে দাঁড়িয়ে আছে দু'-চারজন বেশ্যা। হতভাগীরা আজ রাতে এখনও কোনো খদ্দের জোটাতে পারেনি। জেবকে দেখে অশ্লীল ইঙ্গিত করল একজন। পাত্তা দিল না জেব।

একটা সেলুনের ব্যাটউইং দরজা ঠেলে দুই মাতাল বের হলো জড়াজড়ি করে। কী খেয়াল হলো একজনের—হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল সেলুনের ভিতরে। তারপরই হা হা করে হাসতে হাসতে বসে পড়ল সাইডওয়াকে।

দৃশ্যটা জেবকে মনে করিয়ে দিল হেফলিনের একটা কথা: 'ভবঘুরে কোনো মাতাল যাচ্ছিল পার্লারকারের পাশ দিয়ে। হঠাৎ খেয়াল জাগল দিই ভড়কে ভিতরের লোকগুলোকে। তখন পিস্তল বের করে ট্রিগার টেনে দিল দু'বার। এ-কারণেই গুলি লাগেনি কারও গায়ে। তা না-হলে এত কাছ থেকে গুলি করলে, নিশানা যার উপরই থাকুক, কমবেশি আহত হওয়ার কথা।'

ঘোড়ার গতি কমিয়ে সাইডওয়াকে বসে-থাকা মাতালটাকে দেখল জেব কিছুক্ষণ। সত্যিই, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে অলিভ?

নাকি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে শকুনেরা? জেব শহরে ফিরে আসা মাত্র ঢিল পড়েছে মৌচাকে, শত্রুপক্ষ বুঝতে পারছে সে যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ ওদের জন্য বিপদ? তাই প্রথম সুযোগেই জেবকে শুইয়ে দিতে চেয়েছে কবরে?

তারমানে অলিভের জন্যও না, টেক্সের জন্যও না, বুলেট দুটো আসলে ছিল জেবের জন্য?

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? অর্গ্যান মাউন্টেনের অজানা কোনো জায়গায় পড়ে-থাকা আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়নই কি সে-প্রশ্নের জবাব?

টের পেল জেব, নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠছে সে আস্তে আস্তে। সমস্যাটার সমাধান করবে কীভাবে বুঝতে পারছে না। বরং জটিল থেকে আরও জটিল হচ্ছে সেটা। ওর পরিকল্পনামাফিক ঘটছে না কিছুই। ভেবেছিল মিস্টার কাস্টারকে জিজ্ঞেস করবে অলিভের বাবা আর মিস্টার ডেভিসের মাঝে ঝামেলার কারণ কী। তা-ও করা হয়নি। সুযোগই পায়নি।

নিজের ওয়্যাগনইয়ার্ডে প্রবেশ করল জেব, ক্যারিজটাকে ঢোকাল আস্তাবলে। ভালোমতোই ক্লান্তি টের পাচ্ছে সে। একটা বিছানা ছাড়া আর কিছু চাচ্ছে না শরীর। ধীর পায়ে এগোতে লাগল পোর্চের দিকে।

ওর বাড়িটা শহরের একপ্রান্তে, তাই খোলা উঠান থেকে আশপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ি নজরে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতেই আরেকটা ক্যারিজের আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকাল সে। নিজের ওয়্যাগনইয়ার্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভ্যান হেফলিন, অলিভকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে। অনুজ্জ্বল একটা লণ্ঠন জ্বলছে ক্যারিজহুডের সঙ্গে আটকানো হুকে। সে-আলোয় যা দেখল জেব তাতে ওর খটকা লাগল ওর।

ড্রাইভিংসিটে, হেফলিনের পাশে বসে আছে আরেকজন।

প্রয়োজন ছিল না বলে স্পার পরেনি জেব, একথাবায় হ্যাট ফেলে দিয়ে টান মেরে বুট খুলে ফেলল। ক্লান্তি উধাও হয়ে গেছে। ছুটতে শুরু করল, লাফিয়ে পার হলো খাটো বেড়া, সাইডওয়াক এড়িয়ে কয়েকটা বাড়ির গাঢ় ছায়ায় নিজেকে ঢেকে দ্রুত হাজির হলো হেফলিনের ওয়্যাগনইয়ার্ডের কাছে। ততক্ষণে

ক্যারিজটাকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে অফিসবাড়ির বেড়ার দিকে, ওর রহস্যময় সঙ্গীর কাছে ফিরে এসেছে হেফলিন।

অনতিদূরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে সুবিধাজনক পজিশনে গা ঢাকা দিল জেব। কান খাড়া।

'মনে থাকে যেন, স্পেন্সার, অকারণে গোলাগুলি চলবে না,' চাপা কণ্ঠে হুঁশিয়ার করছে হেফলিন। 'নিশ্চয়ই চাও না উইলকক্স তার লম্বা নাকটা গলাতে শুরু করুক আমাদের ব্যাপারে? শহরের লোকদের কাছে নিজেকে উপযুক্ত মার্শাল প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে লোকটা। দড়িকে সাপ বলা আর তিলকে তাল বানানো ওর রুটিনে পরিণত হয়েছে। কাজেই সাবধান।'

স্পেন্সার? মানে নিউ মেক্সিকোর কসাই?

'নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করাটা আমার মোটেও পছন্দ না,' বলল স্পেন্সার। 'কাজেই এখন ফিরে যাচ্ছি আমি। পরে দেখা হবে,' হেফলিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে হাঁটা ধরল লোকটা। কিছুক্ষণের মধ্যে হারিয়ে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকার এক গলিতে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জেব। অকারণে গোলাগুলি? মানে কী? উইলকক্সকেই বা এত ভয় কেন হেফলিনের? আর, নিজের কোন্ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে রাজি না স্পেন্সার?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল হেফলিন, তারপর ক্যারিজহুড থেকে লণ্ঠনটা খুলে নিয়ে ঢুকে গেল অফিসবাড়ির ভিতরে।

সতর্ক পায়ে ফিরতি পথ ধরল জেব।

ওর ফিরতে দেরি হলে পোর্চে, একটা রকিংচেয়ার দিয়ে দরজাটা আড়াল করে তাতে ঘুমিয়ে থাকে ব্রডি; জেব ভেবেছিল এবারও সে-রকম দৃশ্য দেখতে পাবে। কিন্তু কাউকে দেখতে না-পেয়ে আশ্চর্য হলো। সদর-দরজার হাতল ঘুরিয়ে বুঝল ভিতর থেকে ছিটকিনি আটকানো। ব্রডিকে ডাকবে কি না ভাবছে, এমন

সময় রান্নাঘরের ওদিকটা দেখে আসার চিন্তা এল মাথায়।

একটা লণ্ঠন জ্বলছে রান্নাঘরে। খোলা জানালা দিয়ে আলো আসছে বাইরে। জানালার কাছে দিয়ে দাঁড়াল জেব। জেগে আছে ব্রডি, ডাইনিংটেবিলের একটা চেয়ারে বসেছে ধূমায়িত কফি নিয়ে। জেবকে দেখতে পেয়ে দরজা খুলে দিল।

'কী ব্যাপার?' ব্রডির চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে অমঙ্গল আশঙ্কা করছে জেব, 'এখানে? উইলি কোথায়?'

'ঘুমিয়ে গেছে।'

'তুমি...জেগে আছো যে?'

'আমি জেগে না-থাকলে তোমাকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দেবে কে?'

'আরে সেটা বলিনি। তোমার তো এখানে থাকার কথা না।'

'জায়গামতোই ছিলাম। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ করে। কফির পিপাসা লাগল। তাই চলে এসেছি রান্নাঘরে।'

'খারাপ কিছু হয়েছে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ব্রডি। 'জেসন ব্রাউন মারা পড়েছে, গোলাগুলিতে।'

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল জেব। তারপর একটা মগ নিয়ে এল, তাতে কফিপট থেকে কফি ঢেলে বসে পড়ল আরেকটা চেয়ারে। খারাপ লাগছে ব্রাউনের খবরটা শুনে। 'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল হতাশ গলায়।

'জো স্পেন্সার,' বসল ব্রডিও।

ব্রাউন ছিল একজন ফ্রেইটার, কাজ করত মিস্টার ডেভিসের সঙ্গে, অবশ্য অনেক আগে। মিস্টার কারসনের হয়েও গতর খাটিয়েছে কয়েকবার। বয়স হয়ে যাওয়ায় অবসর নেয়, জমানো টাকা ব্যাংকে রেখে সুদের টাকা দিয়ে সংসার চালাচ্ছিল। দিলদরিয়া মানুষটাকে পছন্দ করত জেব।

‘স্পেন্সার?’ আগুনগরম কফির দিকে তাকিয়ে আছে জেব।

‘আসলে যার যেখানে মরণ থাকে, সময় ঘনালে সেখানে যেতেই হয় তাকে। পাশের শহরে একটা কাজে গিয়েছিল ব্রাউন। কিছু টাকা ধার দিয়েছিল একজনকে, দিচ্ছি-দেবো করে করে ওকে ঘুরাচ্ছিল দেনাদার। আজ সঙ্গে করে দু’-চারজনকে নিয়ে যায় ব্রাউন, ইচ্ছা ছিল দেনাদারকে ভয় দেখাবে। কিন্তু কীসের কী! লোকটা তখন একটা সেলুনে ঢুকে সহ্যক্ষমতার বেশি গিলে ফেলেছে। পোড়াকপাল—স্পেন্সারও ছিল ওখানে। কথা কাটাকাটি শুরু হতেই দেনাদারের পক্ষ নেয় সে, ওকে চিনতে পেরে কেটে পড়ে ব্রাউনের সঙ্গীরা। কিন্তু ব্রাউন, বেশিরভাগ পুরুষের মতো শুধু লিঙ্গ আছে বলে পুরুষ না, সাহস ছিল লোকটার, অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। তাই একাই দাঁড়িয়ে গেল স্পেন্সারের মুখোমুখি। ডুয়েলটা হয়েছে সেলুনের ভিতরেই, আর তাতেই মারা পড়েছে বেচারা।’

‘এত কথা জানলে কীভাবে?’

‘এসব কি চাপা থাকে, বলো? ব্রাউনের সঙ্গীরাই ফিরে এসে বলাবলি করেছে হয়তো, তারপর এক কান দু’কান হয়ে আমিও জেনেছি।’

‘ন্যায্য লড়াই?’

‘যারা উপস্থিত ছিল সেলুনে তারা তো তা-ই বলছে। ডুয়েলের সময় নাকি তাড়াহুড়ো করেছিল ব্রাউন, কিন্তু বুড়ো-হাতে কী ভেল্কি দেখাবে? ওকে দু’বার ছ্যাঁদা করেছে স্পেন্সারের বুলেট, হাতে নিজের পিস্তল নিয়ে মরেছে বেচারা, ট্রিগার টানতেও পারেনি। লড়াইটাকে ন্যায্য বলেছে শহরের মার্শালও, তাই ফাঁসাতে পারেনি স্পেন্সারকে। এদিকে আফসোস করছে আমাদের উইলকক্স—ঘটনাটা স্যান মার্কোসে ঘটলে নাকি এত সহজে পার পেত না স্পেন্সার।’

‘এক রাতে দু’জন মরল,’ কফির মগে চুমুক দিল জেব।

‘দু’জনের মৃত্যু দু’রকম। আত্মরক্ষার খাতিরে লুকাসকে গুলি করেছ তুমি। কিন্তু ব্রাউনের মৃত্যুটা, আমি বলবো, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। প্রথমে খেপিয়ে তোলা হয়েছে ওকে, পরে স্পেন্সার যখন দেখেছে লোকটার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই, ডুয়েলের মাধ্যমে বিবাদটার মীমাংসা করতে বলেছে হয়তো।’

‘কিন্তু স্পেন্সার জানবে কী করে ওই শহরে যাবে ব্রাউন?’

‘আমার বিশ্বাস খবর নিয়েছে। অথবা খবর দেয়া হয়েছে ওকে।’

‘কেন?’

‘যদি বলি স্টুয়ার্ট’স ফ্রেইটিং আর কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এর বিরুদ্ধে লেগেছে কেউ? যদি বলি নিজের নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্য স্পেন্সারকে ভাড়া করে এনেছে লোকটা?’

জেব কিছু বলল না। কফির মগের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। ধোঁয়াগুলো কিছুদূর উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, দেখছে সেগুলো।

‘ব্রাউনকে দিয়ে শুরু করল স্পেন্সার,’ বলে চলল ব্রডি, ‘ওর হাতে আর কার কার মরণ লেখা আছে কে জানে! জেব, সময় থাকতে কিছু একটা করো। তা না-হলে তোমাকেও ঠাঁই নিতে হবে বুটহিলে। অথবা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে স্যান মার্কোস থেকে।’

নয়

পরদিন সকালে, ভূমি জরিপ অফিসের দোতলাটাকে আদালতের মতো বানিয়ে লুকাস আর ব্রাউন হত্যাকাণ্ডের শুনানি শুরু হলো।

গতরাতে উইলকক্সকে যা বলেছিল, আজও তা-ই বলল অলিভঃ আগে পিস্তল বের করেছিল লুকাস, উদ্দেশ্য ছিল জেবকে গুলি করা।

ডুয়েলের কারণ জানতে চাওয়া হলো জেবের কাছে।

জবাবে সে সংক্ষেপে বলল, 'আমার মনে হয় আমাকে অন্য কেউ ভেবে আসলে ভুল করেছে লুকাস। ওকে গুলি করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না আমার। সে পিস্তল বের করতে উদ্যত না-হলে গুলি করতামও না।'

জুরি সিদ্ধান্ত নিলেন, জেব যা করেছে আত্মরক্ষার তাগিদে করেছে। তাই বেকসুর খালাস দেয়া হলো ওকে।

এবার জো স্পেন্সারের পালা। যে-শহরে মারা পড়েছে ব্রাউন সে-শহরের মার্শাল, উইলকক্সের প্ররোচনায় আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে, তাই স্পেন্সারকে তলব করা হয়েছে জুরির সামনে।

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছে উইলকক্স, স্পেন্সারের নাম ধরে ডাকল সে-ই।

স্পেন্সারের দু'কোমরে দুটো সিক্সশুটার, ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে উইলকক্স বলল, 'শুনানি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত

কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারো না তুমি আইন অনুযায়ী।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল স্পেন্সার। সিক্সগুটার দুটো বের করে ধরিয়ে দিল মার্শালের হাতে। বলল, 'তুমি চাচ্ছ, না-দিয়ে কি পারি?'

আদালতকক্ষে এখন দর্শক হিসেবে আছে জেব। স্পেন্সারের কাজকর্ম দেখছে সে। ঘাড় ঘুরালে চোখে পড়ে নীচের রাস্তাটা। ওপারে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর দাঁড়িয়ে আছে অচেনা তিন লোক। তিনজনের কোমরেই হোলস্টার, নিচু করে বাঁধা। কেউ বলে না-দিলেও বোঝা যায় এরা স্পেন্সারের লোক, ওকে কেউ ফাঁসাতে চাইলে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার জন্য হাজির হয়েছে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে আবারও স্পেন্সারের দিকে তাকাল জেব। গানম্যানরা সাধারণত হালকাপাতলা গড়নের হয়, কিন্তু স্পেন্সার বিশালদেহী। ওর শরীর পেশীবহুল। বেশিরভাগ সময় খানিকটা ঝুঁকে থাকে বলে হাত দুটো স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা মনে হয়। রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে চামড়ার রঙ, তাই যখন হাসে তখন অনেক উজ্জ্বল দেখায় দাঁতগুলো। চোখের মণি কালো, সেখানে ভাবের কোনো প্রকাশ নেই। লোকটা যখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখন ওর চৌকোনা চেহারাটা দেখলে পাথর-কেটে-বানানো মূর্তির কথা মনে পড়ে। থেকে থেকে শক্ত হয়ে উঠছে চোয়ালের হাড়, এটা সম্ভবত ওর মুদ্রাদোষ।

দায়সারাভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্পেন্সারের শুনানি। জেবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল দু'-চারটা, স্পেন্সারকে প্রশ্ন করা হলো তারচেয়েও কম। দু'জন সাক্ষী নিয়ে এসেছে পাশের শহরের মার্শাল, তারা স্পেন্সারের পক্ষে সাফাই গাইতে পেরে খুশিই হলো। শেষে যে-রায় পড়লেন বিচারক তার মূল কথা হচ্ছে: ব্রাউনকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে স্পেন্সার, তা না-হলে মরতে হতো ওকে।

লম্বা করে হাই তুলল স্পেন্সার, তারপর ঝকঝকে দাঁতগুলো

দেখাল। উইলকক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কিছু?'

মাথা নাড়ল উইলকক্স।

'আমার আগ্নেয়াস্ত্র দুটো ফেরত পেতে পারি?' এবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্পেন্সার।

সিক্সগুটার দুটো ফিরিয়ে দিল উইলকক্স।

ওগুলো যথাস্থানে রাখতে রাখতে হঠাৎ বলল স্পেন্সার, 'তুমি জেব স্টুয়ার্ট না?'

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না জেব, তাই চমকে উঠল কিছুটা। ওর হয়ে, ওর পাশে-দাঁড়ানো টেক্স বলল, 'হ্যাঁ।'

আবারও দাঁত দেখাল স্পেন্সার। 'আর তুমি টেক্স বেল?'

'হ্যাঁ।'

জেবের দিকে তাকাল স্পেন্সার। 'কাল রাতে তুমিও শুইয়ে দিয়েছ একজনকে? আমরা দু'জন তা হলে সমান সমান।'

কোনো মন্তব্য করল না জেব।

কিছু মনে করল না স্পেন্সার। টেক্সকে বলল, 'অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো, টেক্স। জাতভাইদেরকে দেখলে ভালোই লাগে মাঝেমধ্যে।'

'ভালো লাগার কারণ?' টেক্সের চেহারা থমথম করছে।

'ভালো লাগবে না? তোমাদের শহরের মার্শাল আমার মতো নির্দোষ একটা লোককে দাঁড় করিয়ে দিল কাঠগড়ায়। অভিজ্ঞতাটা অবশ্য খারাপ লাগেনি আমার। ছোটখাটো একটা পার্টি হয়ে গেল, অবশ্যই আমার সম্মানে, সেখানে তোমার মতো একজন লোকের উপস্থিতি আমার ভালোলাগাটা বাড়িয়ে দিয়েছে। দোয়া করি আবারও যদি এ-রকম কোনো পার্টি হয়, তোমরা যেন উপস্থিত থাকতে পারো।'

'স্যান মার্কোসে এ-রকম পার্টি আর হবে না, স্পেন্সার,' গলা খাঁকারি দিল উইলকক্স, 'মনে রেখো কথাটা।'

'যদি মনে রাখতে না-পারি?' এবার শব্দ করে হেসে ফেলল স্পেন্সার। 'আসলে আমারই দোষ—কেউ হুমকিধমকি দিলে কেন যেন মনে রাখতে পারি না।' ধীরেসুস্থে হেঁটে বেরিয়ে গেল "আদালতকক্ষ" থেকে।

একটু পর জেব, অলিভ আর টেক্সও বের হয়ে এল একসঙ্গে। রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে তিনজনে।

জেবকে বলল অলিভ, 'কাল রাতে বাসায় ফেরার পর আর কিছু হয়নি। ভেবেছিলাম আমার বেডরুমের জানালা দিয়ে গুলি করবে কেউ, কিন্তু করল না।' জেবের চোখে চোখ রেখে হাসল।

'আপাতত কয়েকদিন জানালা থেকে দূরে থেকো,' পরামর্শ দিল জেব। 'কার মনে কী আছে বলা যায় না।'

'স্টোরে যাবো আমি,' প্রসঙ্গ পাল্টাল অলিভ। 'আমার সঙ্গে যাবে নাকি, জেব?'

'স্টোরে?' কৌতুক বোধ করছে জেব। 'তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে। কেন, অসুবিধা আছে? টুকটাক কিছু কেনাকাটা ছিল।'

'যেমন?'

'দূরের পথে রওনা হচ্ছি, কয়েকপ্রস্থ নতুন পোশাক না-কিনলেই নয়। যেখানে যাচ্ছি, শুনেছি সেখানে মশার উৎপাত আছে। তাই অ্যাণ্টি-মস্কিটো লিনিমেণ্ট কিনতে হবে। একজোড়া রাইডিং-শার্টও দরকার। টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস আছে, স্টোরে গেলে মনে পড়বে।'

এমন সময় হঠাৎ করেই বয়ে গেল একঝলক দমকা বাতাস, উড়িয়ে নিয়ে গেল অলিভের হ্যাট। 'আহ্!' বলে চেঁচিয়ে উঠে হ্যাটের পিছনে ছুট লাগাল মেয়েটা, হাসছে আপনমনে। কিছুটা দৌড়ে গিয়ে রাস্তা থেকে উদ্ধার করল হ্যাটটা। হাঁটুতে বাড়ি মেরে ধুলো পরিষ্কার করছে। জোরালো বাতাসে উড়ছে ওর কোঁকড়া

চুল।

তিন চামচাকে নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল স্পেন্সার। অলিভকে ওই অবস্থায় দেখে ঘোর লাগল এক চামচার চোখে, সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'খাসা মাল!'

কথাটা কানে গেল জেবের, সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল সে। একছুটে হাজির হলো স্পেন্সারের ওই চামচার সামনে। বিরাশি সিক্কার একটা পাঞ্চ হাঁকাল লোকটার চেহারায়। ঘটনাটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না লোকটা, ঘুসিটা এড়াতে পারল না তাই, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সাইডওয়াকের উপর।

হোলস্টারের ফিতা ঢিলা করে দিল জেব।

ফুরফুরে মেজাজে ছিল স্পেন্সার, এখন ওর চেহারা থেকে খুশি বিদায় নিয়েছে। সরে দাঁড়াচ্ছে ওর বাকি দুই চামচা যাতে লাইন-অভ-ফায়ারে থাকতে না-হয়।

'কাজটা ভালো করলে না, জেব স্টুয়ার্ট,' শক্ত হয়ে উঠেছে স্পেন্সারের চোয়াল।

'ভুল বললে,' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে জেব। 'উচিত কাজই করেছি আমি। ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জানত না তোমার চ্যালা। আশা করি শিক্ষাটা পেয়েছে সে।' ঘাড় না-ঘুরিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'টেক্স, অলিভকে নিয়ে চলে যাও স্টোরে। কিছু কেনাকাটা আছে ওর। এখানে থাকাটা জরুরি না তোমাদের জন্য। আমি সামলাচ্ছি ওদেরকে।'

রেগে গেছে টেক্সও, রাস্তায় পড়ে-থাকা লোকটাকে কলার ধরে টেনে তুলে হাতের ঝাল মিটিয়ে নিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ভেবে দেখল উচিত হবে না কাজটা। কাজেই জেব যা বলল তা-ই করল। অলিভকে নিয়ে দ্রুত চলে গেল স্টোরের দিকে।

জেব তখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে স্পেন্সারের। ওকে আপাদমস্তক দেখল নিউ মেক্সিকোর কসাই, কিছু বলতে গিয়েও

সামলে নিল নিজেকে। রাস্তায় পড়ে-থাকা লোকটাকে ধরাধরি করে তুলতে বলল দুই চ্যালাকে।

তোলা হলো লোকটাকে। বিষদৃষ্টিতে জেবকে দেখল সে। ওর ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

'সেলুনে চলো,' বলে সবচেয়ে কাছের সেলুনটার দিকে হাঁটতে শুরু করল স্পেন্সার।

ওকে অনুসরণ করল ওর চামচারা।

স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জেব, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। কী করবে বুঝতে পারছে না। স্টোরে যাবে? অলিভকে নিয়ে ইতোমধ্যে সেখানে গিয়ে ঢুকেছে টেক্স। কিন্তু...ওখানে আসলে কিছু করার নেই জেবের। সে জানে মেয়েমানুষদের কেনাকাটা করতে অনেক সময় লাগে; সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করছে না আসলে। আবার, কেন যেন মনে হচ্ছে অলিভের সঙ্গে থাকতে পারলে মন্দ হতো না!

অদ্ভুত একটা দোটানায় ভুগতে ভুগতে বাড়ির পথ ধরল জেব। অনেকদিন পর আজ অফিসে বসবে সে, খাতাপত্র দেখবে। এই ক'মাসে কোনো হিসেবই নেয়া হয়নি। স্থানীয় ব্যাংকারদের সঙ্গেও দেখা করা দরকার।

সেদিন দুপুরের পর জেসন ব্রাউনের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিল জেব। খারাপ লাগছে লোকটার জন্য, তার বউবাচ্চার জন্য। শবযাত্রার সঙ্গে গেল সে বুটহিল পর্যন্ত, গাঢ় বিষাদে ছেয়ে আছে মন।

ব্রাউনকে কবর দিয়ে ফিরে আসবে, এমন সময় কৌতুকের ঢং-এ উইলকক্স বলল, 'আরেকটা শেষকৃত্যানুষ্ঠান আছে, ইচ্ছা করলে অংশ নিতে পারো।'

'কার?'

‘উইলফ্রেড লুকাসের।’

মরা মানুষের সঙ্গে রাগ বা হিংসা করা অন্যায়, তাই জেব বলল, ‘কোথায়?’

‘এখানেই।’

‘কে কে আছে?’

‘আমি, তুমি, টেক্স বেল আর মিস্ অলিভ।’

অলিভের নাম শুনে কৌতূহল ফুটল জেবের চোখে। ‘ও আবার এখানে আসতে গেল কেন?’

‘তা জানি না। ওর বাবার হয়ে কয়েকবার কাজ করেছে ব্রাউন, হতে পারে শেষবিদায় জানাতে এসেছে তাই। যা-হোক, বন্দুকবাজদের পরিণতি যা হয়, লুকাসের বেলায় তা-ই হয়েছে—ওর জন্য চোখের পানি ফেলার কেউ নেই, আমি আর গোরখোদকার ছাড়া ওকে কবরে নামনোর মতো কেউ নেই। এমনকী দোয়াকালাম পড়ানোর জন্য বলেকয়েও রাজি করাতে পারলাম না গির্জার ফাদারকে।’ পকেট থেকে ছোট একটা বাইবেল বের করে দাঁত কেলিয়ে হাসল উইলকক্স। ‘আমাকেই দু’-এক পাতা পড়তে হবে আর কী।’

লুকাসের কফিন নামানো হলো কবরে, মাটিচাপা দেয়া হলো। বুটহিল থেকে বের হয়ে এল ওরা। টেক্স বলল শহরে কাজ আছে ওর, মিস্টার কাস্টারের সঙ্গে দেখা না-করলেই নয়। উইলকক্সের সঙ্গে ঘোড়া দাবড়ে চলে গেল সে।

জেবের দিকে তাকাল অলিভ। ‘তুমি ফিরবে কীভাবে?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জেব। ‘পায়ে হেঁটে। আর কোনো উপায় তো নেই।’

‘ক্যারিজ নিয়ে এসেছি আমি। ইচ্ছা করলে আসতে পারো আমার সঙ্গে।’

রাজি হয়ে গেল জেব। ক্যারিজে উঠে বসল সে, ড্রাইভিংসিটে

অলিভ। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল মেয়েটা।

কিছুদূর যাওয়ার পর বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

আনমনা হয়ে পড়েছিল জেব, অলিভের কথায় সচকিত হলো। 'কী?'

'তখন ওভাবে রেগে গেলে কেন?'

'কখন?' বুঝতে পারছে না জেব।

'সকালে। ঘুসি মেরে বসলে স্পেন্সারের এক সঙ্গীকে।'

'জানি না, অলিভ।'

'আসলেই জানো না?' আড়চোখে জেবের দিকে তাকাল অলিভ।

'না, জানি না। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল আমার বলতে পারবো না। তোমাকে অপমান করল লোকটা, সেটা আমার গায়েও লাগল। সামলাতে পারলাম না নিজেকে। গত কয়েক হপ্তার একের-পর-এক দুর্ঘটনাগুলো ভারী পাথরের মতো চেপে বসেছিল মনের উপর, তাই সুযোগ পাওয়ামাত্র বিদ্রোহ করেছি।'

'আর কোনো কারণ নেই?' অলিভের নিচু গলার প্রশ্নটা শুনলে মনে হবে কিছুটা হলেও যেন আশাহত হয়েছে সে।

অন্যমনস্ক জেব ধরতে পারল না ব্যাপারটা। মৃদু গলায় বলল, 'জানি না, অলিভ। আমি আসলেই জানি না।'

দশ

নিজের ছোট চামড়ার-সুটকেসটা গুছিয়ে নিচ্ছে ভ্যান হেফলিন। কোনো ওয়্যাগনট্রিপে বের হলে ওটা ব্যবহার করে সে। শার্ট, জিন্স, মোজা—সাজিয়ে রাখতে পারলে প্রয়োজনীয় অনেককিছুই আঁটে স্যুটকেসটাতে।

থাকার জন্য আলাদা করে বাড়ি বানায়নি সে। নিজের ওয়্যাগনইয়ার্ডে অফিসের সঙ্গে একটা কোয়ার্টার্সের মতো বানিয়ে নিয়েছে। ওটার মোটামুটি বড় একটা ঘরকে ব্যবহার করছে অফিস হিসেবে। পুরো নির্মাণকাজে পরিকল্পনার তেমন কোনো ছাপ নেই। রঙও করেনি কোয়ার্টার্সের বাইরের দেয়ালে। তাই আসলে যতটা না পুরনো, আবহাওয়ার ছোবলের কারণে তারচেয়ে বেশি পুরনো দেখায় বিল্ডিংটাকে। অবশ্য অফিসের বাইরে, "টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি" লেখা সাইনবোর্ডটা ঝকঝক করছে এখনও।

অফিসের ভিতরটা শুধু কাজের জিনিস দিয়ে সাজিয়েছে হেফলিন। একটা ডেস্ক আছে, এখানে বসে হিসাবকিতাব দেখে সে। টাকাপয়সা বা মূল্যবান জিনিস রাখার জন্য ব্যবহার করে লোহার একটা সিন্দুক। একজন হিসাবরক্ষক রেখেছে, এককোণে ছোট একটা টেবিল আর টুল দিয়ে আলাদা করে দিয়েছে লোকটাকে। ডেস্কের আরেকদিকে, নিজের আরামদায়ক চেয়ারের মুখোমুখি, রেখেছে ছোট ছোট তিনটা চেয়ার যাতে বসতে পারে

খদ্দেররা।

নিজের শয়নকক্ষে বিলাসিতার কিছু উপকরণ রেখেছে হেফলিন। পুরু, দামি কার্পেট বিছিয়েছে মেঝেতে। নগ্ন নারীর দুটো তেলচিত্র ঝুলিয়েছে দু'দিকের দেয়ালে। বিছানায় শোভা পাচ্ছে ভেলভেটের চাদর। জানালায় ঝুলছে স্যাটিনের পর্দা। এককোনায় বানিয়ে নিয়েছে সুদৃশ্য সাইডবোর্ড, তাতে বেশ কয়েকটা দামি মদের বোতল। এটার ঠিক উল্টোদিকে নরম গদিওয়ালা চামড়ার সোফা।

লম্বা ট্রিপে বের হচ্ছে, তাই বউকে তার বাপের-বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে বাচ্চাসহ। ঘর ঝাড়ামোছাসহ অন্যান্য টুকটাক কাজ আপাতত করে দিচ্ছে ইয়ার্ডের দারোয়ান। দু'দিন হলো রান্না করে দিচ্ছে একটা চাইনিয মেয়ে। মেয়েটার চেহারা ভালো না, শরীরে যৌবনেরও কমতি আছে, কিন্তু রান্নার হাত অসাধারণ।

তবে আজ রাতের জন্য রাঁধেনি মেয়েটা। কারণ কিছুক্ষণ আগে ওয়াক্স রেডারের সরাইখানা থেকে ডিনার করে এসেছে হেফলিন। জায়গাটা আসলে একের ভিতরে দুই—চমৎকার একটা রেস্টুরেন্ট, একইসঙ্গে জুয়ার নামি আড্ডাস্থল।

স্ট্যু, হরেক রকমের সব্জির সালাদ আর প্রায় অর্ধেক বোতল শ্যাম্পেন দিয়ে রাতের-খাবার সেরেছে হেফলিন। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে রুলেট টেবিলে, নিজের "লাকি নম্বর" একুশ-এ কুড়ি ডলার বাজি ধরেছে। ওর কপাল আজ ভালো। দান জিতেছে প্রতিবারই, কুড়ি ডলারকে চল্লিশ ডলার বানিয়ে ফিরে এসেছে বাসায়।

হেফলিন তাই গুনগুন করে একটা গান গাইছে এখন, যদিও সুরটা হচ্ছে না ঠিকমতো। সে বেশ খুশি। ভাগ্যের চাকা ঘুরছে ওর অনুকূলে। আগামীকাল সকালে পঞ্চাশটা ওয়্যাগনের একটা কাফেলা রওয়ানা হবে রেটন পাসের দিকে, ওগুলোর সঙ্গে সে-ও

যাবে।

আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন ব্যবসা শুরু করেছিল তখন ওয়্যাগনট্রিপের ব্যাপারটা ধকল মনে হতো। আস্তে আস্তে সয়ে যায় সব.। প্রতিটা ট্রিপই উপভোগ করতে থাকে সে। কারণ তখন মালিকের অধীনে কাজ করলেও নিজের পকেট ভারী করে নেয়ার সুযোগ ছিল। অবশ্য বুদ্ধিটা বের করতে হয়েছিল হেফলিনকেই। দু'-চারটা আলাদা বস্তা পরিবহনের কাজ নিতে শুরু করে সে, অবশ্যই মালিকের ওয়্যাগনে করে এবং অবশ্যই মালিকের দরের চেয়ে অর্ধেক মূল্যে।

চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না-পড়ো ধরা—হেফলিন যখন বুঝতে পারে ওর দু'নম্বরি ধরতে পারছে না লোকটা তখন আফিম চোরাচালানের কাজ শুরু করে। স্রোতের মতো আসতে থাকে টাকা। এসবের পাশাপাশি, মালিকের ইধার কা মাল উধার এবং উধার কা মাল ইধার করার কাজ তো ছিলই।

এসব না-করলে কি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সমাজে? চুরিচামারি, দু'নম্বরি আর ঠকবাজি না-করে কে কবে কোথায় বড়লোক হয়েছে? হেফলিন মানতে নারাজ, সততা বলে কিছু আছে পৃথিবীতে।

তবে সে-সব দিন এখন অতীত। এখন সমাজের চোখে হেফলিন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী। স্ত্রীর বর্ণনায় আদর্শ স্বামী। সন্তানের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভালো বাবা।

স্নো-বল যত গড়ায় তত বড় হয়। নিজেকে আজকাল সে-রকম কিছু একটা মনে হয় হেফলিনের। সময় যত যাচ্ছে তত পয়সা হচ্ছে ওর, একইসঙ্গে নিত্যনতুন ঝামেলায় পড়ে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীরা। ইচ্ছা করলেই দক্ষ লোক ভাড়া করে ওয়্যাগনট্রিপ পরিচালনা করতে পারে সে, কিন্তু এমন কিছু কাজ আছে যেগুলোতে নিজে উপস্থিত না-থাকলেই নয়। ইচ্ছা

করলে ভাড়াকরা লোকদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অফিসে বসে থেকে উপভোগ করতে পারে শহরের আরাম-আয়েশ। অথবা চলে যেতে পারে সেইন্ট লুইস, নিউ অরলিন্স, এমনকী নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত। হেফলিনের মতে, বিনোদনের জন্য ওসব জায়গার চেয়ে ভালো কোনো জায়গা আমেরিকায় নেই।

অবশ্য, নিউ অরলিন্সে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে ওর এমনিতেও। বাদামি চামড়া, কালো চোখ আর ব্লণ্ড চুলের একটা মেয়ে আছে সেখানে—হেফলিনের রক্ষিতা। ওর কাছে মাসে-দু'মাসে একবার করে না-গেলে থাকতে পারে না হেফলিন। "আদর্শ" স্বামী হিসেবে, "সবচেয়ে ভালো" বাবা হিসেবে ছটফটানি উঠে যায় ওর।

আহ্, যৌবনবতী মেয়েটার কথা ভাবলে বুকের ভিতরে কেমন কেমন যেন করে হেফলিনের। কিন্তু উপায় নেই, আরও কিছুদিন সহ্য করতে হবে বিচ্ছেদব্যথা।

স্নো-বল গড়াচ্ছে, ঘুরছে হেফলিনের ভাগ্যের চাকা, দিন যত যাচ্ছে তত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বীরা। জেব স্টুয়ার্ট তো বাতিলের খাতায়। খাদে পড়ে গেছে সে। হাতি খাদে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে; কিন্তু জেব হাতি না, হেফলিনও চামচিকা না। নিয়তি শক্ত এক দড়ি দিয়ে জেবের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে অলিভকে, তাই যে-খাদে পড়েছে একরোখা লোকটা সেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাপমরা মেয়েটাও। গণেশ উল্টে গেছে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর, লাল বাতি জ্বলতে যাচ্ছে কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এরও। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর...স্ট্যু-সালাদ-শ্যাম্পেনের মিলিত স্বাদের ঢেঁকুর তুলল হেফলিন...অনেকদিন থাকবে সে নিউ অরলিন্সের মেয়েটার কাছে।

গৃহযুদ্ধের সময় গেরিলা হিসেবে লড়াই করেছে হেফলিন, আর তখনই বুদ্ধিটা মাথায় আসে ওর। হিসেবটা একইসঙ্গে সহজ আর

কঠিন—যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষ যদি বুঝতে না-পারে হামলা করছে কে এবং কীভাবে, তা হলে তার পরাজয় নিশ্চিত। স্যান মার্কোসের সম্ভবত কেউই জানে না হেফলিনের সেই ভূমিকার কথা। তখন সে অনিয়মিতভাবে হামলা করত স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর ওয়্যাগনগুলোর উপর, মাল লুট করা হয়ে গেলে আগুন লাগিয়ে কয়লা বানাত ওগুলোকে। যুদ্ধের সময় এসব কোনো ব্যাপার না, তাই "বিচ্ছিন্ন" ঘটনাগুলো নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি জেব, হেফলিনকে সন্দেহ করা তো দূরের কথা। লোকে ভেবেছে, অন্য ফ্রেইটাররা যখন যাবো কি যাবো না সে-সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, তখন বেশি ঝুঁকি নিয়ে বেশি কাজ করছিল বলেই বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছিল স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিংকে।

জেব নিজেও হয়তো তা-ই ভাবে।

ভাবুক, সুটকেসের ডালা আটকাতে আটকাতে মুচকি হাসল হেফলিন, লোকটার মনে সারাজীবন ওই ধারণাই থাকুক। ভাগ্যের চাকা ঘুরছে, আর কেউ না-পেলেও অর্গ্যান মাউন্টেনের বুলিয়নগুলোর খোঁজ পেয়ে যাবে হেফলিন, তখন ওকে আর পায় কে!

শেষনিঃশ্বাস ছাড়ার আগে যে-কথাগুলো কথা বলে গেছে উইলফ্রেড লুকাস তাতে লোকটার উপর ভীষণ ক্ষেপে আছে হেফলিন, কিন্তু যা ঘটেছে তা বদলানোর কোনো উপায় নেই। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে অবশ্য। লুকাস মরেছে, মারা পড়েছে ওর সঙ্গীরাও, বুলিয়নগুলো খুঁজে পেলে কারও সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হবে না। ক্ষুধার্ত কয়োট যেভাবে খাবার খুঁজে বেড়ায়, নিজের চামড়া বাঁচাতে বুলিয়নগুলো সেভাবে খুঁজবে জেব, এখন হেফলিনের কাজ হচ্ছে লোকটাকে শুধু চোখে চোখে রাখা।

তবে ঝামেলা যে পুরোপুরি এড়াতে পেরেছে হেফলিন তা কিন্তু না। নিজের দুর্গ সুরক্ষিত করতে ভাড়া করে এনেছে সে

স্পেন্সারের মতো কয়েকজন গানম্যানকে, ইচ্ছা ছিল আরও পরে মাঠে নামাবে ওদেরকে। কিন্তু পাশের শহরে গিয়ে ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করেছে স্পেন্সার। বাতাসের বারুদের গন্ধ পেয়েছে লোকে, একইসঙ্গে বুঝতে পেরেছে নিউ মেক্সিকোর কসাই আর ওর চ্যালারা কোনো এক নীল নকশার বোড়ে, তাদের রাজার অবস্থান পিছনের সারিতে। মুশকিল হচ্ছে, যারা বুঝতে পেরেছে কথাটা তাদের মধ্যে উইলকক্সও আছে। ইতোমধ্যেই সে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে স্পেন্সারকে। মার্শালের বয়স হয়েছে কিন্তু লড়াইয়ের নেশা যায়নি এবং ওর জোড়া পিস্তলের বদনামের কথা জানে এ-তল্লাটের অনেকেই।

স্পেন্সারের কথা মনে পড়তেই লোকটার গত রাতের দম্ভোক্তি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল হেফলিনের। অলিভকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ মনে হলো কথা বলা দরকার লোকটার সঙ্গে। তাই যে-হোটেলে উঠেছে সে, সেটার দিকে রওয়ানা হয় হেফলিন। ওখানে কথা বলা সম্ভব না বলে ক্যারিজে উঠিয়ে নিজের অফিসে নিয়ে আসে লোকটাকে। চলতি পথে উপদেশ দেয়, 'ড্র-তে ফাস্ট হওয়া ভালো, স্পেন্সার, কিন্তু আচরণে বেপরোয়া হওয়া ভালো না...'

'শোনো মিস্টার,' হেফলিনকে থামিয়ে দেয় স্পেন্সার, 'তোমার কী মনে হয় না-হয় তা দিয়ে আমার কিছু যায়-আসে না। যে বা যারাই আমার মুখোমুখি দাঁড়াক না কেন, তাদেরকে শুইয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি। বাজে না-বকে কিছু টাকা অগ্রীম দাও এখন। বেশ্যা আর মদ না-হলে চলছে না আমার।'

ওর হাতে কিছু ডলার গুঁজে দেয় হেফলিন। তারপর বলে, 'মনে থাকে যেন, স্পেন্সার, অকারণে গোলাগুলি চলবে না। নিশ্চয়ই চাও না উইলকক্স তার লম্বা নাকটা গলাতে শুরু করুক আমাদের ব্যাপারে? শহরের লোকদের কাছে নিজেকে উপযুক্ত

মার্শাল প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে লোকটা। দড়িকে সাপ বলা আর তিলকে তাল বানানো ওর রুটিনে পরিণত হয়েছে। কাজেই সাবধান।'

'নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করাটা আমার মোটেও পছন্দ না,' বলল স্পেন্সার। 'কাজেই এখন ফিরে যাচ্ছি আমি। পরে দেখা হবে,' হেফলিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে হাঁটা ধরে লোকটা, কিছুক্ষণের মধ্যে হারিয়ে যায় অন্ধকার এক গলিতে।

সুটকেসের ডালা আটকে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল হেফলিন। নিজেকে দেখছে, দৃষ্টিতে নিজের প্রতি প্রশংসা। চেহারার ছাঁটকাট এখনও যথেষ্ট ভালো। শরীর দেখলে ঈর্ষা জাগতে পারে কোনো কোনো যুবকের। পরনের কাপড় বানানো হয়েছে সেইন্ট লুইসের সবচেয়ে নামি দর্জির দোকান থেকে। প্রতিদিন দাড়ি কামায় সে, দু'সপ্তাহ পর পর নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল পরিপাটি করিয়ে আসে। পেটের কাছটা...ইস্‌স্‌...একটু থলথলে হয়ে গেছে মনে হয়? কিছুদিন চর্বিওয়ালা খাবার বাদ দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন। ভ্রূ কোঁচকাল হেফলিন, বিরক্ত হয়েছে। কেউ এলে দরজা খুলে দিতে ভালো লাগে না ওর। সে মনে করে, কাজটা বাসার চাকরদের।

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। কাছে পৌঁছে একঝটকায় খুলল সেটা। ওর সন্ধ্যারাতের-অতিথিকে দেখে তাজ্জব না-হয়ে পারল না।

শ্যানন মর্গান।

'কপাল আমার!' নিত্যসঙ্গী হাসিটা দেখা দিল হেফলিনের চেহারায়। 'একেই বলে প্রেমের টান। আমার বউ গেছে বাপের বাড়ি, এখন আমি একা, উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত সময়ে হাজির হয়ে গেছ তুমি। এসো, ভেতরে এসো, ফুল আমার। তোমার

মৌমাছিকে একটু মধু খাওয়ার সুযোগ দাও।'

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল শ্যানন। কালো একটা কোট পরে এসেছে সে, অবগুণ্ঠনে ঢেকেছে মুখ। ওগুলো খুলে একটা চেয়ারের উপর রেখে প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হেফলিনের দিকে। অবস্থা বুঝতে পেরে দু'পা আগে বাড়ল হেফলিন, জড়িয়ে ধরল শ্যাননকে। লম্বা সময় নিয়ে পরস্পরকে চুমু খেল ওরা। তারপর হেফলিনকে ধাক্কা মারল শ্যানন, নিজে সরে গেল কিছুটা দূরে।

হাত দিয়ে ঠোঁট ডলছে শ্যানন। 'তুমি...একটা রাক্ষস।'

শব্দ করে হেসে ফেলল হেফলিন।

'কী করছিলে একা একা?' জানতে চাইল শ্যানন।

'টুকটাক গোছগাছ।'

'গোছগাছ? কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল হেফলিন।

'কোথায়? সেইন্ট লুইসে? নাকি নিউ অর্লিন্সে?'

'দু'জায়গার কোনোটাতেই না। রেটন পাসে যাচ্ছি। ব্যবসার কাজে।'

'ব্যবসা, না?' এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল শ্যানন। তারপর বলল, 'শোনো হেফলিন, গতরাতে শহরে ফেরার পর সবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে জেব। লুকাসের ব্যাপারে অনেক কিছু বলে। আমাকে বিশ্বাস করে সে।'

'ভালো তো,' হাসিটা চওড়া হলো হেফলিনের। 'কারও না কারও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছ শেষপর্যন্ত।'

'খোঁচা দিচ্ছ? দাও। যদি ভেবে থাকো তোমার চালাকি ধরতে পারিনি তা হলে ভুল করেছ। আমাকে খোঁচা দেয়ার বাহানায় ভয়ঙ্কর কোনো সত্য আড়াল করতে চাচ্ছ হয়তো।'

'কীসের সত্য?'

'সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো। হেফলিন, আমার

অনেক গোপন কথা তুমি জানো। আমার কি অধিকার নেই তোমার কিছু গোপন কথা জানার?'

'তোমার গোপন কথা জানি?' কৌতুক বোধ করল হেফলিন। 'যেমন?'

'যেমন যে-লোকটা এখন আমার স্বামী তাকে আমি ভালোওবাসি না, শ্রদ্ধাও করি না।'

হা হা করে হাসল হেফলিন। 'এটা কোনো গোপন কথা হলো? মর্গানের পাশে প্রথম যেদিন দেখেছি তোমাকে সেদিনই বুঝতে পেরেছি কথাটা।'

'আরেকটা গোপন কথা বলতে পারি।'

'কী?'

'অর্গ্যান মাউন্টেনের অ্যাম্বুশ আর বুলিয়ন লুটের ঘটনায় টেক্স বেলকে সন্দেহ করে জেব। কিন্তু তুমি আমি দু'জনই জানি জেবের অনুমান ভুল। ঠিক বলেছি না?'

উধাও হয়ে গেছে হেফলিনের হাসিটা। শ্যাননের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমরা দু'জন...কী জানি, শ্যানন?'

এবার শ্যাননের হাসির পালা। 'জেব জানে না, সে রেটন পাসের দিকে রওনা দেয়ার পর ওয়্যাগনে করে তুমিও গিয়েছিলে সেদিকে। আগে থেকেই কিছু একটা ছিল তোমার মনের ভিতরে, সেটা কী জানি না।'

'তোমার কল্পনাশক্তি ভালো, শ্যানন। শুধু ভালো বললে কম বলা হয় আসলে, বেশ ভালো। ঘরের কাজকর্মের পাশাপাশি খাতাকলম নিয়ে বসে যেতে পারো। গল্প-উপন্যাস লিখতে পারবে।'

'যদি তা করি,' ক্রূর হাসি হাসল শ্যানন, 'আমার খলনায়কের নাম রাখতে হবে ভ্যান হেফলিন। ঠিক না?'

চোয়াল শক্ত করল হেফলিন।

'আমার মনে হয় না আমার অনুমানে ভুল হয়েছে,' বলে চলল শ্যানন। 'যা-হোক, যা বলছিলাম। জেবের পরে রেটন পাসের দিকে রওনা দেয়ার কারণ একটাই—জেব যাতে জানতে না-পারে তুমিও যাচ্ছ ওখানে। কিন্তু খবরটা গোপন থাকেনি স্যান মার্কোসে, যেন গোপন না-থাকে সে-ব্যবস্থা করেছিলে নিজেই। শহরের লোকদের জানাতে চাচ্ছিলে শহরে নেই তুমি। যদি বলি তোমার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাকট্র্যাক করে ফিরে এসে কারসনদের আস্তাবলে আগুন লাগানো, তা হলে কি ভুল হবে?'

'স্যান মার্কোসে তো কোনো পাগলা কুত্তা নেই,' রাগ আর বিরক্তি চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে হেফলিনের, 'কেউ কুকুরের কামড় খেয়েছে বলেও শুনিনি। তা হলে তুমি পাগল হলে কীভাবে?'

'ইদানীং আমাকে কেউ যদি কামড় দিয়ে থাকে, সেটা তুমি,' শান্ত গলায় বলল শ্যানন। 'আস্তাবলে আগুন লাগাতে গিয়েই দেরি হয় তোমার। ওই অপকর্মে তোমার সহচর লুকাসকে নিয়ে একটা স্টেজকোচে চেপে রওনা দেয়ার পরও রেটন পাসে পৌঁছাতে পারোনি সময়মতো তাই। ওখানে পৌঁছে বুলিয়নের চালানটার খবর যখন পাও, টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির হয়ে দাঁও মারার চেষ্টা করো। কিন্তু ততক্ষণে বণ্ড জমা দিয়ে ফেলেছে জেব। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ক্ষুরধার মগজে খেলা করে অন্য একটা পরিকল্পনা। সেটা কাজে লাগাতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখি মরে। ঠিক না?'

'তুমি কথা বেশি বলো, শ্যানন।'

'তা-ই?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল শ্যানন। 'কী যেন বললে একটু আগে? শেষপর্যন্ত কারও-না-কারও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি, না? তোমার বউবাচ্চা আর শহরবাসীরা যদি জানতে পারে তোমার চরিত্র কত ভালো, যদি জানতে পারে রাত হলেই আরেকজনের বউয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার খায়েশ জাগে তোমার

মনে, তা হলে তোমার ব্যাপারে কী বলবে বলো তো?’

জবাব দিল না হেফ্‌লিন। ওর চেহারা কালো হয়ে গেছে।

‘স্যান মার্কোসে জেবের অনেক আগেই ফিরে আসো তুমি, দেরি না-করে দেখা করো আমার স্বামীর সঙ্গে। ওকে বলো, বুলিয়নের চালান নিয়ে রওনা হয়েছে জেব ঠিকই, কিন্তু তোমার কাছে খবর আছে শেষপর্যন্ত শহরে পৌঁছাতে পারবে না সে। কাজেই দেউলিয়া হতে বেশি সময় নেই স্টুয়ার্ট’স ফ্রেইটিং-এর। একটা মিথ্যা কথা দশবার বললে সেটা সত্যি হয়ে যায়, আর কে না জানে ডরপুক মর্গান কান পাতলা স্বভাবের? ওকে বার বার বোঝালে, শেয়ার বেচে দিলেই সবদিক দিয়ে লাভ ওর। ওদিকে নিজের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে অলিভ, স্টুয়ার্ট’স ফ্রেইটিং-এর শেয়ার কিনতে পারলে ওর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হয় না। কি, ঠিক বলিনি?’

হেফলিন নিরুত্তর।

লোকটাকে দেখছে শ্যানন। যে-অভিযোগগুলো করেছে সে, সেগুলোর কোনো প্রভাব আছে কি না তার চেহারায় বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না ওকে। ‘জেব স্টুয়ার্ট আর অলিভিয়া কারসনকে একইসঙ্গে শেষ করে দেয়ার যে-নীলনকশা বানিয়েছিলে,’ বলে চলল সে, ‘মর্গানকে উস্কে দেয়া সেটারই একটা অংশ। আমার জামাইটা চালাকচতুর না, প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি তাই, কিন্তু পরে অনুমান করতে পেরেছে তোমার কাছে বুলিয়ন লুট হওয়ার খবর থাকার মানে একটাই—লুটের ব্যবস্থা তুমিই করেছ। শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার পর উপলব্ধিটা আসে ওর। একটা ডাকাতি আর খুনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে টের পেয়ে মনে ভীষণ চোট পায় বেচারা। দুঃখ ভুলে থাকার জন্য হুইস্কি গিলতে শুরু করে দেদারসে। তা না-হলে যে-লোক আগে মদ প্রায় খেতই না, ইদানীং সে রোজ রোজ

মাতাল হয় কেন?'

'আর কিছু বলবে?' হেফলিনের গলা কাকের মতো কর্কশ।

'বেশিরভাগ ভীতু লোক সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। কারণ সিদ্ধান্ত নিতেও ভয় পায় তারা। মর্গানের হয়েছে সে-অবস্থা। কাউকে কিছু বলতে পারছে না, বললে নিজেও ফাঁসবে। তোমাকে তোমার কুকর্মে সাহায্য করার অভিযোগ উঠবে ওর বিরুদ্ধে।'

'শ্যানন,' আবারও চোয়াল শক্ত করল হেফলিন, 'আমার ঘরে পা দিয়েই শুরু করলে প্রেম। তারপর কথা নেই বার্তা নেই মনগড়া অপরাধের ফিরিস্তি দিতে শুরু করলে আমার বিরুদ্ধে, যখন তুমি নিজেই জানো যা যা বললে তার পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে না। তোমার মতলবটা কী, বলো তো?'

'আমি আসলে একটা কথা বলতে এসেছি।'

'একটা? ইতোমধ্যে কয়েক শ' কথা বলে ফেলেছ।'

'কিন্তু আসল কথা হলো, আগামীকাল আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যাচ্ছি স্যান মার্কোস ছেড়ে।'

'চলে যাচ্ছ! কেন?'

'ভেবে দেখলাম এটাই সবদিক দিয়ে নিরাপদ। এই বয়সে এত মানসিক চাপ সহ্য করতে পারবে না মর্গান। শহরের এই দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকলে যে-কোনোদিন হার্টফেল করে মরবে। তারচেয়ে কিছুদিনের জন্য দূরে কোথাও চলে গেলেই ভালো হয় আমাদের জন্য।'

'দূরে কোথাও মানে কোথায়?'

'আপাতত রেটন পাসে।'

'রেটন পাসে! এত জায়গা থাকতে...। যাবে কীভাবে?'

'পঞ্চাশটা ওয়্যাগনের কাফেলা যাচ্ছে, আমাদেরটাও শামিল হবে সেখানে।'

'তোমাদেরটাও?'

'শেয়ার বেচে টাকা পেয়েছে মর্গান। ভালো দেখে একটা ওয়্যাগন আর কয়েকটা ঘোড়া কিনে ফেললাম। দু'-তিনজন লোকও ভাড়া করেছি। যাবোই যখন, একটু আরাম করেই যাই।'

হেফলিন কিছু বলল না।

'সবাই জানবে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ঘুরতে বের হয়েছে শুবেল মর্গান। সেইসঙ্গে রেটন পাসে গিয়ে দেখবে সেখানকার কোনো ব্যবসায় কিছু টাকা বিনিয়োগ করা যায় কি না। আমি চাই এর বেশি আর কিছু যেন না-জানে কেউ।'

কৌতুক ফুটল হেফলিনের চোখে। 'তোমাদের ঘুরতে বের হওয়ার উদ্দেশ্য তোমার স্বামী জানে তো? না-জানলে শিখিয়েপড়িয়ে নিয়ো। নইলে সব গুবলেট করবে সে-ই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যানন। 'না, এখনও জানে না মর্গান। জানানোর সুযোগ পাইনি। দুটো বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল দুপুরে। আসার আগে দেখলাম বিছানায় পড়ে আছে মড়ার মতো।'

'আচ্ছা, লোকটার যখন হুঁশ ফেরে তখন কিছু বলে?'

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন। 'আফসোস করে। অ্যাম্বুশে-মরা জেবের তিন সঙ্গীর ব্যাপারে কী যেন বলতে থাকে বিড়বিড় করে।'

'আমি তো এসব কথা বলিনি ওকে! তা হলে জানল কী করে?'

'আমি বলেছি। শহরে ফিরে সবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছে জেব, আগেও বলেছি বোধহয়।'

হেফলিন কিছু বলল না। কী যেন ভাবছে।

শ্যানন বলে চলল, 'যা-হোক, দূরের পথে রওনা হলে একঘেয়েমি কাটবে মর্গানের। হুইস্কির বোতল থেকে দূরে থাকতে পারলে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসবে সে। নইলে অপরাধবোধে ভুগতে ভুগতে আমাদের সবার সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলতে পারে।'

'আমাদের?'

ভুবনভোলানো হাসি হাসল শ্যানন, কিন্তু হেফলিনের কাছে হাসিটা বানরের ভেংচির মতো মনে হলো।

শ্যানন বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের। যে-সব কথা তোমার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে পারে সেগুলো যদি গোপন রাখি, তা হলে বুলিয়নগুলোর একটা ভাগ আমাকে দেবে না? আসলে আরাম-আয়েশের জন্য নগদ কিছু টাকা দরকার। সারাজীবনই কি কষ্ট করে যাবো, বলো?'

চুপ করে তাকিয়ে আছে হেফলিন মেয়েটার দিকে। ওর আসল কথাটা কী, বুঝতে পারছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কষ্টের কথা যখন এলই তখন বলি, ওয়্যাগনট্রিপে কোনো কোনো সময় কিন্তু জান বের হওয়ার মতো অবস্থা হয়। অর্ধেক পথ গিয়ে ফিরে না-আসতে হয় তোমাদেরকে!'

শ্যাননের চোখে কৌতুক ফুটল কোনো কারণে। বলল, 'কাজের কথায় আসি। যে-জায়গায় অ্যাম্বুশ করা হয়েছিল জেবদেরকে, একমাত্র সে-ই চেনে জায়গাটা। যত জলদি পারে সেখানে গিয়ে হাজির হবে সে। তারপর, বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগন যেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, রওনা দেবে সেদিকে।'

'তো?'

'আমাকে বিশ্বাস করে আগেও অনেক কথা বলেছে জেব, আমার ধারণা ভবিষ্যতেও বলবে। বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগনের খোঁজে কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাবে সে কোনো এক সময়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারো ঢাকঢোল পিটিয়ে কাজটা করবে না সে। কিন্তু যখন করবে, আমি জানতে পারবো।'

শ্যানন কী বলতে চায় বুঝতে পারল হেফলিন। 'খবরটা আমার কাছে পাচার করার জন্যও কিছু চাও নাকি?'

'অনেকদিন থেকে একটা ডায়মণ্ড নেকলেসের শখ আমার। কখনও ছিল না তো।'

কিছু বলছে না হেফলিন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শ্যাননের দিকে।

মুচকি হাসল মেয়েটা। 'ডার্লিং, পারবে ওগুলো দিতে? আমার কাছ থেকে যদি কিছু পেতে চাও, আগে আমাকে কিছু দিতে হবে।'

এখনও চুপ করে আছে হেফলিন। ওর চোখে এমন কিছু একটা আছে যা দেখে শ্যাননের খুশি বাড়ল। ইদানীং ওর স্বামী মাঝেমধ্যে এ-রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, যার সরল মানে: তুমি গভীর জলের মাছ, তোমার নাগাল পাওয়া আমার কাজ না।

'কি, ডার্লিং? থতমত খেয়ে গেছ মনে হচ্ছে? নাকি রাগ হচ্ছে আমার উপর? এমন কিছু কি চেয়ে ফেলেছি যা তোমার সাধ্যের বাইরে? কিন্তু আমার তো মনে হয় যা চেয়েছি তা তোমার সাধ্যের মধ্যেই। ...এ কী! তোমার মেজাজ কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে? গতরাতের মতো উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে নাকি আবার?'

'উল্টোপাল্টা?' কথা ফুটল হেফলিনের মুখে। 'গতরাতের মতো?'

মুখ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করল শ্যানন। 'ইস্‌স্‌, ন্যাকা! বুঝিয়ে না-বললে কিছুই বোঝো না, না?'

'যা বলতে চাচ্ছ সরাসরি বলো।'

'কাল রাতে যখন দু'বার গুলি করা হলো মিস্টার কাস্টারের পার্লারকারে তখন কোথায় ছিলে তুমি?'

'কেন? পার্লারকারের ভিতরেই...'

'যদি বলি কথাটা মিথ্যা?'

চেহারা কালো হয়ে গেছে হেফলিনের। আবারও কথা হারিয়েছে সে।

'পর্দা সরিয়ে দিল ওয়েটার, একসঙ্গে বের হয়ে এলে তোমরা। হুইস্কি দিতে দেরি হওয়ায় এক ওয়েটারকে গালমন্দ

করলে তুমি। তারপর কয়েক রাউণ্ড গিললে ঢক ঢক করে। সবাই যখন আলাপচারিতায় ব্যস্ত তখন চুপিসারে বেরিয়ে গেলে সামনের দরজা দিয়ে, গুলি হওয়ার কিছুক্ষণ পর ঢুকলে পেছনের দরজা দিয়ে। কেউ খেয়াল না-করলেও আমি দেখেছি সব।'

হেফলিনকে দেখে মনে হচ্ছে সে শ্যাননের মুখোমুখি না, যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বিচারকের সামনে। এবং এইমাত্র ওর ফাঁসির রায় পড়া হয়েছে।

'আহা মন ছোট করো কেন? আমি ছাড়া আর কেউ কি খেয়াল করেছে ওসব? আর আমি কি বলতে গেছি কারও কাছে? এই মাত্র না বললাম বুলিয়ন আর নেকলেসের বিনিময়ে তোমার গোপন কথা গোপনই থাকবে?'

কিছু বলল না হেফলিন। কিছু বলার মতো অবস্থা নেই ওর।

'তুমি আসলে একটা বোকা, হেফলিন। বেশি চালাক লোকেরা মাঝেমধ্যে বোকাদের চেয়ে বেশি বোকামি করে। গতরাতে তোমাদের আলোচনা শুরু হওয়ার আগে পর্দা টেনে দেয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি গিয়ে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। কী কথা হলো তোমাদের মধ্যে সব শুনলাম। জেব আর অলিভের পক্ষ নিলেন মিস্টার কাস্টার, দু'মাসের জন্য ঝুলিয়ে দিলেন তোমাকে। রাগের চোটে মাথা খারাপ হয়ে গেল তোমার। বাইরে এসেই গুলি করলে মিস্টার কাস্টারকে। যদি গুলি লাগত লোকটার গায়ে, কী হতো ভেবেছ? সবার আগে সন্দেহ করা হতো তোমাকেই। তোমার ভাগ্য ভালো, নিশানা ফস্কে অলিভকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। সেজন্য অতগুলো লোকের সবাই ভেবেছে অলিভের কোনো শত্রু করেছে কাজটা। আচ্ছা, এত কাছ থেকে নিশানা ফস্কাল কী করে? এখন যে-রকম হাত কাঁপছে তোমার, গতরাতেও সে-রকম হচ্ছিল নাকি?'

চোখের সামনে দুই হাত তুলল হেফলিন। পার্কিনসন'স রোগে

আক্রান্ত লোকের মতো কাঁপছে হাত দুটো। তাজ্জব হয়ে গেল হেফলিন। কেন এ-রকম হচ্ছে? অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে গেছে সে? নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না প্রচণ্ড রাগ? নাকি অন্যকিছু?

'মনে মনে চাও জাহান্নামে যাক অলিভ,' বলে চলল শ্যানন, 'অথচ দেখা হলেই ফষ্টিনষ্টি করো ওর সঙ্গে। ব্যাপারটা গতরাতে কাজে লেগেছে তোমার জন্য। কারও মাথাতেই এল না গুলি করা হয়েছে মিস্টার কাস্টারকে লক্ষ করে, অলিভকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই, তুমি মেয়েটার "সুহৃদ" বলে তোমাকে সন্দেহ করল না কেউ। যা-হোক, হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে তোমাকে। তা না-হলে নিজের খারাপি নিজেই ডেকে আনবে। তোমার আসলে একজন পরামর্শদাতা দরকার, হেফলিন। আর আমার মনে হয় আমার চেয়ে ভালো পরামর্শ কেউ দিতে পারবে না তোমাকে।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, তা-ই,' সাইডবোর্ডটার দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন। মদের বোতলগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে একটা শেরির-বোতল বেছে নিল। একটা গ্লাসে নিজের জন্য বেশ খানিকটা শেরি ঢেলে নিয়ে ফিরে এল হেফলিনের কাছে। ছোট করে চুমুক দিল দু'বার। কী যেন ভাবছে। হঠাৎ চোখ রাখল হেফলিনের চোখে। 'তোমার মনে কী আছে জানি না। তবে খারাপ কিছু থেকে থাকলে আগে থেকেই সতর্ক করে দিই তোমাকে। শহরের কোনো একটা ব্যাংকে একটা লকার ভাড়া নিয়েছি আমি। তোমার ব্যাপারে যা যা জানি এবং যা যা সন্দেহ করি, কয়েক তা কাগজে সে-সব লিখে কাগজগুলো জমা রেখেছি ওখানে। শর্ত হচ্ছে, যদি অপমৃত্যু হয় আমার তা হলে শহরের মার্শাল আর একজন উকিলের উপস্থিতিতে খোলা হবে লকারটা, ভিতরের জিনিসগুলো হস্তগত করবেন আদালত এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।

ডার্লিং, আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ?'

এবার হেফলিনকে দেখে মনে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে ওর। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ দুটো, ঘন ঘন দম নিচ্ছে সে, থেকে থেকে ফুলে উঠছে নাকের ফুটো। চেহারা থেকে উধাও হয়ে গেছে রাগ। এখন সেখানে নগ্ন আতঙ্ক।

'অপমৃত্যু কাকে বলে, হেফলিন?'

শ্যাননের প্রশ্নটার জবাব দিল না লোকটা।

উত্তর জানাটা শ্যাননের জন্য খুব জরুরি না। কোটটা তুলে নিয়ে পরল সে, আয়নার দিকে এগিয়ে গিয়ে সময় নিয়ে চেহারা ঢাকল অবগুণ্ঠনে। ওকে দেখতে চমৎকার লাগছে এখন। সংযতচরিত্রের বিনয়ী আর নম্র একটা মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। আর পাশে-দাঁড়ানো হেফলিনকে মনে হচ্ছে ওর পোষা কুকুর—মনিব যেদিকে যাচ্ছে, বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাচ্ছে।

"পোষা কুকুরের" চোখে আরও একবার চোখ রাখল শ্যানন। 'তুমি চাও, টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি হবে স্যান মার্কোসের একমাত্র ফ্রেইটিং কম্পানি। আঙুল ফুলে কলাগাছের কথা বলে লোকে, তুমি চাও তোমার আঙুল ফুলে বটগাছ হোক। সবই হবে, একটু ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে মার্জ হয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং আর কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং, যাত্রা শুরু করবে জে অ্যাণ্ড ও। কিন্তু ব্যবসার ধরণ পাল্টাতে যাচ্ছে ওরা, ফ্রেইটিং-এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আসলে করবে ঠিকাদারি। ডার্লিং, যদি আমার কথামতো চলো, যদি আমার মুঠোর ভেতরে থাকো, তোমাকে স্যান মার্কোসের এক নম্বর ফ্রেইটার আর এক নম্বর ঠিকাদার বানিয়ে দেবো। তারপর তোমার সঙ্গে বিছানায় যাবো। কথা দিলাম।'

'কুত্তী!' বিড়বিড় করে গাল দিল হেফলিন। 'বেশ্যা!'

অবগুণ্ঠন সরাল শ্যানন, হাসছে! দু'কদম এগিয়ে গিয়ে চুমু

খেল হেফলিনের ঠোঁটে। 'গুডনাইট, ডার্লিং। নিউ অরলিন্স বা সেইন্ট লুইসে যে-রক্ষিতাটাকে পালো, তাকে আজ রাতে স্বপ্নে দেখবে বলে মনে হয় না। ইচ্ছা করলে ভাবতে পারো আমাকে নিয়ে,' চোখ টিপল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, 'এবং যা খুশি তা করতে পারো আমার সঙ্গে...কল্পনায়।'

ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

এগারো

ডেথ ট্রেইল।

এখানে মৃত্যু হানা দিয়েছে বহুবার। কয়েক সপ্তাহ আগেও অকালে নিয়ে গেছে তিনজনকে। তারপর নিল লুকাসের সঙ্গীদেরকে। সাদাচামড়াদের কাছে এই ট্রেইল এখন আতঙ্কের আরেক নাম। এখানে রঙমাখা চেহারার বাদামি চামড়ার শরীরে ভর করে লুকিয়ে থাকে মৃত্যু, কেউ জানে না কোথায়। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, আর্মির হাত থেকে বাঁচতে অর্গ্যান মাউন্টেনে শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে ইণ্ডিয়ানদের কয়েকটা গোত্র। ওদের কোনো ঠিক নেই—বিস্তৃত মরুপ্রান্তরের দিগন্তরেখায় কোনো কাফেলা দেখলে হামলা করতেও পারে, আবার না-ও পারে। যদি আক্রমণ করে, পুরুষ-নারী-শিশু বাছবিচার করে না। এবং সবাইকে খুন করার আগে বিদায় হয় না।

এই ট্রেইলে, ওয়্যাগনের সংখ্যা পঞ্চাশ বলেই, কাফেলার

ভিতরে লুকিয়ে আছে শকুনেরা। হয়তো হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে জেবের সামনে দিয়েই, সে চিনতে পারছে না। কিন্তু টের পাচ্ছে জায়গামতো গিয়ে আবার বেরিয়ে আসবে ওরা আড়াল ছেড়ে। আবার হামলা করবে।

দুটো মাইলস্টোন আছে ট্রেইলটার—চেস্টনাট ক্রীক আর স্টোনি ফর্ক; দুটোই পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। সামনে একটানা আর একঘেয়ে প্রেইরি। পালাম নদীর তীর বার বার ঘেঁষে ট্রেইলটা এগিয়ে গেছে আরকানসাস নদীর দিকে, কিন্তু শেষপর্যন্ত অতদূর যাওয়ার দরকার হবে না ওদের।

বছরের এই সময়ে পুরো এলাকাই বলতে গেলে ন্যাড়া, ঝোপঝাড় আর ঘাস যা আছে সব অগাস্টের খররোদে পুড়ে পুড়ে শুকিয়ে বাদামি হয়ে গেছে। থেকে থেকে ঘূর্ণি উঠছে দূরদিগন্তে, দম বন্ধ-করা গরম বাতাস একগাদা ধুলো নিয়ে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের উপর। তাপপ্রবাহের কারণে দর্শকের দৃষ্টিতে একটানা কাঁপছে যৌবনহারানো পালামের তীর।

পঞ্চাশটা ওয়্যাগনের কাফেলা এগিয়ে চলেছে বায়ুপ্রবাহের প্রতিকূলে। শত শত চারপেয়ে জন্তুর ক্ষুরের আঘাতে সমানে উড়ছে ধুলো। দূর থেকে দেখলে মনে হবে ধুলোর একটা চাদরের নীচে ঢাকা পড়েছে ওয়্যাগনগুলো।

ধুলোর উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য দুটো সারি করে এগোচ্ছে ওরা। দুই সারির মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান। এখন ধুলোয় যতটা না কষ্ট হচ্ছে ওদের, তারচেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে চামড়াজ্বালানো রোদের কারণে। পালামের তীর ছাড়ানোর পর সারি বাড়াতে হবে। তখন ফ্ল্যাঙ্কার, মানে সারি ঠিক রাখার জন্য আলাদা একজন ঘোড়সওয়ারের সংখ্যাও বেড়ে যাবে।

প্রায় শুকনো পালামের পরে শুরু হয়েছে বুনো মহিষদের রাজত্ব। জায়গাটা ইণ্ডিয়ানদেরও ঠিকানা। এরা, যে-কোনো

প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে, অনেক বেশি নির্মম। অনেক বেশি নৃশংস।

ডেথ ট্রেইলে আজ চতুর্থ দিন চলছে ওদের। স্যান মার্কোস ছেড়ে আসার পর ছিয়ানব্বই ঘণ্টাও পার হয়নি, কিন্তু মনে হচ্ছে ছিয়ানব্বই দিন চলে গেছে যেন। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত প্রেইরি মানুষের সময়বোধকে ভোঁতা করে ফেলে।

ওরা যত এগোচ্ছে তত দূরে চলে যাচ্ছে সভ্যতা থেকে। হয়তো আজকের মধ্যে হাজির হতে পারবে ফোর্ট লার্চে, তারপর ঢুকে পড়বে ইণ্ডিয়ানদের মুক্তভূমিতে। এরপর অনেক দূরে বেন'স ফোর্ট—পুরো প্রেইরিতে সাদাচামড়ার মানুষদের জন্য একমাত্র নিরাপদ জায়গা। আর্মির ওই শক্ত ঘাঁটি ছাড়িয়ে পশ্চিমে এগোলে শেষ হবে পালামের রাজত্ব, শুরু হবে সিরামন নদীর সীমানা। আর তার পরই একাধিক পাথুরে উপত্যকার অর্গ্যান মাউন্টেন।

একটা ওয়্যাগনের-সারির ফ্ল্যাঙ্কারের দায়িত্ব পালন করছে জেব। অবশ্য একা নয় সে, সঙ্গে আরও কয়েকজন আছে। সিকি মাইল ব্যবধানে আছে দ্বিতীয় ওয়্যাগনের-সারিটা।

ধূসর একটা ঘোড়ায় চেপেছে জেব। এখন যে-জায়গা দিয়ে যাচ্ছে ওরা সেখানে চড়াইয়ের সংখ্যা বেশি। ওগুলো অতিক্রম করতে গিয়ে কমে যাচ্ছে ওয়্যাগনগুলোর গতি। কখনও পাশ কাটাতে হচ্ছে ছোট আর সরু একাধিক উপত্যকাকে। কখনও আবার হঠাৎ করে কাছিয়ে আসছে পালামের দুরারোহ খাড়া তীর।

জেব জানে, অ্যাম্বুশ করার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে কোনো ইণ্ডিয়ান গোত্রের, তা হলে লুকিয়ে থাকার জন্য যে-কোনো উপত্যকা, পালামের যে-কোনো ঢাল বেছে নিতে পারে ওরা। এবং তা যদি করে, সাদাচামড়ার কারও পক্ষে, সে যত দক্ষই হোক না কেন ওয়্যাগনট্রিপে, অনুমান করা সম্ভব না কোথায় পজিশন নিয়েছে ইণ্ডিয়ানরা। তাই সহচর ফ্ল্যাঙ্কারদের নিয়ে ছুটে

বেড়াতে হচ্ছে জেবকে।

যাত্রাটা একঘেয়ে, সতর্কতায় ঢিল পড়তে চায় তাই। মালবোঝাই ওয়্যাগনগুলোর কমে-আসা গতি, ঘোড়াগুলোকে চাবুকপেটা করতে উদ্বুদ্ধ করে চালকদের। কিন্তু নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায় ওরা। গতি বাড়িয়ে দলছাড়া হওয়া যাবে না, আর অসতর্ক হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। যে-কোনো ঝোপ বা উপত্যকা বা ঢালের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মৃত্যু।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর দূরদিগন্তে দেখা মিলল ইণ্ডিয়ানদের। বড় একটা দল, তবে শিকার করতে বের হয়েছে। কাফেলার উপস্থিতি টের পেয়েছে, তাকিয়ে আছে এদিকে। আতঙ্কের একটা ছোট ঢেউ বয়ে গেল দুই সারি ওয়্যাগনের উপর দিয়ে। গতি কমিয়ে ফেলল ওরা, ডাকা হলো ওয়্যাগনট্রেইনের ক্যাপ্টেন বব রেনল্ডসকে।

রওয়ানা হওয়ার আগের রাতে ওয়্যাগনগুলোর মালিকরা সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরি এক বৈঠকে মিলিত হয় স্যান মার্কোসে। কোন্ ট্রেইল ধরে যাবে ওয়্যাগনগুলো, পানি অথবা অন্য প্রয়োজনে কোথায় কোথায় যাত্রাবিরতি করবে, আক্রান্ত হলে মোকাবেলা করবে কীভাবে, ফ্ল্যাঙ্কার আর স্কাউট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে কারা, ওয়্যাগনট্রেইনের ক্যাপ্টেন কে হবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ধূসর দাড়িওয়ালা বয়স্ক আর অভিজ্ঞ বব রেনল্ডসকেই অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিতে চায় বেশিরভাগ ওয়্যাগনমালিক।

দুই সারির মাঝখানে ব্যবধান কমিয়ে আনতে বলল রেনল্ডস। আরও সতর্ক থাকতে বলল ফ্ল্যাঙ্কারদেরকে। যারা স্কাউটের দায়িত্ব পালন করছে তাদেরকে পিছিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে যেতে বলল কাফেলা থেকে, যাতে ইণ্ডিয়ানরা হামলা করলে ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে হাজির হতে পারে ফোর্ট লার্চে, খবর দিয়ে নিয়ে

আসতে পারে ট্রুপারদেরকে।

কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। বুনো মহিষের খোঁজে প্রেইরির আরও ভিতরের দিকে চলে গেল ইণ্ডিয়ানরা। দিগন্ত থেকে একসময় মুছে গেল ওদের অস্তিত্ব।

রাইফেলটা রেকাবের উপরে, চামড়ার ক্যারিয়ারে ঢুকিয়ে রাখল জেব। ধাক্কা দিয়ে হ্যাট সরাল, গলায়-বাঁধা রুমাল খুলে কপাল আর ঘাড়ের ঘাম মুছল। তারপর রুমালটা জায়গামতো বেঁধে নিয়ে ঠিক করল হ্যাট। এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

প্রেইরিটাকে যেন বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ক্যানভাসের চাদরের মতো। তাপপ্রবাহে জর্জরিত পুরো এলাকা। গরম আরও বেড়েছে, দিগন্ত ছেড়ে আরও কাছিয়ে এসেছে তাপতরঙ্গের খেলা। অর্ধচন্দ্রাকৃতির পথ ধরে একটা পাথুরে উপত্যকাকে মাইলখানেক পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। ঘাড় ঘুরালে দেখা যায়, মালবোঝাই ওয়্যাগনগুলোর চাকার দাগ গভীর কামড় বসিয়েছে জমিনের বুকে। সামনে, ধুলোয় ভরা আর মরা-ঘাসে ছাওয়া মাটিতেও চাকার দাগ আছে—পুরনো। ওগুলো নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে কোন্‌দিকে এগোতে হবে।

এই দৃশ্য জীবনে বহুবার দেখেছে জেব। এবং অদ্ভুত এক আন্দোলন বহুবার জেগেছে ওর বুকে। এই ডেথ ট্রেইলই ওর নেশা, ওর পেশা। এবং উত্তরাধিকারও বটে। অপটু বালক হিসেবে স্যান মার্কোসে পা দেয়ার পর পেটের তাগিদে অ্যাসিস্টেণ্ট স্কাউটের কাজ নেয় ওয়্যাগনট্রিপে; তখন থেকেই এই গরম, ধুলো, তাপতরঙ্গ, বোবা কিন্তু দিকদর্শী চাকার-দাগ, বুনো মহিষের পাল আর ঘাতক ইণ্ডিয়ানরা ওর সঙ্গী। তখন থেকেই বুঝে গেছে সে, জীবন আর মৃত্যু আসলে একটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পশ্চিমে বাঁচতে হলে লড়তে হয়। আর লড়তে হলে লড়াই করা জানতে হয়। পশ্চিমে দুর্বলতার ঠাঁই নেই।

কেন যেন বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে যাচ্ছে জেবের। যেদিন জন্মেছে সেদিনই মাকে হারিয়েছে সে—ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মরেছে বেচারী। রূপার একটা চাকতিতে মা'র ছবি খোদাই করিয়ে জেবকে দিয়েছিল ওর বাবা। অবসরে মাঝেমধ্যে চাকতিটা বের করে জেব, মাকে দেখে। ক্ষয়ে যাওয়া চাকতিটা দেখে কল্পনা করার চেষ্টা করে কালো চুলের বিশ-বাইশ বছরের সুন্দরী এক মেয়েকে, যে বিয়ের-গাউন পরে তাকিয়ে আছে নিষ্পাপ দৃষ্টিতে। কখনও কল্পনা করতে পারে; কখনও পারে না। যখন পারে না তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে।

বাবার কথাও তেমন মনে নেই জেবের। ওর বয়স যখন সাত তখন পরপারে যাত্রা করেন ভদ্রলোক। সেই থেকে চাচাদের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হচ্ছিল সে। লালিত-পালিত হচ্ছিল না-বলে বলা ভালো বাড়ির কাজের-ছেলের ভূমিকা পালন করছিল। তারপর একদিন...

মা'র জায়গাটা কাউকেই দিতে পারেনি সে, কিন্তু বাবার স্থানে বসিয়েছে মিস্টার ডেভিসকে। অ্যাসিস্টেন্ট স্কাউট থেকে স্কাউট, তারপর সরাসরি তাঁর ডানহাতে পরিণত হয় সে। এই ট্রেইল ধরে তাঁর সঙ্গে কতবার স্যান মার্কোস থেকে রেটন পাসে যাওয়া-আসা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ওয়্যাগনট্রিপের খুঁটিনাটি অনেককিছু শিখেছে মিস্টার ডেভিসের কাছ থেকে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে দু'জনে। কখনও চলতিপথে মারা পড়েছে ঘোড়া, একজন ওয়্যাগনের পাহারায় থেকেছে, আরেকজন গেছে সাহায্য আনতে। কখনও ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে বোল্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে খুলে গেছে ওয়্যাগনের চাকা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেরামত করেছে দু'জনে মিলে। কখনও হামলা করেছে অ্যাপাচি ইণ্ডিয়ানরা, তখন একজন সমানে টেনেছে রাইফেলের ট্রিগার, আরেকজন দ্রুতহাতে রিলোড করে দিয়েছে অন্য রাইফেল।

মালিক-মনিবের সম্পর্ক থাকলেও, যারা জানত না তারা ভাবত জেব মিস্টার ডেভিসেরই ছেলে। শেষপর্যন্ত ফ্রেইটিং ব্যবসার উপর কী কারণে যেন মন উঠে যায় তাঁর, কম্পানিটা জেবের কাছে অনেক কম দামে বেচে দিয়ে চলে যান পুবের কোনো এক শহরে। আজও চিঠি চালাচালি আছে দু'জনের মধ্যে। তবে দিন যত যাচ্ছে তত কমছে চিঠির আদানপ্রদান। চিরকুমার ডেভিসের কাছে নিখরচায় থাকত-খেত জেব, বেতনের পাশাপাশি ওকে হাতখরচ দিতেন তিনি কাউকে না-জানিয়ে, মদ-জুয়া-বেশ্যার লোভ না-থাকায় স্যান মার্কোসের এক ব্যাংকে খাটিয়ে জমানো টাকা সুদে-আসলে বাড়িয়ে নেয় জেব। পরে সে-টাকা দিয়েই ব্যবসাটার দুই-তৃতীয়াংশ শেয়ার কেনে। স্যান মার্কোস ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওকে নিজের বাড়িটাও লিখে দিয়ে যান মিস্টার ডেভিস।

চ্যালেঞ্জিং কিন্তু মোটা লাভের একটা ব্যবসার উপর থেকে যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় অভিজ্ঞ কোনো ব্যবসায়ী, বুঝতে হবে গুরুতর কোনো কারণ আছে। বছর তিনেক আগে মিস্টার ডেভিসের হঠাৎ করে চলে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারেনি জেব আজও। ব্রডি উইলিয়ামস হয়তো বলতে পারত কী কারণে মিস্টার কারসনের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ওয়্যাগন নিয়ে জেব যখন প্রেইরির ট্রেইলে তখন শহরে অফিস আর ইয়ার্ড সামলাচ্ছে ব্রডি। আবার জেব যখন ক্লান্ত দেহে আর অবসন্ন মনে ফিরেছে স্যান মার্কোসে তখন ব্রডি গেছে কাস্টমারদের কাছে পাওনা টাকা চাইতে।

নিকট অতীতে ফিরল জেবের চিন্তাধারা। বব রেনল্ডসকে ওয়্যাগনট্রেইনের ক্যাপ্টেন বানিয়ে ছত্রখান হয়ে যায় ওয়্যাগনমালিকেরা, কেউ গিয়ে ঢোকে সেলুনে আবার কেউ যায় হোটেলে। অলিভকে তখন ডেকে নেয় জেব, দু'জনে গিয়ে দাঁড়ায়

একটা সেলুনের বাইরে সাইডওয়াকে।

'কিছু বলবে মনে হচ্ছে?' জেবের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় অলিভ।

সারাদিনের গরমের পর তখন মৃদুমন্দ হাওয়া বইছিল। আকাশে আধখানা চাঁদ, ঘোলাটে আলোয় স্যান মার্কোসের প্রায়-জনশূন্য পথগুলো মায়াবি দেখাচ্ছে। জেব জানে ওকে বিশ্বাস করে না অলিভ, মিস্টার কারসনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ করে। তারপরও কেন যেন মেয়েটার সঙ্গ পেতে ভালো লাগে ওর।

অলিভের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জেব বলে, 'আমার মনে হয় দেরি না-করে একসঙ্গে কাজ শুরু করে দেয়া উচিত আমাদের।'

'একসঙ্গে মানে?'

'মার্জ হয়ে গেছে আমাদের কম্পানি, এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকি। ওটা সারার আগে খরচ বাঁচানোর জন্য আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি তা হলে অসুবিধা কী?'

'বুঝিয়ে বলবে?'

'কায়দা জানলে তিনটা ওয়্যাগনের মাল দুটো ওয়্যাগনে লোড করা সম্ভব। ফলে একটা ওয়্যাগনের খরচ এবং ঝুঁকি কমে যায় একইসঙ্গে।'

'তিনটা ওয়্যাগনের মাল দুটো ওয়্যাগনে! কীভাবে সম্ভব?'

'ওই যে বললাম কায়দা জানতে হবে। পদ্ধতিটা উদ্ভাবন করেছেন মিস্টার ডেভিস, শিখিয়েছেন শুধু আমাকে। সেটা কাজে লাগিয়ে অনেক খরচ বাঁচিয়েছি আমি। ...আমি নেবো তিনটা ওয়্যাগন। দুটো মালবোঝাই, একটা খালি। তুমি ক'টা?'

'তিনটার কমে হবে না আমার।'

'অর্থাৎ মালবোঝাই ওয়্যাগনের মোট সংখ্যা পাঁচ। ...তোমার লোকেরা কি লোডিং শেষ করে ফেলেছে?'

'শুরুই করেনি এখনও। টেক্স বলেছে সারারাত কাজ করবে ওরা।'

'আমার লোকদের লোডিং-এর কাজ শেষ। যদি আপত্তি না-করো তা হলে তোমার লোকদের লোডিং-এর কাজ তদারকি করতে চাই। তিন ওয়্যাগনের মাল দুই ওয়্যাগনে বোঝাই করিয়ে দেবো।'

'পারবে?'

'পারবো। আমাদেরটা করিয়েছি না?' হেসে অলিভকে আশ্বাস দেয় জেব। 'তুমি তোমার লোকদের বলে দাও। ও...সবার আগে টেক্সকে বলো। তা না-হলে মেজাজ খারাপ করতে পারে সে।'

'বলছি। আর, টেক্সকে যতটা খারাপ ভাবো আসলে ততটা খারাপ না সে। সবকিছুতেই মেজাজ খারাপ করে না লোকটা।'

শেষপর্যন্ত ছ'টা ওয়্যাগনের বদলে পাঁচটা ওয়্যাগন নিয়ে রেটন পাসের দিকে প্রথমবারের মতো যাত্রা করে জে অ্যাণ্ড ও। চারটা ওয়্যাগন মালেবোঝাই। একটা খালি—যদি বুলিয়নগুলো পাওয়া যায় তা হলে সেগুলো নিয়ে আসার জন্য।

তবে বিশেষ সেই ওয়্যাগনটা পুরোপুরি খালি না। ওটার ভিতরে আছে লোহার কতগুলো লম্বাটে বাক্স আর কাঠের পিপা, সবগুলো ফাঁকা। আছে অতিরিক্ত কাপড় আর শুকনো খাবার। বাড়তি পিস্তল, রাইফেল আর বুলেটও আছে। হাতকুড়াল, ভোজালি, কোদাল ইত্যাদিও আছে।

আর দশটা ওয়্যাগনের চেয়ে এই ওয়্যাগন আকারে কিছুটা ছোট, ওজনে বেশ হালকা। ছ'টা তাগড়া, সমান শক্তিশালী ডান টানছে সেটাকে। অনেকেই জানে রেটন পাসের জন্য মদের একটা চালান যাচ্ছে এই ওয়্যাগনে করে।

নিজের ওয়্যাগনগুলোর সঙ্গে কাফেলায় সামিল হয়ে গেছে অলিভ। জেবের ধারণা, আসলে ওকে চোখে চোখে রাখার জন্যই

এসেছে মেয়েটা।

পাঁচটা ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে ভ্যান হেফলিন, এক লাইনে এগোচ্ছে ওগুলো। শুধু রেটন পাসের জন্যই না, এল পাসো আর সুদূর চিহুয়াহুয়ার জন্যও নাকি চালান আছে ওয়্যাগনগুলোতে। ওগুলো পাহারা দেয়ার জন্য ফ্ল্যাঙ্কারের ভূমিকা পালন করছে নিজেই।

ওয়্যাগনট্রিপের জন্য মোটেও মানানসই হয়নি ওর পোশাক। এত গরমের মধ্যেও বেছে নিয়েছে সিল্কের চকচকে শার্ট আর ভাঁজহীন নতুন জিন্স। বুটজোড়া নতুন না, কিন্তু দেখলে মনে হয় প্রতিদিনই কালি করছে। সবাই যখন ইণ্ডিয়ানদের নিশানা এড়ানোর জন্য ধূসররঙা হ্যাট পরেছে তখন ওর মাথায় শোভা পাচ্ছে মাখন রঙের একটা। বাড়তি দু'জোড়া তাগড়া ঘোড়া আছে লোকটার সঙ্গে, কী কারণে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। আরও আছে নিউ মেক্সিকোর কসাই জো স্পেন্সার এবং ওর ছয় চ্যালা। ওদের সাতজনের ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা ভাড়াখাটা গানম্যান না, আমেরিকার সাত প্রেসিডেণ্ট।

উন্নাসিকতা দেখা যাচ্ছে হেফলিনের আচরণেও। যাত্রার শুরুতে কোনো কোনো ওয়্যাগন মালিক যেচে পড়ে কুশলাদি বিনিময় করেছে ওর সঙ্গে, ওরা যা বলেছে ওকে তার সারমর্ম হলো: 'সবাই একসঙ্গে থাকার পরও আবার গানম্যান কেন, ভায়া?'

জবাবে হেফলিন বলেছে, 'এত টাকার মাল নিয়ে যাচ্ছি আমি। আমার ওয়্যাগন আছে, ঘোড়া আছে, বেতন দিয়ে রাখা লোক আছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি আছি। ইণ্ডিয়ানরা হামলা করলে বেঘোরে মরবো নাকি? নিশ্চয়ই চাও না লুট হয়ে যাক আমার মাল, পুড়ে কয়লা হোক পাঁচ পাঁচটা ওয়্যাগন? কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে গানম্যান আনবো না তো কোন্ ম্যান আনবো?'

কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে সবাই তত বুঝতে পারছে নিউ

মেক্সিকোর কসাই আর তার চ্যালারা হেফলিনের নিরাপত্তার খাতিরে আসেনি। অন্য কোনো মতলব আছে লোকটার মনে। কী, তা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। কেউ কেউ বলাবলি করছে, ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর না সাত গানম্যান।

শ্যানন মর্গানের উপস্থিতিও ভাবিয়ে তুলেছে জেবকে। সে কল্পনাও করতে পারেনি নতুন-কেনা একটা ওয়্যাগনে স্বামীকে নিয়ে হাজির হয়ে যাবে মেয়েটা, বলবে বায়ু পরিবর্তন করতে রেটন পাসে যাচ্ছি আমরা।

আসলেই কি স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে যাচ্ছে শুবেল মর্গান? এই চারদিনে সে-রকম কোনো লক্ষণ চোখে পড়েনি জেবের। ঠেকায় না-পড়লে ওয়্যাগন থেকে বের হয় না লোকটা। কখনও কখনও ওয়্যাগনের জানালা খুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। যদি টের পায় কাছে যাচ্ছে জেব, চট করে জানালা বন্ধ করে দেয়।

জেবকে আরও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে শ্যানন। জেব কাছে গেলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে মেয়েটা। আগে বন্ধুর মতো মেলামেশা করেছে দু'জনে, এখন জেবের দিকে ঠিকমতো চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না। হায় কামনা, ভাবে জেব, যখন সামাল দিতে পারবে না তখন কী দরকার ছিল পোর্চে একলা পেয়ে চুমু খাওয়ার! তা-ও আবার একতরফাভাবে?

একটা ব্যাপার খেয়াল করে আশ্চর্য না-হয়ে পারেনি জেব। মর্গান যখনই ওয়্যাগনের বাইরে বের হয়, ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকে শ্যানন। তখন মেয়েটার মধ্যে কোনো লজ্জা বা কুণ্ঠা দেখা যায় না, এমনকী জেব ধারেকাছে থাকলেও না। তখন কেন যেন সতর্ক হয়ে ওঠে শ্যানন—ডেরায় ফিরে শাবকদের দেখতে না-পাওয়া মা-কয়োটের মতো। ওয়্যাগনের বাইরে দু'-চার কদম হাঁটার সুযোগ পায় মর্গান, বেশি হলে পনেরো-বিশ মিনিট থাকতে পারে। এরপরই ওকে গরু খেদানোর মতো করে খেদিয়ে

ওয়্যাগনে নিয়ে ঢোকায় শ্যানন।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এ-রকম অদ্ভুত আচরণ করছে মর্গান দম্পতি?

একবার জেব কিছুটা জোর করেই দেখা করতে চাইল মর্গানের সঙ্গে। তখন রেগে গিয়ে শ্যানন বলল, 'তোমার বোঝা উচিত আমার স্বামী অসুস্থ। যে-ক'টা দিন সবার সঙ্গে আছি আমরা, প্লিয আমাদের মতো থাকতে দাও আমাদেরকে। তোমাকে দেখামাত্র উত্তেজিত হয়ে ওঠে মর্গান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে নিজের উপর। আগেও বলেছি আবারও বলছি, সে শেয়ার বেচে দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ তুমি, আর সে-কারণেই ভীষণ চোট পেয়েছে মনে। মদ গিলতে গিলতে ওর কী অবস্থা হয়েছিল জানো? হ্যালুসিনেশনে ভুগতে শুরু করেছিল। তোমার তিন বন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করছিল নিজেকেই।'

'এসব কথা সে জানল কী করে? তুমি বলেছ?'

'হ্যাঁ। ইচ্ছা করে বলিনি, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। তবে আমি না-বললেও কোনো-না-কোনোদিন ঠিকই সব জানতে পারত সে। আরও কথা আছে। অ্যাম্বুশের জন্য কখনও কখনও তোমাকেই দায়ী করতে শুরু করেছিল সে।'

'আমাকে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে। কেন, জিজ্ঞেস কোরো না, প্লিয। একজন মাতাল কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা ভাবছে তা ঠাহর করা কারও পক্ষেই সম্ভব না। আমি ছাড়া ওর অভিযোগ থেকে বাদ যায়নি কেউই। উইলকক্সকে দুষেছে সে, দোষ দিয়েছে হেফলিনকে। ...কথাগুলো তোমাকে বললাম কারণ কখনও যদি তোমার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি কিছু বলে বসে তখন যাতে সহ্য করতে পারো।'

'বুঝতে পেরেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব।

'প্রার্থনা করি এই ওয়্যাগনট্রিপের মাধ্যমে যেন সুস্থতা ফিরে

পায় মর্গান।' হঠাৎ করেই কেঁদে ফেলল শ্যানন। 'ভয় হয়, যে-প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে সে তা কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না। ওকে মদ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি আপাতত। আমি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক কঠিন কাজটা।'

চলে আসার আগে ওয়্যাগনের একটা খোলা-জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল জেব। বড় আর দামি একটা ওয়্যাগন কিনেছে শ্যানন, ভিতরটা সাজিয়ে নেয়ার জন্যও বেশ খরচ করেছে। একটা ইযিচেয়ার আছে। আয়নাসহ একটা ড্রেসিংটেবিল আছে। আছে আরামদায়ক কুশনসহ দুই গদির ছোট একটা সোফা।

একজন ড্রাইভার ভাড়া করেছে শ্যানন। ফুটফরমায়েশ খাটার জন্য রেখেছে আরেকজনকে। কিন্তু এসব আসলে ছদ্মবেশ। ওই দু'জনের কোমরে নিচু-করে-বাঁধা হোলস্টার আর বহু-ব্যবহারে ক্ষয়ে-যাওয়া সিক্সশুটারের বাঁট নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে তারা কোন্ জাতের।

ওয়্যাগনট্রেইনের স্কাউটদের নেতা জন ওলসেনের সঙ্গে জেবের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। শুধু জেবের সঙ্গেই না, অলিভের সঙ্গেও খুব খাতির লোকটার। প্রতিদিনই একাধিকবার ওলসেনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে জেবের, কুশলাদি বিনিময় হচ্ছে। জেবকে বলেছে ওলসেন, 'আমার মনে হয় না মিসেস মর্গানের ওয়্যাগনড্রাইভার আর তার সঙ্গের লোকটা...'

'গানম্যান ছাড়া আর কিছু না, তা-ই তো?' ওলসেনকে কথা শেষ করতে দেয়নি জেব।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওলসেন আরও বলেছে, 'ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গেলে ভালো হতো। আমার মনে হয় নিউ মেক্সিকোর কসাইয়ের সঙ্গে কোনো-না-কোনো যোগাযোগ আছে ওই দু'জনের।'

'বলো কী!'

‘ওরা হয়তো স্পেন্সারেরই লোক। ভাবে-ভঙ্গিতে তা-ই মনে হয় আমার। কেন, তুমি খেয়াল করোনি? আর কারও সঙ্গে মেশে না, যত দহরম-মহরম সব স্পেন্সারের সঙ্গে। জেনেবুঝে হোক অথবা না-জেনে হোক, স্পেন্সারেরই দুই লোককে চাকরি দিয়েছে মিসেস মর্গান। ইচ্ছা করলে বাজি ধরতে পারো আমার সঙ্গে।’

না, বাজি ধরেনি জেব। বরং বিরক্ত হয়েছে নিজের উপর। যা বলেছে ওলসেন তা খেয়াল করার জন্য চিলের মতো দৃষ্টির দরকার হয় না, তারপরও ব্যাপারটা ওর চোখ এড়িয়ে গেছে। আসলে এককালের পার্টনারকে, বলা ভালো এককালের পার্টনারের স্ত্রীকে একটু বেশিই বিশ্বাস করে ফেলেছিল। হয়তো সে-কারণেই...

যে-মেয়ে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত না, সে যে-কারোরই বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে।

বাতাসে চাবুক চালানোর আওয়াজ হলো, মুখে আঙুল পুরে জোরে শিস বাজাল কেউ, তারপরই শোনা গেল একটা নারীকণ্ঠের চিৎকার, ‘হে-ই-ই! ওদিকে না! সর্, সর্! কথা না-শুনলে বাড়ি খাবি!’

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে চোখ তুলে তাকাল জেব।

অলিভ। কোনো কাজে কোথাও গেছে ওর এক ওয়্যাগনড্রাইভার, তার “প্রক্সি” দিচ্ছে মেয়েটা। পরনে হালকা রঙের চমৎকার একটা ক্যালিকো ব্লাউয, সঙ্গে রাইডিং স্কার্ট আর উঁচু হিলের বুট। মাথায় চওড়া কানার হ্যাট, ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছে থুঁতনির সঙ্গে। ওয়্যাগনট্রিপে বিশেষ একধরনের চাবুক ব্যবহার করে ওয়্যাগনড্রাইভাররা, ওগুলোকে বলে ওয়্যাগনল্যাশ, সে-রকম একটা চাবুক ওর হাতে। সিটে বসেনি সে, বরং দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পাটাতনে ভর দিয়ে। একহাতে লিডহর্সের লাগাম ধরে রেখে আরেকহাতে মাথার উপর ঘুরাচ্ছে চাবুকটা।

জেবকে তাকাতে দেখেই হয়তো, ওর দিকে তাকাল অলিভও। চোখাচোখি হলো দু'জনের, পরস্পরের উদ্দেশে মুচকি হাসল ওরা।

দক্ষহাতে চমৎকারভাবে ঘোড়াগুলোকে সামলাল অলিভ, তারপর ড্রাইভার ফিরে আসায় তার হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়ল ওয়্যাগন থেকে। নিজের ঘোড়ায় চড়ে মধ্যম গতিতে ছুটে এল জেবের দিকে।

দু'জনে পাশাপাশি চলল কিছুক্ষণ। একটা ঢাল পার হওয়ার পর আবার অলিভের দিকে তাকাল জেব। চওড়া কানার কারণে ছায়া পড়েছে মেয়েটার চেহারায়, ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না সুন্দর মুখটা। তারপরও অলিভকে কমনীয় মনে হচ্ছে জেবের। সে খেয়াল করল, মেয়েটার ডান রেকাবের উপরে, স্ক্যাবার্ডে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা রাইফেল। পিতলে মোড়ানো বাঁটটা কারুকার্যখচিত।

কথা শুরু করতে যাবে, এমন সময় কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি ঘোষণা করল বব রেনল্ডস। ঘোড়ার গতি কমাল জেব, খররোদ থেকে বাঁচতে অলিভকে নিয়ে চলে এল একটা উঁচু বোল্ডারের আড়ালে। স্যাডল থেকে নেমে পকেট থেকে বের করল তামাকের থলে আর বাদামি সিগারেট পেপার। দ্রুত হাতে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। সিগারেট পেপার আর তামাকের বটুয়া বাড়িয়ে ধরল অলিভের দিকে। 'খাবে নাকি?'

যেন প্রস্তাবটার অপেক্ষায় ছিল অলিভ, জেব বলামাত্র ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে নিল ওগুলো। অভ্যস্ত হাতে একটা সিগারেট বানিয়ে অগ্নিসংযোগ করল সেটাতে। আরাম করে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল নাকমুখ দিয়ে। জেবের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'আমাকে সিগারেট খেতে দেখলে আশ্চর্য হয় অনেকেই। মিস্টার কাস্টারের পার্লারকারে মহিলারা তো বটেই,

অনেক পুরুষও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোথাও কি বলা হয়েছে সিগারেট শুধু ছেলেরা খেতে পারবে?'

হাসল জেবও। 'না, বলা হয়নি।'

'আমাকে ধোঁয়া টানতে দেখে তোমার দেখছি তেমন ভাবান্তর হয়নি। টেক্স কিন্তু দেখলেই মানা করে।'

দেখলেই মানা করে? এত দরদ?

চট করে একটা প্রশ্ন চলে এল জেবের মনে। কথাটা অলিভকে জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ভাবল কিছুক্ষণ। শেষে বলেই ফেলল, 'আচ্ছা, তোমরা দু'জন কি...মানে...একজন আরেকজনকে ভালোবাসো?'

জেব খেয়াল করল, প্রশ্নটা শুনে শক্ত হয়ে গেছে অলিভের শরীর, নড়াচড়া বন্ধ করেছে সে, আর টান দিচ্ছে না সিগারেটে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেবের দিকে, ঠেলা মেরে উপরে তুলে দিল হ্যাটটা যাতে ভালোমতো দেখতে পায়। ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর।

'কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?' জানতে চাইল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল জেব। 'এমনি। তোমার খারাপ লেগে থাকলে...আমি দুঃখিত।'

'বলবে না, তা-ই তো? কিন্তু আমি জানি কেন জানতে চেয়েছ। তোমার ধারণা, একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে ভালোবাসে তখন ছেলেটার কোনো দোষই ধরা পড়ে না মেয়েটার চোখে। তুমি এখনও সন্দেহ করো, অর্গ্যান মাউন্টেনে তোমাদের উপর যে-হামলা হয়েছে তাতে হাত আছে টেক্সের। বুলিয়ন লুটের পরিকল্পনাকারীও সে,' সিগারেটে আর স্বাদ পাচ্ছে না বলে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল অলিভ।

'তোমাকে একটা কথা...'

বাক্যটা শেষ করতে পারল না জেব, বোল্ডারের ওপাশ থেকে হঠাৎ শোনা গেল চেঁচামেচির আওয়াজ। কে যেন গলা ফাটিয়ে

বলছে, 'মার্, মেরে ফেল্ শালাকে!'

তাড়াহুড়ো করে অলিভকে নিয়ে বোল্ডারের শীতল ছায়া থেকে বেরিয়ে এল জেব।

হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল একজন। ঘুসিটা যে মেরেছে তার নাম জো স্পেন্সার, ওরফে নিউ মেক্সিকোর কসাই।

প্রতিপক্ষকে লুটিয়ে পড়তে দেখে ওর রাগ বোধহয় আরও বাড়ল। প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল লোকটার পাঁজরে। ককিয়ে উঠে নিস্তেজ হয়ে গেল ওর প্রতিপক্ষ, আর কোনো আওয়াজ করারও শক্তি নেই সম্ভবত। ওকে ধরাশায়ী করে "আমেরিকার প্রেসিডেন্টের" মতো ভাব নিয়ে নিজের ঘোড়ার উদ্দেশে হাঁটা ধরল স্পেন্সার। রেকাবে পা রেখে ধীরেসুস্থে উঠল স্যাডলে, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকওদিক দেখল। তারপর দুলকি চালে চলে গেল দূরে।

অলিভের দিকে তাকাল জেব। রাগে দু'চোখ জ্বলছে মেয়েটার। জেবকে তাকাতে দেখে বলল, 'আজ পিটিয়েছে চার্লস মিডলটনকে।'

'আজ?' বুঝতে পারল না জেব।

'কেন, জানো না? গতকালও তো একই কাণ্ড ঘটিয়েছে স্পেন্সার। সে বোধহয় হাতের ঝাল ঝাড়ার জন্য আমাদের আউটফিটকেই বেছে নিয়েছে। গতকাল নাক ফাটিয়েছে উইলিয়াম লুণ্ডিগানের। লোকটা আমার দেখা সেরা ওয়্যাগনড্রাইভার। যারা হেল্পার তাদেরকে দিয়ে একটা ওয়্যাগন চালাতে হচ্ছে আমাকে এখন। ওরা কোনো কাজে কোথাও গেলে হাত লাগাতে হচ্ছে নিজেরই।'

'সমস্যাটা কী?'

'সেটা আমিও ঠিক জানি না। স্পেন্সার আর ওর লোকেরা বেশিরভাগ সময় মাতাল থাকে। সামান্য বিষয় নিয়ে তুমুল ঝগড়া

শুরু করে যার-তার সঙ্গে। তুমি ঘুসি মেরে ওর এক চ্যালাকে শুইয়ে দেয়ার পর থেকে আমার উপর, বলা ভালো আমাদের আউটফিটের উপর ভীষণ ক্ষেপে আছে লোকটা। তাই সিংহভাগ ঝামেলা পাকাচ্ছে আমাদের সঙ্গেই।'

স্পেন্সারের দিকে তাকাল জেব। বেশ দূরে চলে গেছে লোকটা। এখন ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকেই। যেন আশা করছে ওকে কিছু বলবে জেব। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা লড়াইয়ের সুযোগ পেয়ে যাবে সে।

ব্যাপার কী দেখার জন্য ঘটনাস্থলে সশরীরে হাজির হলো রেনল্ডস। মন্তব্য করল, 'কাফেলার নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত সবার। এ-ব্যাপারে কথা বলবো হেফলিনের সঙ্গে।'

কিন্তু জেব জানে তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। হেফলিন কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না টের পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে স্পেন্সার আর ওর চ্যালারা।

কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি করা হয়েছিল, আবার রওয়ানা দিতে বলল রেনল্ডস। ফ্ল্যাঙ্কারের দায়িত্ব পালন করছিল চার্লস মিডলটন, আগামী অন্তত তিন-চারদিন সে-কাজ করতে পারবে না, তাই অন্য ফ্ল্যাঙ্কারদেরকে ইশারায় জানিয়ে দিল জেব জায়গা বদলাচ্ছে সে, মিডলটন যেখানে ছিল সেখানে যাচ্ছে।

লোকটাকে ধরাধরি করে তুলে দেয়া হয়েছে স্যান মার্কোসের আরেক ফ্রেইটারের ওয়্যাগনে। একফাঁকে ওকে দেখতে গেল জেব। থেঁতলে গেছে ওর দুই ঠোঁট, ভেঙে গেছে নাক। যে-জোরে লাথি মেরেছে স্পেন্সার তাতে মনে হয় পাঁজরের হাড়ে চিড় ধরেছে। ওর দেখভালের দায়িত্বে আছে এক লোক, ওকে চেনে জেব—কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং-এ কাজ করে, কিন্তু নাম জানে না।

জেবকে দেখে অসহায় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লোকটা। 'খোদার গজব পড়ুক স্পেন্সারের উপর!' চিৎকার করে অভিশাপ

দিল সে। 'ঠাঠা পড়ে মরুক লোকটা। বয়সে বিশ বছরের বড় একটা মানুষ, তার গায়ে এভাবে হাত তোলে কেউ?'

'হয়েছিল কী?' জেব যতটা ভেবেছিল, মিডলটনের অবস্থা তারচেয়েও খারাপ।

'তেমন কিছুই না। প্রথমে মিডলটনকে ক্ষেপিয়ে তোলে স্পেন্সার, তারপর ঝগড়া লাগায়, মিডলটনকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না-দিয়ে একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করে আচমকা। মিডলটন মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর...দেখেছ না? তা-ও যদি একলা লড়ত তা হলে একটা কথা ছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি, মিডলটন যাতে কিছু করতে না-পারে সেজন্য পেছন থেকে আগেই ওকে লাথি মেরেছে স্পেন্সারের এক চ্যালা। ওরা পরিকল্পিতভাবে ঘটাচ্ছে এসব। অবস্থা এমন হয়েছে, বাপ-মা তুলে গালি দিলেও মুখ বুঁজে থাকতে হবে। প্রতিবাদ করতে গেলে মার খেতে হবে লুণ্ডিগান বা মিডলটনের মতো। কপাল বেশি খারাপ হলে বুক ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে যেতে পারে স্পেন্সারের বুলেট।'

কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব। টেক্স বেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, একদৃষ্টিতে দেখছে মিডলটনকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছে গানবেল্টের ভিতরে। রোদেপোড়া ধুলোভরা হ্যাটটা নিচু করে পরেছে, চোখ দেখা যাচ্ছে না তাই।

'এসব সামলানোর দায়িত্ব কিন্তু রেনল্ডসের,' শীতল গলায় বলল সে। 'কিন্তু কিছু বললেই দেখছি-দেখবো বলে এড়িয়ে যাচ্ছে বুড়োটা। ওকে কি তাহলে ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্য ওয়্যাগনট্রেইনের ক্যাপ্টেন বানালাম সবাই মিলে?'

'ডরপুকটাকে নেতা বানানো ভুল হয়েছে আমাদের,' চোয়াল শক্ত করল জেব। 'কেউ যখন কোনোকিছু ছিনিয়ে নিতে চায়, আগে ভয় দেখায়। যখন বুঝতে পারে যাকে ভয় দেখানো হচ্ছে

সে ভীত হয়ে পড়েছে, তখন ছিনিয়ে নেয়ার জন্য থাবা দেয়। ঠিক সে-কাজটাই করার চেষ্টা করছে স্পেন্সার, কী কারণে বলতে পারবো না। কিন্তু কথায় বলে, কাঁচায় না-নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে টাসটাস। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাই আমি লোকটাকে। সাহায্য করতে পারবে, টেক্স?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর টেক্স বলল, 'কীভাবে?'

'স্পেন্সারের সঙ্গে যদি হাতাহাতি হয় আমার, শুধু খেয়াল রাখবে ওর কোনো চ্যালা যাতে মারতে না-পারে আমাকে। পারবে?'

'একই প্রস্তাব যদি আমি দিই? ঘুসিয়ে ভাঙবো স্পেন্সারের খাড়া নাকটা, আর ওর চামচাদেরকে পাহারা দেবে তুমি?'

'দেখো টেক্স, তুমি হলে ফোরম্যান আর আমি ওয়্যাগনমাস্টার। কে না জানে ফোরম্যানদের চেয়ে ওয়্যাগনমাস্টারদের হাত বেশি শক্ত? কারণ তুমি কাজ করাও, আর আমরা কাজ করি। কাজেই তোমার ঘুসি খেলে স্পেন্সারের নাক ভাঙবে বলে মনে হয় না।'

পকেট থেকে একটা কয়েন বের করল টেক্স। 'এসো টস্ করি। হেড উঠলে তুমি পেটাবে স্পেন্সারকে।' কয়েনটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে।

শূন্যে থাকা অবস্থাতেই ওটা লুফে নিল জেব। দু'কদম এগিয়ে গিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিল টেক্সের পকেটে, কী উঠেছে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। শীতল গলায় বলল, 'ভুলে যাচ্ছ, টেক্স, মার্জ হয়ে গেছে স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং আর কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং। মার্জ হওয়া কম্পানির বেশিরভাগ অংশের মালিক অলিভ। বাকি অংশের মালিক কিন্তু আমি। যদি নিজের অবস্থানটা এখনও পরিষ্কার না-হয়ে থাকে তোমার কাছে তা হলে শুনে রাখো, তুমি আমারও ফোরম্যান।'

শক্ত হয়ে গেল টেক্সের শরীর। কিছু না-বলে জেবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কাজেই যা বলছি তা করার চেষ্টা কোরো,' জেবের গলায় অনুরোধ না, আদেশ।

আশ্চর্য, কেন যেন প্রতিবাদ করল না টেক্স। শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে। স্পেন্সারকে যখন পেটাবে তখন খেয়াল রাখবো কেউ যাতে বিরক্ত না-করে তোমাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কবে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে লোকটাকে?'

'সে যখন পরেরবার আমাদের কোনো লোকের গায়ে হাত তুলতে আসবে তখন,' কখন যেন হাজির হয়ে গেছে অলিভও, খেয়াল করেনি জেব, মেয়েটার উপস্থিতি টের পেয়ে তাকাল ওর দিকে।

মনে হচ্ছে ওকে কিছু বলতে চায় অলিভ কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। শেষে, হয়তো ভাবল বললে কোনো কাজ হবে না, তাই চুপ করে থাকল।

মিডলটনকে যতটা আরামে রাখা সম্ভব রেখে ফিরতি পথ ধরল জেব। শ্যাননদের ওয়্যাগনটাকে পাশ কাটানোর সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

বিকেল গড়িয়ে গেছে, তবুও কমেনি রোদের তেজ, জেবের মনে হচ্ছে কোনো তন্দুরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে; অথচ শ্যাননদের ওয়্যাগনের সবগুলো জানালা বন্ধ। ওটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল জেব, এমন সময় ওকে চমকে দিয়ে হঠাৎ খুলে গেল একটা জানালা। শুবেল মর্গানকে দেখা গেল। ক্যুগারের তাড়া খেলে শিকারের যে-অবস্থা হয়, লোকটার অবস্থা হয়েছে সে-রকম। চোখে ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টি, শেভ না-করা চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক। জেবকে দেখতে পেয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকল, 'জেব! জেব!'

সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে ছুটে এল শ্যানন। একহাতে টান মেরে

মর্গানকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে জানালার কাছ থেকে আরেকহাতে আটকে দিতে চাচ্ছে জানালাটা।

ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল মর্গান, পারল না। দু'জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ শ্যাননকে ঠাস্ করে চড় মারল মর্গান, এত জোরে যে, পড়ে গেল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল মর্গান, চলন্ত ওয়্যাগনের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল বাইরে। একদৌড়ে হাজির হলো জেবের কাছে।

'জেব! জেব!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে বলছে, 'আমার কথা শোনো! আমার কথা শুনতেই হবে তোমাকে! ঈশ্বরের দোহাই লাগে চলে যাও এখান থেকে। নইলে ওরা তোমাকে...'

আর বলতে পারল না মর্গান, দম ফুরিয়ে গেল ওর। মুখ হাঁ করে বাইরে বের করে দিয়েছে জিভ, হাঁটু আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় বসে পড়েছে মাটিতে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল জেব, যত জলদি সম্ভব নামল স্যাডল থেকে। কিন্তু কাছাকাছিই ছিল ভ্যা হেফলিন, মর্গানকে বসে পড়তে দেখে ওকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এল। জেব কিছু করার আগেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মর্গানকে, তারপর লোকটাকে কিছু বলার বা করার সুযোগ না-দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো শ্যাননদের থেমে-যাওয়া ওয়্যাগনের কাছে। মর্গানকে জোর করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে টেনে দিল দরজা। ওটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যখন বুঝল ভিতরের পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে শ্যানন তখন ফিরে এল জেবের কাছে, দুই চোখ জ্বলছে।

'তুমি...' চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে সে জেবকে, 'তুমি আসলে একটা অমানুষ। তা না-হলে এককালের পার্টনারের সঙ্গে এ-রকম আচরণ করো কী করে? লোকটা পাগল হয়ে গেলেই কি খুশি হও?'

উপযুক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল জেব, কিন্তু শ্যানন খোলা

জানালাটা জোরে লাগিয়ে দেয়ায় যে-শব্দ হলো তা ওর মুখ থেকে কেড়ে নিল শব্দগুলোকে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল হেফলিনের দিকে, কিন্তু দেখল আগের জায়গায় নেই লোকটা। যেভাবে তেড়েফুঁড়ে এসেছিল সেভাবেই চলে যাচ্ছে।

স্যাডলে উঠে বসল জেব, বুটের গুঁতো দিল ঘোড়াটার পেটে। খেয়াল করল, একটু দূরে নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে এদিকেই তাকিয়ে আছে অলিভ। তারমানে দেখেছে সব। কেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। 'শোনো,' জেবকে ডাকল সে উঁচু গলায়।

ঘোড়ার মুখ আবারও ঘুরিয়ে ওর কাছে গেল জেব।

'কী বলল মিস্টার মর্গান?' জিজ্ঞেস করল অলিভ।

'বুঝতে পারলাম না। শ্যানন বলেছে লোকটার মাথা নাকি খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'মানতে পারলাম না কথাটা, জেব। পাগলদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তোমাকে দেখামাত্র সতর্ক করার চেষ্টা করল মিস্টার মর্গান। আরেকজনের ভালোমন্দের চিন্তা যার মাথায় আছে, তার মাথা খারাপ হয় কী করে?'

কিছু বলল না জেব।

'লোকটা তোমাকে চলে যেতে বলল এখান থেকে,' বলে চলল অলিভ। 'নইলে কারা কী ক্ষতি করবে তোমার?'

'না-জেনে কী জবাব দেবো বলো? শ্যানন বলেছে অনেকের নামেই নাকি আজেবাজে অনেক কথা বলতে শুরু করেছে মর্গান।'

'যেমন?'

'যেমন আমার নামে। উইলকক্সের নামে। মিস্টার কাস্টারের নামে। মোদ্দা কথা যার নাম তার মাথায় আসছে তাকে নিয়েই উল্টোপাল্টা বকছে।'

চুপ করে আছে অলিভ, দেখে মনে হচ্ছে একটু আগের সেই দ্বিধাটা আবারও যেন কাজ করছে ওর ভিতরে। কিছু একটা বলি

বলি করেও বলতে পারছে না সে জেবকে। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরে বলল, 'একটা অনুরোধ করি। স্পেন্সারের বিরুদ্ধে যদি লড়তেই হয়, ঘুসাঘুসির বেশি কিছু কোরো না। মানে সে যা-ই বলুক মাথা গরম করে হাত দিয়ো না পিস্তলে।'

'যখন লড়াই হবে তখন দেখা যাবে।'

'শোনো জেব, সবাই বলে, স্পেন্সারের মতো ফাস্ট ড্র করতে পারে না কেউ। হয়তো...হয়তো...তুমি পিস্তলে হাত দেয়ার আগেই...' ঢোক গিলল অলিভ, চোখ নামাল। 'আমি তোমাকে হারাতে চাই না, জেব।'

অলিভকে সিগারেট খেতে মানা করার ব্যাপারে টেক্সের দরদ, তারপর মারামারি, শেষে মর্গানের সতর্কবাণী—সব মিলিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল জেবের মন। তাই অলিভের শেষের কথাটা ভুল বুঝল সে। চোখ পিটপিট করে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমার কিছু হয়ে গেলে বুলিয়নগুলো উদ্ধার করবে কে? আর সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না-পারলে দেউলিয়া হয়ে যাবে তোমার কম্পানি...মানে আমাদের কম্পানি। তুমি তো 'আবার পথে-বসাকে যমের মতো ভয় পাও।'

ওর চোখে চোখ রাখল অলিভ। মেয়েটার চোখে এমন কিছু আছে যা আগে কখনও দেখেনি জেব। হঠাৎ নাকের বাঁশি ফুলে উঠল মেয়েটার, প্রচণ্ড ক্ষোভে পানি চলে এসেছে চোখে, শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। লাগামে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, জেব ভাবল চলে যাচ্ছে, কিন্তু পরমুহূর্তে লাগামে আবারও টান দিয়ে ঘোড়ার পেটে বুটের গুঁতো মেরে চলে এল জেবের খুব কাছে। জেব কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঠাস্ করে চড় মারল ওর গালে।

হতভম্ব হয়ে গেছে জেব। বিমূঢ় ভাবটা কেটে যাওয়ামাত্র রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা হলো ওর। কিন্তু সামলে রাখল

নিজেকে। চড় মেরে, "এটা কী করলাম" দৃষ্টিতে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে অলিভ। জেবও তাকাল।

অনেকদিন হয়েছে ওয়্যাগনট্রিপে আসার অভ্যাস নেই মেয়েটার; দড়িদড়া, লাগাম, চাবুক ইত্যাদি সামলাতে গিয়ে তালুর দু'জায়গায় ফোস্কা পড়ে গেছে।

আবারও চোখ তুলে জেবকে দেখল মেয়েটা, অপরাধবোধে ছাইবর্ণ ধারণ করেছে সুন্দর চেহারাটা। চোখ দুটো জ্বলছে না আগের মতো। তবে দৃষ্টিতে এখনও স্পর্ধা আছে। আর...আত্মসমর্পণও কি আছে?

'দুঃখিত,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল অলিভ, দুই ঠোঁট কাঁপছে। 'কাপুরুষের মতো হয়ে গেছে কাজটা। ধোঁকা দিয়েছি তোমাকে, তোমার অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে চড় মেরেছি সবার সামনে। ইচ্ছা করলে...ইচ্ছা করলে বদলা নিতে পারো—এখনই পাল্টা চড় মারতে পারো আমাকে। আসলে...রাগ দমিয়ে রাখতে পারিনি। অথচ বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম রেগে গিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করবো না কখনও।'

কিছু বলছে না জেব। একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় এলোমেলো হয়ে গেছে ওর চিন্তাধারা। সামনের ঘোড়ার-পিঠে-বসা মেয়েটা এত পরিচিত, তারপরও কেন যেন অচেনা লাগছে ওকে কেন যেন কাহিল লাগছে হঠাৎ করে। চিনচিনে ব্যথা টের পাচ্ছে কাঁধ আর পিঠের ক্ষত দুটোয়।

জেব কিছু বলবে না টের পেয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল অলিভ। ওয়্যাগনগুলো এগিয়ে গেছে বেশ কিছুদূর, মধ্যমগতিতে ঘোড়া ছোটাল সেগুলোর উদ্দেশে।

ঘাড় ঘুরিয়ে জেব দেখল সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিমাকাশে। ছাড়িয়ে আসা পালাম নদীর অগভীর পানি তরল সোনার রঙ ধারণ করেছে যেন।

দৃষ্টি ফেরাল জেব, খুঁজছে অলিভকে, নিজেও বলতে পারবে না কেন। কিন্তু দেখতে পেল না ওকে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মেয়েটা। কী যেন বলছে রেনল্ডস, বোঝা যাচ্ছে না ঠিকমতো, হয়তো থামতে বলছে সবাইকে—আজ রাতের জন্য যাত্রাবিরতি।

কমছে ওয়্যাগনগুলোর গতি। কোনো কোনোটা থেমে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে। অলিভের ওয়্যাগনগুলো দেখতে পেল জেব। ড্রাইভাররা মনে হয় থামতে পেরে খুশি হয়েছে। কিছুক্ষণ পরই গলা ভেজানো যাবে, পেট পুরে খাওয়া যাবে, পিঠটা সারারাতের জন্য লাগানো যাবে বেডরোলে। যার যার ওয়্যাগনের ছাদে-বাঁধা বেডরোলের দড়ি খুলে ওগুলো আলগা করছে তারা, ছুঁড়ে মারছে নীচে।

কিন্তু ঝামেলা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। আরেকটা ওয়্যাগনের ছায়ায় ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্পেন্সার, সবগুলো বেডরোল মাটিতে পড়ামাত্র ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা মারল সে। জন্তুটাকে উঠিয়ে দিল বেডরোলগুলোর উপর, ওটাকে ইচ্ছামতো "লেফট-রাইট" করাল ওগুলোর উপর। ছাদ থেকে লাফিয়ে নামল এক ড্রাইভার, কী যেন বলল স্পেন্সারকে, জবাবে লোকটার বুটের উপর চিবানো-তামাকের রস ফেলল নিউ মেক্সিকোর কসাই।

জেব টের পেল রাগে কাঁপছে সে। বুঝতে পারছে আজ রাতেই কিছু একটা ঘটবে।

সম্ভবত খারাপ কিছু।

বারো

ডিনার শেষ। রাত নেমেছে। কেউ একজন বেহালা বাজাচ্ছে। চমৎকার বাজাচ্ছে তা না, কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত প্রেইরির বুকে রাতের আঁধারে মানিয়ে গেছে সুরটা। একদিকে বড় করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বেশ কিছু লাকড়ি এনে সে-আগুনে ফেলা হলো। আরও বাড়ল আলো। মনে রঙ লাগল জনৈক ফ্রেইটারের, আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে নাচতে শুরু করল একাই।

অলিভের হাত ধরে টান দিল ওলসেন, আলোর বৃত্তটা যে-জায়গায় সবচেয়ে উজ্জ্বল সেখানে নিয়ে গেল, বেহালার সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করল। প্রথমে কিছুক্ষণ হাসল আর হাততালি দিল অলিভ, তারপর নাচের ভঙ্গিতে ছুঁড়তে লাগল হাত-পা।

তালি দিতে দিতে যোগ দিল আরও কয়েকজন। এদের মধ্যে দু'-তিনজন মহিলাও আছে। দেখতে দেখতে আলোর বৃত্তটা ভরে গেল হাস্যোজ্জ্বল লোকদের দিয়ে। আসলে একঘেয়েমিতে ভুগছে সবাই। একটু বিনোদন না-হলে আর চলছে না। সামনে পরিচিত পথ কিন্তু অজানা ভবিষ্যৎ। কে বলতে পারে কাল কী হবে?

আগুন থেকে দূরে, একটা ওয়্যাগনের ছায়ায়, ওয়্যাগনটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেব। একটা পা তুলে দিয়েছে চাকার হাবের উপর। সময় নিয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর একদৃষ্টিতে

দেখছে হাসিতামাশায় মত্ত লোকগুলোকে। ছোটবেলা থেকেই নাচগান তেমন একটা ভালো লাগে না ওর। কৈশোর আর যৌবনের শুরুটা খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছে ওর, হতে পারে সে-কারণে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছে সে, বইকেই বিনোদনের সেরা মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে। একেকটা বই যেন একেকটা জগৎ। তাই যে-কোনো বিষয়ের বইয়ের উপরই আগ্রহ আছে জেবের। ওয়্যাগনট্রিপে যখন যায় সে, সঙ্গে দু'-একটা বই রাখে। অবশ্য এই ট্রিপটা ব্যতিক্রম।

শেষ হয়ে এসেছে সিগারেটটা, ওটা ফেলে দিল জেব, বুটের নীচে পিষে মারল। অন্য যে-মহিলারা নাচছে তাদের সবার চেয়ে অলিভ অনন্যা—কমবয়সী আর আকর্ষণীয়া, তাই ওর সঙ্গে নাচতেই বেশি আগ্রহী বেশিরভাগ ফ্রেইটার। মেয়েটাও কিছু মনে করছে না ওই ব্যাপারে, দেখে অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ করেই আলোর বৃত্তে ঢুকে পড়ল ভ্যান হেফলিন। ওকে নাচের পার্টনার হিসেবে গ্রহণ করার আগে একটা মুহূর্তের জন্য হলেও ইতস্তত করল অলিভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বলে ব্যাপারটা ধরতে পারল জেব। বাকি সবার সঙ্গে যতটা হাসিখুশিভাবে নাচছিল অলিভ, হেফলিনের বেলায় সে-রকম হচ্ছে না। জমছে না ওদের যুগলনৃত্য।

ব্যাপারটা টের পেয়ে নিজে থেকেই সরে গেল হেফলিন। এরপর অলিভের সঙ্গী হলো টেক্স বেল। লোকটার নাচ দেখলে কেউ বলবে না সে একজন গানম্যান। খসে পড়েছে ওর সব কাঠিন্য, ফুর্তিবাজ কাউবয়দের মতো সমানে কোমর দোলাচ্ছে সে। আর অলিভকে দেখে মনে হচ্ছে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

বুকের ভিতরে কোনো এক জায়গায় একটা খোঁচা টের পেল জেব—টেক্স আর অলিভের জুটিটা মানিয়েছে। এতক্ষণ এসব ছেলেমানুষি দেখতে খারাপ লাগছিল না জেবের, কিন্তু এখন আর

সহ্য করতে পারছে না।

চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, জো স্পেন্সারকে দেখে থেমে গেল জেব। যারা নাচছে তাদেরকে ঘিরে ধরে হাততালি দিচ্ছে কিছু লোক, কখন যেন নিঃশব্দে এসে ওই লোকগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে স্পেন্সার। খারাপ দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে অলিভের দিকে।

চোয়াল শক্ত করল জেব, টের পাচ্ছে রেগে যাচ্ছে সে।

সঙ্গে তিন চ্যালাকে নিয়ে এসেছে স্পেন্সার। ওরা আঠার মতো সেঁটে আছে তাদের নেতার সঙ্গে। স্পেন্সার যদি এক পা এগোয় তা হলে ওরাও এগোয় এক পা। হঠাৎ কিছু একটা বলল লোকটা। দূরে থাকায় ঠিক বুঝতে পারল না জেব। খেয়াল করল সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দু'হাত দিয়ে ধাক্কাচ্ছে স্পেন্সার, এগোনোর জন্য পথ করে নিতে চায়।

ওয়্যাগনের ছায়া থেকে বের হলো জেব। দ্রুত পা চালিয়ে হাজির হলো আলোর বৃত্তে। পথ করে নেয়ার জন্য বাধ্য হয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে হলো ওকেও।

নাচ বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে বেহালার সুর। হাত ধরাধরি করে ছিল টেক্স আর অলিভ, এখন ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে একজন আরেকজনের থেকে। টেক্সের সঙ্গে চোখাচোখি হলো জেবের। কাঠিন্য ফিরে এসেছে লোকটার মধ্যে। জেবকে দেখল সে একপলক, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে থাকল স্পেন্সারের দিকে।

অস্বস্তিতে ভুগছে অলিভ, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ওর চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

আগুনে পানি ঢাললে তা যেমন নিভে যায়, স্পেন্সারের উপস্থিতি সেভাবে নিভিয়ে দিয়েছে ফ্রেইটারদের সব খুশি। বেহালাওয়ালা তার বেহালা নিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে। আলোর বৃত্তে

জড়ো-হওয়া ফ্রেইটারদের সংখ্যা কমছে।

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে জেব। দেখছে, অপেক্ষা করছে। ওর ডান কোমরে হোলস্টার, ডান হাতটা সেটার কাছাকাছি। স্যান মার্কোস ছেড়ে চলে আসার আগে চমৎকার একটা নেভি পিস্তল কিনেছে সে। পশ্চিমের বেশিরভাগ লোক ব্যবহার করে পয়েন্ট ফোর ফোর কোল্ট অথবা সিক্সশুটার। কিন্তু জেবের পছন্দ নেভি পিস্তল। পয়েন্ট থ্রি সিক্স ক্যালিবারের অস্ত্রটা তুলনামূলকভাবে হালকা, ফাস্ট ড্র'র সময় দারুণ কাজে দেয়, ডুয়েলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ক্ষেত্রেও সুনাম বা দুর্নাম আছে।

স্পেন্সারের উপস্থিতিতে ঘাবড়ে গেছে এতগুলো লোক, দেখে মজা পেল লোকটা। অলিভকে আপাদমস্তক দেখল আবারও।

জেবের পিছনে কার স্কার্ট যেন ঘষা খেল বুটের সঙ্গে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব। শ্যানন। অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। জেব তাকানোতে বলল, 'ভীষণ একা একা লাগছিল। আর থাকতে পারলাম না ওয়্যাগনের ভিতরে। দেখলাম সবাই এখানে হাসিতামাশা করছে, নাচানাচি করছে। তাই ভাবলাম আমিও একটু মজা নিই।'

'মজা?' কথাটা ধরল জেব, 'কিছু কিছু লোক আছে যাদের কপালে নরক নিশ্চিত, কিন্তু ওরা এত খারাপ যে, শান্তিতে পুড়তেও দেবে না অন্য জাহান্নামীদেরকে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সে-রকম একজন নরকবাসী আছে আমাদের মধ্যে।'

'কে নরকবাসী?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল স্পেন্সার, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। নাগালের মধ্যে দেখতে পেল হুড নামের বেঁটেখাটো এক ফ্রেইটারকে, ঠাস্ করে চড় মেরে বসল লোকটাকে।

অকারণে চড় খেয়ে মাথায় রক্ত উঠে গেল হুডের। দু'পা ছুটে এসে ফ্লাইংকিক মারল স্পেন্সারকে। কিন্তু এ-রকম কোনোকিছুর

জন্য প্রস্তুত ছিল লোকটা। একপাশে সরে গিয়ে বাঁচাল নিজেকে। হুড তখন ব্যালেন্স রাখতে না-পেরে আছড়ে পড়েছে মাটিতে। চুল ধরে টেনে ওকে দাঁড় করাল স্পেন্সার, হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড গুঁতো দিল তলপেটে। হুক করে ফুসফুসের সব বাতাস মুখ দিয়ে বের করে দিল হুড। ওর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিল স্পেন্সার, প্রচণ্ড জোরে নকআউট পাঞ্চ হাঁকাল লোকটার চোয়ালে। চরকির মতো পাক খেয়ে লুটিয়ে পড়ল হুড। নড়ছে না।

ওর দিকে এগোতে যাচ্ছিল স্পেন্সার, এমন সময় ছুটে গিয়ে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল জেব। স্পেন্সারের বুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল লোকটাকে।

'তোমার চেয়ে যারা ছোটখাটো, মরদগিরি তাদের সঙ্গে দেখাও, না?' শীতল গলায় বলল জেব। 'সেজন্যই পিটিয়েছ মিডলটন আর লুণ্ডিগানকে? পরপারে পাঠিয়েছ ব্রাউনকে? স্পেন্সার, তুমি আসলে একটা কাপুরুষ।'

এত মানুষের সামনে কথাটা শুনে চেহারা লাল হয়ে গেল স্পেন্সারের। দু'কদম পিছু হটল সে, পা ফাঁক হয়ে গেছে আপনাআপনি। 'ছোটখাটো, না?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, 'নিজেকে কি আমার যোগ্য মনে করো?'

'তোমার যোগ্য মনে করবো? তুমি কে বা কী? বরং তুমিই আমার যোগ্য কি না ভাবো ভালোমতো। ভেবে বের করতে না-পারলে বোলো। হাতাহাতি, ছুরি, ডুয়েল—যে-কোনো উপায়ে বুঝিয়ে দেবো।'

'আর হ্যাঁ, স্পেন্সার, জেবের কাছ থেকে যখন বিষয়টা বুঝে নেবে তখন তোমার লোকেরা যেন নিরাপদ দূরত্বে থাকে,' টেক্সের শীতল গলায় স্পষ্ট হুমকি। 'বুলেট উগলানোর অপেক্ষায় আছে আমার দুই সিক্সশুটার।'

চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে টেক্সকে দেখে নিল জেব। দূরে সরে

গেছে লোকটা, দুই হাতে দুই সিক্সশুটার নিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্পেন্সারের যে-চামচা আগে বাড়াবাড়ি করবে তাকে আগে ফুটো করবে।

'সমস্যাটা জেব আর স্পেন্সারের মধ্যে,' আবারও বলল টেক্স। 'কাজেই ওদেরকেই বোঝাপড়া করতে দাও। আগে বাড়তে গিয়ে নিজের খারাপি ডেকে এনো না কেউ।' আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে একটা ওয়্যাগনের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে।

হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো হেফলিন। 'বন্দুকবাজি চলবে না এখানে!' জরুরি কণ্ঠে চেঁচাল সে। 'তোমাদের যদি মারামারি করার এতই ইচ্ছা থাকে, যার যার গানবেল্ট খোলো আগে। তারপর আরেকজায়গায় গিয়ে সারারাত ঘুসাঘুসি করো, কেউ মানা করবে না। এখানে এখন নাচবো আমি অলিভের সঙ্গে!'

'আমার আপত্তি নেই,' হাসল স্পেন্সার, কিন্তু দেখে মনে হলো ওর ঠোঁট বাঁকানোটা হাসি না, জেবের মৃত্যুপরোয়ানা, 'জেবকে পিটিয়ে তক্তা বানানোর জন্য আমার দু'হাতই যথেষ্ট। কোথায় যেতে চাও, জেব?'

'কোথাও না,' মানা করে দিল জেব। 'এখানেই লড়বো। এটা কি হেফলিনের বাপের সম্পত্তি যে, চলে যেতে বলছে সে? নাকি ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে? মুভ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে, আলোও আছে প্রচুর। অন্ধকার কোনো জায়গায় যাই আর পেছন থেকে তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা ঝাঁপিয়ে পড়ুক আমার উপর, নাকি? আর অলিভেরও নাচার মুড নষ্ট হয়ে গেছে, ইচ্ছা হলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তারপরও যদি হেফলিনের ইচ্ছা হয়, ট্রেইল ছেড়ে ডানেবাঁয়ে কিছুদূর গেলেই দু'-চারটা ইণ্ডিয়ান মহিলাকে পেয়ে যাবে আশা করি। জনমের মতো নাচিয়ে দেবে ওরা ওকে।'

গানবেল্ট খুলে ছুঁড়ে দিল সে টেক্সের দিকে, লোকটার পায়ের

কাছে গিয়ে পড়ল সেটা। এরপর হ্যাট খুলল জেব, ওটাও ছুঁড়ে মারল টেক্সের দিকে। গানবেল্ট আর হ্যাট খুলল স্পেন্সারও, নামিয়ে রাখল একপাশে। মেদহীন পেশীবহুল চওড়া শরীরটা দেখিয়ে জেবকে ভয় পাওয়ানোর জন্য শার্টটাও খুলল।

'প্যান্টও খুলবে নাকি, স্পেন্সার?' জেবের গলায় উপহাস। 'ন্যাংটা না-হলে লড়তে পারো না বুঝি?'

শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যেভাবে হুঙ্কার ছাড়ে ভালুক, সেভাবে গর্জে উঠে ছুট লাগাল স্পেন্সার জেবের দিকে। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে দৌড় দিল জেবও। স্পেন্সারের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ পিছলে শুয়ে পড়ল সে মাটিতে, ভাঁজ করে ফেলেছে দু'পা। পিছলে আগে বাড়ল কিছুদূর, ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত ছিল না স্পেন্সার, গতি সামলাতে থেমে দাঁড়িয়ে দু'পায়ের উপর ভর দিতে হলো ওকে। এটাই চাচ্ছিল জেব।

রাইফেলের নল থেকে যেভাবে ছিটকে বের হয় বুলেট সেভাবে ভাঁজ-করা দু'পা খুলল সে আচমকা, জোড়া পায়ের প্রচণ্ড লাথি মারল স্পেন্সারের ডান হাঁটুতে। আঘাতটা সামলাতে পারল না স্পেন্সার, টলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ডান বুটের গোড়ালি দিয়ে স্পেন্সারের বাঁ পায়ের টাখনুতে আরেকটা মোক্ষম লাথি মারল জেব শোওয়া অবস্থাতেই। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল স্পেন্সার, চোখে পানি চলে এসেছে, আপনাআপনি ঝুঁকে পড়ল অনেকখানি। এবার ডান বুটের চোখা অংশটা দিয়ে লোকটার থুঁতনির নীচে তৃতীয় লাথিটা মেরে গড়ান দিয়ে সরে গেল জেব।

মাটিতে পড়ে গেছে স্পেন্সার। কল্পনাও করেনি, ওভাবে হামলা করতে পারে জেব। কল্পনা করতে পারার কথাও না। কারণ পদ্ধতিটা আজকের আগে কাউকে প্রয়োগ করতে দেখেনি স্পেন্সার।

এটা জেব শিখেছে আর্মিদের দেখে। খালিহাতে লড়াইয়ের

বিভিন্ন অভিনব কৌশল চর্চা করে ওরা, ওয়্যাগনট্রিপে বেন'স ফোর্ট বা ফোর্ট লার্চ পার হওয়ার সময় ওয়্যাগন থামিয়ে কৌশলগুলো ভালোমতো খেয়াল করেছে জেব অনেকবার। বিশেষ করে নিজের চেয়ে গায়েগতরে বড় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এসব সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকরী কৌশল প্রয়োগ করে আর্মিরা। এতে ভড়কে যায় প্রতিপক্ষ, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় না বলে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, সবচেয়ে বড় কথা বেসামাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে তাকে আবারও আঘাত করার সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু কথাগুলো বোধহয় সাধারণ বিশালদেহীদের জন্য প্রযোজ্য। ছ'ফুট চার ইঞ্চি লম্বা আর দু'শ' দশ পাউণ্ড ওজনের স্পেন্সারকে খুব বেশি বেকায়দায় ফেলতে পারেনি জেব আর্মিদের পদ্ধতি অবলম্বন করে। দূরে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে লোকটা, আহত জায়গাগুলো ডলছে, বুঝে গেছে এত সহজে কাবু করা যাবে না জেবকে।

কিছুক্ষণ পর আবারও ছুটে এল সে জেবের দিকে, এবার গতবারের চেয়ে ধীরগতিতে, মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত তুলে রেখেছে কোমরের কাছে যাতে সুযোগ পেলেই ঘুসি মারতে পারে। খেয়াল রেখেছে আগের মতো পিছলে যায় কি না জেব। কিন্তু জেব জানে হাতাহাতি লড়াইয়ে একই কৌশল পর পর দু'বার প্রয়োগ করাটা ভুল। এ-ও জানে, স্পেন্সারের ওই মুষ্টিবদ্ধ হাত ওর কী হাল করতে পারে।

স্পেন্সার কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর এমন একটা ভঙ্গি করল যেন লাফিয়ে সরে যাচ্ছে বাঁ দিকে। স্পেন্সার একটু থমকে গেছে টের পাওয়ামাত্র ডজ দিয়ে চলে এল ডান দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে নিখুঁত একটা হুক করল স্পেন্সারের নাকে।

স্পেন্সারের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দৌড়াতে দৌড়াতে

কোনো গাছের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা ভালুক। ওর মাথাটা পিছনদিকে হেলে পড়েছে, দু'হাত ঝুলে পড়েছে দু'দিকে। ওই অবস্থাতেও, জেবকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে, বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে ডান পা দিয়ে প্রচণ্ড লাথি মারল আড়াআড়িভাবে। এ-রকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনা করেনি জেব, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার জন্য দিক বদল করছিল সে তখন, স্পেন্সারের ডান বুটের চোখা অংশ এসে লাগল ওর বাঁ উরুর মাংসল অংশে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় টনটন করে উঠল জায়গাটা, পেছাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ল সে, মনে হচ্ছে আহত জায়গাটায় যেন কামড় বসিয়ে দিয়েছে কোনো হিংস্র শ্বাপদ।

পিছিয়ে এল জেব। বাঁ পা শরীরের ভর রাখতে পারছে না ঠিকমতো, টের পেয়ে ঘাবড়ে গেল কিছুটা। মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না স্পেন্সার, দৌড়ে এল আবার, কাছে এসে সমানে ঘুসি মারতে লাগল দু'হাত দিয়ে। কোনোটা ঠেকাতে পারল জেব, কোনোটা পারল না; আসলে আহত পা-টার জন্য এড়িয়ে যেতে পারছে না স্পেন্সারকে, মাথায়-কপালে-চোয়ালে-মুখে পর পর কয়েকটা ঘুসি খেল সে।

চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল জেব। ওকে নিশানা করে লাফ দিল স্পেন্সার, আবারও দু'হাত সমানে চালিয়ে জেবের চেহারাটা থেঁতলে দেয়ার ইচ্ছা আছে। কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না জেব। স্পেন্সার উড়ে আসছে দেখে তলপেটের কাছে দু'পা ভাঁজ করল সে, লোকটা নাগালে আসামাত্র র‍্যাটলস্নেকের ছোবল দেয়ার কায়দায় জোড়া পায়ের লাথি মারল ওর চেহারায়। জেবের উপর লাফিয়ে পড়া হলো না স্পেন্সারের, মাঝপথে থামতে হলো আবারও, থেঁতলে-যাওয়া ঠোঁট থেকে রক্ত পড়তে শুরু করেছে। গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেব, আবারও একটা হুক করল। তবে এবার জায়গামতো লাগল না আঘাত, স্পেন্সারের কপালের

একপাশে আছড়ে পড়ল ঘুসিটা। ওর বুকে দু'হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে ধাক্কা মারল জেব। অন্য কেউ হলে উড়ে গিয়ে পড়ত পিছনে, কিন্তু স্পেন্সার কেবল পিছিয়ে গেল কয়েক পা, আলগা একটুকরো কাঠে পা বেধে যাওয়ায় বেসামাল হয়ে বসে পড়ল।

সুযোগটা নিতে পারল না জেব। বাঁ উরুর আঘাতটা ভোগাচ্ছে ওকে। মাথা আর কপালে ঘুসি খাওয়ায় ঘোলাটে হয়ে গেছে দৃষ্টিশক্তি। মাথা ঝাঁকাল সে। ভাবতেও চাচ্ছে না, এই অবস্থায় চোখ দুটো ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কী হতে পারে। মুখে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা নোনতা স্বাদ বুঝিয়ে দিচ্ছে ঠোঁট কেটে গেছে।

চোখ তুলে তাকাল জেব। উঠে দাঁড়াচ্ছে স্পেন্সার। পজিশন নিচ্ছে, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করছে আবার। এবার দৌড়ে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না লোকটার মধ্যে। তারমানে দম ফুরিয়ে গেছে অনেকখানি। হাতাহাতি লড়াইয়ে বিশাল শরীরের লোকদের এই এক অসুবিধা। লড়াইটা লম্বা সময় ধরে চালিয়ে যেতে পারে না তারা। ওদের বিশাল শরীর তা করতে দেয় না।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিল জেব, ইচ্ছা আছে আরেকবার ধোঁকা দেবে স্পেন্সারকে। খেয়াল করল ওকে ছুটে যেতে দেখে বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে ফেলেছে স্পেন্সার, ডান হাতটা নেমে গেছে কোমরের কাছে। অর্থাৎ জেবকে নাগালে পেলেই বিরাশি সিক্কার একটা পাঞ্চ হাঁকাবে। জেব ঠিক করল ঝুঁকিটা নেবে। বাঁ পা-টা যতটা না ভোগাচ্ছে ওকে তারচেয়ে বেশি ভুগবার অভিনয় করছে সে, চাচ্ছে প্রতিপক্ষ যাতে ভুল ধারণা করে ওর সম্বন্ধে। হলোও তাই। দু'জনের মাঝখানের দূরত্বের পুরোটা অতিক্রম করতে হলো না জেবকে, ধৈর্য রাখতে না-পেরে কয়েক কদম এগিয়ে এল স্পেন্সার। ওর নাগালে গিয়ে এমন একটা ভান করল জেব যেন বাঁ দিকে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে দিক বদলে সরে এল ডানদিকে, ঝুঁকে পড়ল হাঁটু ভাঁজ করে। তৎক্ষণাৎ

ওর মাথার উপর দিয়ে যেন বেরিয়ে গেল একটা স্লেজহ্যামার—স্পেন্সারের ডান হাতের পাঞ্চ, বাতাসে হাত-চালানোর আওয়াজ শুনল জেব। দেরি না-করে কিছুটা সোজা হলো সে, ডানহাতে একটা আপারকাট হাঁকাল স্পেন্সারের মুখে। বেসামাল হয়ে পড়ল স্পেন্সার, এবার সুযোগ নিতে পারল জেব। চটপট কয়েকটা হুক আর জ্যাব মারল স্পেন্সারকে, ঘুসিগুলো ওর চেহারার কোথায় লাগছে পরোয়া করল না। এরপর একটা বিরাশি সিক্কা বসিয়ে দিল স্পেন্সারের বাঁ পাঁজরে। শেষে লোকটার পেটে টপাটপ দুটো ঘুসি মেরে ওর মুখ দিয়ে বের করিয়ে ছাড়ল ফুসফুসের সব বাতাস।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জেব কিন্তু পারল না। ওকে আঁকড়ে ধরেছে স্পেন্সার, মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে। লোকটার ওজনের কারণে টান লেগে ছিঁড়ে গেল জেবের শার্টের দুটো বোতাম, বেরিয়ে পড়ল ডান কাঁধ। এটা আসলে হাতাহাতি লড়াইয়ের পুরনো একটা কায়দা। প্রতিপক্ষের শরীরের খুব কাছে থাকলে মারে জোর পায় না সে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বাঁ হাত দিয়ে স্পেন্সারের চোয়ালের নীচে জোরে ঠেলা মারল জেব। উপরের দিকে উঠে গেল লোকটার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে কিল মারল জেব লোকটার নাকে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল স্পেন্সার, চোখে পানি এসে গেছে, রক্ত বের হচ্ছে নাকের দুই ফুটো দিয়েই। জেবকে একহাতে জড়িয়ে ধরেছে সে, ওর আরেকহাত ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে জেবের গলা বেয়ে উপরের দিকে, সম্ভবত খামচে দিয়ে অন্ধ করে দিতে চায় জেবকে।

এবার স্পেন্সারকে জড়িয়ে ধরল জেব, দৌড়াতে শুরু করল যতটা দ্রুত সম্ভব। যত এগোচ্ছে সে তত বেসামাল হয়ে পড়ছে স্পেন্সার, কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না, ওদিকে বাড়ছে জেবের গতি। এভাবে তেরো-চোদ্দ কদম এগোল জেব, একটা

ওয়্যাগনহুইলের কাছাকাছি পৌঁছে স্পেন্সারকে ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল লোকটার বুকে। না-দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ—গতি আর ধাক্কার সম্মিলিত জোরে উড়ে গিয়ে চাকার সঙ্গে বাড়ি খেল স্পেন্সারের ঘাড় আর পিঠ। অন্য কেউ হলে হয় ঘাড় মটকাত নইলে আলগা হয়ে যেত মেরুদণ্ডের দু'-একটা কশেরুকা। কিন্তু স্পেন্সারের সে-রকম কিছু হলো না, তবে প্রচণ্ড ব্যথায় আঁকড়ে উঠে মুচড়ে গেল ওর শরীর। ওর হাঁ হয়ে-যাওয়া মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাচ্ছে সে, কিন্তু কেউ যেন গোঁজ ভরে দিয়েছে তাই কিছু বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে এখনই গলগল করে বমি করবে যেন, কিন্তু বমি আটকে আছে বুকের কাছে। একটু আগে ব্যথায় নীল হয়ে গিয়েছিল চেহারাটা, এখন পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ফুলে গেছে ওর কপালের একপাশ, কালসিটে পড়ে গেছে বাঁ চোখে, একাধিক ঘুসি খেয়ে লাল হয়ে গেছে দু'গাল, ভেঙে গেছে নাক, থেঁতলে গেছে ঠোঁট আর থুঁতনি।

হাঁপাচ্ছে জেব, দুই হাতে দুই হাঁটু ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর শার্টের আরও একটা বোতাম ছিঁড়েছে স্পেন্সারের কারণে। মাথা ঘোরাচ্ছে ওর, হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকের ভিতরে। ঘাম কপাল বেয়ে নেমে এসে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে চোখে।

ওর তাজ্জব হওয়ার আরও বাকি ছিল। প্রথমে হাত, তারপর হাঁটু, শেষে দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্পেন্সার। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পজিশন নিল। জেবের তখন এক চুল নড়ার ক্ষমতা নেই। স্পেন্সারের দু'শ' দশ পাউণ্ডের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে দৌড় দেয়ার ফলে বিদ্রোহ করেছে বাঁ উরুর প্রতিটা পেশী। কাজেই স্পেন্সারকে এগিয়ে আসতে দেখে অসহায় বোধ করল সে, লোকটা ঘুসি মারতে শুরু করায় দু'-তিনটা হজম করল বেকায়দায় পড়ে, শেষে ঘুসি মারতে শুরু করল অন্ধের মতো।

সমানে ঘুসাঘুসি করছে দু'জনে। আরও একবার বিশাল শরীরটা বাধা হয়ে দাঁড়াল স্পেন্সারের জন্য, দ্রুত দম হারিয়ে ফেলল সে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাওয়ার আগে আবারও খামচে ধরল জেবের শার্ট। দু'জনে একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে।

জেবকে বুকের উপর নিয়ে পড়েছে স্পেন্সার। ওই অবস্থায় জেবের গলা টিপে ধরল সে। স্পেন্সারের কান লক্ষ করে দু'বার কনুই চালাল জেব, জায়গামতো লাগল আঘাত। ওর গলা ছেড়ে দিয়ে নেতিয়ে পড়ল স্পেন্সারের হাত দুটো। গড়ান দিয়ে উঠে বসল জেব, হাত মুঠ করে উপর থেকে নীচের দিকে ঘুসি মারল প্রতিপক্ষের মুখে, তিনবার। কেশে ওঠার মতো আওয়াজ করল স্পেন্সার। এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল জেব। শরীরে যতখানি শক্তি আছে সব জড়ো করল ডানপায়ে, বুটের চোখা অংশটা দিয়ে প্রচণ্ড লাথি মারল স্পেন্সারের মাথায়। লোকটার ঘাড় বাঁকা হয়ে গেল একদিকে, একটুও নড়ছে না, জ্ঞান হারিয়েছে।

টলমল পায়ে একটা ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জেব, সবকিছু দুলছে চোখের সামনে, হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে। একটা মুহূর্তের জন্য যেন নিভে গেল সব আলো, ওয়্যাগনের চাকাটা চট করে ধরে ফেলে নিজেকে সামলাল সে। আরও কিছুক্ষণ দম নেয়ার পর তাকাল অনতিদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা ভ্যান হেফলিনের দিকে, লোকটার দুই চোখে অবিশ্বাস।

ওকে বলল জেব, 'এবার নাচ শুরু করো, হেফলিন। দেখি একটু।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল স্পেন্সারের চ্যালারা, ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের নেতার অজ্ঞান দেহটা। জেবের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল একজন, 'পরেরবার হাতাহাতি লড়াই হবে না, দেখে নিয়ো মিস্টার। দুই সিক্সশুটারের বারোটা বুলেট যদি তোমার বুকে না-ঢুকিয়েছে, তা হলে আমাদের বস্ কোনো

গানম্যানই না।'

'এটা কোনো নতুন কথা?' থু করে থুতু ফেলল জেব, আসলে মুখের ভিতরে জমা-হওয়া রক্ত পরিষ্কার করল। 'তোমাদের বস কোন্‌কালে গানম্যান ছিল বলো তো শুনি? সে তো একটা কসাই। যে-লোক বুড়ো আর কমজোরদের মারে তার তো গানবেল্ট পরারই যোগ্যতা নেই। যাও, ভালোমতো সেবাযত্ন করো লোকটার যাতে পরেরবার পিস্তল হাতে দাঁড়াতে পারে আমার সামনে।'

নিজের পিঠে আর কাঁধে কোমল একজোড়া হাতের উপস্থিতি টের পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অলিভ।

ওকে তাকাতে দেখে বলল মেয়েটা, 'টেক্স, এদিকে এসো, একটু সাহায্য করো আমাকে। জেবকে ধরাধরি করে আমার তাঁবুতে নিয়ে যাই।'

ওয়্যাগনের চাকায় ভর দিয়ে আরেকটু সোজা হলো জেব। 'ধন্যবাদ, অলিভ। ধরাধরি করতে লাগবে না। হেঁটে যেতে পারবো আমি।' এদিকওদিক তাকাল।

শ্যাননকে দেখা যাচ্ছে না। জেব আর স্পেন্সারের লড়াই শুরু হওয়ামাত্র ঘাবড়ে গেছে হয়তো, ছুট লাগিয়েছে নিজের ওয়্যাগনের দিকে।

স্লিপিংকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিরাতে ছোট একটা তাঁবু খাটানো হয় অলিভের জন্য। ওটার ভিতরে, ঠিক মাঝখানে, খুঁটির কাজ করছে মাঝারি উচ্চতার একটা বাঁশ। সেটাতে লাগানো আছে লোহার একটা আংটা, তাতে ঝুলছে জ্বলন্ত একটা লণ্ঠন।

লণ্ঠনের আলোয় জেবের দিকে আরেকটু ঝুঁকল অলিভ। হাতের ফিটকিরির টুকরোটা আলতো করে চেপে ধরল জেবের রক্তাক্ত ঠোঁটে। এর আগে অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশন দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে সবগুলো ক্ষত। জেবের একদিকের চোয়ালের চামড়া

বিশ্রীভাবে কেটে গেছে, ওখানে সেলাই না-দিলেই নয়, সময় নিয়ে কাজটা করে দিল অলিভ। দাঁতে দাঁত চেপে, দু'হাত মুঠ করে সুঁইয়ের প্রতিটা খোঁচা সহ্য করল জেব। কাজটা করার সময় ওর চেহারার উপর অনেকক্ষণ ঝুঁকে থাকতে হলো অলিভকে। নিজের কানের উপর মেয়েটার প্রতিটা নিঃশ্বাস টের পেল জেব।

কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের, কয়েকবার পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকল ওরা। এবং প্রতিবারই জেবের মনে হলো ওকে কিছু বলতে চায় অলিভ কিন্তু টেক্স সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিধায় বলতে পারছে না। দু'-একবার মনে হলো, ওকে এত কাছ থেকে স্পর্শ করায় যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে অলিভের আঙুলগুলো। টের পেল, মেয়েটার স্পর্শে নিজেও শক্ত হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে।

কাজ শেষে ফার্স্টএইড বক্সটা গুছিয়ে রাখল অলিভ, বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে ফিরে এল। জেবের শার্টের পকেট থেকে বের করল তামাকের থলে আর সিগারেটের কাগজ। একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল, তারপর ওটা গুঁজে দিল জেবের ঠোঁটে। কৌতুক বোধ করল জেব। নীরবে ধূমপান করল কিছুক্ষণ। যখন দরকার পড়ছে তখন ব্যাণ্ডেজমোড়া ডান হাত তুলে ঠোঁট থেকে সরাচ্ছে সিগারেট।

আরেকটা সিগারেট বানিয়ে নিজের জন্য ধরাল অলিভ। তারপর জেবের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

কৌতূহল ফুটল জেবের চোখে। 'কীসের জন্য?'

'ওই জানোয়ারটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য। ওকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছ তুমি, দেখে কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না।'

বিস্ময় অপেক্ষা করছিল জেবের জন্য, কারণ অলিভের কথাটা শুনে চেহারা কালো হয়ে গেছে টেক্সের। চট করে ঘুরে বের হয়ে

গেল সে তাঁবু থেকে, মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল অলিভ, তারপর দৃষ্টি ফেরাল জেবের দিকে। 'কিছু বলছ না যে?'

'আমি...আমি আসলে ক্লান্ত। আর...তোমাকেও ধন্যবাদ, আমার সেবাযত্ন করার জন্য।' উঠে দাঁড়াল ধীরেসুস্থে। 'লোকটা আমার চেহারার কী হাল করেছে কে জানে! আশা করি ঠিকমতোই মেরামত করতে পেরেছ।'

হাসল অলিভ। পরক্ষণেই হাসিটা মুছে গেল ওর ঠোঁট থেকে। 'সাবধানে থেকো, জেব স্টুয়ার্ট। পরেরবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তোমাকে খুন করবে স্পেন্সার। আমি...আমি হারাতে চাই না তোমাকে।'

পলকহীন চোখে দু'জনই তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে অলিভের গাল, দৃষ্টি নামিয়ে নিতে গিয়েও পারছে না সে, ওর চোখ দুটোকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে জেবের চোখ দুটো। দু'জনেরই মনে পড়ে যাচ্ছে, আজ বিকেলে অলিভের ওই কথাটার জন্য কী বিব্রতকর একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল।

'আসলে...' কিছুক্ষণ পর কথা ফুটল জেবের মুখে, 'বিকেলে ওভাবে বলা উচিত হয়নি আমার। ভেবেছিলাম নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলেছিলে কথাটা।'

'তোমাকে চড় মারা উচিত হয়নি আমারও। কেন যে...' কথা শেষ করতে পারল না অলিভ।

রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে বাইরে গর্জে উঠেছে একটা পিস্তল।

চমকে উঠল জেব আর অলিভ।

চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। পাহারার দায়িত্বে যারা আছে তারা গলা চড়িয়ে ডাকাডাকি করছে।

ওয়্যাগনগুলোকে দুই সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, সারির বাইরে বেশ বড় একটা জায়গা চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে পাহারাদারেরা; যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিচ্ছে তারা যাতে বোঝা যায় ওই "মানববেষ্টনী" ভেদ করে কেউ ঢুকে পড়েনি ভিতরে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কেউ। শ্যানন। অলিভের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জেব, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিল।

শ্যাননদের ওয়্যাগনের বাইরে কিছু একটা পড়ে আছে। উৎসুক ফ্রেইটাররা ছুটে আসছে একজন একজন করে, ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। ধাক্কা দিয়ে নিজের জন্য পথ করে নিল জেব। একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে হাজির হলো কেউ একজন।

মাটিতে পড়ে আছে শুবেল মর্গান। পরনে একটা পাজামা আর নাইটশার্ট। দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে শরীরটা। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে শ্যানন। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

মর্গানের বুকের বাঁ দিক লাল হয়ে গেছে রক্তে। ওর পাল্‌স চেক করল জেব।

নেই। মারা গেছে লোকটা।

এমন সময় একটানা গর্জাতে শুরু করল একটা রাইফেল। গুলি করা হলো পর পর তিনবার। ওয়্যাগনগুলোর ছাদ ছাড়িয়ে চোখে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আভা।

তারপর সব চুপচাপ।

কাঁধ ধরে জোর করে শ্যাননকে তুলল জেব, যে দু'-তিনজন মহিলা এসেছে তাদেরকে বলল যাতে দেখাশোনা করে মেয়েটার। মর্গানের লাশটা দেখল আরেকবার।

হাতে রাইফেল নিয়ে ছুটে এল ভ্যান হেফলিন, হাঁপাচ্ছে। 'কুত্তার বাচ্চাটাকে দেখেছি আমি! পিছনের ঢাল বেয়ে উঠে এসে

যেভাবেই হোক ঢুকে পড়েছিল ভিতরে। ইণ্ডিয়ান, ছিঁচকে চোর। একটা মাস্কেট বা পিস্তল ছিল হাতে। ইচ্ছা ছিল কোনো একটা ওয়্যাগন থেকে মূল্যবান কিছু হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু নিশ্চয়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায় মিস্টার মর্গান, তাই ওকে গুলি করতে বাধ্য হয়। শয়তানটা যখন পালাচ্ছে তখন তিনবার গুলি করেছি আমি। লেগেছে কি না বলতে পারবো না। তবে কাল সকালেই বোঝা যাবে কোত্থেকে এসেছিল সে, গেছে কোন্‌দিকে।'

'চলো এখনই যাই,' প্রস্তাব দিল জেব। 'ইণ্ডিয়ানটার পিছু ধাওয়া করি।'

'এখন?' হেফলিনের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে নরকে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে জেব। 'এত সাধ লাগলে তুমি একা যাও। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাতকুড়ালের কোপ খেয়ে খুলি দু'ফাঁক করার ইচ্ছা নেই আমার। বলা যায় না, পেটের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে ছ'হাত লম্বা বর্শাও। আমার মনে হয় না পাঁচ-সাতজনের বেশি এসেছে ওরা, কিন্তু নিজেদেরকে যাতে রক্ষা করতে পারে সে-প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। এখন ওদেরকে ধাওয়া করা আর খালিহাতে বান মাছ ধরার চেষ্টা করা সমান কথা।'

'কী বলতে চাও তুমি?' ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল অন্য কেউ। 'ইণ্ডিয়ানরা গুলি করেছে মর্গানকে?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল হেফলিন। 'কেন, আমার কথা বিশ্বাস হয় না? ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কার ঠেকা পড়েছে মর্গানের মতো একটা পাগলের...মানে অস্বাভাবিক একটা লোকের উপর গুলি চালানোর? আবারও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল মিস্টার মর্গান, লাফিয়ে নেমে যায় ওয়্যাগন থেকে তখন ওকে সামলাতে লাফ দেয় শ্যাননও। আমার অনুমান ধারেকাছেই ছিল ইণ্ডিয়ান বেজন্মাটা। মিস্টার মর্গানকে লাফ দিতে দেখে ভাবে ওকে ধরার জন্য তেড়ে আসছে। দেরি না-করে গুলি করে দৌড় দেয়।

কাছেই ছিলাম আমি, আমার ওয়্যাগনড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। অন্ধকারে একটা লোককে ছুটে পালাতে দেখে আমার রাইফেলটা নিয়ে গিয়ে তিনবার গুলি চালাই ওর উপর। ...শুনলাম কত দরদমাখা গলায় স্বামীকে শান্ত হতে বলছিল মিসেস মর্গান...সারাজীবনের জন্য শান্ত হয়ে গেল ভালোমানুষটা।'

হেফলিনের উপর এমনিতেই বিরক্ত হয়ে ছিল জেব, ওর কথা শুনে বিরক্তি বাড়ল আরও। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওয়ানা হলো সে শ্যাননদের ওয়্যাগনের দিকে। বেশি দূরে না ওটা। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল—শ্যাননের সঙ্গে সম্পর্ক যতই বন্ধুত্বপূর্ণ হোক হুট করে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে না। ওয়্যাগনের একদিকের দেয়ালে টোকা দিল জোরে। কিছুক্ষণ পর ঢুকল।

অলিভ আছে ভিতরে। আরও দু'জন মহিলা আছে। একধারে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর রাখা হয়েছে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। একটা গদির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শ্যানন। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওয়্যাগনের ছাদের দিকে, জেবকে ঢুকতে দেখে তাকাল ওর দিকে। কিছু একটা আছে মেয়েটার চোখে। কী সেটা? আতঙ্ক? মানসিক আঘাত? নাকি অন্যকিছু?

বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সে জেবের উদ্দেশে। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না জেব। হঠাৎ করেই অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা, জেবের মনে হলো ওর পিছনে কাউকে দেখতে পেয়েছে যেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

ওয়্যাগনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ভ্যান হেফলিন। হাতে রাইফেল। শ্যাননের অবস্থা দেখে খালি হাতটা দিয়ে মাথা থেকে হ্যাট সরাল। বলল, 'তোমার স্বামীর ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত, মিসেস মর্গান। কিছু করতে পারি তোমার জন্য?'

আরও জোরে কাঁদতে শুরু করল শ্যানন।

চোখের ইশারায় হেফলিনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলল অলিভ

জেবকে, মেয়েটার চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি।

কিছু বলল না জেব, হাত ধরে টেনে হেফলিনকে নিয়ে গেল দূরে।

আধ ঘণ্টা পর।

অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে পরিস্থিতি। ওয়্যাগনের সারি ছাড়িয়ে বের হয়ে এল জেব। ধীরপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাহারাদারদের বেষ্টনীর দিকে। ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট।

সিকিভাগ চাঁদ আকাশে লটকে আছে যেন। মরা আলোয় না দেখা যায় প্রেইরির কোনো চড়াই, না কোনো উৎরাই। বহুদূরের দিগন্তের দিকে তাকালে মনে হয়, কেউ ওটা ঢেকে দিয়েছে বিশাল একটা কালো কম্বল দিয়ে। অনতিদূরের সেইজঝোপগুলো ঠাহর করা যায় কোনোরকমে। এখান দিয়ে মানুষ পরের কথা, বিশাল কোনো গ্রিজলিও যদি দৌড়ে পালায়, দেখা যাবে না ওটাকে।

পিছনে চাপা পদশব্দ। পাঁই করে ঘুরল জেব, একইসঙ্গে থাবা দিয়েছে হোলস্টারে। কিন্তু বাঁট ছুঁতে পারলেও বের করে আনতে পারল না পিস্তলটা—স্পেন্সারকে পেটাতে পেটাতে এতখানি কমজোর হয়ে গেছে আঙুলগুলো। টের পেল, ওর অবস্থা কতটা নাজুক।

দাঁড়িয়ে-থাকা ওয়্যাগনগুলোর ওপাশে এখনও জ্বলছে আগুন, সেটার আলোয় এগিয়ে-আসা ছায়ামূর্তিটাকে চিনতে একটু সময় লাগল জেবের। ভ্যান হেফলিন। হাজির হয়ে গেছে আরও একবার।

'মোকাসিনের বদলে বুট পরলে ভালো করবে,' লোকটাকে পরামর্শ দিল জেব। 'অন্ধকারে ইণ্ডিয়ান ভেবে যদি ভুল করে বসে কেউ তা হলে ভুগতে হতে পারে তোমাকে।'

'হয়তো,' একমত হলো হেফলিন। 'আসলে এত উত্তেজনায়

মাথার ঠিক নেই। ভুলেই গিয়েছিলাম বুট পরিনি।'

'তা, এতকিছু থাকতে হঠাৎ মোকাসিনের শখ জাগল কেন তোমার?'

'হঠাৎ জাগেনি। এটা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। দিনের শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্যাডলে যদি বসে থাকি বুট পরে, পায়ের পাতা জ্বলতে থাকে আমার। অদ্ভুত রোগ, কিন্তু তেমন কিছু না—ভেবে চিকিৎসা করাইনি কখনও। কাজেই যাত্রাবিরতি হলে সবার আগে বুট খুলে মোকাসিন গলাই পায়ে। ডিনারের পর নাচগানের আওয়াজ পেয়ে ব্যাপার কী দেখার জন্য এটা পরে বের হয়েছিলাম। যা-হোক, আমার মনে হয় আজ রাতের জন্য সব উত্তেজনা শেষ, নাকি? তুমি খেল্ দেখিয়েছ একটা—হাতের ঝাল ভালোমতোই মিটিয়েছ স্পেন্সারের উপর। তবে আমার মনে হয় না এত সহজে কাবু করতে পারবে ওর মতো একটা লোককে।'

'কেন?'

'প্রতিরাতে ডিনারে একবোতল হুইস্কি না-হলে চলে না লোকটার। আজও গিলেছিল। সে মাতাল না-হলে কি ওর সঙ্গে টেক্কা দেয়া এত সহজ?'

'আমার কিন্তু মনে হয়নি মাতাল ছিল স্পেন্সার। যা-হোক, তোমারই ভাড়াখাটা লোক, বলে দিয়ো আবারও যদি লড়তে চায় আমার সঙ্গে, লড়াইয়ের দিন যেন হাত না-দেয় মদের বোতলে।'

'নিজের বিপদ ডেকে এনো না, জেব,' গলা শুনে বোঝা গেল হেফলিনের হাসিখুশি ভাব বিদায় নিয়েছে। 'এবার কপালগুণে বেঁচে গেছ, কিন্তু পরেরবার তোমার যে-হাল করবে স্পেন্সার তাতে তোমাকে কফিনে ঢোকানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না আমাদের।'

'কফিন কারও-না-কারও লাগবেই, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই আমার। আজ যেমন মরল মর্গান। কাল আমিও মরতে পারি,

মরতে পারে স্পেন্সার, এমনকী তুমিও। হেফলিন, তোমাকে বুঝতে আসলে ভুল হয়েছিল আমার।'

'ভুল হয়েছিল! মানে?'

'তুমি যে কত বিপজ্জনক একটা লোক, কল্পনাও করিনি। স্পেন্সারের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে, লোকটাকে যে ভাড়া করে এনেছে তার দিকে তাকাতেই ভুলে গেছি।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল হেফলিন। 'দেখো পরেরবার যেন একই ভুল না-হয়। শোধরানোর সুযোগ পাবে না। গুডনাইট, জেব।' চলে গেল সে।

শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা ফেলে দিল জেব, বুটের নীচে পিষে নেভাল আগুন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে হেফলিনের ঋজু ছায়ামূর্তিটাকে। দৃঢ় পদক্ষেপে নিজের ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

হাঁটতে শুরু করল জেবও। পিঠটা লাগানো দরকার বেডরোলে। রাতের শেষভাগে উঠে পড়তে হবে। তখন পাহারার দায়িত্ব আছে ওর।

ঠিক বারো কদম দূরত্ব রেখে ওর পিছু নিল আরেকটা ছায়ামূর্তি।

জেব টের পেল ফলো করা হচ্ছে ওকে, কিন্তু কিছু বলল না বা করল না। পিছনের লোকটা কে, অনুমান করতে পারছে।

জায়গামতো পৌঁছানোর পর ধীরেসুস্থে ঘুরল জেব। পরিহাসতরল গলায় বলল, 'কী খবর, টেক্স? রাতবিরেতে লোকে ফলো করতে শুরু করেছে আমাকে, কবে থেকে এত সুন্দর আর আকর্ষণীয় হলাম বুঝতে পারছি না।'

'তোমাকে চোখে চোখে রাখার কথা বলছিল মিস্ অলিভ। আমিও ভেবে দেখলাম কাজটা করা উচিত। হঠাৎ ক্ষেপে উঠতে পারে স্পেন্সারের কোনো চামচা, শোধ নেয়ার জন্য চড়াও হতে

পারে তোমার উপর। এখন তুমি এত মূল্যবান যে, তোমাকে হারানোর কথা ভাবতেও পারি না আমরা।'

'কথাটা কার? তোমার না অলিভের?'

'আমারই।' দ্রুত হাতে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল টেক্স। 'একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?'

'কী?'

'ভ্যান হেফলিনের কখনও চোখের অপারেশন হয়েছিল কি না জানো?'

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেল জেব। বলল, 'না, সে-রকম শুনিনি কখনও। কেন?'

'আমার মনে হয় হয়েছিল,' নাকমুখ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছাড়ল টেক্স। 'আমার মনে হয়, কোনো জায়গায় অকাজ-কুকাজ করতে গিয়ে বড় বড় নখওয়ালা বেশ্যার খামচি খেয়ে চোখ হারায় লোকটা—পয়সার বিনিময়ে যারা ইজ্জত বেচে তাদের সঙ্গে পয়সা নিয়ে ঝামেলা করলে যা হয় আর কী। পরে ডাক্তার অপারেশন করে প্যাঁচার চোখ লাগিয়ে দেয় ওর অক্ষিকোটরে। তা না-হলে বাইরের এত অন্ধকারেও ইণ্ডিয়ানটাকে পালাতে দেখল কী করে?'

হেসে ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জেব। 'ঠিকই বলেছ। কথাটা আমার মাথাতেও এসেছে।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অলিভকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল। এদিকেই আসছে মেয়েটা।

জেব আর টেক্সকে দেখতে পেল অলিভ, চিনতে পারল, এগিয়ে এল। কাছে এসে বলল, 'শ্যাননদের ওয়্যাগনেই ছিলাম এতক্ষণ। মুষড়ে পড়েছিল বেচারি। বাধ্য হয়ে ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছি। আশা করি একটানা ঘুমাতে পারবে সকাল পর্যন্ত।'

'এখন কী অবস্থা ওর?' জানতে চাইল জেব।

'এখন তো শান্তই আছে।' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে যোগ করল

অলিভ, 'একটু বেশিই শান্ত বলে মনে হলো আমার কাছে।'

আর কথা হয় না। তিনজনে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না আসলে।

'গুডনাইট, টেক্স,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অলিভ। 'গুডনাইট, জেব।' হাঁটা ধরল নিজের তাঁবুর উদ্দেশে।

কিছুদূর গেছে সে, এমন সময় হঠাৎ একটা কথা মনে হলো জেবের। টেক্সকে একলা রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিল সে, পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল অলিভের একটা হাত। 'শোনো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে,' বলল হাঁপাতে হাঁপাতে।

আশ্চর্য হলো অলিভ, কিন্তু কিছু বলল না। ঘুরে মুখোমুখি হলো জেবের।

'তোমার ভিতরে সততা বলে যদি কিছু থেকে থাকে,' বলতে শুরু করল জেব, 'একটা কথা সত্যি করে বলো। আমার কাছে ভালো লাগবে, না খারাপ লাগবে ভাবার দরকার নেই। কথাটা শুনে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো, না চলে যাবো তা-ও বিবেচনা কোরো না। শুধু সত্যের খাতিরে কথাটা বলো আমাকে। আমার বুকের উপর চেপে-বসা একটা পাথর নেমে যাক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অলিভ বলল, 'কী?'

'তোমাদের আস্তাবলে আগুন লাগার জন্য আসলেই কি দোষী মনে করো আমাকে?'

জবাব দিচ্ছে না অলিভ। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ওর চেহারা, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে জেবের দিকেই তাকিয়ে আছে সে। পড়া যাচ্ছে না মেয়েটার চোখ আর চেহারার ভাষা।

কিছুক্ষণ পর বলল সে, 'না, জেব, মনে করি না। যারা তোমার শত্রু তাদের অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে কথাটা বলেছিল আমাকে। আমি কানপাতলা ধরনের মানুষ না, কিন্তু নিশ্চয়ই জানো, একটা মিথ্যা কথা দশবার বললে সেটা সত্যি হয়ে যায়।

তারপরও, ওরা যতবার তোমার বিরুদ্ধে বলছিল, ততবার মনে মনে বলছিলাম, আমি বিশ্বাস করি না এই কাজ করতে পারে জেব। তবে...'

'তবে?'

'তোমার বিরুদ্ধে একটা সন্দেহ দানা পাকিয়ে উঠছিল আমার মনে, অস্বীকার করবো না।'

'সন্দেহটা কি আছে এখনও?'

'না, নেই,' কষ্টের হাসি হাসল অলিভ, অন্ধকারে দেখতে পেল না জেব।

চেপে রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল জেব। 'ধন্যবাদ, অলিভ। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'তোমার শত্রুদের কথা কেন বিশ্বাস করিনি, জানতে চাও না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানতে চাই। তবে তার আগে জানতে চাই কাদেরকে আমার শত্রু বলছ বার বার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অলিভ বলল, 'ভ্যান হেফলিন। আর...শুনতে তোমার কাছে খারাপ লাগলেও...শ্যানন মর্গান। স্যান মার্কোসে তোমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওরা আমার কান ভারী করার চেষ্টা করেছে বেশ কয়েকবার।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল জেবের। ভাঙা গলায় বলল, 'ওদের কথা কেন বিশ্বাস করলে না?'

'মিস্টার ডেভিস আর আমার বাবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এককালে। তাঁদের সম্পর্কটা তিতা হয়ে যায় পরে। কিন্তু তারমানে এই নয়, একজন আরেকজনের শত্রুতে পরিণত হন তাঁরা। আমার বাবা কখনোই মিস্টার ডেভিস অথবা তাঁর বদলে যারা ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের ক্ষতি করার কথা বলেননি আমাকে। মিস্টার ডেভিসও নিশ্চয়ই সে-রকম কিছু বলে যাননি তোমাকে?'

'না, কখনোই না। তোমাদের ব্যাপারে খুব কম কথা বলতেন

মিস্টার ডেভিস। তোমাদেরকে, বিশেষ করে তোমার বাবাকে সহ্যই করতে পারতেন না তিনি। তাই তাঁর সামনে কখনও মিস্টার কারসনের প্রসঙ্গ তুলতাম না আমি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অলিভ বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, তোমার আর আমার মাঝখানে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের একটা দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে। যারা তোমার গীবত আমার কাছে গেয়েছে, তারা আমার বদনামও তোমার কাছে করেছে। নিশ্চয়ই ওদেরই কেউ না কেউ বলেছে, আমাদের আস্তাবলে আগুন লাগার জন্য তোমাকেই দোষী ভাবি আমি?'

মাথা ঝাঁকাল জেব, মনে পড়ে গেল শ্যাননের কথাগুলো। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য, চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে বলল, 'আচ্ছা একটা কথা বলো তো। কী এমন ঘটেছিল যার কারণে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মিস্টার কারসন আর মিস্টার ডেভিসের মধ্যে?'

'তুমি জানো না!' আশ্চর্য হয়েছে অলিভ।

'না, আসলেই জানি না। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আমি ছাড়া আর সবাই জানে কারণটা। মিস্টার কাস্টার জানেন। আমার ইয়ার্ডবস্ ব্রডি উইলিয়ামস জানে। কিন্তু গড়িমসি করতে করতে শেষপর্যন্ত কথাটা জানতেই পারিনি ওর কাছ থেকে। তুমিও মনে হয় জানো। বলবে?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অলিভ। বলল, 'মেয়েমানুষ।'

'মেয়েমানুষ! মানে?'

'একটা মেয়ের কারণে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায় আমার বাবা আর মিস্টার ডেভিসের মধ্যে।'

'বলো কী! এত তুচ্ছ...'

'তুচ্ছ না, জেব। তুমি হয়তো কখনও কাউকে ভালোবাসোনি,

তাই বুঝতে পারছ না। প্রেমে পড়লে লোকে কী করতে পারে, আর কী করতে পারে না, জানা নেই তোমার।'

'মেয়েটা কে?'

'আমার মা।'

'তোমার মা!'

'হ্যাঁ, আমার মা। মিস্টার ডেভিস আর আমার বাবা একইসঙ্গে আমার মা'র প্রেমে পড়েন। কিন্তু...আমি ঠিক জানি না কী কারণে...শেষপর্যন্ত বাবাকেই বিয়ে করে মা। হতে পারে বাবাকে ভালোবাসত মা। অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, মা মোটেও পছন্দ করত না মিস্টার ডেভিসকে।'

'কেন? পছন্দ না-করার কী আছে? মিস্টার ডেভিসের মতো একজন...'

'আমি জানি, জেব। মিস্টার ডেভিস সৎ, বুদ্ধিমান, নীতির প্রশ্নে কারও সঙ্গে আপোষ করতেন না। শুধু স্যান মার্কোসেরই না, আশপাশের আরও কয়েকটা শহরের ফ্রেইটিং ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছ থেকে বুদ্ধিপরামর্শ নিত। এমনকী বাবাকেও অনেকবার পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। তারপরও...'

চুপ করে আছে জেব। অপেক্ষা করছে অলিভের পরবর্তী কথাগুলোর জন্য।

'কথায় বলে, যুদ্ধে আর প্রেমে সব জায়েজ। বাবা যেদিন জানতে পারেন মিস্টার ডেভিসও আমার মাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই ভীষণ ঘাবড়ে যান তিনি—মাকে হারাতে হতে পারে এই চিন্তায়। তখন একদিন আবেগের বশে জঘন্য এক কাজ করে বসেন তিনি। মা'র সঙ্গে দেখা করে বলেন, বেশ্যাদের কাছে যাওয়ার খারাপ স্বভাব আছে মিস্টার ডেভিসের। বাবা জানতেন কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবেন মা, তাই আগে থেকেই

মোটা টাকা দিয়ে হাত করেন শহরের কিছু বেশ্যাকে। ওদেরকে নিয়ে আসেন মা'র কাছে, ওরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে মিস্টার ডেভিসের বিরুদ্ধে। ব্যস, এর পর থেকে মিস্টার ডেভিসের নাম শুনলেই গা ঘিন ঘিন করত মা'র। বাবার এই চালাকি সারাজীবনেও ধরতে পারেনি আমার সহজসরল মা-টা।'

থতমত খেয়ে গেছে জেব। ওর মনে হচ্ছে ওর দুই কান ভোঁ ভোঁ করছে।

'কিন্তু ওই বেশ্যাদের কোনো একজন,' বলে চলল অলিভ, 'যার ভিতরে কিছুটা হলেও বিবেক ছিল, বাবা-মা'র বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দেখা করে মিস্টার ডেভিসের সঙ্গে, যা যা ঘটেছে সব বলে দেয়। মেয়েটার উচিত ছিল মাকে সব জানানো, কিন্তু...কে জানে কেন আসেনি সে মা'র কাছে। ...না এসে ভালোই করেছে আসলে।'

পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে জেবের শরীর। যা শুনছে সে, কোনোদিন কল্পনাও করেনি শুনতে হতে পারে কথাগুলো।

'ভাবতে পারো বেশ্যাটার কথা শুনে কতখানি কষ্ট পেয়েছিলেন মিস্টার ডেভিস?' গলা শুনে মনে হলো গির্জার ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করছে অলিভ। 'ভালোবাসার মানুষটাকে হাসিল করার জন্য বন্ধুত্বের গলায় ছুরি চালিয়েছে বাবা, মেনে নেন তিনি। কিন্তু তাঁর আসল মহত্ত্ব কোথায় জানো? ইচ্ছা করলে ওই বেশ্যাকে নিয়ে যেতে পারতেন মা'র কাছে, ওর কাছ থেকে সব শুনলে বাবার চেহারা আর কোনোদিন দেখত না মা, কিন্তু তিনি চাননি বাবা-মা'র সংসারে ফাটল ধরুক। সংসারটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সারাজীবন ঘৃণিত থেকে গেলেন মা'র দৃষ্টিতে। তারপর...' হঠাৎ কেন যেন ফুঁপিয়ে উঠল অলিভ, 'বছর তিনেক আগে মা যখন মারা গেল, তোমার কাছে ব্যবসা বুঝিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন তিনি। ইচ্ছা করলে আরও

আগেই যেতে পারতেন। কেন যাননি, জানো? মা'র জন্য। যাকে ভালোবেসেছিলেন তার চোখে ঘৃণিত হয়েও তার প্রতি টানটা বাকি রয়ে গিয়েছিল। হয়তো দূর থেকে দেখতেন তিনি মাকে, আর বহু বছর আগের কথাগুলো মনে করতেন। ...ভালোবাসা আর কাকে বলে?'

জবাব দিল না জেব। জবাবটা, সম্ভবত, জানা নেই ওর।

'সবাই জানে তুমি মিস্টার ডেভিসের পালকপুত্রের মতো। যে-মানুষটা এত মহান, তাঁর কাছ থেকে আর যে-শিক্ষাই পাও, আরেকজনের আস্তাবলে আগুন লাগানোর শিক্ষা নিশ্চয়ই পাওনি? সেজন্যই তোমার শত্রুদের কথা বিশ্বাস করিনি আমি।'

কিছুই বলছে না জেব, যেন বোবা হয়ে গেছে সে।

'যা-হোক, মিস্টার ডেভিসের বন্ধুত্ব স্বাভাবিকভাবেই পরিণত হয় ঘৃণায়,' বলে চলল অলিভ। 'কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ ছিলেন না তিনি, তাই কখনও কোনো ক্ষতি করেননি বাবার। ওদিকে বাবা, এত জঘন্য একটা কাজ করে এত বেশি অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন যে, আর কোনোদিন গিয়ে দাঁড়াতে পারেননি মিস্টার ডেভিসের সামনে।' হঠাৎ কেঁদে ফেলল অলিভ। কিছুক্ষণ কাঁদার পর চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আজ কথাগুলো তোমাকে বলে তোমার কাছে ছোট হলাম। এর আগে যতবার মনে করেছি ততবার ছোট হয়েছি নিজের কাছে, ততবার গোপনে কেঁদেছি। একটা অনুরোধ করি, জেব। এ-ব্যাপারে আর কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না অলিভ। ঘুরে ছুট লাগাল নিজের তাঁবুর উদ্দেশে।

তেরো

ভোরে ক্যাম্পের ধারেকাছে কোনো ইণ্ডিয়ানের চিহ্ন চোখে পড়ল না কারও। অবশ্য, গতকাল রাতে সত্যিই কোনো ইণ্ডিয়ানকে গুলি করেছিল কি না হেফলিন সেটাও একটা কথা।

আবার রওয়ানা হওয়ার আগে কতগুলো ঘন সেইজঝোপের মাঝখানে একটা কবর খোঁড়া হলো। সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুগম্ভীর আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হলো শুবেল মর্গানকে। ওর কবরের জন্য অপটু হাতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ক্রস বানাল জেব। তারপর সেটাতে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লিখল:

শুবেল মর্গান
একজন ভালোমানুষ

কবর দেয়া শেষ হলে আবার চলতে শুরু করল ওরা।

ওয়্যাগনট্রিপ খুব অদ্ভুত এক যাত্রা। সারাদিনের একঘেয়ে পথচলা আর হাড়ভাঙা খাটুনি, বেশিরভাগ নিরানন্দ রাতে ইণ্ডিয়ানদের হামলার আশঙ্কা আর মৃত্যুচিন্তা কেমন যেন বানিয়ে দেয় যাত্রীদেরকে। তাই একদিন যেতে-না-যেতেই মনে হতে লাগল একসপ্তাহ আগে মারা গেছে শুবেল মর্গান। চেস্টনাট ক্রীক আর স্টোনি ফর্কের মতো ওর স্মৃতিও ধূসর হয়ে আসতে লাগল

কারও কারও কাছে।

প্রেইরির আরও গভীরে ঢুকে পড়েছে কাফেলা। এখন যেখানে আছে ওরা সেখানে ছোট ছোট পাথর আর ধুলোবালির রাজত্ব শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে খাটো খাটো রসালো ঘাসের সীমানা। বেশ বড় একটা মহিষের পালের দেখা মিলল একদিন। বিরক্ত করার কেউ নেই, তাই আয়েশ করে চরে বেড়াচ্ছে সবগুলো। জেব খেয়াল করল, পালটা উত্তর থেকে পশ্চিমদিকে সরে যাচ্ছে ক্রমশ।

এদিকে-সেদিকে ছোট ছোট কয়েকটা খাঁড়ি আছে, বেশিরভাগেরই পানি শুকিয়ে গিয়ে তলায় ঠেকেছে দাবদাহের কারণে। খাঁড়িগুলোর আশপাশে প্রচুর ঝোপ, সেইসঙ্গে মরাগাছের শুকনো ডালপালা। ওগুলোর আড়ালে আড়ালে ছোটাছুটি করে বেড়ায় হরিণের পাল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খাঁড়িতীরে গিয়ে বুনো ঘোড়ার একটা দলকে দেখতে পেল জেব। পানি খেতে এসেছে ওগুলো। একেকটার স্বাস্থ্য, ঝুলেপড়া কেশর আর গায়ের রঙ দেখলে ধরতে ইচ্ছা করে ল্যাসো ছুঁড়ে। কিন্তু হাতে সে-সময় নেই। জেবের মনের কথা বোধহয় টের পেল ঘোড়াগুলো, দ্রুত পানি খাওয়া শেষ করে ছুট লাগাল তৃণভূমির আরও গহীনে। পশুগুলোর মুক্তজীবন আর গর্বিত চালচলন দেখে খানিকটা সময়ের জন্য হলেও উদাস হয়ে গেল জেব।

বর্তমানে কাফেলায় লিড-রাইডারের ভূমিকা পালন করছে সে ওলসেনের সঙ্গে। ওদের পিছনে দুই সারিতে পঞ্চাশটা ওয়্যাগন। তিনটা ওয়্যাগন অন্যগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে বেশ কিছুটা। সুযোগ পাওয়া গেলে সারির সংখ্যা বাড়িয়ে তিন বা চারও করা হচ্ছে, ফলে এগোনোর গতি বাড়ছে কখনও কখনও। অবশ্য সেক্ষেত্রে অনেক চওড়া হতে হয় ট্রেইলটাকে। ফ্ল্যাঙ্কারদের সংখ্যা, আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে।

স্পেন্সারের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে গিয়ে যেসব আঘাত

হজম করতে হয়েছিল জেবকে, ওর চেহারা থেকে সেগুলোর দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দুই হাত, বিশেষ করে ডান হাতটা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এখন থাবা দিয়ে পিস্তল বের করতে অসুবিধা হয় না ওর। জেব জানে কখনও-না-কখনও কারও-না-কারও বিরুদ্ধে ডুয়েল লড়তে হবে ওকে, তাই ইদানীং রুটিন মেনে একটা কাজ করছে সে। খুব ভোরে উঠে পড়ে ঘুম থেকে, তখনও চারপাশে লেপ্টে থাকে অন্ধকার। বেডরোল না-গুটিয়েই চলে আসে কোনো খাঁড়ির তীরে। সঙ্গে করে নিয়ে আসে গানবেল্ট। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে কোনো গাছের মরা কাণ্ডকে প্রতিপক্ষ ভেবে কখনও আধঘণ্টা আবার কখনও একঘণ্টা ড্র'র প্র্যাকটিস করে। জেব জানে এই অনুশীলন ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারে মৃত্যুর কবল থেকে।

স্পেন্সারের সঙ্গে দু'-তিনবার দেখা হয়েছিল ওর। চেহারার কয়েকটা দাগের কথা বাদ দিয়ে বললে, কসাইটাও সেরে উঠছে আস্তে আস্তে। প্রথমদিকে একটু ঝুঁকে হাঁটত, এখন হাঁটার সময় সোজা হয়েই পা ফেলে। তারমানে পিঠের ব্যথাটাও তেমন ভোগাচ্ছে না ওকে। ওয়্যাগন-হুইলের সঙ্গে বাড়ি খেলে অন্য কেউ যেখানে একমাসের আগে বিছানা ছাড়তে পারত না, সেখানে দিব্যি হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে লোকটা!

তবে জেবের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে নিউ মেক্সিকোর কসাই। ওর চ্যালারাও কাছে আসছে না। কাফেলার উপর ওদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বন্ধ আছে আপাতত। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে জেবকে। ঝুড়িতে থাকা জ্যান্ত সাপ যখন নির্জীবের মতো পড়ে থাকে তখন সাপুড়ের চিন্তা হয় বেশি—ঢাকনা খোলামাত্র অথবা হাতে নেয়ামাত্র না ছোবল দেয়!

সুযোগ পেয়ে কাফেলার কয়েকজন ফ্রেইটার আবারও প্রশ্ন তুলেছে হেফলিনের কাছে স্পেন্সারদের ব্যাপারে। জবাবে আবারও

নিজের সাফাই নিজেই গেয়েছে হেফলিন, 'দেখো, ওরা কচি খোকা না। সব বুঝেও যদি নিজেরা জড়িয়ে পড়ে হাতাহাতিতে, আমি কী করবো? আর আমি তো বলবো দোষ জেবের। সে-রাতে একটু বেশিই গিলে ফেলেছিল স্পেন্সার, বাকিদের মতো সে-ও নাচতে চেয়েছিল মিস্ অলিভের সঙ্গে। তাতে অপরাধ কী হয়েছে বুঝলাম না। কেন, মিস্ অলিভ কি অনেকের সঙ্গে নাচেনি তখন? কেউ নাচতে চাইলে তাকে ধরে উত্তমমধ্যম দিতে হবে—এটা কেমন কথা? তা ছাড়া আগেও বলেছি আবারও বলছি, ইণ্ডিয়ানদের হামলা থেকে নিজেকে আর নিজের মালসামান রক্ষা করতেই স্পেন্সারকে ভাড়া করে এনেছি আমি। একবার হামলা করুক বাদামি চামড়ার শয়তানগুলো, তখন বুঝবে সঙ্গে করে গানম্যান না-এনে কত বড় ভুল করেছ তোমরা। আর, কেউ যদি বলে থাকে তোমাদের ভালোমন্দের দিকে খেয়াল নেই আমার তা হলে সে ডাঁহা মিথ্যুক। কারণ স্পেন্সার আর ওর লোকদেরকে কড়া ভাষায় বলে দিয়েছি, জেব চাইলেও যেন ওর সঙ্গে কথা না-বলে, সে যেচে পড়ে বাড়াবাড়ি কিছু করতে চাইলে যেন আরেকদিকে চলে যায়। এর বেশি আর কী করতে পারি আমি, বলো?'

চোরের মা'র বড় গলা। নিজেদের নিরাপত্তার আশঙ্কায় যেসব ফ্রেইটার অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল হেফলিনের কাছে তারা হাবা হয়ে গেল।

ওদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে দেখে মুচকি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হেফলিন। 'স্পেন্সাররা থাকলে তোমাদেরও কিন্তু লাভ আছে, ভাইয়েরা। ইণ্ডিয়ানরা হামলা করলে, ভেবে দেখো পিস্তল-বন্দুক চালাতে পারবে কারা—স্পেন্সার আর ওর লোকেরা, নাকি জেব স্টুয়ার্ট আর টেক্স বেল?' এরপর অমঙ্গল আশঙ্কায় নিজের চেহারাটা কালো বানিয়ে বলল, 'একটা কথা বলি, অন্যভাবে নিয়ো না। আমার মনে হয় আমার

সঙ্গে বার বার কথা না-বলে জেবের সঙ্গে দেখা করা উচিত তোমাদের, ওকে বোঝানো উচিত। লোকটা বড় বেশি একরোখা। বাড়াবাড়ি কিছু করতে গিয়ে যদি নিজের বিপদ ডেকে আনে সে, আমাকে দোষ দিয়ো না কিন্তু। পরে বোলো না, তোমাদেরকে সাবধান করিনি।'

হেফলিনের এই "রাজনৈতিক" কথাগুলোর প্রভাব পড়ল কয়েকজন সহজসরল ফ্রেইটারের উপর। প্রথমে, বেশিরভাগ মানুষ বেশিরভাগ সময় যা করে—নিজেদের কপালের উপর দোষ চাপিয়ে দিল ওরা এই কাফেলার সঙ্গে আসার জন্য। বলাবলি করতে লাগল, যেখানে আর্মি নাজেহাল ইণ্ডিয়ানদের হাতে, সেখানে পঞ্চাশটা ওয়্যাগনের দুই-আড়াই শ' লোক তো ওদের সামনে কিছুই না! কপালে দু'-চারবার চাপড় দিয়ে চোখে পানি এনে ফেলল কেউ কেউ। চার-পাঁচজন দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো জেবের কাছে, ওকে বোঝাতে গিয়ে শাসিয়ে এল—আর যেন কোনো ঝামেলায় না-জড়ায় স্পেন্সারের সঙ্গে। যদি সে-রকম কিছু করে, বব রেনল্ডসের সঙ্গে আলোচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে জেবের বিরুদ্ধে। ওয়্যাগন আর লোকজনসহ বের করে দেয়া হবে ওকে কাফেলা থেকে। তখন সে বুঝবে কত ধানে কত চাল।

প্রতিবাদ করল না জেব। জানে, কিছু বলতে গেলে ঘি পড়বে আগুনে। মেরুদণ্ডহীন লোকেরা এ-রকমই হয়। যেহেতু মেরুদণ্ড নেই, সেহেতু যেখানে শরীর ঠেস দেয়ার সুযোগ পায় সেখানেই যায়। এদেরকে বোঝানো সহজ, এদেরকে কারও বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাও সহজ। বোকা লোকগুলো বুঝতে পারছে না, স্পেন্সার আর ওর চ্যালাদেরকে ঠেকানোর মতো কেউ যদি না-থাকে কাফেলায়, হেফলিন আর ওর ভাড়াকরা লোকেরা বাদে আর কেউ হয়তো পৌঁছাতে পারবে না রেটন পাসে শেষপর্যন্ত। কেউ

হয়তো মরবে ইণ্ডিয়ানদের হামলায়; বাকিদেরকে, তাদের ওয়্যাগনের মালসামান লুট করার জন্য খুন করতে পারে স্পেন্সাররা।

এই ট্রেইলে একলা চলার অভ্যাস আছে জেবের, তাই কাফেলা থেকে বের করে দেয়ার হুমকিটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সে। ইণ্ডিয়ানরা হামলা করলে সবারই চাচা আপন পরান বাঁচা অবস্থা হবে। প্রথমে নিজেদের মালসামান বাঁচানোর চেষ্টা করবে ওরা, অবস্থা বেগতিক বুঝলে সব ফেলে পালাবে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে। বাকিরা মরল না বাঁচল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

স্যাডলের উপর শরীর মুচড়ে পিছনে তাকাল জেব। একটা সারিতে ফ্ল্যাঙ্কারের ভূমিকা পালন করছে টেক্স। এমন একটা পজিশনে আছে যেখান থেকে রাইফেল দিয়ে সহজেই কভার দিতে পারবে জেবকে। যে-রাতে স্পেন্সারের সঙ্গে লড়াই হয়েছে জেবের, সে-রাত থেকে ওকে চোখের আড়াল করছে না লোকটা।

ব্যাপারটা স্বস্তি দিচ্ছে জেবকে, আবার একইসঙ্গে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ওকে। ডেথ ট্রেইলে টেক্স বেলের মতো লোক পাশে থাকলে ভালোই লাগে। কিন্তু ও-রকম সার্বক্ষণিক নজরদারি বাচ্চা আর মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, পুরুষদের জন্য না।

আমি মরে গেলে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জেব, বুলিয়নগুলো উদ্ধার করার কেউ নেই। হয়তো সেজন্যই আমাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা অলিভের। হয়তো সেজন্যই আমাকে সবসময় চোখে চোখে রাখছে টেক্স।

লোকটাকে ইদানীং কেন যেন অ্যাম্বুশের ঘটনার সঙ্গে মেলাতে পারে না জেব। আচরণগত দিক দিয়ে একজন খুনির যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে, সে-সবের অনেকগুলোই আছে টেক্সের মধ্যে। তারপরও কিছু একটা...অন্যরকম কিছু একটা একজন অ্যাম্বুশারের সঙ্গে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে লোকটার। কম্পানির প্রতি

টান আছে টেক্সের। টান আছে অলিভের প্রতিও। শ্যানন বলেছে অলিভের সঙ্গে নাকি পাপের সম্পর্ক আছে টেক্সের। কই, এ-ক'দিনে সে-রকম কিছু তো চোখে পড়ল না জেবের। একজন পুরুষ আর একজন নারীর খোলামেলা আচরণই বলে দেয় তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কি না। কিন্তু অলিভ আর টেক্সকে দেখলে, যারা জানে না তারাও বলবে, একজন মালকিন আরেকজন ফোরম্যান। হয়তো টেক্সের উপর একটু বেশিই নির্ভর করে অলিভ, কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক হতো, যদি ওরা নিজেদের সম্পর্কটাকে গোপন রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু সে-রকম কোনো চেষ্টাও নজরে পড়েনি জেবের।

টেক্সের সঙ্গে যে-দূরত্ব ছিল জেবের তা কি কমেছে?

না।

অলিভ অনুরোধ না-করলে লোকটা কি নিজে থেকে এগিয়ে আসত জেবকে সাহায্য করার জন্য?

মনে হয় না।

সে কি আসলেই চোখ রাখছে জেবের উপর, নাকি অন্য কোনো মতলব আছে তার?

বোঝা যাচ্ছে না।

আবারও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে জেব। অদ্ভুত এক অস্বস্তি টের পায়। অলিভের খোঁজে এদিকওদিক তাকায়।

কোথাও দেখা যাচ্ছে না মেয়েটাকে। ওর সবচেয়ে বড় ওয়্যাগনটাতে মাল বোঝাই করার পর কিছু জায়গা খালি রয়ে গেছে, ফাঁকা অংশটাকে ড্রেসিংরুম হিসেবে ব্যবহার করছে সে; হয়তো সেখানেই আছে। রোদের ঝাঁঝ থেকে বাঁচাচ্ছে নিজেকে, একটু জিরিয়েও নিচ্ছে সম্ভবত।

আবারও টেক্সের দিকে তাকাল জেব।

একহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে লোকটা, আরেকহাতে

দশ ফুট লম্বা একটা চাবুক। এ-ধরনের চাবুককে পশ্চিমের লোকেরা বলে বুলহুইপ। এগোচ্ছে, আর ট্রেইলের ধারের ঝোপঝাড়ে একটু পর পর চাবুক চালাচ্ছে সে। কখনও তার নিশানা আলগা পাতা, কখনও কোনো ঝোপে বসে-থাকা বড়সড় কোনো পোকা। ওয়্যাগনহুইলের একটানা ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে তাই মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে ওর চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ।

এটা আসলে একরকমের খেলা, "উদ্ভাবকের" নাম অলিভিয়া কারসন। দিনের পর দিন একটানা পথ চলতে ক'জনের ভালো লাগে? তাই অলিভ যখন ঘোড়ার পিঠে থাকে, করার মতো কিছু না-থাকলে দশ ফুটি বুলহুইপ দিয়ে পোকা মারে। বেশিরভাগ সময় পারে না, যখন পারে তখন খিলখিল করে হেসে ওঠে কিশোরীদের মতো। একজন সুন্দরীকে হাসতে দেখলে মুমূর্ষু লোকের যন্ত্রণাও কমে, তাই অলিভের কাছেপিঠে থাকা পুরুষেরা মজা পায় তখন। খেলাটা প্রথম প্রথম একাই খেলত অলিভ। ওর দেখাদেখি অনেকেই "হাত পাকানোর" চেষ্টা করছে ইদানীং।

"হুররে" জাতীয় একটা আওয়াজ করল টেক্স, ওর চাবুকে জড়িয়ে আছে একটা র‍্যাটলস্নেকের শরীর, চাবুকের প্রচণ্ড আঘাতে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে সাপটার।

র‍্যাটলস্নেক। ডেথ ট্রেইলের আরেক ঘাতক।

যে-কোনো ঝোপের আড়ালে, বোল্ডারের নীচে, ছোটবড় পাথরের ফাঁকে অথবা জমিনের গর্তে থাকতে পারে ওগুলো। কখনও জড়াজড়ি করে থাকে ওয়্যাগনচাকার সঙ্গে। কখনও, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ওগুলোকে পাওয়া যায় রাইডারদের স্যাডলব্যাগের ভিতরে। কখনও আবার প্রাণহীন দড়ির-জটের মতো পড়ে থাকে ট্রেইলের উপর। বেশিরভাগ সময় কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু যখন কামড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে না-পারলে দংশিত লোকের মৃত্যু নিশ্চিত।

টেক্সের "বিজয়োল্লাস" শুনে ওয়্যাগনের জানালা খুলে বাইরে তাকাল অলিভ। লোকটার চাবুকের সঙ্গে মরা র‍্যাটলটাকে জড়িয়ে থাকতে দেখে অনুমান করে নিল ঘটনা কী। শিউরে উঠল সে, বন্ধ করে দিল জানালাটা।

মুচকি হাসল জেব। র‍্যাটলস্নেককে যমের মতো ভয় পায় অলিভ।

আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর যাত্রাবিরতির ঘোষণা এল বব রেনল্ডসের কাছ থেকে। জ্বলন্ত দুপুর গড়াচ্ছে তপ্ত বিকেলের দিকে, এবার একটু জিরিয়ে না-নিলেই নয়।

স্টিরাপে ভর দিয়ে উঁচু হলো জেব, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। আধ মাইল দূরে প্রায়-শুকনো একটা খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। বেশি সময় নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার চলতে শুরু করবে ওয়্যাগনগুলো, তাই মধ্যমগতিতে ছুটিয়ে খাঁড়ির কাছে নিয়ে গেল ঘোড়াটাকে। স্যাডল ছেড়ে নামল। পিপাসা লেগেছে ঘোড়াটার, তাই নিজেই এগিয়ে গেল খাঁড়ির কিনারায়। মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে।

স্যাডলব্যাগ থেকে ক্যান্টিন দুটো খুলল জেব। একটা খালি হয়ে গেছে, আরেকটাতে অল্প কিছু পানি আছে। অবশিষ্ট পানিটুকু খেয়ে নিল সে। তারপর দুটো ক্যান্টিনই ভর্তি করল কানায় কানায়। স্যাডলব্যাগের সঙ্গে বাঁধল ওগুলোকে। হ্যাট খুলে আটকাল স্যাডলহর্নের সঙ্গে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পানির কাছে। ঘাড়ে বাঁধা রুমালটা খুলল। আঁজলা ভরে কয়েকবার পানি নিয়ে চুল ভেজাল। চেহারা ভালোমতো ধুয়ে ঘাড়ে-গলায়-বুকে পানির ছিটা দিল। রুমালটা পানিতে ভিজিয়ে বাঁধল জায়গামতো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাট চাপাল মাথায়। আহ্, এবার একটু আরাম পাওয়া যাচ্ছে।

বুট আর মোজা খুলে রাখল সে খাঁড়িতীরে, জিন্স গুটিয়ে নেমে

পড়ল পানিতে। দু'হাত দিয়ে পানির ছিটা মারতে লাগল ঘোড়াটাকে। সরে যাচ্ছে না জন্তুটা। তারমানে এত গরমে পানির স্পর্শ পেয়ে আরাম লাগছে সেটারও।

কাজ শেষে স্যাডলে চাপল জেব, ফিরতি পথ ধরল।

কাফেলার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় খেয়াল করল, ওদের ওয়্যাগনগুলোর কাছে ছোটখাটো একটা জটলা। অলিভ আর টেক্সের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন ফ্রেইটার। হেফলিন, রেনল্ডস আর ওলসেনও আছে। হাত নেড়ে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে অলিভ বার বার, কিন্তু ওর কথায় অন্যদের কেউ, বিশেষ করে হেফলিন কর্ণপাত করছে বলে মনে হচ্ছে না। যতটা না অলিভের সঙ্গে তর্ক করছে লোকটা, তারচেয়ে বেশি কথা বলছে কাছেপিঠের ফ্রেইটারদের সঙ্গে। লোকগুলোকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে সম্ভবত।

ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিল জেব।

ওকে দেখতে পাওয়ামাত্র হেফলিন বলে উঠল, 'এই যে, এসে গেছে!'

অলিভের পাশে গিয়ে ঘোড়া থামাল জেব। নামল না ঘোড়া থেকে। জানতে চাইল, 'কী সমস্যা?'

বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল রেনল্ডস। 'তুমি কি সবকিছুকেই সমস্যা মনে করো নাকি?'

জেব টের পেল কিছু একটা হয়েছে, সম্ভবত "জে অ্যাণ্ড ও"-এর বিরুদ্ধে আবারও অনেককে ক্ষেপিয়েছে হেফলিন। তা না-হলে রেনল্ডসের ওভাবে 'তুমি কি সবকিছুকেই সমস্যা মনে করো নাকি' বলার কথা না।

'সবকিছুকে সমস্যা মনে করাটা কিন্তু সবসময় দোষের না,' মেপে মেপে বলছে জেব, মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকগুলোর অভিব্যক্তি খেয়াল করছে। 'সমস্যা মানুষকে সতর্ক করে। আর

সতর্ক থাকলে বিপদ এড়ানো যায়।'

'জ্ঞান দিচ্ছ মনে হয়?' কোমরে হাত দিল রেনল্ডস।

রাগ হলো জেবের কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। 'না, জ্ঞান নেয়ার চেষ্টা করছি আসলে। হয়েছে কী?'

'মহিষ মারতে যেতে হবে তোমাদেরকে।'

'মহিষ! আমাদেরকে?'

'হ্যাঁ, মহিষ এবং তোমাদেরকে,' রেনল্ডসের গলা চাঁছাছোলা।

'হঠাৎ করে মহিষের দরকার পড়ল কেন?'

'সঙ্গে করে আনা শুকনো খাবার খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে আমাদের,' ব্যাখ্যা করতে শুরু করল জনৈক ফ্রেইটার। 'এবার একটু তাজা মাংস না-হলেই নয়।'

'তা ছাড়া আমরা আশঙ্কা করছি এখন পর্যন্ত যেহেতু হামলা করেনি ইণ্ডিয়ানরা,' মুখ খুলল আরেকজন, 'সেহেতু সামনের যে-কোনো জায়গায় আমাদের উপর চড়াও হতে পারে ওরা। ওদের বড় একটা বাহিনী আক্রমণ করলে আমাদের অবস্থা কী হবে বলা যায় না, তখন শুকনো খাবারের মজুদ না-থাকলে খাবো কী?'

এগুলো সবই হেফলিনের শেখানো-বুলি, ভাবল জেব। বলল, 'রেটন পাস পর্যন্ত যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারি সে-হিসেব করে শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়েছি আমরা। কাজেই অসুবিধা হওয়ার তো কথা না?'

'অসুবিধা হওয়ার কথা না, কিন্তু হয়েছে,' খনখনে গলায় বলল রেনল্ডস। 'কাফেলার ক্যাপ্টেন হিসেবে নিশ্চয়ই যে-কোনো সময় যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে আমার? স্যান মার্কোস ছেড়ে আসার আগে ভোটাভুটি করে তোমরা সে-অধিকার দিয়েছ আমাকে।'

জেবের ইচ্ছা করছে স্যাডল থেকে নেমে গিয়ে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে লোকটার দাড়ি। নিজেকে সংযত করল সে। বলল,

'তোমার সেই অধিকার কি আমার উপরই খাটাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, খাটাচ্ছি। নিজের স্বার্থে না, বেশিরভাগ ফ্রেইটার যা বলাবলি করছে, মুখপাত্র হিসেবে তা-ই জানাতে এসেছি। হাজার হোক, সবার সুবিধা-অসুবিধা দেখা তো আমারই দায়িত্ব, নাকি?'

'স্পেন্সার যখন ষণ্ডাগিরি ফলাচ্ছিল আমাদের আউটফিটের উপর,' টেক্সের গলায় উষ্মা, 'তখন কোথায় ছিল তোমার এই দায়িত্ববোধ? যে-রাতে সে মারামারি করল জেবের সঙ্গে সে-রাতে তোমাকে একবারের জন্যও দেখা যায়নি কেন? গুলি খেয়ে মরল মিস্টার মর্গান; জানতে পারি কি, কাফেলার ক্যাপ্টেন হিসেবে কী ব্যবস্থা নিয়েছ তুমি?'

'দেখো,' এক পা আগে বাড়ল রেনল্ডস, 'যেসব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে গেছে সেগুলো শুধু শুধু...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল হেফলিন। জেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের আউটফিট শিকারে যাবে কি যাবে না সোজাসুজি বলে দাও।'

ধাক্কা দিয়ে হ্যাট কিছুটা পিছনে সরাল জেব, বাতাস লাগার সুযোগ দিল ভেজা চুলে। 'রেনল্ডস তার দায়িত্ববোধের কথা বলেছে, হাস্যকর হলেও মানলাম সেটা। মহিষ শিকারের খোঁড়া যুক্তি দিয়েছ, যাও মেনে নিলাম ওটাও। কিন্তু আমাদের আউটফিটকেই কেন যেতে হবে শিকারে, বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, পারি,' সঙ্গে সঙ্গে বলল হেফলিন, যেন অপেক্ষায় ছিল কখন জিজ্ঞেস করা হবে প্রশ্নটা। 'ফ্রেইটারদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ শিকারী তুমিই। অস্বীকার করতে পারো কথাটা?'

না, কথাটা অস্বীকার করতে পারে না জেব। স্যান মার্কোসে কখনও কখনও ক্ষরা চলে ফ্রেইটিং ব্যবসায়। এমনও সময় আসে যখন টানা তিন-চার সপ্তাহ হাতে কোনো কাজই থাকে না ফ্রেইটারদের। তখন পার্টটাইম জুয়ারিতে পরিণত হয় অনেকেই।

যেহেতু জুয়া খেলার বাজে অভ্যাস নেই জেবের, ওই সময়ে দুই ঘোড়ায়-টানা চারচাকার হুডছাড়া একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। সঙ্গে নেয় দু'-তিনজন নির্ভরযোগ্য লোক। ওরা চলে আসে প্রেইরিতে, মহিষের রাজত্বে—আরকানসাস নদীর কয়েক হাজার মাইল বিস্তৃত অববাহিকার যে-বিশাল তৃণভূমি পরিচিত বাফেলো কান্ট্রি নামে। তবে এখানে শুধু মহিষই না, ছোট ছোট অনেকগুলো খাঁড়ির তীরে ঘন ডালপালার আড়ালে আড়ালে দেখা মেলে কয়েক জাতের হরিণের পালেরও।

মূলত মহিষ শিকার করে জেব সে-সময়। মাথা আর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে মাংস ফেলে আসে শিয়াল-শকুনদের জন্য। স্যান মার্কোস ছাড়িয়ে একশ' মাইল দূরের এক শহরে মহিষের শিং আর চামড়ার বেশ কদর আছে। ওগুলোর জন্য বড় বড় কয়েকটা আড়ত গড়ে উঠেছে ওখানে। ভালো দাম পাওয়া যায় আড়তগুলোতে।

পারলে হরিণও মারে জেব, বেচে একই শহরে। পুব থেকে পয়সাওয়ালা লোকেরা আসে সেখানে, হরিণের স্টাফকরা মাথা কিনে নিয়ে যায় নগদে। স্টাফিং-এর কাজ নিজেই করার চেষ্টা করে জেব। তাতে লাভ হয় বেশি। যদি হাতে সময় না-থাকে, যারা স্টাফ বানায় তাদের কাছে মাথাগুলো বিক্রি করে দেয়। যা পায় তা খারাপ না।

সরু চোখে হেফলিনের দিকে তাকিয়ে আছে জেব, এবার আর সন্দেহ নেই চালটা কার।

'কী ব্যাপার, কথা বলছ না যে?' খেঁকিয়ে উঠল রেনল্ডস। 'সবার সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাও?'

'না, চাই না,' ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাচ্ছে জেব, 'কী করতে হবে আমাকে?'

সন্তুষ্টির হাসি হাসল রেনল্ডস, হেফলিনের সঙ্গে মুখ

চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বলল, 'সূর্য ডুবতে কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে এখনও। যত জলদি পারো বেরিয়ে পড়ো। সঙ্গে ওলসেনকে নিয়ো, কসাইয়ের কাজ ভালো পারে সে। তবে আরও কমপক্ষে দু'-তিনজনকে লাগবে তোমার। হুডছাড়া ঘোড়ায়-টানা চারচাকার একটা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি, তাতে শিকারকরা মহিষের চামড়া বিছিয়ে তার উপর মাংস রেখো, সুবিধা হবে তোমাদেরই। আর...আড়াই শ' লোকের দু'বেলা খাওয়ার জন্য কমপক্ষে...দুটো মহিষ মারতে হবে তোমাকে।'

'কাকে কাকে সঙ্গে নেবো সে-ব্যাপারে আমার ইচ্ছাই কি চূড়ান্ত?'

মাথা ঝাঁকাল রেনল্ডস।

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি। এ-ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তের উপর কিছু বলবো না আমরা।'

'বেশ,' লম্বা করে দম নিল জেব। 'হেফলিনকে চাই আমি। যদি কোনো কারণে না-যায় সে, আমিও যাবো না।'

হাঁ হয়ে গেছে হেফলিন। কল্পনাও করতে পারেনি এ-রকম কিছু বলে বসবে জেব।

'কি, কিছু বলছ না যে?' রেনল্ডসকে জিজ্ঞেস করল জেব।

'না...মানে...হেফলিনের ব্যাপারটা...'

'ঠিক আছে,' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল জেব, 'বুঝলাম তোমার প্রতিজ্ঞার কোনো দাম নেই আসলে। মহিষের তাজা মাংস যদি খেতে চাও, হেফলিনকে দিতে হবে আমার সঙ্গে। যদি সে যেতে না-চায়, নিজেকে সবার সামনে ডরপুক ঘোষণা করতে হবে। আমার এই শর্ত পূরণ করতে না-পারলে মহিষের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি হলো হেফলিন আর রেনল্ডসের

মধ্যে। কালো হয়ে গেছে কাফেলার ক্যাপ্টেনের চেহারা। আর হেফলিনকে দেখে মনে হচ্ছে, এত বিব্রতকর অবস্থায় পড়েনি জীবনে।

ওর ফাঁদে ওকেই ফেলেছে জেব। জেবকে কাফেলা থেকে সরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ছিল ওর, এবার সরে যেতে হবে ওকেও। নইলে সবার সামনে নিজেকে কাপুরুষ ঘোষণা করতে হবে। যে-কাজ হেফলিন কেন, কেউই করবে না কখনও।

'আমি যাবো,' হেফলিনের নিচু গলা শুনে মনে হলো নিজের মৃত্যুপরোয়ানা নিজেই ঘোষণা করছে যেন, 'দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।'

চলে গেল সে।

'আমি গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাই,' তাড়াহুড়ো করে বলল রেনল্ডস, 'জেব, অন্য যাদেরকে সঙ্গে নেবে তাদেরকে নিয়ে আমার কাছে এসো।'

'আমরা না-ফেরা পর্যন্ত কাফেলার কী হবে?' জানতে চাইল জেব।

'অপেক্ষা করবো আমরা। তবে দেখো, দু'ঘণ্টার শিকার করতে দু'দিন লাগিয়ে দিয়ো না যেন,' বলে আর দেরি করল না রেনল্ডস, ঘুরে হাঁটা ধরল। ওর পিছু নিল অন্য ফ্রেইটাররা।

'কী হলো ব্যাপারটা?' রেনল্ডস চলে যাওয়ার পর বলল টেক্স।

'আমাকে কাফেলা থেকে সরাতে চাচ্ছিল হেফলিন,' নিচু গলায় বলল জেব। 'কেন, বুঝলাম না।'

'জেব, না-গেলে হয় না?' অলিভের গলায় এমন কিছু একটা আছে যে, ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো জেব।

'না, হয় না,' বলল সে। 'বলে ফেলেছি যাবো, এখন আর মানা করা যাবে না। তা ছাড়া হেফলিনের ওষুধ গিলিয়েছি হেফলিনকেই, সে যাচ্ছে। যাচ্ছে ওলসেনও, এটা একটা সুবিধা।

লোকটা আর যা-ই করুক পিঠে ছুরি মারবে না।'

'আর কাকে কাকে নেবে?' আবারও প্রশ্ন করল অলিভ।

'সেটা একটা প্রশ্ন বটে। বেশি লোক নেয়া যাবে না। অন্য আউটফিটের কাউকেও নিতে চাই না।'

'আমার যাওয়ার দরকার আছে?' জানতে চাইল টেক্স।

'না,' বলল জেব। 'কারণ আমাদের ওয়্যাগনগুলো সামলে রাখার জন্য শক্ত লোক প্রয়োজন। আমার অনুপস্থিতিতে সুযোগ নিতে পারে স্পেন্সারের চ্যালারা।'

'সেটা আমিও ভাবছিলাম। তা হলে?'

'লুণ্ডিগানকে নিই। রেনল্ডস যে-ঘোড়ারগাড়ির কথা বলেছে সেটা চালাবে সে। চায়নাম্যান শেন লি-ও যাক। মাংস কাটাকুটির কাজে হাত লাগাতে পারবে ওলসেনের সঙ্গে।'

'আমি কি যেতে পারি?' জানে প্রশ্নটার জবাবে না বলতে পারে জেব, সে-সম্ভাবনাই বেশি, তারপরও জিজ্ঞেস করল অলিভ।

না বলতে গিয়েও থেমে গেল জেব। কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

বিরক্ত হয়ে জেবের দিকে তাকাল টেক্স। 'মিস্ অলিভকে আবার কেন জড়াচ্ছ এসবের সঙ্গে?'

'কারণ আমার মনে হয় না শিকারের কাজে একটুও হাত লাগাবে হেফলিন। বরং আমাদের ব্যস্ততার সুযোগে কাজ বাড়িয়ে দিতে পারে সে। আমি চাই ওকে সবসময় চোখে চোখে রাখুক অলিভ। তা ছাড়া এখানে থাকলে তোমার কাজে খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না সে। ঠিক না?'

তর্কে গেল না টেক্স, অলিভের দিকে তাকাল।

চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে জেবের সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছে মেয়েটা। 'ঝটপট রেডি হয়ে আসছি আমি,' বলে নিজের "ড্রেসিংরুমের" দিকে দৌড় দিল সে।

চারদিকে তাকালে যে-কেউ বলবে, এমন একটা সমুদ্রে হাজির হয়েছে যার পানি সরিয়ে নিয়েছেন স্রষ্টা, সে-জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন খয়েরি বাফেলোগ্রাসের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। থেকে থেকে বইছে বাতাস, ঢেউ জাগছে হাঁটুসমান উঁচু ঘাসের সাগরে। অনেক দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা-দুটো পাহাড়, ওগুলোকে একরেখায় কল্পনা করলে মনে হয় উপকূল।

হাতের ডানদিকে সবচেয়ে কাছের পাহাড়টার নাম স্মোকি হিল, ওরা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে দূরত্ব পঁচিশ মাইলের কম না। পাহাড়টা ন্যাড়া, একাকী। ঠিক উল্টোদিকে, না-আছে কোনো পাহাড় না-কোনো উৎরাই; সেখানে দিগন্তের সঙ্গে মিশেছে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের রোদজ্বলা নীলাকাশ। নাক বরাবর তাকালে কখনও কখনও মনে হয় আকাশের নীল মাটিতে নেমে এসেছে বুঝি; ওগুলো আসলে এঁকেবেঁকে বয়ে চলা কিছু খাঁড়ি, মাঝদুপুরের আকাশটার প্রতিফলন নিয়েছে নিজেদের বুকে। আর পিছনে, অনেকদূরে, স্থির দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশটা ওয়্যাগনের কাফেলা।

ওরা মোট ছ'জন। জেব আছে সবার আগে, ওর একটু পিছনে ওলসেন। দুই ঘোড়ায়-টানা চার চাকার একটা হুডছাড়া কার্টের ড্রাইভিংসীটে বসে আছে লুণ্ডিগান আর শেন লি। সবার পিছনে হেফলিন আর অলিভ। এই দু'জনের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান। থেকে থেকে আড়চোখে হেফলিনের দিকে তাকাচ্ছে অলিভ। লোকটাকে উল্টোপাল্টা কিছু করতে দেখলেই চেঁচিয়ে সতর্ক করবে জেবকে।

যথেষ্ট অস্বস্তিতে ভুগছে হেফলিন। দেখলেই বোঝা যায় নিজের উপর বিরক্ত হয়ে আছে সে। কোনো একটা ফাঁদ পেতেছিল জে অ্যাণ্ড ও আউটফিটের জন্য, সে-ফাঁদে ধরা পড়েছে

নিজেই। বাধ্য হয়ে ঠেলা সামলাতে হচ্ছে এখন।

'সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে,' সবাইকে শুনিয়ে বলল জেব, 'সতর্ক থাকতে হবে। এলাকাটা ইণ্ডিয়ানদের। এবং এখন ওদের শিকারের মৌসুম। সবচেয়ে বড় কথা, মেইন ট্রেইল বাদে এ-জায়গা ভালোমতো চিনি না আমি। কোন্ ঢালের নীচে অথবা কোন্ গিরিখাতের ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারে ওরা, আগাম ঠাহর করা মুশকিল। আর মহিষের কথাটাও ভুললে চলবে না। ওরা এমনিতে নিরীহ, কিন্তু রেগে গেলে ক্যুগারের মতো হিংস্র। ...কোন্ মহিষ দুটোর উপর গুলি চালাবো সে-সিদ্ধান্ত নেবো আমি। বিশাল প্রাণী, তাই গুলি খাওয়ার পর মরতে একটু সময় লাগে ওদের, কাজেই আমি না-বলা পর্যন্ত আহত মহিষের কাছে যেয়ো না কেউ। আরেকটা কথা। যদি কোনো কারণে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ওয়্যাগনট্রেইনের দিকে ছুট লাগাই আমি, একই কাজ করতে একমুহূর্তও যেন দেরি না-হয় কারও।'

মেইন ট্রেইলে থেকে থেকে উড়ে এসে নাকেমুখে বাড়ি মারছিল গাদা গাদা ধুলো, চারদিক ঘাসে ঢাকা বলে সে-সমস্যা নেই এখন। মৃদুমন্দ হাওয়া আছে। উঁচু বাফেলোগ্রাসগুলো নুয়ে পড়ছে কখনও কখনও। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছে জেব, তাড়াহুড়ো করছে না। একইসঙ্গে চিন্তা করছে হেফলিনের মতলবটা কী ছিল। সেটা যেহেতু বাস্তবায়িত করতে পারেনি, নতুন কোনো চাল চালবার চেষ্টা করবেই শয়তানটা। প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা কী?

বেশ কয়েকটা চড়াই-উৎরাই পার হলো ওরা। সামনে দীর্ঘ একটা ঢাল। খেয়াল করে না-দেখলে ওটার ক্রমাবনতি বোঝা যায় না। দূরের কোনো একটা পাহাড় থেকে একটা ঝরনা উৎপন্ন হয়েছে, জলধারা সমতলভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় ছোট্ট একটা খাঁড়ি তৈরি করেছে। ওটার দু'ধারে, উঁচু ঘাসের আড়ালে

আড়ালে, মনের সুখে হেঁটে বেড়াচ্ছে একঝাঁক বুনো বনমোরগ। কখনও কখনও তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠছে একটা-দুটো। জেবদেরকে এগোতে দেখে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সবগুলো।

ঢালটা ছাড়িয়ে এল ওরা একসময়। এখন সামনে, হাতের বাঁ পাশে, রসালো ঘাসে ভরা একটা উপত্যকা। সেটার তিন পাশে তিনটা বেঁটে পাহাড়। খাঁড়িটা এসেছে উপত্যকা পর্যন্ত, তারপর অনেক সঙ্কুচিত হয়ে ঢুকে গেছে ভিতরে। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল—উপত্যকার শুরুতে ঘাসেঢাকা জমিনের সঙ্গেই জড়াজড়ি করে আছে বেলেমাটি। সেখানে খাঁড়িটার বিস্তার দু'ফুটের বেশি হবে কি না সন্দেহ। যেখানে বেলেমাটি নেই, সেখানে জায়গায় জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা কটনউড। এই গাছগুলোর শিকড়ের কাছে কিংবা কাণ্ডের ফোকরে হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে ছোট জাতের কাঠবিড়ালির দল। বেলেমাটিতে জন্মে-ওঠা গুচ্ছ গুচ্ছ বাদামগাছই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনে তাকিয়ে নিয়ে দিক বদল করে ডানে সরল জেব। নাক উঁচু করে জোরে জোরে শ্বাস টানল কয়েকবার। মহিষের পাল যেখানেই থাকে, ধুলো না-উড়িয়ে পারে না। রসালো ঘাসের কারণে মহিষের কোনো একটা পাল যদি অবস্থান নিয়ে থাকে উপত্যকার ভিতরে...

লাগামে টান দিয়ে ঘোড়ার গতি কমাতে হলো ওকে আচমকা। বেশ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে ধুলোর একটা মেঘ। কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে মেঘটা। জমিনের কোনো কোনো জায়গায় ঘাস নেই, এ-রকম একটা জায়গায় বার বার ক্ষুর চালিয়ে মেঘটা বানিয়েছে বিশালদেহী এক মহিষ।

হাতের ইশারায় সঙ্গীদেরকে থামতে নিষেধ করল জেব, নিজের ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগোচ্ছে সে। একটা ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা এবার। ষাট-সত্তর গজের ক্রমোন্নতির পর আরও স্পষ্ট হলো

ধুলোর মেঘ, স্পষ্ট হলো সেটার আড়ালে ঢাকাপড়া মহিষটাও, সেই সঙ্গে দেখা গেল পুরো পালটাকে। ত্রিশ-চল্লিশটার মতো মহিষ আছে একসঙ্গে।

বাঁ দিকের স্যাডল ব্যাগের নীচে বাঁধা শার্প'স বাফেলোগানটা বের করল জেব। যখন মহিষ শিকারে যায়, বন্দুকটা ওর সঙ্গে থাকে। অস্ত্রটা পছন্দ করে সে। পঞ্চাশ ক্যালিবারের ভারী বুলেট ব্যবহৃত হয় এটাতে, একবার ট্রিগার টানলে একশ' বিশ গ্রেইন বারুদ পোড়ে। সে শুনেছে, হাতের নিশানা চমৎকার হলে সাতশ' গজ দূরের লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত হানা সম্ভব এটা দিয়ে। এটা সঙ্গে আনার ইচ্ছা ছিল না ওর, কারণ মহিষ শিকারের কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কী মনে করে এনেছে নিজেও বলতে পারবে না।

'ধুলোর আড়ালে ঢাকা-পড়া মহিষটাকে গুলি করতে যাচ্ছি আমি,' বলল সে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে। 'গুলির আওয়াজে ভড়কে যেতে পারে বাকিগুলো, ছুট লাগাতে পারে। সেক্ষেত্রে পিছু ধাওয়া করতে হবে আমাকে। ওলসেন, তুমি পিছিয়ে যাও, অলিভ আর হেফলিনের মাঝখানে পজিশন নাও। খেয়াল রেখো আমার অনুপস্থিতিতে যাতে কোনো সমস্যা না-হয় অলিভের। লুণ্ডিগান আর শেন লি, আমি না-বলা পর্যন্ত সীট ছেড়ে নামবে না তোমরা। দ্বিতীয় মহিষটাকে মারার পর যদি পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝি, চামড়া ছিলা আর মাংস কাটাকুটির কাজ শুরু করতে বলবো তোমাদেরকে,' কথা শেষ করে বাফেলোগানটা কাঁধে তুলল সে। সময় নিয়ে নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে।

মহিষটার গায়ে গুলি লাগার আওয়াজ শোনা গেল এত দূর থেকেও। ঝট করে মাথা তুলে ওদের দিকে তাকাল ওটা, তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মাথা নামিয়ে ফেলল হঠাৎ, মনে হলো তেড়ে আসবে বুঝি। ওটার ঘাড় আর কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় আবার গুলি করল জেব। ধুলোর ঝড় উঠল, হুড়মুড় করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে

মহিষটা, ছুটে পালাতে চাচ্ছে সঙ্গীদের কাছে। কয়েক কদম দৌড়ালও। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই কমে গেল গতি, কিছুক্ষণ হাঁটার পর খোঁড়াতে শুরু করল আচমকা, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে ওটার নাসারন্ধ্র দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পরই হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে ধুলোর ঝড় তুলল আবার।

বাফেলোগানটা রিলোড করছে জেব। কেন যেন ওর মনের ভিতরে খুঁত খুঁত করছে। প্রতিটা ঢাল, ঝোপঝাড় আর কটনউডে ঢাকা গিরিখাতগুলোর উপর বার বার নজর বোলাচ্ছে সে। ইণ্ডিয়ানদের হান্টিংগ্রাউণ্ডে শিকার করা এত সহজ না, জানে সে, কিন্তু মহিষটাকে মারতে বেগ পেতে হয়নি মোটেও। ব্যাপারটা...

'এই খেল্ দেখানোর জন্য এত বড়াই করলে তখন?' পিছন থেকে শোনা গেল হেফলিনের ব্যঙ্গোক্তি, চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল জেবের।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। শান্ত গলায় বলল হেফলিনকে, 'বড়াই করার স্বভাব তোমার থাকতে পারে, আমার নেই।'

'ও-রকম ভারী কার্তুজের একটা বন্দুক হাতে থাকলে,' খক করে শব্দ করে থুতু ফেলল হেফলিন, 'দশ বছরের ছেলেও দুই গুলিতে দুটো মহিষ মারতে পারত। অথচ তুমি মারলে মোটে একটা। আসলে অন্য ফ্রেইটারদের কথায় কান দিয়ে ভুল করেছি আমি, তোমাদের সঙ্গে শিকারে আসাটাই উচিত হয়নি। ওরা তোমাকে যত বড় শিকারী বলছিল, দেখা যাচ্ছে তত...'

কথা শেষ করতে পারল না হেফলিন, কারণ একটা উড়ন্ত তীর হ্যাট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে চায়নাম্যান শেন লি'র মাথা থেকে।

'ইণ্ডিয়ান!' চিৎকার করে বলল লুণ্ডিগান। 'তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।'

হেফলিনের চেহারার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বাঁয়ের ঢালটার দিকে তাকাল জেব। পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে এক মুহূর্তও লাগল

না ওর।

পনেরো-বিশজন ইণ্ডিয়ানের একটা দল ধেয়ে আসছে ওদের দিকে, সত্তর-আশি গজ দূরের একটা ঢালে লুকিয়ে ছিল ওরা এতক্ষণ। ওদের মাত্র দু'জন সওয়ার হয়েছে পনির পিঠে। লোক দুটোর হাতে মাস্কেট আছে কিন্তু গুলি করছে না। তারমানে হয় বুলেট কম নইলে শুধু শিকারের কাজেই ব্যবহার করতে চাচ্ছে অস্ত্রগুলো। বাকিদের প্রায় সবার কাছে তীর-ধনুক। দু'-একজনের হাতে লম্বা বর্শা। কারও কারও কাছে ভোজালির সমান বড় ছুরি।

ইণ্ডিয়ান হান্টিংপার্টি।

জেবরা যে-মহিষের পালটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেটা নজর কেড়েছিল ওই ইণ্ডিয়ানদেরও। একটা ঢালে লুকিয়ে থেকে দেখছিল ওরা মহিষগুলোকে, হামলা চালানোর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিল। দৃশ্যপটে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে গেছে জেবরা।

'লুণ্ডিগান! শেন লি! ঘোড়ার মুখ ঘুরাও জলদি!' গলা ফাটিয়ে বলল জেব। 'অলিভ! ওলসেন! পালাও যত দ্রুত সম্ভব। খবরদার গুলি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না কেউ। ওরা শুধু ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায় আমাদেরকে। মৃত মহিষটাকে...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, কারণ গর্জে উঠেছে হেফলিনের রাইফেল। ওর দিকে তাকাতে গিয়ে মূল্যবান একটা মুহূর্ত নষ্ট করল জেব, পরের মুহূর্তটা নষ্ট করল গুলিতে ইণ্ডিয়ানদের কারও কিছু হয়েছে কি না দেখার জন্য।

হ্যাঁ, হয়েছে। একটা পনির পিঠ থেকে উধাও হয়ে গেছে এক সওয়ারী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওর সঙ্গীরা। কিন্তু মাত্র দু'-একটা মুহূর্ত, তারপরই রণহুঙ্কার ছেড়ে দ্বিগুণ গতিতে ছুটে আসতে লাগল তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

গুলি করেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে হেফলিন, জন্তুটাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিয়েছে ওয়্যাগনট্রেইনের দিকে সবার আগে।

ততক্ষণে কেবল ঘোড়ার মুখ ঘুরাচ্ছে লুণ্ডিগান আর শেন লি। ছুট লাগিয়েছে ওলসেনের ঘোড়াটাও। ইতস্তত করছে অলিভ, তাকিয়ে আছে জেবের দিকে।

'পালাও, অলিভ!' আবারও গলা ফাটাল জেব। 'লি আর লুণ্ডিগানকে কভার দিচ্ছি আমি!' লোড করা হয়ে গেছে আগেই, বাফেলোগানটা আবার কাঁধে তুলল সে।

গতি হারিয়েছে ইণ্ডিয়ানদের সওয়ারীবিহীন পনিটা, ওটাকে মানিয়ে ওটার পিঠে চড়ে বসার চেষ্টা করছে আরেকজন। দ্বিতীয় পনিটার সওয়ারী মাস্কেট তুলছে কাঁধে, চার চাকার কার্টের কারণে ফেঁসে-যাওয়া লি বা লুণ্ডিগানের যে-কোনো একজন তার নিশানা। বাফেলোগানের ট্রিগারে টান দিল জেব, বুকে ভারী বুলেটের আঘাত নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দ্বিতীয় পনিটা, ওটার সওয়ারীর মাস্কেট চালানো হলো না।

চার-পাঁচজন ইণ্ডিয়ান দৌড়াতে দৌড়াতে যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে, ছুটতে ছুটতেই ধনুকে তীর পরিয়ে ছুঁড়ছে ওরা। জেবদের মাথার উপর দিয়ে অথবা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে উড়ন্ত তীর। বাধ্য হয়ে একজন তীরন্দাজ ইণ্ডিয়ানকে খতম করল জেব বাফেলোগানের আরেক গুলিতে, সে চায় লোকটার নগ্ন বুকে তৈরি-হওয়া বিশাল ক্ষতটা দেখে কিছুটা হলেও ঘাবড়ে যাক ওর সঙ্গীরা। বুঝুক কত ভয়াবহ একটা অস্ত্র আছে অন্তত একজন সাদাচামড়ার লোকের কাছে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে পেরেছে লুণ্ডিগান আর লি, ছুটতে শুরু করেছে কার্টটা। নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ওটার পেটে বুটের গুঁতো দিল জেবও। ধাওয়া করে ধরতে পারবে না বুঝতে পেরে এখন সমান্তরালে ছুটবার চেষ্টা করছে ইণ্ডিয়ানরা, কোনো ঢালে অথবা পাথুরে গিরিখাতে জেবদের গতি কমে এলে দিক বদল করে হামলা করার ইচ্ছা আছে আবার।

পনিটাকে বশ মানিয়ে ওটার পিঠে চড়ে বসতে পেরেছে এক ইণ্ডিয়ান, হাতে মাস্কেটও নিয়েছে সে, দূর থেকে অস্ত্রটার গর্জন শুনতে পেল জেব। কিন্তু লোকটার নিশানা ভালো না, তাই কার্টের গায়ে গুলি লাগার আওয়াজ শুনতে পেল জেব ছুটতে ছুটতেই। বাফেলোগানটা জায়গামতো ঢুকিয়ে রেখে উইনচেস্টারটা টেনে বের করল সে। নিজের ঘোড়ার লাগামে দু'-চারবার টান দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল লি আর লুণ্ডিগানকে। পনির পিঠে সওয়ার হওয়া ইণ্ডিয়ানটাকে কভার দিতে চায় একাই।

কিন্তু লোকটা জেবের মতলব বুঝে ফেলেছে, তাড়াহুড়ো করে গুলি করল তাই। এবার কানের পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনল জেব। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে, লাগাম ছেড়ে দিয়ে স্যাডলের উপর ঘুরল প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। দুই পা দিয়ে সমানে গুঁতো দিচ্ছে ঘোড়ার পেটে, একইসঙ্গে বাঁ হাতে উইনচেস্টারের নলের কাছটা ধরে রেখে ডান হাতে কাঁধে তুলছে বাঁটটা।

শত্রুর আগে শত্রুর ঘোড়াকে খতম করার সুযোগ থাকলে, গুলি করার জন্য জন্তুটাকেই টার্গেট করার পক্ষপাতী জেব। কাজেই নিশানা করেই টান দিল সে উইনচেস্টারের ট্রিগারে। কিন্তু তখন একটা খাটো বোল্ডার কাছে এসে পড়ায় দিক বদল করেছে ওর ঘোড়া, তাই উইনচেস্টারের বুলেট বেরিয়ে গেল পনির ঘাড় ছুঁয়ে। হঠাৎ থামল জন্তুটা, তারপর পিছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আশ্চর্য, শুধু ওটার কেশর খামচে ধরে রেখে নিজের পতন সামলাল সওয়ারী।

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল জেব।

কাছিয়ে এসেছে ওয়্যাগনট্রেইন। উঁচু উঁচু ঘাসের জঙ্গলের কারণে গতি হারিয়েছে জেবদের ঘোড়াগুলো। ওদিকে আবার

ছুটতে শুরু করেছে পনিটা, বলা ভালো আবার ছুটতে বাধ্য করা হচ্ছে বেচারা জন্তুটাকে। হেফলিনের গুলিতে মারা-পড়া আরেক সওয়ারীর মৃত্যুর বদলা নিতে ক্ষেপে উঠেছে হান্টিংপার্টির বাকি সদস্যরা, একটানা ছুটে আসছে ওরাও। ওই লোকগুলোর, অন্যকথায় ইণ্ডিয়ানদের দৌড়ানোর ক্ষমতা না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বুনো কুকুরের মতো একটানা আর সমান গতিতে ছুটতে পারে ওরা এবং শিকারকে পাকড়াও করার আগে ক্ষান্ত দেয় না বেশিরভাগ সময়ই।

মাস্কেটধারী লোকটা গুলি করল আবারও। আবারও কানের পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যেতে শুনল জেব। সঙ্গীদের অবস্থান দেখল সে।

ওয়্যাগনট্রেইনের কাছে পৌঁছে গেছে হেফলিন। আর কয়েকটা মুহূর্ত ঘোড়া ছোটাতে পারলে ঢুকে যেতে পারবে নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভিতরে। হেফলিনের কিছুটা পিছনে আছে ওলসেন। ওরও কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু অলিভের অবস্থা, বলা ভালো অলিভের ঘোড়ার অবস্থা দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল জেবের। যত এগোচ্ছে গতি তত কমছে জন্তুটার। অথচ অলিভ ওর রাইডিং বুট দিয়ে বার বার গুঁতো দিচ্ছে ঘোড়াটার পেটে, কাজ হচ্ছে না দেখে থেকে থেকে বাড়ি মারছে লাগাম দিয়ে। কিন্তু ওর সব চেষ্টাই বৃথা যাচ্ছে।

যে-কোনো কারণেই হোক, আহত হয়েছে ঘোড়াটা। হয় টান লেগেছে পায়ের পেশীতে, অথবা ওটার চামড়া কেটে দিয়ে বেরিয়ে গেছে কোনো উড়ন্ত তীর। বোঝা যাচ্ছে ওয়্যাগনট্রেইন পর্যন্ত যাওয়ার আগেই থেমে দাঁড়াবে যে-কোনো সময়। তারমানে...

স্যাডলের উপর আবারও ঘুরল জেব। এবার আর দয়া দেখানোর সুযোগ নেই। সময় নিয়ে নিশানা করে এক গুলিতে

ঘায়েল করল সে পনির সওয়ারীকে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলল, 'লুণ্ডিগান! লি! তোমাদের কার্টে তুলে নাও অলিভকে। ওর ঘোড়াটা আহত, আমাদের কাফেলা পর্যন্ত যেতে পারবে না। ইণ্ডিয়ানদের পনি আছে একটা, কোনো সওয়ারী নেই। ওদের যারা দৌড়ে আসছে তাদের কাছে আছে তীর-ধনুক। আমি কভার দিচ্ছি লোকগুলোকে,' বলতে বলতে উইনচেস্টারের চেম্বারে বুলেট ঢোকাল।

যথেষ্ট কাছে এসে পড়েছে হান্টিংপার্টির বাকি সদস্যরা। পনিটাকে মানিয়ে ওটার পিঠে উঠতে গেলে সময় নষ্ট হবে বুঝতে পেরে সে-কাজের ধারেকাছে দিয়েও গেল না কেউ। বরং কেউ কেউ তীর পরিয়ে ফেলল ধনুকে।

লাগাম টেনে ঘোড়ার গতি আরেকটু কমাল জেব, চাচ্ছে ওকেই প্রথমে নিশানা করুক ইণ্ডিয়ানরা। সে-সুযোগে অলিভ উঠে পড়তে পারবে কার্টে। কয়েকটা মুহূর্ত দিল সে ইণ্ডিয়ানদেরকে, তারপরই মোচড় দিয়ে ঘুরে বসে উইনচেস্টারের নল এদিকওদিক করে বার বার টান দিল ট্রিগারে। চেম্বার খালি হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, দু'জন ইণ্ডিয়ান নিথর পড়ে আছে প্রেইরির বুকে, আরও দু'জন ব্যথায় চিৎকার করে কী যেন বলছে প্রাচীন স্প্যানিশে।

থাবা দিয়ে স্যাডলব্যাগ খুলে ফেলল জেব, আরেকথাবায় কয়েক রাউণ্ড বুলেট বের করে নিয়ে ঢুকাল স্যাডলজ্যাকেটের পকেটে। একটা একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে রিলোড করছে উইনচেস্টারের চেম্বার, সেই সঙ্গে আবারও দেখছে নিজের সঙ্গীদের।

হেফলিন পৌঁছে গেছে নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভিতরে। ওকে ঘিরে ধরেছে বেশ কয়েকজন ফ্রেইটার। উত্তেজিত ভঙ্গিতে লোকগুলোকে কী যেন বলছে শয়তানটা। লোকটা যদি একগুঁয়ের

মতো গুলি না-চালাত প্রথমে, তা হলে পিছু ধাওয়া করত না ইণ্ডিয়ানরা, মৃত মহিষটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। পৌঁছে গেছে ওলসেনও, ঘোড়া দাবড়ে ছুটে যাচ্ছে জেবদের আউটফিটের কাছে। কার্টে উঠে পড়তে পেরেছে অলিভ, আবার গতি পেয়েছে চার চাকার গাড়িটা। বসে পড়েনি অলিভ, অথচ ওটাই করা উচিত ছিল ওর; উদ্বিগ্ন চেহারায় তাকিয়ে আছে সে জেবের দিকে। দু'হাতে খামচে ধরেছে কার্টের একদিকের নিচু দেয়াল।

চেঁচিয়ে মেয়েটাকে বসে পড়তে বলল জেব, তারপর আরও একবার মোচড় দিয়ে ঘুরে উইনচেস্টারের চেম্বার খালি করল ইণ্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে। আরও দু'জন তীরন্দাজকে হারাল ওরা। দৌড়াতে দৌড়াতেই বর্শা ছুঁড়ে মারল এক ইণ্ডিয়ান, ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল ছুটন্ত নিশানা ভেদ করার ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী সে, তাই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল জেব। মুহূর্তের মধ্যে ঝুঁকে পড়ল সে স্যাডলের উপর, ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে ফেলেছে নিজের ঘাড়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিছনের দিকে। দু'হাতে ঘুরিয়ে নিয়েছে উইনচেস্টারটা, এখন ওর হাতে বাঁটের বদলে তপ্ত নল।

অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ছুঁড়ে-মারা সাত ফুটী বর্শাটার চওড়া ফলা নিশ্চিতভাবে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিত ওকে, উইনচেস্টারের বাঁটটাকে ঢালের মতো ব্যবহার করে ঠেকিয়ে দিল সে ফলাটাকে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য বাঁটের সঙ্গে লটকে থাকল ফলাটা, তারপর বর্শার ভারে খসে পড়ল আপনাআপনি।

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল জেব, স্যাডলজ্যাকেটের ভিতর থেকে বুলেট বের করে রিলোড করল উইনচেস্টার। একটা ব্যাপার টের পেয়ে দারুণ স্বস্তি বোধ করল এমন সময়। ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা হাতেগোনা বুঝতে পেরে টেক্স বেলের নেতৃত্বে জনা বিশেক ফ্রেইটার ঘোড়া দাবড়ে ছুটে আসছে জেবদেরকে

সাহায্য করার জন্য। কার্টটাকে ছাড়িয়ে আসামাত্র গুলি করতে শুরু করল ওরা ইণ্ডিয়ানদেরকে নিশানা করে। অবস্থা বেগতিক বুঝে দৌড় থামাল ইণ্ডিয়ানরা, এবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

বাঁচা গেছে, ভেবে নিয়ে ঘোড়ার গতি কমাল জেব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক।

ইণ্ডিয়ানদেরকে মারতে চায়নি জেব, কিন্তু যাকে বাঁচানোর জন্য লোকগুলোর রক্তে হাত রাঙাতে হয়েছে, সেই অলিভিয়া কারসনকে দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচাতে পারল না সে শেষপর্যন্ত।

কার্টের ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে-রাখা লুণ্ডিগান ওয়্যাগনট্রেইনে ফেরার ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়ো করছিল প্রাণভয়ে ভীত হয়ে, এগিয়ে-আসা একটা সেজঝোপকে পাশ কাটাতে গিয়ে ওটার আড়ালে-থাকা বড় পাথরটা ওর নজরে পড়ল না তাই। কার্টের একদিকের চাকা উঠে গেল পাথরের উপর, ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল দাঁড়িয়ে-থাকা অলিভের, কার্টের যে-প্রান্ত আঁকড়ে ধরে ছিল সে সেটা ছুটে গেল ওর হাত থেকে। একইদিকের দ্বিতীয় চাকাটাও যখন উঠে পড়ল পাথরটার উপর, তখন সঙ্গে সঙ্গে কার্টের নিচু দেয়াল টপকে ওর শরীরটা আছড়ে পড়ল ঘাসেঢাকা জমিনে।

উঁচু ঘাসজঙ্গলে পড়েছে বলে ব্যথা সম্ভবত তেমন একটা পায়নি অলিভ, কিন্তু জেব দেখল উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মেয়েটা, এমনকী ওর চোখের পাতাও পড়ছে না। কোনো একটা ঘাপলা হয়েছে টের পেয়ে ঘোড়ার পেটে জোরে বুটের গুঁতো দিল জেব। বুলেটের মতো ছিটকে আগে বাড়ল জন্তুটা।

ছাইবর্ণ ধারণ করেছে অলিভের চেহারা, যে-কোনো কারণেই হোক পানি চলে এসেছে ওর চোখে। জেবকে ছুটে যেতে দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে হঠাৎ, 'সাপ! সাপ! কামড়ে দিয়েছে

আমাকে!'

মেয়েটা যেখানে বসে আছে, সে-জায়গার জমিনের কাছে তীক্ষ্ণ নজর দিল জেব এবার। একইসঙ্গে কাঁধে তুলে ফেলেছে উইনচেস্টার।

দ্বিতীয়বার ছোবল দেয়ার জন্য ফণা তুলছে মাথার পিছনে দুটো কালো হীরার মতো দাগওয়ালা একটা র‍্যাটলস্নেক।

একমুহূর্তও দেরি না-করে ট্রিগারে টান দিল জেব। সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল র‍্যাটলারটার মাথা।

তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে অলিভের কাছে গিয়ে জোরে লাগামে টান দিল জেব। থেমে পিছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জন্তুটা। ওটার সামনের পা দুটো মাটিতে নামার আগেই স্যাডল ছাড়ল সে, পিছলে নেমে এসে ছুটে গিয়ে বসে পড়ল মেয়েটার পাশে। একটানে খুলে ফেলল মেয়েটার ক্যালিকো ব্লাউযের বাঁ হাতের বোতাম, তারপর হ্যাঁচকা টানে হাতাটা উঠিয়ে দিল ওর কনুই ছাড়িয়ে আরেকটু উপরে।

বাঁ কনুইয়ের একটু উপরে, ধবধবে সাদা চামড়ায়, পাশাপাশি দুটো রক্তলাল দাগ।

উইনচেস্টারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কোমর থেকে একটানে ছুরি বের করল জেব। অলিভকে বলল, 'দাঁতে দাঁত চাপো। তোমার আহত জায়গাটায় ছুরি চালাতে হবে আমাকে।'

কিছু বলল না অলিভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেবের দিকে। রক্তশূন্য হতে শুরু করেছে ওর ঠোঁট দুটো। নিজের সাহস ধরে রাখার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে।

র‍্যাটলারটার কামড়ের দাগ বরাবর একটু গভীর করেই ছুরি চালাল জেব। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কাটাজায়গা দিয়ে। তৎক্ষণাৎ ওই জায়গায় মুখ লাগিয়ে দিল সে, একইসঙ্গে দ্রুত হাতে খুলল নিজের গলায় বাঁধা রুমাল। কিছুটা বিষ টেনে নিয়ে থু করে ফেলে

দিল। আহত জায়গাটা থেকে একটু উপরে, অলিভের বগলের কাছে, বাঁধল রুমালটা; দু'হাতে দু'প্রান্ত ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিল যাতে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়। তারপর আবার মুখ দিল কাটা জায়গাটায়, আবারও খানিকটা বিষ চুষে নিয়ে ফেলে দিল।

এরপর উঠে দৌড়ে গেল সে নিজের ঘোড়ার দিকে, ক্যাণ্টিনটা নিয়ে এসে কুলি করে পরিষ্কার করল মুখের ভিতরটা। তারপর আরও দু'বার রক্ত শুষে নিয়ে ফেলে দিল।

'চিন্তা কোরো না,' দ্বিতীয়বার কুলি করার সময় অলিভকে বলল জেব, 'তোমার শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ার আগেই প্রায় সবটুকু শুষে নিয়েছি, শক্ত করে একটা গিঁটও দিয়েছি রুমাল দিয়ে যাতে...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে, কারণ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে অলিভ।

ক্যাণ্টিনটা জায়গামতো রেখে মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল জেব, ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যাচ্ছে কাফেলার দিকে। যে-ওয়্যাগনটাকে ড্রেসিংরুম হিসেবে ব্যবহার করে মেয়েটা, ওকে সেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছে সে। অন্য কোথাও শুশ্রূষা করা সম্ভব না।

'উপকারের প্রতিদান দিতে চাচ্ছি,' বলে সাহায্য করার জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে এল শ্যানন এমন সময়। আরও বলল, 'আমার ওয়্যাগনে জায়গা বেশি, আর আমি থাকিও একা। কাজেই আমার ওখানেই অলিভকে নিয়ে চলো আপাতত। আমিই দেখভাল করবো।'

মর্গান মারা যাওয়ার পর এই প্রথম শ্যাননকে দেখছে জেব। শ্যাননের প্রস্তাবটা ভালো লাগল ওর। ওর ওয়্যাগনেই নিয়ে গেল সে অলিভকে। ওখানে সুবিধাজনক একটা জায়গায় মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে রুমালের গিঁটটা শক্ত করল আরও, তারপর আবারও রক্ত চুষে নিয়ে ফেলে দিল। শেষে অলিভের দায়িত্ব শ্যাননকে

বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল ওয়্যাগনের বাইরে। সরে গেল একদিকের ছায়ায়, একটা হুইলহাবের উপর পাছা ঠেকিয়ে বসে পড়ল।

ঠেলা মেরে হ্যাট কিছুটা তুলে দিল উপরে। রুমাল নেই, তাই হাত দিয়েই মুছল কপালের ঘাম। পকেট থেকে সিগারেট পেপার আর তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাল সময় নিয়ে। ওটা ধরিয়ে টানছে ভ্রূ কুঁচকে আর অন্যমনস্ক হয়ে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো টেক্স।

'জেব, শুনলাম...'

হাত তুলে লোকটাকে থামিয়ে দিল জেব। নাকমুখ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি মেয়েটার শরীরে। তার আগেই সবটুকু শুষে নিয়েছি আমি, অন্তত তা-ই মনে হয় আমার। যে-জায়গার সাপের কামড় খেয়েছে সে, সে-জায়গার কিছুটা উপরে শক্ত করে গিঁট দিয়েছি রুমাল দিয়ে।'

'কিন্তু মিস্ অলিভ নাকি জ্ঞান হারিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'আমার মনে হয় ভয়ে অথবা কামড়ের যন্ত্রণায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি আমরা, দেখি কী বলে শ্যানন। সেই ফাঁকে ইচ্ছা হলে প্রার্থনা করতে পারো সর্বশক্তিমানের কাছে। ...সিগারেট খাবে? খেতে চাইলে বলো, একটা বানিয়ে দিই।'

মানা করে দিতে গিয়েও কী ভেবে মত বদলাল টেক্স। হাত বাড়াল জেবের দিকে। 'দাও।'

একটা সিগারেট বানিয়ে টেক্সকে দিল জেব। নিজেরটা শেষ হয়ে এসেছে, ওটাতে দু'বার কষে টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আরেকটা বানিয়ে ধরাল। সিগারেট টানতে টানতে অস্থিরভঙ্গিতে পায়চারি করছে টেক্স, কিছুক্ষণ দেখল লোকটাকে। তারপর তিক্ত গলায় বলল, 'আমাদের আউটফিটকে বিপদে

ফেলার জন্য ইচ্ছা করে শয়তানি করেছে হেফ্‌লিন। প্রথমে আমাকে জোর করে পাঠাতে চাচ্ছিল মহিষ শিকারে। ইণ্ডিয়ানরা যখন হামলা করল, কোনো দরকার না-থাকার পরও গুলি করে খুন করল ওদের একজনকে। অথচ...' ওয়্যাগনের দরজা দিয়ে শ্যাননকে বেরিয়ে আসতে দেখে কথা থামাল ।

শ্যাননের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি। বলল, 'সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমাদের...আমাদের সবার। সাপেকাটা মুমূর্ষু লোকদের শরীরে যেসব লক্ষণ দেখা দেয়, অলিভের সেসব কিছুই নেই। বরং স্বাভাবিক হয়েছে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস, রঙ ফিরে পেয়েছে চেহারা আর ঠোঁট। তবে জ্ঞান ফিরে পেলে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করতে পারে সে। কারণ বিষ চুষে নেয়ার জন্য যে-জায়গা কাটা হয়েছে সেখান দিয়ে যথেষ্ট রক্ত ঝরেছে। আমি অবশ্য তুলার পট্টি লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি ওখানে।'

'তারমানে...' টেক্সের চোখেমুখে আকুলতা।

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন। 'তারমানে বিপদ কেটে গেছে। একটু সময় লাগলেও আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে অলিভ।'

টেক্সের দিকে তাকিয়ে আছে জেব। যার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হয়েছে তার দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে ভিক্ষুক, শ্যাননের দিকে সেভাবে তাকিয়ে আছে লোকটা। মনে হচ্ছে এইমাত্র কোনো স্বর্গীয় বাণী উচ্চারণ করল যেন মেয়েটা। মনে হচ্ছে, টেক্সের সকল আকুলতার, সকল দুর্ভাবনার সফল সমাপ্তি ঘটেছে যেন। একটু আগেও হ্যাট খুলে পায়চারি করতে করতে দু'হাত দিয়ে সমানে ওটাকে মোচড়াচ্ছিল সে, এখন দু'চোখে খুশির ঝিলিক নিয়ে মাথায় দিচ্ছে হ্যাটটা।

সিগারেটটা শেষ না-করেই ছুঁড়ে ফেলে দিল জেব, উঠে চলে গেল।

একটু পর আবার এগোনোর ঘোষণা দিল রেনল্ডস। জানিয়ে

দিল, উপযুক্ত কোনো ক্যাম্পসাইটে যাত্রাবিরতি করতে চায় সে আজ রাতে। আক্রান্ত হয়েছে ইণ্ডিয়ানদের একটা হান্টিংপার্টি, ওরা যদি ওদের ভাইবেরাদরদের খবর দেয় তা হলে আর দেখতে হবে না।

একটা নদীকে হাতের বাঁয়ে, আধ মাইল তফাতে রেখে ঘাসেছাওয়া বেসিন ধরে এগোতে লাগল ওরা একটানা।

মন মরে গেছে, তাই আউটফিটের দায়িত্ব টেক্সকে বুঝিয়ে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে একেবারে সামনে চলে এল জেব। এখন কাফেলার সহঅধিনায়কের ভূমিকা পালন করছে ওলসেন, যোগ দিল ওর সঙ্গে।

পাশাপাশি কিছুদূর যাওয়ার পর ওলসেন বলল, 'মহিষের মাংস খেতে পারল না হারামি হেফলিন? শয়তানটার কূটচালের জন্য শেষপর্যন্ত র‍্যাটলারের কামড় খেতে হলো মিস্ অলিভকে।'

'ওর কথা আর বোলো না। ইণ্ডিয়ানরা যাতে ধাওয়া করে আমাদেরকে সেজন্য ইচ্ছা করে...। অথচ নিজে সবার আগে ঘোড়া দাবড়ে নিরাপদে হাজির হয়ে গেছে কাফেলায়।'

ওদের টুকটাক আরও কিছু কথাবার্তার পর একজায়গায় হঠাৎ বাঁক নিল ট্রেইলটা। সামনে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। অশুভ কিছু একটা। হাত তুলল ওলসেন, সতর্ক করল পিছনের লোকগুলোকে। কমে গেছে ওর ঘোড়ার গতি, লাগামে টান দিয়েছে জেবও। পিছনের ওয়্যাগনগুলোর ড্রাইভাররাও গতি কমাচ্ছে আস্তে আস্তে।

অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে একটা চাক ওয়্যাগন। ওটার গায়ে বিঁধে আছে অনেকগুলো তীর, দেখলে কেন যেন সজারুর কথা মনে পড়ে যায়। বাতাসে মাংসপচা গন্ধ। ওয়্যাগন ছাড়িয়ে একটু দূরে একসঙ্গে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা মৃত ঘোড়া। ওগুলোর গায়েও বিদ্ধ হয়ে আছে একাধিক তীর।

কিন্তু জেব আর ওলসেন না-দেখলেও জানে, মাংসপচা গন্ধটা শুধু ঘোড়ার না।

'গরুব্যবসায়ী টেক্সান,' ওয়্যাগনটা ভালোমতো দেখে মন্তব্য করল ওলসেন। 'আমার ধারণা স্যান মার্কোসে গরুর বড় একটা চালান খালাস করে ফিরে যাচ্ছিল ওরা। এ-পর্যন্ত আসার পর...' কথা শেষ না করে কপালের ঘাম মুছল হাত দিয়ে।

আরেকটু কাছে যাওয়ার পর পচন-ধরা ছ'টা মানবদেহের দেখা মিলল। প্রথমে তীর আর বর্শা মেরে খুন করা হয়েছে ওদের সবাইকে, পরে আক্রোশ মেটানোর জন্য জবাই করে ধড় থেকে আলাদা করা হয়েছে মুণ্ডু। কাটামাথাগুলো, ট্রেইল ধরে এগিয়ে-আসা পরের সাদাচামড়ার মানুষদের ভয়ের উদ্রেক ঘটানোর জন্য, ফেলে রাখা হয়েছে এখানে-সেখানে।

গলা থেকে রুমাল খুলে নাক ঢাকল ওলসেন। বলল, 'আলামত দেখে মনে হয় কমপক্ষে পঞ্চাশজন ইণ্ডিয়ানের একটা দল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাত্র ছ'জনের উপর।'

'আরাপাহো,' তীর আর বর্শাগুলো খেয়াল করে বলল জেব। 'এবং হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে তিন কি বেশি হলে চারদিন আগে। তারমানে ছ'জন লোকের ওই দলটা আমাদের চেয়ে মাত্র তিন-চারদিনের পথ এগিয়ে ছিল।'

খবরটা পুরো কাফেলায় ছড়িয়ে পড়তে দশ মিনিটও লাগল না। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল দুই-আড়াইশ' লোকের উপর দিয়ে। কী করা উচিত আর কী করা উচিত না, সেসব নিয়ে শুরু হয়ে গেল খণ্ড খণ্ড আলোচনা।

ঘোড়া দাবড়ে জেব আর ওলসেনের কাছে হাজির হলো রেনল্ডস। বলল, 'সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। জেব, বিকেলে তুমি যদি...'

'ফালতু কথা বোলো না,' একধমকে লোকটাকে থামিয়ে দিল

জেব। 'সব ঠিকমতোই চলছিল। একটা মহিষ মারাও পড়েছিল আমার গুলিতে। ইণ্ডিয়ানদের কোনো হান্টিংপার্টি হামলা করতে পারে ভেবে নিয়ে সতর্কও ছিলাম আমরা। দোষ যদি কেউ করে থাকে, তা হলে সেটা তোমার জানি দোস্ত হেফলিন। কই, শিকার করে ফেরার পর একবারও তো চেহারা দেখলাম না লোকটার? কোন্ গর্তে গিয়ে লুকিয়েছে সে বলো তো?'

'আমি নিশ্চয়ই সব কাজ বাদ দিয়ে হেফলিনের সঙ্গে বসে থাকি না সারাদিন?' রেনল্ডসের কণ্ঠে ঝাঁঝ। 'যা বললে কোনো লাভ হবে না তা বাদ দিয়ে, যা বললে লাভ হতে পারে তা নিয়ে কথা বলো।'

'কথা বলে কোনো লাভ নেই এখন। বরং যারা ভয়ে কাঁপছে, তাদের ওয়্যাগনে ওয়্যাগনে গিয়ে তাদেরকে বাইবেল পড়তে বলো। কাজ হলেও হতে পারে।'

রাগে চেহারা লাল হয়ে গেল রেনল্ডসের, কিন্তু সংযত করল নিজেকে। 'আমাদের এখন কী করা উচিত, জেব?'

'কাফেলার ক্যাপ্টেন হিসেবে উত্তরটা আমার চেয়ে ভালো তোমার জানা থাকার কথা,' চাবুকের বাড়ির মতো শোনাল জেবের কণ্ঠ। তারপর বলল, 'যেভাবে যাচ্ছি সেভাবেই এগোতে থাকি আমরা। আশা করছি আগামীকাল নাগাদ পৌঁছে যেতে পারবো বেন'স ফোর্টে। ট্রুপারদেরকে দেখলে আপনাআপনি ভয় কেটে যাবে অনেকের।'

'কেউ কেউ বলছে ফোর্টে গিয়ে অফিসার ইন-চার্জকে বলবে ট্রুপারদের একটা দলকে আমাদের সঙ্গে দিতে। প্রস্তাবটা কেমন মনে হয় তোমার কাছে?'

'ছাগলের মতো মনে হয়,' বিষদৃষ্টিতে রেনল্ডসের দিকে তাকাল জেব। 'ইন-চার্জের তো আর কোনো কাজ নেই, হাঁ করে বসে আছে—কখন আমরা যাবো আর ট্রুপারদের একটা দল দেবে

আমাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য, নাকি? ফ্রেইটারদেরকে সাহায্য করার জন্য হাজার হাজার ট্রুপার নিয়ে বসে থাকে সে ফোর্টে, তা-ই না?'

প্রশ্নটার জবাব না-দিয়ে রেনল্ডস বলল, 'কেউ কেউ বলছে, বেন'স ফোর্ট পর্যন্ত গিয়ে ওয়্যাগনের মুখ ঘুরাবে। মাল বেচার দরকার নেই রেটন পাসে, জান নিয়ে স্যান মার্কোসে ফিরতে পারলেই খুশি ওরা।'

মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেব। 'ইণ্ডিয়ানদের গোত্রপ্রধানরা বোধহয় চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ওদেরকে—বেন'স ফোর্ট থেকে স্যান মার্কোসে নিরাপদে যেতে দেবে?'

আর কিছু না-বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল রেনল্ডস।

সে-রাতে ক্যাম্প করার পর, অলিভের ওয়্যাগনগুলোর কাছে ছোট একটা তাঁবু খাটানো হলো ওর জন্য। বিপদ কেটে গেছে, এখন কয়েকটা দিন ঠিকমতো বিশ্রাম নিতে পারলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে সে। ওকে শ্যাননের ওয়্যাগন থেকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে শুইয়ে দেয়া হলো তাঁবুর ভিতরে।

নিজের ওয়্যাগনে একা হওয়ার পর পুরো এলাকার বিশাল একটা ম্যাপ বের করল শ্যানন, ওটা খুলে বিছাল কোলের উপর। আগেই বাড়িয়ে দিয়েছে লণ্ঠনের আলো, ভালোমতো তাকাতে লাগল ম্যাপটার এদিকে-সেদিকে।

কোথায় আছে আড়াই লক্ষ ডলারের বুলিয়ন? কোথায় থাকতে পারে? সিরামন নদীর তীর ধরে কতদূর যেতে পেরেছিল লুকাস আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা? আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘণ্টায় কতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব?

ম্যাপটা দেখতে দেখতে মেজাজ খিঁচড়ে গেল শ্যাননের। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তারমানে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নির্ভর করতে

হতে পারে জেব স্টুয়ার্টের উপর, যদি না কোনো বুদ্ধি বের করতে পারে হেফলিন।

বুদ্ধি? হেফলিন বের করবে বুদ্ধি? লোকটার উপর ঠিক ভরসা করতে পারে না শ্যানন। এ-পর্যন্ত যতগুলো বুদ্ধি বের করেছে সে, কোনোটাই কাজে লাগেনি পুরোপুরি। বরং শ্যানন টের পায়, কীভাবে তা সে নিজেও জানে না, শেষপর্যন্ত ঠিকই বুঝতে পারবে জেব, জালের ঠিক মাঝখানে বসে আছে যে-মাকড়সাটা তার নাম কী।

অথচ শ্যানন নিজে যে-বুদ্ধিগুলো বের করেছিল, সেগুলোর কোনোটা কি আঁচ করতে পেরেছে জেব?

মনে হয় না।

জেব কি বুঝতে পেরেছে, পিস্তলে ওর চেয়ে টেক্সের হাত চালু—বলে আসলে টেক্সের বিরুদ্ধে ওকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে শ্যানন?

জেব কি বুঝতে পেরেছে, মিস্টার কারসনের মৃত্যুর জন্য ওকেই সন্দেহ করে অলিভ—বলে মেয়েটার সঙ্গে জেবের একটা দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে শ্যানন?

দূরত্ব? মুচকি হাসল শ্যানন। অলিভকে সাপে কামড়ানোর পর যে-ঘটনাগুলো ঘটল, তাতে জেব আর টেক্সের মধ্যে কি যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি হয়নি?

অন্য কারও মনে কোনো সন্দেহ না-জাগলেও শ্যাননের অভিজ্ঞ চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে বিষয়টা—অলিভকে একইসঙ্গে ভালোবাসে ওর পার্টনার আর ফোরম্যান। একজন পারলে জান দিয়ে দেয় মেয়েটার জন্য, আরেকজন পাছে লোকে কিছু বলে ভেবে দ্বিধা করে সবসময়।

বাহ্, ভালো তো, ভালো না? শত্রুরা নিজেদের মধ্যে যত বেশি কামড়াকামড়ি করবে, তাদেরকে খতম করতে তত সুবিধা।

আজ জেব স্টুয়ার্ট শ্যাননের শত্রু, বলা ভালো মেয়েটার স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার, অথচ এককালে লোকটাকে পাগলের মতো ভালোবাসত সে। জেবকে একটা নজর দেখার জন্য, ওর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য কী উন্মুখ হয়ে থাকত! প্রথম জামাইটা মারা যাওয়ার পর সে ধরেই নিয়েছিল, ওকে জেবের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়ে যাবে ওর বাবা। জামাই ক্রসফায়ারে মরেছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল শ্যানন, একইসঙ্গে প্রার্থনাও করেছিল যাতে ওর দিকে বিশেষ সেই দৃষ্টিতে তাকায় জেব। কিন্তু ঈশ্বরকে দেয়া ধন্যবাদটার মধ্যে ভেজাল ছিল বলেই জেবের বদলে বুড়ো মর্গান বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শ্যাননের দিকে।

যাকগে, পুরনো কথা ভেবে লাভ কী? দাবদাহে যেভাবে নদী শুকায়, ঠিক সেভাবে অর্থাভাবে আর অর্থের লোভে ভালোবাসাও ফুরায়। সে-কারণে, ভানটুকু বাদ দিয়ে বললে, জেবের প্রতি শ্যাননের ভালোবাসাও শেষ হয়ে গেছে।

টাকার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাত থেকে ম্যাপটা রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যানন। একদিকে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে ওর চামড়ার-সুটকেস, ওটা ওয়্যাগনের মেঝেতে শুইয়ে ডালা খুলল। কিছু কাপড় আর অন্তর্বাসের নীচে থরে থরে সাজিয়ে রাখা নোটগুলো দেখে অদ্ভুত এক স্বস্তি অনুভব করল সে।

এই সেই ত্রিশ হাজার ডলার, যা, স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার অলিভের কাছে বেচে কামাই করেছে ওর স্বামী...ওর মরহুম স্বামী শুবেল মর্গান। টাকাটা নিয়ে আসতে চায়নি মর্গান ওয়্যাগনট্রিপে, শ্যাননই বলে-কয়ে নিয়ে এসেছে। বলেছে, 'আমাদের কি আর কখনও ফেরা হবে স্যান মার্কোসে? রেটন পাসে বসতি গড়বো আমরা—শুধু তুমি আর আমি, ফ্রেইটিং ব্যবসার চেয়ে অনেক নিরাপদ আর অনেক লাভজনক অন্য কোনো ব্যবসা খুঁজে নেবো আমাদের জন্য।'

অবশ্য পুরো ত্রিশ হাজার ডলার নেই শ্যাননের সঙ্গে, কিছু খরচ হয়ে গেছে। হোক খরচ, অসুবিধা নেই। কিছু পেতে চাইলে কিছু খরচ করতেই হয়। যেমন বুলিয়নের চালানটার খবর পাওয়ার জন্য এবং সেটার কিছু অংশ হস্তগত করার জন্য নিজের আংশিক সতিত্ব খরচ করেছে হেফলিনের কাছে।

আচ্ছা, আড়াই লক্ষ ডলারের বুলিয়ন কি একাই মেরে দেয়া সম্ভব না?

চট করে চিন্তাটা খেলে গেল শ্যাননের মাথায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুটকেসের ডালা নামিয়ে দিল সে। আড়াই লক্ষ ডলারের চিন্তার সামনে অনেক কম মনে হচ্ছে ত্রিশ হাজার ডলারকে।

কী করতে হবে তা হলে? কীভাবে কী করলে আড়াই লক্ষ ডলার গাছের পাকা আপেলটার মতো চলে আসবে হাতের মুঠোয়?

জবাব একটাই: হাত করতে হবে জো স্পেন্সারকে। এখন কাফেলায় স্পেন্সারের ভূমিকা শিকারী কুকুরের মতো, যাকে সময় না-হওয়া পর্যন্ত শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে হেফলিন। শ্যানন জানে সময় হলেই শিকল খুলে দেবে লোকটা, তখন প্রতিশোধপরায়ণ স্পেন্সার প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়বে জেবের উপর।

পড়ুক। ঝাঁপিয়ে পড়ুক, লাফিয়ে পড়ুক, ডিগবাজি খেয়ে পড়ুক অথবা বুকে হেঁটে গিয়ে পড়ুক—কিছু যায়-আসে না শ্যাননের। সে শুধু চায় বুলিয়নগুলো নিয়ে যাতে নিরাপদে ফিরতে পারে স্যান মার্কোস পর্যন্ত। তখন যদি হেফলিন বেঁচে থাকে, লোকটা যাতে আর বেঁচে না-থাকে সে-কাজে লাগাতে হবে স্পেন্সারকে। ওর দুই সিক্সশুটারের মাত্র দুটো বুলেট যথেষ্ট ওই কাজের জন্য।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন করবে স্পেন্সার কাজটা?

করবে, আত্মতুষ্টির হাসি হেসে ওয়্যাগনের একদিকে লাগানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শ্যানন, শরীরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল নিজেকে। স্পেন্সার কাজটা করবে, কারণ মদ আর

মেয়েমানুষ না-হলে চলে না ওর। দরকার হলে নিজের সতীত্বের পুরোটাই ওই রাক্ষসের কাছে বিলিয়ে দেবে শ্যানন—অবশ্য যদি আদৌ সতী বলা যায় ওকে—তবুও হেফলিনের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে দুটো বুলেট ঠিক করতে রাখতে হবে। পরে, বিষ খাইয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে স্পেন্সারকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দিতে পারলে, গাছের পাকা আপেল হাতে না-এসে যাবে কই?

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে এবার স্থির দৃষ্টিতে তাকাল শ্যানন। যাকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, প্রতি পদক্ষেপে যার মৃত্যু কামনা করে, অথচ লোকের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য শুশ্রূষা করে যাকে সারিয়ে তুলেছে, সেই অলিভিয়া কারসনের বুকে পা দিয়ে যদি দাঁড়াতে হয়, তা হলে আড়াই লক্ষ নয়, আড়াই কোটি ডলার দরকার ওর। অবশ্য শুশ্রূষা করে দুই পাখি মেরেছে শ্যানন এক ঢিলে—কিছু ফুসমন্তর দিয়ে দিয়েছে অলিভের কানে।

মেয়েটাকে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসে বলে শ্যাননের দিকে কখনও বিশেষ সেই দৃষ্টিতে তাকায়নি জেব স্টুয়ার্ট।

চোদ্দো

নিহত টেক্সানদেরকে যদি ইণ্ডিয়ানরাই খতম করে থাকে তা হলে ধরে নেয়া যায় বেন'স ফোর্ট থেকে পুবে কোথাও আছে ওরা। কারণ ওয়্যাগনট্রেইনটা বিনাবাধায় হাজির হলো আর্মিপোস্টে।

সেখানে পৌঁছানোমাত্র দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। সরাসরি

জানিয়ে দিল কোনো কোনো ফ্রেইটার, আর এগোবে না ওরা, ফিরে যাবে স্যান মার্কোসে। ওদের বক্তব্য, বেন'স ফোর্ট থেকে রেটন পাস পর্যন্ত ট্রেইলের যে-কোনো জায়গায় হামলা করবেই ইণ্ডিয়ানরা। ব্যবসা চুলায় গেলেও জানে মরতে রাজি না ওরা কেউই। বাকিরা, কী করবে না-করবে সে-ব্যাপারে দুলতে লাগল সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে।

ক্যাম্প করা হয়েছে, হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করছে অনেকে, সেই বেহালাবাদককে খুঁজে বের করে করে ধরে নিয়ে এল হেফলিন। টানতে টানতে আনছে সে লোকটাকে আর বলছে, 'আরে তোমরা না-থাকলে কি জমে, বলো? একটু বাজাও না। অসুবিধা কী?'

শ্যানন হাজির হলো এমন সময়। পরনে ব্লাউয আর চওড়া কানার স্কার্ট, মাথায় ফিতে দিয়ে বাঁধা হ্যাট। হাত ধরে ওকে নিয়ে গেল হেফলিন গোল-হয়ে-বসে-থাকা কয়েকজন ফ্রেইটারের বৃত্তের ভিতরে। নাচতে শুরু করল দু'জনে। তালে তালে হাততালি দিচ্ছে অনেকেই। ভয় কেটে গেছে অনেকখানি।

ফোর্ট থেকে কয়েকজন অফিসার এসে যোগ দিল ফ্রেইটারদের সঙ্গে, হেফলিন আর শ্যাননের নাচ উপভোগ করছে। বেশ কয়েকজন ট্রুপারও এসেছে, দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

ওলসেনের সঙ্গে কিছুক্ষণ নাচল অলিভ, তারপর শরীর সায় দিচ্ছে না জানিয়ে বসে পড়ল একধারে। ঠিক করল আজ সন্ধ্যায় আর হৈ-হুল্লোড় করবে না। বেশ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে সে, তারপরও অতিরিক্ত উত্তেজনা ঠিক না ওর জন্য।

জেব খেয়াল করল বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে টেক্স, একদৃষ্টিতে দেখছে অলিভকে। চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু অলিভকেই যে দেখছে, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্যাননকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের সব দ্বিধা আর সঙ্কোচ

কাটিয়ে উঠেছে সে, ভুলে গেছে সব দুঃখ। পরিণত হয়েছে আসরের মধ্যমণিতে। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই কয়েকজন ফ্রেইটার, আর্মি অফিসার আর ট্রুপারের সঙ্গে নাচল সে। এমনকী হাত ধরে টেনে নিয়ে এল টেক্সকে, ওর সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়তে বাধ্য করল।

টেক্স বেলকে নাচতে দেখে আবারও কৌতুক বোধ করল জেব।

ঘণ্টাখানেক পর "উৎসবের" সমাপ্তি ঘোষণা করে রেনল্ডস বলল, 'তোমরা যদি সব শক্তি নাচগানের পেছনেই খরচ করে ফেলো তা হলে বাকি পথ পাড়ি দেবে কী করে? অর্গ্যান মাউন্টেনের জন্য কিছু জমা করে রাখো, কাজে দেবে।'

শ্যাননকে তার ওয়্যাগন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল টেক্স। আর অলিভকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল জেব।

দেরি না-করে ফিরে এল টেক্স। জেব তখন অলিভের সঙ্গে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে টুকটাক কথা বলছে। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল টেক্স, তামাকের থলে বের করার জন্য হাত ঢুকাল শার্টের পকেটে। হাতটা যখন বের করল তখন তামাকের থলের সঙ্গে আরও একটা জিনিস বের হলো। কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারল না সে, পড়ে গেল মাটিতে।

নিচু হয়ে জিনিসটা তুলে নিল অলিভ। একনজর দেখে বাড়িয়ে ধরল টেক্সের দিকে। 'তোমার ঘড়ি। মাটিতে পড়ে কাচটা ভেঙে গেছে।'

'ঘড়ি?' ভ্রূ কোঁচকাল টেক্স। 'আমার কোনো ঘড়ি নেই।'

হাত বাড়িয়ে অলিভের কাছ থেকে ঘড়িটা নিল জেব। দামি জিনিস। পিছনের পাতটা সোনার। ঘড়িটা সুইটযারল্যাণ্ডের; আকারে ছোট কিন্তু টেকসই। উল্টেপাল্টে দেখে জিনিসটা টেক্সের হাতে ফিরিয়ে দিল জেব। লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল,

'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত। অন্য লোকের জিনিস এভাবে পকেটে বয়ে বেড়ানোটা ঠিক না।' কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করল না, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল।

সঙ্গে সঙ্গে দু'কদম আগে বাড়ল অলিভ, পিছন থেকে টেনে ধরল জেবের একটা হাত। টান মেরে ঘুরাল ওকে নিজের দিকে। 'কী হয়েছে বলো!' দাবি করল। 'কিচ্ছু লুকাবে না।'

বলবে কি বলবে না ভাবল জেব একটা মুহূর্ত, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'ঘড়িটা জন ব্রাউনের।'

'জন ব্রাউন?' ভ্রূ কোঁচকাল অলিভ। 'কে সে?'

'আমার বন্ধু। আমার সহকর্মী। তবে বেঁচে নেই মানুষটা।'

'বেঁচে নেই মানে?'

'অ্যাম্বুশ করে খুন করা হয়েছে ওকে। এবং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কোন্ অ্যাম্বুশের কথা বলছি আমি।'

অলিভের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল।

'ছয় কি সাত বছর আগের কথা,' বলে চলল জেব। 'আমরা তখন ফিরছি স্যান মার্কোসে। মিস্টার ডেভিসও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। চিহুয়াহুয়া ট্রেইলে হঠাৎ হামলা করে ইণ্ডিয়ানরা। আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠার আগে বীরপুরুষের মতো একাই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায় জন ব্রাউন, লড়তে থাকে। ওর সাহস দেখে মুগ্ধ হন মিস্টার ডেভিস। শহরে ফিরে উপহার হিসেবে ঘড়িটা দেন ওকে। তারপর থেকে ঘড়িটা সবসময় নিজের কাছেই রাখত ব্রাউন। ওটা কাছছাড়া করতে দেখিনি আমি ওকে কখনও। দামি জিনিস, সুন্দর—তাই ট্রেইলে অবসর সময়ে পকেট থেকে বের করে ঘড়িটা দেখত সে মাঝেমধ্যে। জোর দিয়ে বলতে পারি, এবারও যখন ফিরছিলাম আমরা রেটন পাস থেকে, ঘড়িটা ছিল ওর কাছে। আমি নিশ্চিত, আমাদেরকে ওয়্যাগনে তুলে আগুন লাগিয়ে দেয়ার আগে পকেট হাতড়েছে খুনিরা, মূল্যবান যা যা পেয়েছে মেরে দিয়েছে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অলিভ, মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে যেন। হঠাৎ উল্টো ঘুরল সে, একছুটে চলে গেল তাঁবুর ভিতরে। চায় না ওর চেহারা দেখুক জেব।

নিজের ওয়্যাগনে শ্যানন তখন সলতে ঘুরিয়ে একেবারে কমিয়ে ফেলেছে লণ্ঠনের আলো। ওয়্যাগনের ভিতরে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন আর, তবে ঠাহর করা যায়। শোওয়ার আয়োজন করছে শ্যানন, ঘুমিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ব্লাউয খুলল সে, খুলল সেটার নীচের খাটো কর্সেটটা। লম্বা করে দম নিল আর ছাড়ল কিছুক্ষণ। তারপর স্কার্ট খুলে নামাল পেটিকোট। ছোট্ট একটা আলনা আছে ওয়্যাগনের ভিতরে, কাপড়গুলো হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল সেটার দিকে, সাজিয়ে রাখল ওগুলো। আলনার পাশেই লম্বা একটা আয়না। সরে আসতে গিয়ে আয়নায় নিজের কালচে প্রতিবিম্বটা দেখতে পেল শ্যানন, থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে, আয়নায়, নিজের কালো প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে থাকল ঘাড় বাঁকা করে। আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেখা যাচ্ছে না শরীরের কোনো ভাঁজ, তারপরও সন্তুষ্টির হাসি হাসল শ্যানন। সে জানে, পুরুষদের, বিশেষ করে কামুক পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট রূপযৌবন আছে ওর শরীরে দু'বার বিয়ে হওয়ার পরও।

ওয়্যাগনের বন্ধ জানালায় টোকা দিল কেউ সন্তর্পণে।

চমকে উঠল শ্যানন। চট করে একটা ড্রেসিংগাউন টেনে নিয়ে পরে ফেলল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে দিয়ে নিভিয়ে দিল লণ্ঠনটা। তারপর যে-জানালায় টোকা পড়েছে, এগিয়ে গেল সেটার দিকে। সাবধানে খুলে একটুখানি ফাঁক করল একটা পাল্লা।

ভ্যান হেফলিন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

ছোট একটা টুল নিয়ে এসে জানালা ঘেঁষে এমনভাবে বসে

পড়ল শ্যানন যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না-পায় ওকে, আবার সে ফিসফিস করলে শুনতে পায় হেফলিন।

আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল হয়েছে এ-ক'দিনে। এখন আলো ঘোলাটেও না, আবার ফকফকেও না। কোনোকিছু অন্ধকারে বা ছায়ায় না-থাকলে দেখা যায়। হেফলিন যে-জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেটার কাছে অন্য একটা ওয়্যাগনের ছায়া আছে, নিজেকে লুকাতে সেদিকে আরেকটু সরে গেল সে।

'কাজ হয়েছে!' ফিসফিস করে বলল হেফলিন। 'নিজের চোখে দেখেছি আমি। দূরে দাঁড়িয়ে চোখ রেখেছিলাম দুই গাধা আর এক গাধীর উপর। পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে—ঘড়িটা পড়ল ঠিক জেবের পায়ের কাছে। আর যায় কোথায়? আমি একশ' ভাগ গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি ওটা চিনতে পেরেছে জেব। কালো মেঘে ঢেকে গেলে আকাশের যে-অবস্থা হয়, নিজের চেহারা সে-রকম কালো বানিয়ে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল গাধাটা। চিন্তায় বিভোর ছিল, তাই খেয়ালও করেনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে লক্ষ করছিলাম আমি। আমার বুদ্ধিটা চমৎকার, না? ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে নাচতে রাজি হয়ে গিয়েছিল টেক্স। অবশ্য...তুমি যার হাত ধরে টানবে সে যত বড় যোগীপুরুষই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে না-নেচে যাবে কই?'

'আমার তো মনে হয় জেব না, আসল গাধা তুমি,' ফিসফিস করে বললেও বোঝা গেল হেফলিনের উপর যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে আছে শ্যানন।

'গাধা? আমি! বলো কী?'

'হ্যাঁ, তুমি। আর তোমার পাল্লায় পড়ে বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে। তা না-হলে এত বড় ভুল করলাম কী করে?'

'কীসের ভুল কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'একটা কথা শুনেছ কি না জানি না, হেফলিন। প্রতিপক্ষ যত

ছোটই হোক না কেন, তাকে দুর্বল ভাবতে হয় না কখনও। জেব স্টুয়ার্ট বোকা না। টেক্স আর অলিভও মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। ঘড়িটা যে টেক্সের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, বুঝতে সময় লাগবে না তিনজনের কারোরই। তখন ওরা কী করবে বলো তো?'

চুপ করে আছে হেফলিন।

'তখন ওরা সবার আগে সন্দেহ করবে আমাকে,' নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল শ্যানন। 'শোনো হেফলিন, আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, আমি যে ফেঁসে যাবো তা আগে থেকেই জানতে তুমি। তারপরও মিষ্টিকথায় ফুসলিয়ে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছ কাজটা। তুমি আসলে ফাঁসিয়ে দিয়েছ আমাকে। কেন করলে কাজটা?'

হাসল হেফলিন, অটুট নিস্তব্ধতায় শোনা গেল খিকখিক শব্দ। 'এবার সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হবে, কী বলো?'

'কীসের সেয়ানে সেয়ানে? কীসের লড়াই?'

'একটা চিঠি লিখেছিলে না তুমি? তোমার অপমৃত্যু হলে স্যান মার্কোসের শেরিফ আর একজন উকিলের উপস্থিতিতে ব্যাংকের ভল্ট থেকে বের করা হবে সেটা, পড়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে পড়ে? আমার মনে হয় স্যান মার্কোসে ফেরার পর চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলা উচিত হবে তোমার।'

'যদি না-করি উচিত কাজটা?'

'তা হলে আমিও আমার-লেখা একটা চিঠি পোড়াবো না।'

'চিঠি? তোমার লেখা?'

'হ্যাঁ, ডার্লিং। চিঠি এবং আমার লেখা।'

ঢোক গিলল শ্যানন। 'কী আছে সে-চিঠিতে?'

'কী আছে সেটা পরের কথা। আগে শোনো কী করতে যাচ্ছি আমি চিঠিটা দিয়ে। কাল সকালে ফোর্টে হাজির হবো। ওখান থেকে নিয়মিত ডাক যায় বিভিন্ন জায়গায়, নিশ্চয়ই জানো। ডাকে

ধরিয়ে দেবো আমার চিঠিটা। স্যান মার্কোসে আমারও একজন উকিল আছে, সে-ই ওটার প্রাপক। নির্দেশনা থাকবে, আমার মৃত্যু হলে খোলা হবে সে-চিঠি, পড়া হবে উপযুক্ত আইনপ্রতিনিধিদের সামনে।'

'চিঠির বিষয়বস্তু কি জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারো, ডার্লিং,' আবারও শোনা গেল হেফলিনের খিকখিক হাসি। 'কিন্তু ইদানীং অদ্ভুত একটা রোগ হয়েছে আমার। কেউ একটা কথা তিনবার জিজ্ঞেস না-করলে জবাব দিতে পারি না কেন যেন।'

রাগে শরীর জ্বলে গেল শ্যাননের কিন্তু বাধ্য হয়ে নিজেকে সামলে রাখল সে। 'কী লিখেছ চিঠিতে?'

'একটা মেয়ের কথা লিখেছি। পরীর মতো সুন্দরী একটা মেয়ে। তার যৌবন দেখলে সাধনা বাদ দিয়ে তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে যে-কোনো ব্রহ্মচারী। কিন্তু এত যার রূপ, এত যার যৌবন, সে আসলে মানুষ না, একটা র‍্যাটলস্নেক। সে-কারণেই নির্দোষ এক লোককে খুনের দায়ে ফাঁসানোর জন্য খুনের প্রমাণ ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটার শার্টের পকেটে।'

চুপ করে আছে শ্যানন। বুঝতে পারছে, হেফলিনের কথামতো কাজ করতে গিয়ে কত বড় ভুল করেছে।

'ডার্লিং, চুপ হয়ে গেলে যে? চিঠির বাকিটা শুনবে না?'

জবাব দিল না শ্যানন।

'ওই মেয়ের একটা জামাই ছিল। আসলে একটা না, দুটো জামাই ছিল। একজন অনেক আগে পটল তুলে বেঁচে গেছে। দুই নম্বর জামাইটা ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে ছিল। কিন্তু কে যেন একরাতে গুলি করে খুন করে লোকটাকে। মেয়েটা জানে খুনি কে, কিন্তু আইনের লোকদের সামনে হাজির হয়ে তা বলবে না। কারণ বললে নিজেই ফাঁসবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন খুন করা হলো দুই নম্বর

জামাইটাকে। কারণ সে অনেক বেশি মদ খেত। মদ তো অনেকেই খায়, একটু বেশি খেলে ক্ষতি কী? ক্ষতি আছে, বিশেষ করে মেয়েটার জন্য। কারণ মাতাল হলে তার জামাইয়ের বিবেক জেগে উঠত, যা বলা উচিত না তা চলে আসত লোকটার জিভে। ...খুন করা যেমন অপরাধ, খুনিকে গোপন করার চেষ্টা করাও সমান অপরাধ, তা-ই না ডার্লিং?'

শ্যানন কথা হারিয়েছে।

আরও একবার খিক খিক হাসি হাসল হেফলিন। 'গভীর রাতে মিষ্টি কথার বদলে তিতা কথা শুনিয়ে তোমার মেজাজ খারাপ করিয়ে দিলাম নাকি?'

'হেফলিন, এরপর থেকে তোমাকে বিশ্বাস করার আগে কয়েকবার ভেবে নেবো, জেনে রেখো,' শ্যাননের ফিসফিসানিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

'অদ্ভুত! খুবই অদ্ভুত। আমিও ভাবছিলাম তোমাকে আর বিশ্বাস করা যায় কি না।'

'ঠিক আছে। মন কষাকষির কথা বাদ দাও। কাজের কথায় এসো। ঘড়িটা পেয়েছিলে কীভাবে? লুকাস যখন তার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জেবদের উপর তখন তো সেখানে ছিলে না তুমি?'

'কোথায় ছিলাম তা হলে?'

'রেটন পাসের কোনো বেশ্যাপাড়ায় মজা লুটছিলে হয়তো। না, না, ভুল বললাম। ওই শহরের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আয়েশ করছিলে। নিজের জন্য একটা অ্যালিবাই বানাচ্ছিলে আর কী।'

'নাহ্, স্বীকার করতেই হবে বুদ্ধি আছে তোমার মাথায়। হ্যাঁ, লুকাস তার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জেবদের উপর। সে-ই ঘড়িটা হাতিয়ে নেয় জন ব্রাউনের পকেট থেকে। পরে স্যান মার্কোসে ফিরে আসে সে, জেবের গুলি খেয়ে মরে। আরও পরে

ওর স্যাডলব্যাগ হাতড়ে পেয়ে যাই ঘড়িটা। ও, বলিনি বোধহয়, আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে শহরে ফেরার পর। স্যাডলব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে। আমার অফিসেই রেখে এসেছিল।'

'কেন ওভাবে মরতে গেল সে অলিভদের বাড়ির বাইরে?'

'গাধা হলে যা হয় আর কী। আরে বাবা, আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছিস আমার অফিসে, আমাকে না-পেলে ওখানেই থাক্। কে তোকে বলেছে আগ বাড়িয়ে গিয়ে হাজির হতে অলিভদের বাড়িতে? তুই তো আর রাজ্যজয় করিসনি যে, খবরটা তৎক্ষণাৎ আমাকে না-দিলেই নয়।'

'কিন্তু...লুকাস কি জানত না জন ব্রাউনের ঘড়ি হাতিয়ে নিলে পরে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে?'

'ওই যে বললাম, গাধা। যেখানে আড়াই লাখ ডলারের উপর পার্সেন্টেজ পাচ্ছিস সেখানে খুনের প্রমাণ বয়ে বেড়ানোর দরকারটা কী? লোকটা আসলে লোভী ছিল। ব্রাউনের ঘড়ি যে তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে পারে, জেনেও পাত্তা দেয়নি।'

'সে বলেছে ইণ্ডিয়ানদের হামলায় ওর সঙ্গীরা সবাই মারা পড়েছে। তা হলে সে বাঁচল কী করে? আর স্যান মার্কোসেই বা পৌঁছাল কীভাবে?'

'কী করে বাঁচল বলতে পারবো না। কপালে মরণ না-থাকলে কি কারও মৃত্যু হয়? ওর মরণ আসলে ইণ্ডিয়ানদের হাতে না, জেবের হাতে লেখা ছিল। যা-হোক, ইণ্ডিয়ানদের কবল থেকে বেঁচে গিয়ে হয়তো জেবের মতো হাঁটতে শুরু করে সে। তারপর সুযোগ বুঝে কোনো জায়গা থেকে স্যাডল আর স্যাডলব্যাগসহ চুরি করে একটা ঘোড়া। আমার মনে হয় বেন'স ফোর্টের আশপাশের কোনো জায়গা থেকে ঘোড়াটা চুরি করেছে সে।'

'কেন?'

'কারণ এই বেন'স ফোর্ট থেকেই ঘোড়া ধার নিয়েছে জেব। সে আর লুকাস একই রাতে পৌঁছেছে স্যান মার্কোসে। জেব বেন'স ফোর্ট ছাড়ার দু'-তিন ঘণ্টা পর লুকাসও যাত্রা করে স্যান মার্কোসের দিকে। এ-কারণেই জেবের চেয়ে দেরিতে শহরে পৌঁছায় সে। কিন্তু আমাদের তো এসব বিষয়ে কথা বলার কথা না! দুটো চিঠি নিয়ে আলোচনা করছিলাম না আমরা? বলো, তোমার চিঠিটা পোড়াবে নাকি পোড়াবে না?'

'যদি বলি তোমাকে বিয়ে করবো, তা হলে?'

'বিয়ে?' এমনভাবে আঁতকে উঠল হেফলিন যে, মনে হলো সামনে একটা সাপ দেখতে পেয়েছে।

'ও, চুরি করে মজা লুটতে রাজি, কিন্তু মজার কাজটা হালাল করতে রাজি না? বেশিরভাগ পুরুষের চরিত্র যে-রকম হয় আর কী।'

'এখানে চরিত্রের কথা আসছে কেন?' বিরক্ত হয়েছে হেফলিন। 'তোমাকে কবে বলেছিলাম আমি বিয়ে করবো, বলো তো?'

'তা বলোনি। কিন্তু এখন আমি নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছি। আসলে অনেক আগে থেকেই তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল আমার।'

'ভালোমতোই জানো সেটা সম্ভব না, শ্যানন। আমার বউবাচ্চা আছে।'

'আহ্, মজা লুটবার সময় কেন যে বউবাচ্চার কথা ভুলে যায় পুরুষেরা! যা-হোক, বিয়ের কথা বললাম কারণ শুধু একজন স্বামীর কাছে একটা মেয়ের গোপন কথা গোপন থাকে, আর শুধু একজন স্ত্রীর কাছে গোপন থাকে একটা লোকের গোপন কথা।'

'নীতিবাক্য শোনাতে এসো না আমাকে, শ্যানন। নীতিবাক্য তোমার চেয়ে কম জানি না আমি। চিঠিটা পোড়াবে কি না বলো। সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না।'

'আজকাল অদ্ভুত এক রোগ হয়েছে আমার। কেউ একটা

অনুরোধ তিনবার না-করলে সেটা রাখতে পারি না।'

রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেল হেফলিনের, কিন্তু জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল সে। 'চিঠিটা কি পোড়াবে, শ্যানন?'

'হ্যাঁ, পোড়াবো, ডার্লিং। তবে যদি বেঁচে ফিরতে পারি স্যান মার্কোসে।'

'মানে? না-ফিরতে পারার কোনো কারণ আছে?'

'আমি আসলে না-ফেরার ব্যাপারে আমাকে নিয়ে যতটা না চিন্তিত, তারচেয়ে বেশি চিন্তিত তোমাকে নিয়ে।'

'কী বলছ উল্টোপাল্টা? মর্গানের মদের বোতলগুলো নিজের গলায় উপুড় করেছ নাকি?'

'না, ডার্লিং। অ্যাম্বুশের ব্যাপারে অনেককেই সন্দেহ করে জেব। আমি জানি দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে সে সারাক্ষণ। কাল না-হয় পরশু কাজটা করে ফেলবে। তখন নিশ্চয়ই জানতে পারবে লুকাসকে ভাড়া করেছিল কে। জানতে পারবে, নগদ টাকা স্যাডলব্যাগে নিয়ে স্যান মার্কোসের কোন্ কোন্ আউট-ল'র কাছে গেছে লুকাস, ভাড়া করেছে তাদেরকে। জানতে পারবে দল নিয়ে কবে কীভাবে শহর ছেড়েছে লুকাস, হামলা করেছে বুলিয়ন-ওয়্যাগনে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হেফলিন। তারপর বলল, 'কীভাবে জানতে পারবে? তুমি বলে দেবে?'

'আমি বলতে যাবো কেন? জেব কি আমার পিরিতের নাগর যে, ওর উপকার করতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারবো? তবে কথায় বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এত বড় শহর স্যান মার্কোস, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে লুকাসকে টাকা দিয়েছ তুমি। এটুকু জানতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে জেবের জন্য। বাকিটা অনুমান করতে কষ্ট হবে না ওর।' হেফলিনের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না, তাই কল্পনা করে নিয়ে মুচকি হাসল শ্যানন।

'রাতবিরেতে রসের কথার বদলে র‍্যাটলের মতো ঝুনঝুন শুনিয়ে তোমার মেজাজ খারাপ করিয়ে দিলাম না তো?'

জবাব দিল না হেফলিন।

'হেফলিন, স্পেন্সারকে ভাড়া করে এনেছ তুমি। লুকাসকেও কিন্তু তুমিই ভাড়া করেছিলে। ভেবো না আমি কানা আর কালা—কিছুই জানি না। যারা স্পেন্সারের নাম নিউ মেক্সিকোর কসাই রেখেছে তারাই কিন্তু বলে ওর চেয়ে কম চালু ছিল না লুকাসের হাত। কিন্তু দেখো, জেবের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি লুকাস। এত যে ঢাকঢোল পিটিয়েছ স্পেন্সারের জন্য, ওই লোকেরও না একই হাল হয় শেষপর্যন্ত!' আটকে দেয়ার জন্য খোলা পাল্লায় হাত রাখল শ্যানন। 'গুড নাইট। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না, তা ছাড়া ঘুমও পাচ্ছে। শুয়ে পড়বো।' হেফলিনকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে জানালা আটকে দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হেফলিন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রাগ হচ্ছে ওর, প্রচণ্ড রাগ। শ্যাননকে নিজের মুঠোর ভিতরে আনতে পারছে না সে। বরং বার বার এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে যে, হেফলিনের মনে হচ্ছে শ্যাননের সঙ্গে আপোষ করে চলতে না-পারলে বিপদ হবে অচিরেই।

নিজের ওয়্যাগনগুলোর উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে।

অনতিদূরে, কতগুলো ওয়্যাগনের ছায়ায় চট করে সরে গেল অলিভ তখন। মাথা নিচু করে পাশ কাটাল সে ওয়্যাগনগুলোকে, চলে এল ওগুলোর আড়ালে। ফলে এখন যেখানে আছে হেফলিন সেখান থেকে কিছুতেই দেখতে পাবে না ওকে।

দেরি না-করে নিজের তাঁবুর দিকে ছুট লাগাল অলিভ। মোকাসিন পরে আছে বলে তেমন জোরালো হচ্ছে না ছুটন্ত পদশব্দ। তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় অন্ধকার

থেকে বেরিয়ে এসে তাঁবুর দরজা জুড়ে দাঁড়াল লম্বা একটা ছায়ামূর্তি।

আঁতকে উঠল অলিভ, চেঁচাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। সামনে দাঁড়ানো লোকটা টেক্স বেল।

'চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,' বলল টেক্স। 'প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তোমার তাঁবুর দিকে তাকিয়ে দেখি, ঠিকমতো আটকানো হয়নি দরজাটা। কাছে এসে বুঝতে পারি ভিতরে নেই তুমি। ভেবেই পাচ্ছিলাম না এত রাতে গেছ কোথায়।'

'একজনের উপর চোখ রাখতে গিয়েছিলাম,' হাঁপাচ্ছে অলিভ।

'কার উপর?'

'শ্যানন মর্গান।'

'শ্যানন? কী দেখলে?'

'দেখলাম...ভ্যান হেফলিন গিয়ে হাজির হলো ওর ওয়্যাগনের একটা জানালার কাছে। দু'জনে ফুসুরফাসুর করল অনেকক্ষণ।'

'বলো কী! স্যান মার্কোসের অনেকেই বলাবলি করে হেফলিনের চারিত্রিক সমস্যা আছে। শেষপর্যন্ত মিস্টার মর্গানের সদ্যবিধবা বউটাকে মনে ধরল নাকি ওর?'

'জানি না। দু'জনের কথাবার্তার একটা শব্দও আমার কানে আসেনি। তবে...সন্দেহ করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। একটা মহিলার ওয়্যাগনে রাতের বেলায় হাজির হওয়ার মানেই কিন্তু চারিত্রিক সমস্যা থাকা না। আর হেফলিনের চরিত্রের দিকে যদি আঙুল তোলো, শ্যাননও কিন্তু দোষী হয়ে যায়। মেয়েটা আমার অনেক বড় উপকার করেছে। ওকে কাছ থেকে দেখেছি আমি। খারাপ মনে হয়নি।'

'মিস্ অলিভ, একটা কথা মনে রেখো—ধোঁয়া মানে আগুন। আর...আমার পকেটে ব্রাউনের ঘড়িটা কিন্তু শ্যাননই ঢুকিয়েছে,

আজ রাতে নাচার সময়। কথাটা তুমিও জানো। ঠিক না?'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল অলিভ। 'জানি, কিন্তু কে'ন যেন মানতে পারছি না। খটকাটা লেগেছে বলেই দেখতে গিয়েছিলাম গভীর রাতে কারও সঙ্গে দেখা করে কি না শ্যানন। কিন্তু...। যা-হোক, তুমি, বলা ভালো আমরা কিন্তু পুরোপুরি ফেঁসে গেছি জেব স্টুয়ার্টের কাছে। ওর জায়গায় থাকলে আমিও কিন্তু ভাবতাম অ্যাম্বুশের সঙ্গে তুমি কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত।'

'সাহস থাকলে আমার মুখের উপর বলে দেখুক সে কথাটা।'

'মাথা গরম কোরো না টেক্স, প্লিয। এখন মাথা গরম করার সময় না। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। জেব আর শ্যাননের মাঝখানে...মানে...বিশেষ কোনো সম্পর্কের ইঙ্গিত পেয়েছ কখনও?'

'ইঙ্গিত পেয়েছি মানে? বোধহয় তুমি ছাড়া স্যান মার্কোসের সবাই জানে প্রথম জামাই মরার পর জেবকে বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যানন। কিন্তু ওর বাপ রাজি হয়নি। জেবকে দেখলেই দৃষ্টি কোমল হয় মেয়েটার, চেহারা উজ্জ্বল হয়, চালচলনে অস্থিরতা আসে। এসব কীসের ইঙ্গিত?'

'জেবও কি...' যেন গোপন কোনো কথা জানতে চাচ্ছে এমনভাবে নিচু গলায় বলল অলিভ, 'জেবও কি ভালোবাসে মেয়েটাকে?'

জবাব দেয়ার আগে সময় নিল টেক্স। মনে মনে পছন্দ করে সে অলিভকে। কিন্তু একজন ফোরম্যান হয়ে কোনোদিনও প্রেমের প্রস্তাব দিতে পারবে না। সে-সাহস নেই ওর। অথচ হোলস্টারে পিস্তল নিয়ে এমনকী স্পেন্সারের মুখোমুখি দাঁড়াতেও ভয় পায় না। সে জানে, প্রেম আর যুদ্ধে সবই জায়েজ। সুতরাং এখানে মিথ্যা কথা বললেও কোনো অপরাধ নেই। আর যদি থাকেও, অলিভের বাবা, এত বছর ধরে যার নুন খেয়েছে সে, মিস্টার

কারসনও অপরাধী। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি কি শেষপর্যন্ত হাসিল্ করেননি অলিভের মাকে?

ঢোক গিলল টেক্স, যে-কথাটা বলতে যাচ্ছে তার জন্য মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিল মাতা মেরির কাছে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, জেবও ভালোবাসে শ্যাননকে। কথাটা একাধিকবার আমাকে বলেছে সে।'

স্থির হয়ে গেছে অলিভ। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালো হয়ে গেছে ওর সুন্দর চেহারাটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো, তারপর একছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের তাঁবুতে। দ্রুত হাতে দড়ি টেনে আটকে দিল দরজা। তারপর কাপড় না-ছেড়েই শরীরটাকে আছড়ে ফেলল বেডরোলের উপর।

বুকের ভিতরটা জ্বলছে ওর। কান্না আসছে কিন্তু কাঁদতে পারছে না সে। অথচ টের পাচ্ছে, চোখের পানি ফেলতে পারলে হালকা হতো মন। ঠাস্ করে আরেকবার চড় মারতে ইচ্ছা করছে জেব স্টুয়ার্টের গালে। কিন্তু কোন্ অধিকারে কাজটা করবে সে?

তারমানে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা, ওর কাঁধে হাত রাখা, সে টেক্সকে ভালোবাসে কি না জানতে চাওয়া, ইণ্ডিয়ানদের ধাওয়া থেকে ওকে বাঁচানো এবং সাপ কামড়েছে দেখে উতলা হয়ে যাওয়া—সবই জেবের অভিনয়? ওকে ভালোবাসে না লোকটা, কোনোদিন বাসবেও না; কারণ কি একটাই—সন্দেহ?

তারমানে, সেবা করে সারিয়ে তুলবার সময় ওকে যে-কথা বলেছে শ্যানন, যে-কথা বিশ্বাস করি করি করেও বিশ্বাস করেনি অলিভ এতদিন, সেটা সত্যি?

নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে অলিভ বন্ধ দরজাটার দিকে। পিটপিট করলেই জ্বলছে দু'চোখ। ঘুম আসছে না।

ফোর্টে বিউগল বেজে উঠার আওয়াজ শুনল সে একসময়।

ভোরের আলো ফুটেছে আকাশে। কিছুক্ষণ পর চলতে শুরু করবে ওয়্যাগনগুলো।

পনেরো

ওলসেন, রেনল্ডস এবং বেশ কয়েকজন ফ্রেইটারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে জেব। সবারই কান খাড়া। রাতটা বড় বেশি নিস্তব্ধ। কেন যেন হু হু করে বুকের ভিতরে।

আকাশে প্রায় গোলাকার চাঁদ। কখনও কখনও দেখা যায় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় কালচে আকাশে চাঁদটা ভেসে বেড়াচ্ছে বুঝি। ভোর হতে একঘণ্টার বেশি বাকি। জোরালো বাতাস বয়ে যাচ্ছে বিস্তৃত প্রেইরির উপর দিয়ে। থেকে থেকে নড়ে উঠছে জেবের ধুলিমলিন স্যাডলজ্যাকেটের কোনা।

ওর একহাতে একটা রাইফেল। অন্যহাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছে গানবেল্টে। আজ ওর কোমরে জোড়া হোলস্টার, ভিতরে দুটো কাপ অ্যাণ্ড বল নেভি পিস্তল। রাইফেলের বুলেটের একটা বেল্ট ঝুলছে ওর কাঁধ থেকে। জ্যাকেটের পকেটে আছে দুই পিস্তলের জন্য লোডেড স্পেয়ার সিলিণ্ডার।

বাকিরাও সশস্ত্র।

রাতজাগা কোনো একটা পাখি চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। চমকে উঠে ওটার দিকে তাকাল দু'-একজন। একইজাতের আরেকটা পাখি সাড়া দিল দূর থেকে। কয়েক মুহূর্ত পরই ডেকে উঠল একটা প্যাঁচা, আরও বাড়াল

বেশ কয়েকটা ইণ্ডিয়ান হান্টিংপার্টি, শিকারে বের হয়েছে। কাছেপিঠে হাজির হয়েছে সাদাচামড়ার মানুষদের বড় একটা কাফেলা—খবরটা তারা পাবেই, যেভাবেই হোক।

ফিরে এসে রেনল্ডসকে একটা বুদ্ধি দিয়েছে জেব, সেটা কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা যাচ্ছে না এখনই। ইণ্ডিয়ানরা যখনই হামলা করে সাদাচামড়ার মানুষদের উপর, আর কিছু নিতে পারুক বা না-পারুক, ঘোড়া ছিনিয়ে নেবেই। কে না জানে ঘোড়া ছাড়া ওয়্যাগনট্রেইন অচল? তাই আগেরমতো দুই সারিতে না-রেখে একটা বৃত্ত কল্পনা করে নিয়ে ওয়্যাগনগুলোকে রাখতে বলেছে জেব আজ রাতের জন্য। এই বৃত্তের ভিতরে, জোয়াল থেকে আলাদা করে, যার যার ওয়্যাগনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে তার তার ঘোড়া।

চল্লিশটার মধ্যে প্রতি এক ওয়্যাগন পর পর, অর্থাৎ মোট বিশটা ওয়্যাগনের ছাদে চড়ে বসেছে একজন করে রাইফেলম্যান। সবার সামনে রসদের দুটো করে বস্তা, সঙ্গে বাড়তি অ্যামুনিশন। যার যার রাইফেল প্রেইরির দিকে তাক করে সতর্ক অবস্থায় আছে ওরা। কঠোর নির্দেশ আছে ওদের উপর, যত যা-ই হোক, ওরা যে-ওয়্যাগনে চড়েছে সেটার ধারেকাছে যাতে ঘেঁষতে না-পারে ইণ্ডিয়ানরা।

বাকি থাকল আরও বিশটা ওয়্যাগন। ইণ্ডিয়ানরা হামলা করলে লক্ষ করবে, ওগুলোর ছাদে রাইফেলম্যান নেই। স্বাভাবিকভাবেই এ-ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগোনোর চেষ্টা করবে ওরা দলবদ্ধভাবে। জেবের কথামতো রেনল্ডস তাই এ-ওয়্যাগনগুলোর ভিতরে মালসামানের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসিয়ে দিয়েছে একজন করে লোক, প্রত্যেকের সঙ্গে আছে লোডেড পিস্তল বা সিক্সগুটার। একটা করে জানালা খুলে পাল্লা খানিকটা ফাঁক করে রেখেছে ওরা, হামলা হওয়ামাত্র যাতে উপযুক্ত জবাব দিতে পারে।

গেল চল্লিশজন। আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজনকে সঙ্গে নিয়ে বৃত্তের ভিতরে প্রস্তুত অবস্থায় আছে রেনল্ডস। বাকিরা ঘুমাচ্ছে। ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে, রেটন পাসে না-পৌঁছানো পর্যন্ত এভাবেই ক্যাম্প করবে রাতের বেলায় এবং পালা করে ঘুমাবে আর পাহারা দেবে। গত কয়েকরাতে সন্ধ্যা ঘনানোমাত্র যাত্রাবিরতি করেছে ওরা, ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে ডিনার সেরেছে যত দ্রুত সম্ভব। অমঙ্গল আশঙ্কায় নাচগানের কোনো আসর বসেনি এই ক'রাতে।

'ওরা জানে আমরা আছি এখানে,' রেনল্ডসকে বলল ওলসেন। 'এবং এখন যেখানে আছি আমরা, হামলা করার জন্য সে-জায়গার চেয়ে ভালো আর কোনো জায়গা সম্ভবত নেই সারা ট্রেইলে।' বলে আর দেরি করল না সে, কয়েকজন ফ্রেইটারকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বেডরোলে শুয়ে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে ডেকে ডেকে তুলছে। বলছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই হামলা করতে পারে ইণ্ডিয়ানরা, তখনও ঘুমিয়ে থাকলে জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে।

কী করবে, কিছুক্ষণ ভাবল জেব। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল শ্যাননের ওয়্যাগনের দিকে, জানালায় থাবা দিয়ে ডেকে তুলল ওকে। সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল পরিস্থিতি। দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল শ্যানন। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। ঠিকমতো কাপড়ও পরতে পারেনি। চুল এলোমেলো। হঠাৎ করে ফোঁপাতে শুরু করল সে।

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার সময় নেই জেবের। হাত ধরে ওকে ওয়্যাগনবৃত্তের কেন্দ্রে নিয়ে এল সে। কাফেলার মেয়েমানুষরা জড়ো হয়েছে এখানে। অলিভও আছে। জেবের সঙ্গে শ্যাননকে দেখে চোয়াল শক্ত করল সে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

জেব খেয়াল করল, কাফেলার মেয়েরা স্কার্ট বা ব্লাউযের বদলে শার্ট আর জিন্স পরেছে ছেলেদের মতো। অলিভের দিকে

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল জেব।

ওর জিজ্ঞেস না-করা প্রশ্নটার জবাব দেবে কি না ভাবল অলিভ একটা মুহূর্ত, তারপর বলল, 'রেনল্ডস বলেছে কাফেলায় মেয়েমানুষ আছে তা যেন জানতে না-পারে ইণ্ডিয়ানরা। তাই আমরা সবাই...। একটু স্বাভাবিক হোক শ্যানন, তারপর ওকে ওর ওয়্যাগনে নিয়ে গিয়ে ঠিকঠাক করিয়ে আনবো।'

মাথা ঝাঁকাল জেব, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল। কিন্তু গেল না। আবার ঘুরে তাকাল অলিভের দিকে। 'গত কয়েকটা দিন ধরে কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ তুমি। কোনো সমস্যা?'

'আমার পকেট থেকে ঘড়িটা পড়তে দেখে চেহারা যেভাবে কালো করেছিলে,' অলিভের বদলে মুখ খুলল টেক্স, সে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি জেব, 'দেখলে তোমাকে এড়িয়ে না-চলে উপায় আছে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল জেব।

ওর চোখে চোখ রাখল টেক্স। 'ঘড়িটা আমার পকেট থেকে পড়ার আগে ওটা কখনও দেখিনি আমি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না-করো, আমাকে যদি খুনি মনে হয়, মুখের উপর বলতে পারো,' ডানহাতে ধরা রাইফেলটা বাঁ হাতে নিল সে।

অপ্রস্তুত বোধ করছে অলিভ, এমনকী জেবও। এমন একটা কথা তুলেছে টেক্স, যা নিয়ে আলোচনা করার সময় না এখন। তাই কিছু না-বলার সিদ্ধান্ত নিল জেব, তাকাল অলিভের দিকে। 'গুড লাক, অলিভ। সাবধান থেকো।'

কথাটা শুনে কেঁপে উঠল অলিভের ঠোঁট। কেন, বুঝতে পারল না জেব। কিছু বলল না মেয়েটা। জেবও আর কিছু না-বলে ঘুরে রওয়ানা হলো নিজেদের ওয়্যাগনগুলোর দিকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যার যার ওয়্যাগন সে সে সামলাবে।

জে অ্যাণ্ড ও'র দুটো ওয়্যাগনের মাঝখানে সুবিধাজনক একটা জায়গা বেছে নিল জেব নিজের জন্য। খেয়াল রেখেছে, নিজেদের ঘোড়াগুলোর থেকে যেন নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারে। কারণ ইণ্ডিয়ানরা যদি "আগুনতীর" দিয়ে হামলা করে তা হলে ভয়ে পাগল হয়ে যাবে জন্তুগুলো, দড়ি ছিঁড়ে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে যাকে কাছে পাবে তার খুলি ফাটাবে ক্ষুরের আঘাতে।

পজিশন নেয়ার জন্য যে-ওয়্যাগনটা বেছে নিয়েছে জেব সেটার ছাদের উপর কোনো রাইফেলম্যান নেই। তারমানে ওয়্যাগনের ভিতরে পিস্তল হাতে প্রস্তুত আছে কেউ। কিন্তু হঠাৎ করেই মনে পড়ল জেবের, এটা অলিভের সেই "ড্রেসিংকার", ভিতরে কেউ নেই। কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় অদ্ভুত এক স্বস্তি অনুভব করল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে ইচ্ছা করল ওয়্যাগনবৃত্তের কেন্দ্রের দিকে, যেখানে মেয়েমানুষরা আছে, কিন্তু জোর করে ইচ্ছাটা দমন করল সে।

গড়াতে গড়াতে একটা খালি মদের-পিপা নিয়ে এল সে ওয়্যাগনটার পিছনের চাকার কাছে, রাখল সোজা করে। এরপর পানিভর্তি একটা বালতি রাখল পিপার উপর। ওয়্যাগনের দরজা খুলে মালের একটা বস্তা নামাল, ঠেলে দিল ওয়্যাগনের নীচে, পিছনের চাকার কাছে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল আপনমনে। কারণ বেশ ভালো একটা আড়াল তৈরি হয়েছে।

চাকার কাছে বসে পড়তে গিয়েও বসল না জেব। এগিয়ে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে। স্যাডলব্যাগের নীচে বাঁধা বাফেলোগানটা বের করল। ওটা নিয়ে চাকার কাছে বসে পড়েছে, এমন সময় কাছ থেকে বলে উঠল টেক্স, 'ওরা কীভাবে হামলা করবে, জানো?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব। একটা ওয়্যাগন পরে, আরেকটা ওয়্যাগনের জোয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, শরীর ঠেস

দিয়ে রেখেছে ওয়্যাগনটার সঙ্গে। হাতে রাইফেল। নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের ফিতা খোলা। কোমরে গুঁজে নিয়েছে আরেকটা সিক্সশুটার। দু'কাঁধে আড়াআড়িভাবে পরেছে দুটো বুলেটের-বেল্ট। পায়ের কাছে, ওয়্যাগনের চাকার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছে একটা উইনচেস্টার।

'না, জানি না,' জবাব দিল জেব। 'ওদের হামলার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বেশিরভাগ সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে অতর্কিতে, প্রতিপক্ষকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেয় না। আর দলে ভারী হলে লড়াইটা উপভোগ করার চেষ্টা করে, প্রতিপক্ষকে মেরেকেটে শেষ করার আগে থামে না। পারলে ধরে নিয়ে যায় দু'-চারজনকে। কখনও আগুনে পুড়িয়ে, আবার কখনও বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। কখনও হাত-পা বেঁধে শুইয়ে রাখে বড় বড় লাল পিঁপড়ার ঢিবির উপর। পিঁপড়ার কামড়ে আর্তনাদ করতে থাকে অসহায় লোকটা, ইণ্ডিয়ানরা তখন হা হা করে হাসে আর হাততালি দেয়।'

থু করে থুতু ফেলল টেক্স। 'দুনিয়ার আর কোথাও ওদের মতো হারামি নেই সম্ভবত।'

'ওভাবে বোলো না, টেক্স। দেশটা ওদের ছিল। আমরা সাদাচামড়ার মানুষরা গায়ের জোরে দখল করেছি, দখল করার চেষ্টা করে যাচ্ছি আজও। ওরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করছে।'

'তুমি ইণ্ডিয়ানদের ফ্যান নাকি? তা হলে শুধু শুধু রাইফেল আর বাফেলোগান হাতে পজিশন নিয়েছ। ওরা হামলা করলে তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

'আমি কারোরই ফ্যান না। আর কেউ যদি আমাকে মারতে আসে, সে যে-ই হোক, নিজেকে বাঁচানোর জন্য যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ লড়বোই।'

আর কথা হয় না। জেব টের পেল, আবারও সেই অস্বস্তিকর

নীরবতা নেমে এসেছে চারদিকে। পুব দিগন্তের দিকে তাকাল সে। জ্বলজ্বল করছে শুকতারা, ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে চাঁদ।

নিজের অ্যামুনিশন বের করে ভাঁজ-করা হাঁটুটার কাছে রাখল জেব। একটু বেখেয়াল হয়ে পড়েছিল বলে কাছে এসে হাজির-হওয়া লোকটার উপস্থিতি টের পেতে সময় লাগল ওর। যখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে লোকটার দিকে, ততক্ষণে একটা খালি বাক্সের উপর দু'-তিনটা বেডরোল রেখে বাক্সটার আড়ালে পজিশন নিয়েছে লোকটা। হাতে রাইফেল।

'কে?' শার্ট, জিন্স আর বুট পরিহিত, লম্বা চুলওয়ালা, ফর্সা আর হালকাপাতলা লোকটাকে চিনতে পারছে না জেব অন্ধকারে।

'আমি,' মৃদু গলায় জবাব দিল অলিভ।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল জেব। 'তুমি! তুমি কী করছ এখানে? জলদি ফিরে যাও!'

'না, যাবো না। ওখানে...ওখানে অন্য মেয়েদের সঙ্গে থাকলে পাগল হয়ে যাবো ভয়ে। এই বুঝি হামলা করল, এই বুঝি হামলা করল—ভাবতে ভাবতে নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতো অবস্থা হয়েছে একেকজনের, আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে ওরা। ওখানে থাকার চেয়ে বরং তোমাদের সঙ্গে থাকি।'

'কিন্তু...'

'আসছে ওরা!' ওলসেন গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠায় কথা শেষ করতে পারল না জেব। ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকাল সে।

আরেকটা নতুন দিনের গোলাপি আভা ফুটছে ভোরের আকাশে। বাফেলোগ্রাসে ঢাকা প্রতিটা চড়াই-উৎরাই, উপত্যকা, গিরিখাত এমনকী বহুদূরের পাহাড়গুলোও যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে, কালো একটা সাগর থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে বিশাল কোনো চর। কিন্তু এগুলো নিত্যদিনের দৃশ্য;

অন্য যে-দৃশ্যটা দেখছে ওরা চোখের সামনে, তা দেখলে অতিসাহসীর বুকের রক্তও হিম হয়ে যায়।

পালকপরা শত শত মাথা যেন উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আরও শত শত মাথা স্থির হয়ে আছে কোনো কোনো গিরিখাতের পাদদেশে। পুব থেকে পশ্চিমদিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত ঘিরে ফেলেছে ইণ্ডিয়ানরা। উত্তরদিক থেকে এগিয়ে আসছে ওদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সবচেয়ে বড় অংশটা। দক্ষিণদিকে ওদের কেউ নেই, থাকার দরকারও নেই, কারণ ট্রেইলটা ওদিকে কয়েক মাইল এগোনোর পর আপাতত বন্ধ হয়ে গেছে অভিপ্রয়াণরত মহিষদের কারণে।

তারমানে ডেথ ট্রেইলে মরণফাঁদে আটকা পড়েছে জেবদের কাফেলা।

হঠাৎ করেই রণহুঙ্কার ছাড়ল ইণ্ডিয়ানরা একযোগে, ছুটে আসছে তারা ওয়্যাগনবৃত্তের দিকে, ওদের সঙ্গে দুলকি চালে যোগ দিয়েছে স্যাডলহীন কয়েকশ' পনি ঘোড়ায় সওয়ার যোদ্ধারাও। এতগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে উপত্যকা আর গিরিখাতগুলোতে, মনে হচ্ছে অনতিদূরে কুচকাওয়াজ শুরু করেছে আর্মি, একসঙ্গে বাজছে অনেকগুলো ড্রাম।

এই দৃশ্য যারা না-দেখেছে তারা হাজার চেষ্টা করলেও কল্পনা করতে পারবে না। ধেয়ে আসছে লম্বাপালকের মস্তকাবরণ পরিহিত কোমাঞ্চি আর চেয়েন্নেরা, বাতাসে নুয়ে পড়ে ওদের মাথার সঙ্গে প্রায় লেগে গেছে পালকগুলো। ছুটতে ছুটতে রণোন্মাদনায় লাফাচ্ছে ওদের কেউ কেউ, তখন উঁচু ঘাসের জমিনে স্পষ্ট হচ্ছে রঙকরা নগ্ন বা অর্ধনগ্ন শরীরগুলো। ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে আছে সব রঙের পনি, স্যাডল বা রেকাব নেই একটাতেও, সবগুলোকে আশ্চর্য দক্ষতায় ছোটানো হচ্ছে স্রেফ কেশর আঁকড়ে ধরে। ওই যোদ্ধাদের কারও হাতে মাস্কেট,

কারও হাতে ধনুক আর পিঠে তীরবোঝাই তূণ। কেউ হাতকুড়াল, আবার কেউ বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে। অত্যুৎসাহী কেউ কেউ আসছে সম্পূর্ণ খালিহাতে।

চারশ' গজ, তিনশ' গজ, দু'শ' গজ, তারপর বিনা মেঘে বজ্রপাত শুরু হলো—ছুটতে ছুটতে সমানে গুলি করছে মাস্কেটধারী ইণ্ডিয়ানরা, এদিকে রাইফেল দিয়ে একটানা জবাব দিচ্ছে কাফেলার সাদাচামড়ার লোকেরা। ধেয়ে আসা ইণ্ডিয়ানদের লাইনটা ভেঙে গেল হঠাৎ করে। কারণ কোনো কোনো যোদ্ধা আর কোনো কোনো পনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। ওদের কেউ অথবা ওগুলোর কোনোটা আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াবে না হয়তো।

ওয়্যাগনগুলোর চওড়া কানাওয়ালা ছাদে, জানালায় আর চাকায়, আড়াল হিসেবে ব্যবহৃত-হওয়া মদের খালি পিপায় আর মালের বস্তায় এবং ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে-থাকা ঘোড়াগুলোর কোনো কোনোটার গায়ে একের পর এক বুলেট লাগছে। বৃত্তের ভিতরের মানুষগুলোর কানের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একের পর এক তীর।

ইণ্ডিয়ানরাও যেমন লুটিয়ে পড়ছে, একইভাবে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরেও থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে মরণআর্তনাদ।

'মাথা নামাও!' চিৎকার করে অলিভকে বলল জেব। 'চাকার কাছে শুয়ে পড়ো!' বাফেলোগানটা তুলল সে কাঁধে। কাছিয়ে-আসা ইণ্ডিয়ান বা তাদের পনি লক্ষ্য করে ট্রিগার টানতে লাগল একটু পর পর। খানিক বাদে খেয়াল করল, মাথা নামানো অথবা আড়াল নেয়ার বদলে ওয়্যাগনহুইলের পাশে, ওটাতেই ভর দিয়ে বসে আছে অলিভ, সমানে চেঁচাচ্ছে আর রাইফেলের ট্রিগার টানছে—কাফেলার বেশিরভাগ পুরুষের মতো।

দারুণ কাজে লেগেছে জেবের বুদ্ধিটা। বিশটা ওয়্যাগনের ছাদে বিশজন রাইফেলম্যান পজিশন নিয়ে থাকতে পারে, কল্পনাও

করেনি ইণ্ডিয়ানরা। ভাবেনি, ওয়্যাগনের ভিতরে নির্দিষ্ট জানালার পাশে বসে আছে আরও উনিশজন। এই লোকগুলোর অব্যর্থ নিশানায় পরিণত হলো ইণ্ডিয়ানদের অনেকে, লুটিয়ে পড়ল অনেকগুলো পনি।

সমানে কয়েকটা বুলেট এসে লাগল অলিভ যে-ওয়্যাগনহুইলের আড়ালে আছে সেটার গায়ে, ওর মাথা থেকে হ্যাট উড়িয়ে নিয়ে গেল একটা তীর। তারমানে ওর পজিশন ফাঁস হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানদের কাছে। হাত থেকে বাফেলোগানটা ছেড়ে দিয়ে ডাইভ দিল জেব, অলিভকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর ওকে বুকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে এল মদের-পিপাটার আড়ালে। এবার ফুটো হলো পানির বালতি, জলধারা সমানে পড়ছে ওদের দু'জনের গায়ে।

অলিভকে ছেড়ে দিয়ে নিজের রাইফেলটা টেনে নিল জেব, উঠে বসল। গুলি করতে শুরু করার আগে একঝলক তাকাল টেক্সের দিকে। আড়াল ছেড়ে কিছুটা উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, রাইফেলের চেম্বার খালি হওয়ার আগপর্যন্ত একবার ডানে একবার বাঁয়ে তাক করে ট্রিগার টানছে সমানে।

চেয়েন্নে আর আরাপাহো গোত্রের যোদ্ধারা একযোগে হামলা করেছে, চিনতে পারছে জেব। বাফেলোগানের চেয়ে দ্রুত গুলি করা যায় রাইফেল দিয়ে, চেম্বারে বুলেটের সংখ্যাও বেশি, একটানা ট্রিগার টানতে লাগল সে। গুলি করতে করতেই অলিভকে বলল, 'খবরদার মাথা তুলবে না! যেভাবে শুয়ে আছো সেভাবেই থাকো। আমার রাইফেল খালি হয়ে গেলে দিচ্ছি তোমাকে, রিলোড করে ফেরত দিয়ো। এর বেশি কিছু করতে যেয়ো না।'

ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ থেকে বুলেটবৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। ওদের পদাতিকেরা বুঝতে পেরেছে, সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও দৌড়ে

গিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। কারণ একযোগে জবাব দিচ্ছে সাদাচামড়ার মানুষরা এবং ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অব্যর্থ শুটার আছে। তাই, বিশেষ করে আরাপাহো গোত্রের লোকেরা পজিশন নিয়েছে ঢালের নীচে অথবা বিস্তৃত সমতলভূমির ছোট পাথর বা ঝোপ বা উঁচু ঘাসের আড়ালে। গুলি করছে সেখান থেকে। কেউ কেউ ঝট করে মাথা তুলে তীর ছুঁড়েই উধাও হয়ে যাচ্ছে।

মরণআর্তনাদ শোনা গেল দুটো ওয়্যাগনছাদের উপর থেকে। বুকে তীর নিয়ে দু'জন রাইফেলম্যান আছড়ে পড়ল মাটিতে। গুড়ি মেরে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে চেয়েন্নেরা পুবদিক থেকে, দু'জন রাইফেলম্যানকে ধরাশায়ী হতে দেখে খুশিতে চিৎকার করে উঠল তারা।

অপেক্ষা করছে জেব। ওর দুটো রাইফেলই খালি হয়ে গেছে। দ্রুত হাতে অস্ত্র দুটো রিলোড করছে অলিভ। খালি হয়ে গেছে টেক্সের রাইফেলের চেম্বারও, সে-ও রিলোড করছে। আবারও বাফেলোগানটা টেনে নিল জেব। আশি-নব্বই গজ দূরে বার বার আন্দোলিত হচ্ছে বাফেলোঘাসের জঙ্গল। টিকটিকির মতো বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে জনা পঁচিশেক ইণ্ডিয়ান। এত কাছ থেকে পঞ্চাশ ক্যালিবারের বুলেটের আঘাত যার গায়ে লাগবে তার অবস্থা কী হবে কল্পনা করে একটু হলেও খারাপ লাগল জেবের, তারপরও টান দিল ট্রিগারে। দুই বুলেটে মারা গেল দুই ইণ্ডিয়ান, মরণআর্তনাদ করার সুযোগও পেল না। দ্রুত রিলোড করে আবারও গুলি করল জেব। আবারও মরল দু'জন। এভাবে ছ'-সাতবার গুলি করে ছ'-সাতজনকে বিদায় করল সে দুনিয়া থেকে। ঘাসের জঙ্গলে থাকা ইণ্ডিয়ানরা বুঝতে পারল এদিক দিয়ে এগিয়ে সুবিধা করতে পারবে না, তাই পিছু হটতে লাগল।

মাস্কেটে আরাপাহোদের হাত তুলনামূলকভাবে ভালো। ওদের

যারা লুকিয়ে আছে বোল্ডার বা ঝোপের আড়ালে তারা বুঝেশুনে গুলি করছে এখন, টার্গেট করেছে ওয়্যাগনছাদের রাইফেলম্যানদেরকে। রাইফেলম্যানরা মাথা বলতে গেলে তুলতেই পারছে না, তাই জবাব দিতে পারছে না ঠিকমতো। সুযোগ বুঝতে পারল অপেক্ষমান ইণ্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারেরা, 'য়িপ! য়িপ! য়িপ!' আওয়াজ করতে করতে জোরে জোরে লাথি মারছে তারা পনির পেটে, বিভিন্ন ঢাল বেয়ে উঠে আসছে দ্রুত।

দক্ষিণদিক থেকে যেহেতু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেহেতু সেদিকে লোক থাকার মানে হয় না, বিশ-পঁচিশজন ফ্রেইটার তাই মাথা নিচু করে ছুট লাগল, দশ-পনেরো গজ এগিয়ে এসে পজিশন নিল। ক্ষিপ্র গতিতে ধাবমান ইণ্ডিয়ান অশ্বারোহীরা ওদের টার্গেট। ওই লোকগুলোর বেশিরভাগই কোমাঞ্চি গোত্রের, খেয়াল করল জেব, কয়েকজন কিয়োআ-ও আছে সঙ্গে। যে-হাতে লাগাম ধরেছে ওরা সে-হাতে মহিষের চামড়া দিয়ে বানানো ঢালও আঁকড়ে ধরে আছে, অন্যহাতে ভয়ালদর্শী লম্বা বর্শা।

প্রাথমিক কিছু সাফল্য অর্জন করা গেলেও শেষপর্যন্ত ঠেকানো গেল না ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়সওয়ারবাহিনীকে। তাদের অনেকেই দুর্দান্ত গতিতে ছুটে এসে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে মারল হাতের বর্শা, চিরদিনের জন্য নিথর হয়ে গেল ওয়্যাগনছাদের অর্ধেকের বেশি রাইফেলম্যান। বাকিটা জানে বাঁচতে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু'-একজন বাদে অন্যদের গায়ে বিঁধল ছ'-সাতটা করে তীর। চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল লোকগুলো।

কাফেলার যারা ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিয়ে আছে তারা গুলি করছে এখনও, ওদের বুলেটের আঘাতে আছড়ে পড়ছে কোনো কোনো পনি, ছিটকে পড়ে ঘাড় মটকে যাচ্ছে সওয়ারীদের, কারও কারও বর্শা আর ঢাল পড়ে থাকছে তাদের লাশের পাশেই। কোনো কোনো পনি আবার

দৌড়ে এসে লাফিয়ে পার হচ্ছে ওয়্যাগনের জোয়াল, ঢুকে পড়ছে বৃত্তের ভিতরে। বর্শা নেই, তাই ঘাড়ে ঝুলানো খাপ থেকে হাতকুড়াল বের করল ভিতরে-ঢুকে-পড়া ইণ্ডিয়ানরা, হাতাহাতি লড়াই শুরু হলো এবার।

মদের পিপার আড়াল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জেব, ওয়্যাগনটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে থাবা দিল জোড়া হোলস্টারে। ওর কাপ অ্যাণ্ড বল পিস্তলের একটা বুলেটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না এত কাছ থেকে; মাথায় পালকপরা, চেহারায় রঙমাখা, কোমরে কৌপীনজড়ানো বারোজন ইণ্ডিয়ান স্রেফ খসে পড়ল যার যার পনির পিঠ থেকে। সাদামানুষদের রক্তের স্বাদ পাওয়া হলো না ওদের হাতকুড়ালগুলোর।

মাটিতে শুয়ে থাকা অলিভকে কীভাবে যেন চিনে ফেলল কোথেকে-ছুটেআসা এক ইণ্ডিয়ান, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অলিভ। ওর শার্টটা বুকের কাছে দু'হাতে খামচে ধরেছে ইণ্ডিয়ানটা, টান মেরে ছিঁড়ে ফেলবে এখনই। দাঁত দিয়ে ভোজালির সমান বড় একটা ছুরি কামড়ে ধরে আছে লোকটা, দুই চোখে লালসা।

ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড লাথি মারল জেব ইণ্ডিয়ানটার চোয়ালে। মাটিতে পড়ে থাকা ওর খালি রাইফেলটা তুলে নিল নল ধরে, বাঁটটা সর্বশক্তিতে বসিয়ে দিল লোকটার মাথায়। খুলি ফাটার বীভৎস আওয়াজে শিউরে উঠল অলিভ, ধাক্কা মেরে বুকের উপর থেকে সরাল ইণ্ডিয়ানটাকে, তারপর নিজের শরীরটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সরে গেল দূরে।

পনি নিয়ে যারা ঢুকে পড়েছে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে তারা তূণ থেকে তীর বের করছে দ্রুত হাতে, অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় পরাচ্ছে ধনুকে এবং চমৎকার নিশানায় ছুঁড়ে ঘায়েল করছে একের পর এক ফ্রেইটারকে। একটা তীর বেরিয়ে গেল জেবের কাঁধ ছুঁয়ে,

একটা বর্শা উড়িয়ে নিয়ে গেল টেক্সের হ্যাট। দ্রুত হাতে দুটো সিক্সশুটারই রিলোড করল টেক্স, ট্রিগার টেনে স্যাডল থেকে ফেলে দিল জেব আর অলিভের দিকে ধেয়ে-আসা জনা পাঁচেক ইণ্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারকে। সুযোগ বুঝে নিজের পিস্তল দুটো রিলোড করে নিল জেব, চিৎকার করে ওর রাইফেল দুটোতে গুলি ভরতে বলল অলিভকে। ট্রিগার টানতে টানতে দুটো পিস্তলই খালি করে ফেলল সে, ছেড়ে দিল হাত থেকে, তারপর একটা রাইফেল নিল অলিভের কাছ থেকে। বৃত্তের ভিতরে ঢুকেপড়া পনিগুলোকে শুইয়ে দিতে হবে, তা না-হলে কাবু করা যাচ্ছে না ওগুলোর সওয়ারীদেরকে।

জেবের মনের কথা পড়তে পারল টেক্স। সিক্সশুটার ফেলে রাইফেল তুলে নিল সে-ও। দু'জনে মিলে সমানে গুলি করছে পনিগুলোকে, একটার পর একটা ঘোড়া লুটিয়ে পড়ছে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে, মরণআর্তনাদ করতে করতে পা ছুঁড়ছে সবগুলো। কোনো কোনো সওয়ারী আছড়ে পড়েছে মাটিতে, নড়তে পারছে না প্রচণ্ড ব্যথায়। কেউ কেউ চাপা পড়েছে মৃত পনির পেটের নীচে। কাউকে কাউকে হাতের নাগালে পেয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে মারছে কয়েকজন ফ্রেইটার।

বারুদপোড়া ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরের বাতাস। চোখ আর নাক জ্বলছে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। জেব খেয়াল করল, ওলসেনের নেতৃত্বে পঁচিশ-ত্রিশজন ফ্রেইটার এখনও ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে মূলত ইণ্ডিয়ান ঘোড়সওয়ারদেরকে। দুটো দলে ভাগ হয়ে গুলি চালাচ্ছে ওরা। একদল গুলি করতে করতে খালি করে ফেলছে যার যার রাইফেল, অন্যরা তখন রিলোড-করা বাড়তি রাইফেল তুলে দিচ্ছে ওদের হাতে। ওরা যখন বাড়তি রাইফেলগুলো কাজে লাগাচ্ছে, ততক্ষণে রিলোড হয়ে যাচ্ছে আগের রাইফেলগুলো।

ভালো বুদ্ধি। এবং কাজও হচ্ছে। প্রেইরির একাংশে এখন ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে ঘোড়ার লাশের সংখ্যা বেশি। ঘোড়া হারিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই, পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে সওয়ারীরা।

'টেক্স!' উঁচু গলায় ডাকল জেব, 'গুলি করা বন্ধ করো। এদিকে এসো।'

বিনা বাক্যব্যয়ে দৌড়ে কাছে চলে এল টেক্স।

'ওয়্যাগনের ছাদে চড়ছি আমি বাফেলোগানটা নিয়ে,' নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল জেব। 'ওটা খালি হওয়ামাত্র নীচে ফেলে দেবো, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে তুলে দেবে একটা রাইফেল। ওটার গুলি ফুরানোমাত্র বাফেলোগানটা দেবে আবার। ঠিক আছে?'

কিছু না-বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল টেক্স।

'জেব...' কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না অলিভ, কারণ ওয়্যাগনের ছাদে চড়তে শুরু করে দিয়েছে জেব।

সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিয়ে বাফেলোগানের দুই গুলিতে ঘায়েল করল সে দুই ইণ্ডিয়ানকে। বন্দুকটা নীচে ফেলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে একটা রাইফেল সরবরাহ করল টেক্স। বুঝে বুঝে গুলি করতে লাগল জেব, যেসব ইণ্ডিয়ান বেশি কাছে চলে এসেছে তারাই ওর প্রধান লক্ষ্য। এভাবে পালাক্রমে বাফেলোগান আর রাইফেল কাজে লাগিয়ে বিশ-পঁচিশজন ইণ্ডিয়ানকে শেষ করল সে।

নীরবতা।

যেভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, সেভাবে হঠাৎ করেই স্তিমিত হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানদের হই-হুল্লোড়। থেমে গেছে তাদের কোনো কোনো গোত্রের যোদ্ধাদের তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ। মাস্কেট, তীরধনুক, বর্শা আর হাতকুড়াল কাজে লাগিয়ে যতটা সাফল্য পেয়েছে তারা, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন আর ধেয়ে আসছে না, বরং পিছিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সঙ্গে

করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত বা আহত সঙ্গীদেরকে। ওদের যারা ঢুকে পড়েছিল ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে তারা সবাই মারা পড়েছে।

বারুদপোড়া ধোঁয়া পাতলা হচ্ছে আস্তে আস্তে। আগের মতো জ্বলছে না চোখ, দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে না। ছাদ থেকে লাফিয়ে নামল জেব। নিজের অস্ত্রগুলোর রিলোডিং এর দায়িত্ব ছেড়ে দিল টেক্স আর অলিভের উপর। ওয়্যাগনবৃত্তের ভিঁতরটা দেখার জন্য তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে।

অনেকেই বসে পড়েছে মাটিতে, উত্তেজনায় অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। কারও চেহারায় স্বস্তি, কারও চোখে অবিশ্বাস। হামলাকারী অথবা হামলা প্রতিহতকারী—উভয়পক্ষের একাধিক সদস্য পড়ে আছে মাটিতে, ওয়্যাগনগুলোর আশপাশে; নিথর, নির্জীব। জনৈক ফ্রেইটারের বউ পাগলিনীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে, উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা সাদাচামড়ার লাশগুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ধাক্কা দিয়ে চিৎ করছে সেগুলোকে, খুঁজছে তার স্বামীকে। মৃত লোকটাকে খুঁজে পেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়। বিভীষিকাময় একটা দিন ভারী হয়ে উঠল আরও।

কেউ সান্ত্বনা জানাচ্ছে না মহিলাকে। সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই কারোরই। পশ্চিমে জীবন আর মৃত্যু, মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব অলিভের দিকে। ওয়্যাগনহুইলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। চোখে কেমন ভোঁতা দৃষ্টি। চেহারা থমথমে। আস্তে আস্তে পিছলে মাটিতে বসে পড়ল সে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো, মনমরা হয়ে বসে থাকল অনেকক্ষণ। ফুটতে গিয়ে যদি ঝরে পড়ে কোনো ফুল তা হলে সেটার যে-অবস্থা হয়, অলিভকে দেখতে সে-রকম লাগছে এখন। হতাশ আর বিধ্বস্ত সে, বোধহয় এই প্রথম একসঙ্গে এতগুলো লাশ দেখছে চোখের সামনে।

কেটে গেছে টেক্সের কপালের একপাশ, রক্ত গড়াচ্ছে কাটা জায়গাটা থেকে, নিজেই নিজের শুশ্রূষা করছে। জেবকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'হাতকুড়ালের কোপ। লোকটা আমার মাথা দু'ফাঁক করতে পারল না কেন বুঝতে পারছি না।'

জেব বলল, 'লোকটা তোমার মাথা দু'ফাঁক করতে পারেনি, কারণ তোমাকে কোপ মারতে যাচ্ছে দেখে ওর খুলির পেছন দিয়ে কাপ অ্যাণ্ড বলের একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি। আঘাত করার আগেই মারা গেছে সে, তাই তোমার কপালে আঁচড় লেগেছে শুধু।'

হাসল টেক্স, আসলে হাসল না-বলে বলা ভালো দাঁত বের করল। 'আমার খুলির প্রশংসা করতেই হবে তোমাকে, জেব। ওটা যথেষ্ট শক্ত না-হলে তোমার কাপ অ্যাণ্ড বলে কোনো কাজ হতো না।'

কথাটায় কৌতুক বোধ করল জেব। ঝুঁকে পড়ে হাত রাখল অলিভের কাঁধে, জোর করে তুলল মেয়েটাকে, দাঁড় করিয়ে দিল দু'পায়ে। ওর একটা হাত নিজের ঘাড়ের উপর দিয়ে তুলে নিল কাঁধে, নিজের একহাতে জড়িয়ে ধরল ওর কোমর। ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করল ওয়্যাগনবৃত্তের কেন্দ্রের দিকে, যেখানে অন্য মহিলারা আছে এখনও।

'হাঁটতে পারবো আমি,' মৃদু গলায় বলল অলিভ। 'ছেড়ে দাও আমাকে।'

জেব জানে কথাটা ঠিক না। ছেড়ে দিলে আবারও বসে পড়বে অলিভ। শরীরে জোর থাকলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে মেয়েটা।

জেব হঠাৎ টের পেল ফোঁপাচ্ছে অলিভ। থেমে দাঁড়িয়ে তাকাল সে মেয়েটার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও ব্যথা পাওনি তো?'

মাথা নাড়ল অলিভ, অশ্রুভেজা চোখ তুলে তাকাল জেবের

দিকে। 'এর নামই কি জীবন? কাল রাতেও মৃত ফ্রেইটাররা ডিনার করেছে আমাদের সঙ্গে। অথচ আজ সকাল হতে-না-হতেই...'

'বাদ দাও। এসব নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরকে শেষ দম পর্যন্ত। এটাই পশ্চিমের নিয়ম।'

চোখ মুছল অলিভ, হাঁটতে শুরু করল। 'আবারও আমার জীবন বাঁচালে তুমি, জেব।'

'আমি তোমাকে হারাতে চাই না, অলিভ।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, ঝট করে মুখ তুলে তাকাল জেবের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে বিদায় নিয়েছে ওর সব অসাড়তা, দু'চোখে খেলা করছে অদ্ভুত এক দ্যুতি। 'কী বললে?' জিজ্ঞেস করল সে।

ওকে ছেড়ে দিল জেব, সরে দাঁড়াল কিছুটা তফাতে। ঝরে-পড়া ফুটন্ত ফুলটাকে এখন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ বলে মনে হচ্ছে।

'অনেক কাজ বাকি আমাদের,' মেয়েটাকে বলল জেব। 'যদি সাহায্য না-করো, একা একা করতে গেলে মুশকিলে পড়ে যাবো।' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'কি, সাহায্য করবে না?'

ওর বাড়ানো হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল অলিভ, খুশিতে হাসছে। 'করবো।'

'বেশ। মহিলাদেরকে সামলানোর দায়িত্ব তা হলে তোমার। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে ওরা। ওই দেখো শ্যাননকে, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো বকবক করছে আপনমনে। কাছে গিয়ে কষে দুটো চড় মারতে পারবে না ওর দু'গালে? দেখবে ওর বকবকানি বন্ধ হয়ে যাবে আপনাআপনি। ওদেরকে বোঝাও, ওদের মনের জোর ফিরিয়ে আনো, যারা আহত হয়েছে তাদের সেবাযত্ন করো। কাফেলার পুরুষদের পক্ষে একইসঙ্গে লড়াই করা আর নার্সিং করা সম্ভব না।'

মাথা ঝাঁকাল অলিভ। 'ঠিক আছে। যাচ্ছি আমি।'

'একটা কথা মনে রেখো,' মেয়েটাকে পিছু ডাকল জেব। 'পরাজয় স্বীকার করে চলে যায়নি ইণ্ডিয়ানরা। লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়েছে আপাতত। কিন্তু আবার আসবে ওরা। এবং ওদের পরের হামলাটা প্রথমটার চেয়ে বেশি নৃশংস হবে।'

জেবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হলো।

ওরা তখন নাস্তা শেষ করেছে, কেউ কেউ কফির মগ হাতে বসে ছিল ছোট-করে-জ্বালানো আগুনের কাছে, একটা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহায়তায় প্রতিটা ওয়্যাগন থেকে দুটো করে মালের-বস্তা নিয়ে ওয়্যাগনগুলো ঘেঁষে অস্থায়ী ব্যারিকেড বানিয়ে এসেছে জেব কেবল, এমন সময় উঁচু গলায় আবার জানাল ওলসেন, 'আসছে ইণ্ডিয়ানরা!'

কফির মগ ফেলে দৌড় দিল জেব নিজেদের ওয়্যাগনের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে দেখল একটা ওয়্যাগনের কাছে পড়ে আছে অচেনা এক ফ্রেইটারের লাশ, সঙ্গে লোকটার রিপিটিং হেনরি রাইফেল আর এক বাক্স বুলেট। একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল জেব, তারপর তুলে নিল রাইফেল আর বুলেটের বাক্সটা। যেহেতু মরা মানুষের কোনো কাজে লাগবে না ওসব জিনিস, ওগুলো কাজে লাগিয়ে জ্যান্ত কাউকে বাঁচানো গেলে ক্ষতি কী?

আগের জায়গায় এসে পজিশন নিল জেব। আশা করছে রিপিটিং হেনরিটা দিয়ে নিজের রাইফেলের চেয়ে ভালো ফল পাবে। ওটা রিলোড করতে শুরু করল সে।

এমন সময় দৌড়ে এসে ওর দু'পাশের দুটো ওয়্যাগন ঘেঁষে দাঁড়াল টেক্স আর অলিভ।

অলিভের দিকে তাকিয়ে বলল জেব, 'তুমি কী করতে এসেছ আবার?'

'তুমি যা করতে এসেছ তা-ই,' জেবের উদ্দেশ্যে চোখ টিপল

অলিভ। 'মেয়েদের মধ্যে শুধু আমিই না, আরও কয়েকজন অংশ নিচ্ছে এবারের লড়াইয়ে।'

এদিকওদিক তাকাল জেব। একটু আগে যে-মহিলাটা মৃত স্বামীর জন্য কাঁদছিল বুক চাপড়ে, এখন তাকে দেখা যাচ্ছে একটা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে গেছে একদিকের ব্যারিকেড ঘেঁষে। রাইফেলটা, খুব সম্ভবত, ওর স্বামীরই।

যে-লড়াইয়ে অংশ নিতে গিয়ে মারা গেছে একজন ফ্রেইটার, সে-অসমাপ্ত লড়াইয়ে অন্য পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগ দিচ্ছে মৃত লোকটার সদ্যবিধবা বউ। এরই নাম পশ্চিম।

'কী মনে হয়?' টেক্স হঠাৎ করে মুখ খোলায় কিছুটা চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল জেব। 'তোমার দেয়া ব্যারিকেড কাজে লাগবে?'

'লাগবে। তবে ঠিক কতখানি তা জোর দিয়ে বলতে পারবো না। আগেরবার দুই ওয়্যাগনের মাঝখানের গ্যাপ দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ইণ্ডিয়ানদের পনিগুলো। চেষ্টা করেছি গ্যাপগুলো বন্ধ করে দিতে। আমাদের জন্যও আড়াল হলো, আবার, পনি নিয়ে যদি ভেতরে ঢুকতে চায় ইণ্ডিয়ানরা তা হলে কাজটা সহজ হবে না ওদের জন্য।'

আর কথা হয় না।

যার যার জায়গায় পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। বাতাস নেই। বারুদপোড়া ধোঁয়া পাতলা হয়েছে অনেক, কিন্তু পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। দূরে, প্রেইরির বিভিন্ন চড়াই-উৎরাইয়ের মাথা ছাড়িয়ে পনেরো-বিশ ফুট উপরে, এখনও লেপ্টে আছে ইণ্ডিয়ানদের মাস্কেট-বারুদের মেঘ। বুকে কাঁপনতোলা ডাক ছাড়তে ছাড়তে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি। অস্থিরতা পেয়ে বসেছে কাফেলার ঘোড়াগুলোকে। ছটফট করতে শুরু করেছে বেশ কয়েকটা।

আবার হামলা করল ইণ্ডিয়ানরা। ওদের এবারের আক্রমণ, আগেরবারের চেয়ে বেশি পরিকল্পিত। ওরা বোধহয় সংকল্প

করেছে সাদালোকগুলোর শেষ না-দেখে ছাড়বে না। ওয়্যাগনট্রেইনের যাত্রীরাও লড়ছে প্রাণপণে। ওরাও এবার আগেরবারের চেয়ে বেশি সংঘবদ্ধ।

ওয়্যাগনগুলো ঘিরে বানানো "ব্যারিকেড" দেখে ইণ্ডিয়ানরা বুঝতে পারছে এবার পনি দাবড়ে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে ঢুকে পড়াটা সহজ হবে না। তাই নতুন কৌশল নিল ওরা। ওদের যেসব পনি মারা পড়েছে আগেরবারের হামলায়, অনেকেই ছুটে এসে পজিশন নিল সেগুলোর আড়ালে। কেউ লুকাল বোল্ডারের পিছনে, কেউ ঢুকল উঁচু ঘাসজঙ্গলের ভিতরে। ওদের বেশ কয়েকজনকে আরেকটা কাজ করতে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল জেব। মহিষের শক্ত পুরু চামড়া দু'হাতে ধরে দৌড়ে আসছে দু'জন করে ইণ্ডিয়ান। একটার উপর আরেকটা—এভাবে পাঁচ-ছ'টা চামড়া ফেলে একটা স্তূপের মতো বানাচ্ছে ঘাসজঙ্গলের সুবিধাজনক জায়গায়। ওই স্তূপের আড়ালে পজিশন নিচ্ছে কয়েকজন করে ইণ্ডিয়ান। এত চামড়া এত দ্রুত যোগাড় করল কী করে ওরা কে জানে! লড়াইয়ের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল হয়তো। যেভাবেই এনে থাকুক, বুদ্ধিটা ভালো বের করেছে। সম্মুখসমরে এটাই ওদের সবচেয়ে ভালো পজিশন—পুরু চামড়ার স্তূপ সহজে ভেদ করতে পারছে না কাফেলাযাত্রীদের উইনচেস্টার বা হেনরি রিপিটারের বুলেট। অথচ ওরা আড়াল থেকে জবাব দিচ্ছে ঠিকমতো, বুঝেশুনে।

রিপিটারটা পায়ের কাছে রাখল জেব, হাত বাড়িয়ে নিল বাফেলোগানটা। চামড়ার স্তূপের আড়ালে লুকানো ইণ্ডিয়ানরা ভোগাচ্ছে বেশি। চট করে একবার দেখে নিল বন্দুকটা লোডেড কি না, তারপর একটা চামড়ার-স্তূপের দিকে নিশানা করে ট্রিগার চাপল। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কেউ যেন টান দিয়েছে চামড়া ধরে, আড়ালে লুকানো কেউ একজন চিৎকার করে উঠল।

এককোনা থেকে বেরিয়ে এল সাদা পালকপরা একটা মাথা। বন্দুকের দ্বিতীয় নলটাও খালি করল জেব। ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর তাকিয়ে দেখল, পালকপরা মাথাটা দেখা যাচ্ছে না আর।

দ্রুত হাতে বন্দুকটা লোড করল জেব, নিশানা করে পর পর দু'বার টান দিল ট্রিগারে। যে-স্তূপটাকে নিশানা করেছিল জেব, ভারী বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সেটা। ঘটনাটা কল্পনাও করতে পারেনি আড়ালে লুকিয়ে-থাকা ইণ্ডিয়ানরা, প্রাণভয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চারজন, ছুট লাগাল পিছনদিকে। অনেকগুলো উইনচেস্টার গর্জে উঠল একসঙ্গে, ছুটন্ত চার ইণ্ডিয়ানের মধ্যে দু'জন মারা পড়ল ছুটতে ছুটতেই, একজন আহত হয়ে ধরাশায়ী হলো, আরেকজন সক্ষম হলো পালাতে। খুশিতে চিৎকার করে উঠল কাফেলাযাত্রীদের কয়েকজন।

ঘাসজঙ্গলের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে ইণ্ডিয়ানদের বড় একটা দল, টেরও পায়নি ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরের লোকগুলো। এবার সমানে বর্শা ছুঁড়তে শুরু করেছে ওই ইণ্ডিয়ানরা, ওগুলোর আঘাতে দু'-চারজন সাদাচামড়ার লোক ঘায়েল হওয়ার পর বোঝা গেল ইণ্ডিয়ানদের নতুন কৌশলটা। ওরা যার যার বর্শা ছুঁড়েই মাথা নামিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে ঘাসজঙ্গলের ভিতরে, গুলি করে লাভ হচ্ছে না খুব একটা।

এবার বাফেলোগান নামিয়ে রেখে রিপিটারটা তুলে নিল জেব, বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে। বর্শা ছুঁড়ে মারার জন্য ঘাসজঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ দেখা দিল একটা মাথা। সঙ্গে সঙ্গে নিশানা করে ট্রিগার টানল জেব। বর্শা আর ছোঁড়া হলো না লোকটার, চিৎকারও করতে পারল না সে, বুকে রিপিটারের ক্ষত নিয়ে মারা পড়ল। এভাবে আরও তিনজনকে ঘায়েল করতে সক্ষম হলো জেব।

একফাঁকে তাকিয়ে দেখল সে অলিভকে। এবার মোটামুটি

ভালো জায়গায় পজিশন নিয়েছে মেয়েটা, কোনো ইণ্ডিয়ান বেশি কাছে এসে না-পড়লে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আগেরবারের মতো বার বার ট্রিগার টেনে খালি করছে না রাইফেলের চেম্বার। বরং বুঝেশুনে সময় নিয়ে গুলি করছে। জেব খেয়াল করল, ওদের ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে যেসব ইণ্ডিয়ান, মূলত তাদেরকেই নিশানা করে গুলি করছে অলিভ। ওর সব গুলিই যে নিশানায় লাগছে তা না, তবে অনিয়মিত বিরতিতে একজন-দু'জন করে ইণ্ডিয়ানকে ঘায়েল করতে পারছে সে।

একটা ওয়্যাগনের জানালার নীচে হাঁটু গেড়ে বসে লড়াইয়ে ব্যস্ত টেক্স। জনৈক ইণ্ডিয়ান সুকৌশল এগিয়ে এসে পজিশন নিল একটা মৃত পনির আড়ালে। টেক্সকে নিশানা করে তীর মারল। জানালার পাল্লা ভেদ করে দু'ইঞ্চি ভিতরে ঢুকে গেল তীর। চমকে উঠল টেক্স, তীরটা যেখানে ঢুকেছে সেখান থেকে ওর চাঁদি দু'আঙুল ব্যবধানে। পনিটার দিকে রিপিটারের নল ঘোরাল জেব, চেম্বার খালি না-হওয়ার পর্যন্ত টানতে লাগল ট্রিগার। আড়ালের লোকটাকে মাথা তুলতে দেখা গেল না আর। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল টেক্স, একইসঙ্গে লোড করছে হাতের উইনচেস্টার। কিছু বলল না জেব, শুধু চোখ টিপল লোকটার উদ্দেশে।

একটা ইণ্ডিয়ান, কোন্ ফাঁকে বলতে পারবে না কেউই, ছুটে এসে লাফিয়ে চড়ে বসল যে-ওয়্যাগনের আড়ালে আছে জেব সেটার ছাদে। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে পিস্তল বের করতে যাবে জেব, এমন সময় ছাদ থেকে ছুরি হাতে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইণ্ডিয়ানটা। জোড়া পা'র লাথি মেরেছে লোকটা জেবের চেহারায়, মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে জেব, পড়ার আগে দেখল ওকে জবাই করার জন্য মাথার উপর ছুরি তুলেছে লোকটা।

গর্জে উঠল একটা রাইফেল, নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ

ঘুরিয়ে জেব দেখল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে অলিভ, প্রচণ্ড ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানটার চেহারা, ছুরি ফেলে দিয়ে ওই হাতে বুকের বাঁ দিক খামচে ধরেছে সে। আবারও গুলি করল অলিভ, এবার খুলি উড়ে গেল ইণ্ডিয়ানটার, লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসল জেব। খসেপড়া পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিল রিপিটারটা, মুখে কিছু না-বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধন্যবাদ জানিয়ে দিল অলিভকে।

লড়াই চলছে। যার যার ওয়্যাগন সামলাচ্ছে সে সে, এখনও শোনা যাচ্ছে রাইফেল-উইনচেস্টারের অবিরাম গর্জন। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওয়্যাগনট্রেইনের আশপাশ, চোখ জ্বলছে। বার বার এগোনোর চেষ্টা করছে ইণ্ডিয়ানরা, বার বার ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে ওদেরকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এবার ওদের মাস্কেটবাহিনী যতটা না ক্ষতি করেছে সাদাচামড়ার লোকদের, ঘাসজঙ্গলে লুকিয়ে কাছে এসে হামলা-করা তীরন্দাজবাহিনী ক্ষতি করেছে তার চেয়ে বেশি। কাছেপিঠে একাধিক সহযাত্রীর তীরবিদ্ধ নতুন লাশ পড়ে থাকতে দেখল জেব।

সে ঠিক করল অন্তত চামড়ার স্তূপগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেবে না কোনো ইণ্ডিয়ানকে। বাফেলোগানের যত বুলেট আছে ওর কাছে, সব না-ফুরানো পর্যন্ত অস্ত্রটা কাজে লাগাল সে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল প্রতিটা স্তূপ, পালাতে গিয়ে মারা পড়ল ওগুলোর আড়ালে লুকানো ইণ্ডিয়ানদের বেশিরভাগ যোদ্ধা।

মাথার অনেকখানি উপরে চলে এসেছে সূর্যটা। ঘাসজঙ্গলে লুকানো ইণ্ডিয়ানদেরকে দেখতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না এখন। ফ্রেইটারদের সহজ নিশানায় পরিণত হলো সত্তর-আশি গজ দূরের লোকগুলো। বড় রকমের ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে পিছু

হটতে বাধ্য হলো তারা।

তীরধনুক আর মাস্কেটবাহী পদাতিক ইণ্ডিয়ানরা পিছিয়ে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যাচ্ছে পনিবাহিনীও। ওয়্যাগনট্রেইনের সঙ্গে ওদের দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। তিনশ' গজ, ছ'শ' গজ, শেষে প্রায় আধমাইল দূরে গিয়ে অবস্থান নিল ওরা। পিছু হটছে, আর নিজেদের আহত যোদ্ধাদেরকে বাঁচানোর জন্য এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ছে অথবা গুলি করছে ওরা। বলা বাহুল্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে সবগুলোই।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে জেব। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে অলিভের দিকে। হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে মেয়েটা, ধুলোবালি লেগে গেছে চেহারা আর কাপড়ে। বোঝা যাচ্ছে ক্লান্তি পেয়ে বসেছে ওকে, তারপরও দু'চোখে স্বস্তি। জেবের কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও বেঁচে আছি আমরা।'

ওর পাশে বসে পড়ল জেব। 'ঠিক আছো তো?'

'হুঁ। তোমার...বাঁ কাঁধের নীচে কী হয়েছে?'

তাকাল জেব। কাঁধের ইঞ্চি দু'-এক নীচে ছিঁড়ে গেছে শার্ট, কালো-হয়ে-আসা একটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে ওখানে, রক্তে লাল হয়ে গেছে শার্টের হাতা। 'তীর,' বলল সে, 'হায়াত আছে আমার, তাই বুকে না-লেগে কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। খেয়ালও করিনি কখন ঘটেছে ঘটনাটা। রক্তপাতও বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে।'

ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে আছে অলিভ, চিন্তিত। 'ফার্স্টএইড বক্স নিয়ে আসি আমার ড্রেসিংকার থেকে। ওখানটায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া দরকার।'

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, হাত ধরে ওকে থামাল জেব। 'লাগবে না। গুরুতর কিছু না। একটা আঁচড় লেগেছে, এই যা।'

কাছে এসে বসে পড়ল টেক্স, হাঁ করে দম নিচ্ছে।

‘স্পেন্সারের খবর কী?’

খানিকটা চমকে উঠল জেব। স্পেন্সারের ব্যাপারটা ওর মাথাতেই ছিল না। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল টেক্সের দিকে।

‘খুব তো ঢাকঢোল পেটাল হেফলিন,’ বলে চলল টেক্স, ‘ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এনেছে স্পেন্সার আর ওর চামচাদেরকে—কই, কেউ কি একবারের জন্যও গুলি করতে দেখেছে ওদের কাউকে?’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জেব আর অলিভ।

‘এমনকী হেফলিনকেও দেখা যায়নি। একদিক দিয়ে হামলা করেছে ইণ্ডিয়ানরা, আরেকদিক দিয়ে নিজেদের ওয়্যাগনে গিয়ে লুকিয়েছে শয়তানগুলো। দেখো তো পুরো কাফেলার দিকে তাকিয়ে ওদের কোনো চিহ্ন দেখতে পাও কি না।’

‘আগুন! আগুন!’ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল বেশ কয়েকজন ফ্রেইটার, তাই হেফলিনবাহিনীর খোঁজে এদিকওদিক তাকাতে গিয়েও তাকানো হলো না জেব আর অলিভের।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা তিনজনে। আশপাশে তাকিয়েই বুঝে গেল কী ঘটেছে।

ঘাসজঙ্গলে লুকানো সব ইণ্ডিয়ান মারা পড়েনি, সবাই চলেও যায়নি। অথচ কাফেলার লোকেরা ধরে নিয়েছে পিছু হটেছে ওদের সবাই। যারা লুকিয়ে ছিল তারা দক্ষ তীরন্দাজ, তীরের মাথায় মোটা কাপড় ভালোমতো পেঁচিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে একের পর এক আগুনতীর ছুঁড়ে মারছে ওয়্যাগনগুলোর দিকে। কাফেলার সবগুলো ওয়্যাগনের ছাদ কাঠের না, পুরু ক্যানভাস খাটিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে কোনো কোনোটাতে; মূলত এই ওয়্যাগনগুলোই নিশানা করেছে ইণ্ডিয়ানরা। এ-রকম পাঁচটা ওয়্যাগনে আগুন ধরে গেছে। পুড়ছে কাঠের ছাদওয়ালা দুটো ওয়্যাগনও—ওগুলোর খোলা জানালা দিয়ে জ্বলন্ত তীর ঢুকে পড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে

ভিতরের মালপত্রে।

মুহূর্তের মধ্যে অশান্ত হয়ে গেছে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরের পরিস্থিতি। যাদের ওয়্যাগনে আগুন লেগেছে, পানির জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে তারা। আতঙ্কে পাগলপারা হয়ে গেছে বেশকিছু ঘোড়া, ওগুলোকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে অনেকে।

চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেব, পায়ের কাছে পড়ে থাকা রিপিটারটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল টেক্সের হাতে। জরুরি গলায় বলল, 'যেসব ইণ্ডিয়ান তীর ছুঁড়ছে তাদেরকে থামানোর চিন্তা মাথায় আসছে না কারও। অলিভকে নিয়ে কাজটা করো তুমি। তুমি গুলি করবে, ও রিলোড করে দেবে। আমি যাচ্ছি ওলসেনের কাছে, ওকে বলতে হবে এটা ইণ্ডিয়ানদের আরেকটা কৌশল। ওরা যদি দেখে আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা সবাই, সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে আসবে আবার।' কথা শেষ করে ছুট লাগাল।

একছুটে হাজির হলো সে ওলসেনের কাছে, একটা জ্বলন্ত ওয়্যাগনকে পাশ কাটানোর সময় দেখল বুকে একাধিক তীর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে রেনল্ডস।

দ্রুত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল জেব আর ওলসেন। কাফেলার যারা টিকে আছে এখন পর্যন্ত, তাদের দুই-তৃতীয়াংশ আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাবে না। যার যার রাইফেল-পিস্তল রিলোড করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। বাকিরা জেবের নেতৃত্বে ছুট লাগাল জ্বলন্ত ওয়্যাগনগুলোর দিকে।

নিজের লোকদেরকে দুটো দলে ভাগ করে ফেলল জেব, বুঝিয়ে বলল কী করতে হবে। যে-ওয়্যাগনগুলো জ্বলছে, জোয়াল ধরে টেনে সেগুলোকে অন্যগুলো থেকে আলাদা করে ফেলল ওরা প্রথমেই, নিয়ে গেল ওয়্যাগনবৃত্তের বাইরে, যাতে আগুন ছড়াতে না-পারে। কাজ করতে করতে খেয়াল করল জেব, সমানে গুলি করছে টেক্স, ঘাসজঙ্গলের আড়াল ছেড়ে বেরই হতে পারছে না

তীরন্দাজ ইণ্ডিয়ানরা। যারা বের হওয়ার চেষ্টা করছে তারাই ঘায়েল হচ্ছে। ওলসেনকে বলে এসেছে, তাই কয়েকজন ফ্রেইটার টেক্সের মতোই গুলি চালাচ্ছে ঘাসজঙ্গলের দিকে।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ক্যানভাসের ছাদওয়ালা দুটো ওয়্যাগনের আগুন, ওগুলোর পিছনে সময় দেয়া মানে সময় নষ্ট করা। চেষ্টা করলে এখনও হয়তো পুড়ে কয়লা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায় বাকি ওয়্যাগনগুলোকে।

নিজের "দমকলবাহিনীকে" ছোট ছোট চারটা দলে ভাগ করল জেব। নিজেদের খাবার-পানির দুটো করে পিপা বরাদ্দ করল একেকটা দলের জন্য। একাধিক বালতি দেয়া হলো প্রতিটা দলকে। এসব কাজে লাগিয়ে তিনটা ওয়্যাগনের আগুন নেভাতে পারল ওরা, বাকিগুলো পুড়ে পুড়ে কয়লা হতে লাগল।

দূর থেকে ইণ্ডিয়ানরা দেখল ওদের পরিকল্পনা খুব বেশি সফল হয়নি, তাই নতুন করে হামলা করল না কাফেলার উপর। কিন্তু সতর্কতায় ঢিল দিল না জেব। আগুনের কবল থেকে বাঁচানো গেছে যে-ওয়্যাগনগুলোকে সেগুলো ফিরিয়ে আনল আগের জায়গায়। তারপর কাফেলার প্রায় সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ছোট করে আনল ওয়্যাগনবৃত্তের পরিধি। ঠিক করে রাখল মালের বস্তাগুলোও যাতে ব্যারিকেড ভঙ্গ না-হয়।

এরপর ফ্রেইটারদের কী অবস্থা জানতে ওলসেনের সঙ্গে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল জেব। দু'শ'জনের মতো যাত্রী ছিল কাফেলায়, তেতাল্লিশজন মারা পড়েছে। পঁচিশজন গুরুতর আহত, এদের কারও কারও বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। "তেমন কিছু না" জাতীয় আঘাত বয়ে বেড়াচ্ছে আরও প্রায় চল্লিশজন।

আবারও একটা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করতে হলো জেবকে। যারা গুরুতর আহত তাদেরকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে

শুইয়ে দেয়া হলো যার যার ওয়্যাগনের কাছে। এদের নার্সিং-এর দায়িত্ব দেয়া হলো অলিভসহ কাফেলার কয়েকজন মহিলাকে। যাদের আঘাত গুরুতর না, তাদের ক্ষতের পরিচর্যা করতে বলা হলো তাদের নিজেদেরকেই।

যারা মারা পড়েছে, তাদেরকে কবর দেয়ার পালা এবার। আলাদা আলাদা করে কবর খোঁড়ার সময় নেই, তাই বেশ বড় করে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে নামানো হলো তেতাল্লিশটা লাশ। বড় একটুকরো কাঠে ছুরি দিয়ে কেটে আজকের দিনতারিখ লিখল জেব, তার নীচে লিখল:

ডেথ ট্রেইল
ফর্টি থ্রি ফ্রেইটিং মেন
ইণ্ডিয়ান অ্যাটাক

অর্গ্যান মাউন্টেনের কাছ দিয়ে স্যান মার্কোসের দিকে এগিয়ে-যাওয়া ট্রেইলটা আজকের পর থেকে পরিচিতি পাবে ডেথ ট্রেইল নামে। মনে মনে ট্রেইলটার যে-নাম দিয়েছিল জেব, কল্পনাও করেনি নিয়তি এত নৃশংসভাবে পাকাপোক্ত করে দেবে নামটা।

কাঠের টুকরোটাকে আরেকটা টুকরোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে গণকবরের মাথায় পুঁতে দেয়ার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, হয়তো শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে গুরুতর আহত আরও কয়েকজনকে। চোখ তুলে তাকাল ওলসেনের দিকে। লোকটার নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিয়ে চোখকান খোলা রেখেছে একটা দল।

ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ওলসেনের কাছে হাজির হলো সে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের রসদ, অস্ত্র আর অ্যামুনিশনের খবর কী?'

'চলবে,' মাথা ঝাঁকাল ওলসেন, করুণ হাসি হাসল। 'কিন্তু কতক্ষণ বা কতদিন বলতে পারবো না।'

'মানে?'

আধ মাইল দূরের উপত্যকা, গিরিখাত আর ঢালগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল ওলসেন। 'ওই দেখো। আবার জড়ো হয়ে গেছে তিন-চার শ'জন ইণ্ডিয়ান। বেশিরভাগই কোমাঞ্চি আর কিয়োআ। ওরা আমাদের শেষ না-দেখে ছাড়বে না।'

দেখল জেব। ভুল বলেনি ওলসেন। যত সময় যাচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা তত বাড়ছে। নতুন তীরধনুক, বর্শা, ঢাল আর মাস্কেটের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় এত দূর থেকেও। বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে ওদের একটা দল। কাফেলার যথেষ্ট কাছে এসে মাথা তুলল ওরা, এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করল। সাদাচামড়ার কারোরই কোনো ক্ষতি হলো না, তবে দু'-একটা ঘোড়া মারা পড়ল। পাল্টা গুলি চালানোর আদেশ দিল না ওলসেন। যেখানে লাভের সম্ভাবনা কম, সেখানে বুলেট খরচ করাটা বোকামি।

কয়েক মিনিট এলোপাতাড়ি গুলি করে থেমে গেল ইণ্ডিয়ানরা। ওরাও বুলেট নষ্ট করতে চাচ্ছে না।

একটা ওয়্যাগনহুইলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আড়াল নিয়েছে জেব। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরটা। নাকি...আসলে কিছুই দেখছে না সে, কাউকেই দেখছে না...শুধু অলিভকে ছাড়া?

সঙ্গের মহিলাদেরকে নিয়ে একে একে বিভিন্ন আহত ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে মেয়েটা। কারও ক্ষতস্থান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে, বেডরোল নিয়ে এসে তাতে শুইয়ে দিচ্ছে কাউকে, কেউ পানি চাইলে তা এনে খাওয়াচ্ছে তাকে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর প্রতি অদ্ভুত এক টান অনুভব করল জেব, এই বৈরী পরিবেশেও অদ্ভুত এক ভালোলাগায় ভরে উঠল ওর মন।

এর নামই কি...

চোখ ফেরাল জেব। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে ক্যানভাসের ছাদওয়ালা দুটো ওয়্যাগন। কাঠের ছাদওয়ালা যে-ওয়্যাগনের আগুন নেভানো যায়নি সেটা পুড়ছে এখনও, তবে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে শিখাগুলো। অকস্মাৎ হামলা করে দৌড়ে পালাচ্ছে মাস্কেটধারী ইণ্ডিয়ানরা, ওয়্যাগনট্রেইন থেকে প্রতিমুহূর্তে দূরত্ব বাড়ছে ওদের। রোদের তেজে কাঁপতে শুরু করেছে মাঝদুপুরের দিগন্ত। দীর্ঘ হচ্ছে অপেক্ষার প্রহর।

প্রেইরির বুকে চুপিসারে অপেক্ষা করছে মৃত্যু, এখনও।

ষোলো

মাথার আরও উপরে উঠে এসেছে সূর্যটা। গায়ে ছ্যাঁকা দেয়ার মতো গরম বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে থেকে থেকে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আজ ভোরেই ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। পোড়ানোর মতো আর কিছু না-পেয়ে থেমে গেছে জ্বলন্ত ওয়্যাগনের আগুন। কয়লা হয়ে-যাওয়া গনগনে কাঠামোটা থেকে ধোঁয়া উঠছে একটানা। রক্তের গন্ধ পেয়ে একজাতের বড় বড় ডাঁশ হাজির হয়েছে "হাসপাতাল" এলাকায়, একটু পর পর কানে আসছে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। প্রেইরির বুকে, হতভাগা ইণ্ডিয়ানরা মরে পড়ে আছে যেখানে, একটা দুটো করে নামতে শুরু করেছে শকুন। ঘাসজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ মাথা তুলে পরিস্থিতি আঁচ করে

নিচ্ছে কয়োটের পাল।

পানি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, দু'-চারটা পিপা যা আছে তা নিজেদের দখলে নিতে গেল স্পেন্সার আর ওর লোকেরা। ওরা যতটা না খাবে তারচেয়ে বেশি নষ্ট করবে—বিকৃত রুচির কিছু কিছু লোক আছে যারা অন্যমানুষকে কষ্ট দিয়ে মজা পায়।

লোডেড রিপিটার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল টেক্স। ট্রিগারে আঙুল রেখে নলটা দুলিয়ে ভয় দেখাল স্পেন্সারবাহিনীকে, বলল, 'বাজি ধরে বলতে পারি তোমাদেরকে খুন করলে অখুশি হবে না কেউ, মামলাও ঠুকবে না আমার নামে।'

'আমি অখুশি হবো,' বলে উঠল হেফলিন, হাজির হয়েছে কখন যেন। 'আমি মামলা ঠুকবো।'

জমে ওঠা নাটকে টেক্সকে সঙ্গ দিতে হোলস্টারের ফিতা ঢিলা করে এককোনায় দাঁড়িয়ে ছিল জেব, হেফলিনের গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। এতক্ষণ ওয়্যাগনের ভিতরে লুকিয়ে থেকে জান বাঁচিয়েছে হলুদচুলো লোকটা, কিন্তু যেই দেখেছে পরিস্থিতি শান্ত অমনি নিজের গানম্যানদের নিয়ে হাজির হয়ে গেছে খবরদারি ফলাতে।

রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেল জেবের। কাছেপিঠের সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এই ডরপুকটা নিজের ওয়্যাগন ছেড়ে বের হলো কেন? ওর তো উচিত চুড়ি পড়ে ওখানেই বসে থাকা। কী বাহারি একখানা রাইফেল নিয়েছে হাতে! ওটা দিয়ে আজ একবারের জন্যও গুলি করেছে কোনো ইণ্ডিয়ানকে? ইস্স্, দুই কোমরে দুই সিক্সশুটার! দরকার হলে সেগুলো কাজে লাগাতে পারবে, নাকি কোমরেই থাকবে?'

জেবের গলায় স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো হেফলিন। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওরও—সবার সামনে ওকে অপমান করেছে জেব। দাঁতে দাঁত পিষল সে, ঢোক গিলে শান্ত করার

চেষ্টা করল নিজেকে। চোখের কোন দিয়ে তাকিয়ে দেখল ওর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে স্পেন্সার। জেবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'রেনল্ডস মারা গেছে বলে তোমরা যা খুশি তা-ই করবে? কে বা কারা তোমাদেরকে ওয়্যাগনট্রেইনের নেতা বানাল জানতে পারি?'

'না, পারো না,' চাঁছাছোলা গলায় বলল জেব। 'যারা অন্যের বিপদের সময় খুকিদের মতো দৌড়ে পালায় তাদের অধিকার নেই কে নেতা সে-প্রশ্ন করার। রেনল্ডস মরেছে, এখন ওর দায়িত্ব পালন করছে ওলসেন। দরকার হলে আবার ভোটাভুটি হবে, নেতা নির্বাচন করবো আমরা। ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তত পানির দখল বুঝে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে আর তোমার পোষা কয়োটদেরকে।'

'কাকে কয়োট বললে, জেব?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল স্পেন্সার।

লোকটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল জেব। তারপর থু করে থুতু ফেলল মাটিতে। 'শরীরটা তো মা মেরির দয়ায় গ্রিজলির সমান বানিয়েছ। কিন্তু খুলির ভিতরে যা আছে তা মহিষের গোবরের চেয়ে কোনো অংশে উৎকৃষ্ট বলে মনে হয় না—কথা একটু ঘুরিয়ে বললেই বুঝতে পারো না।'

দুই কোমরের কাছে চলে গেল স্পেন্সারের দুই হাত।

এই মুহূর্তে স্পেন্সারকে হারাতে চায় না হেফলিন। চায় না এখনই কিছু হয়ে যাক জেবেরও। তাই পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করার জন্য বলল, 'ঠিক আছে, জেব, মানলাম তোমার কথা। তোমার যখন এতই শখ নেতাগিরি ফলানোর, আবার ভোটাভুটি হওয়ার আগ পর্যন্ত ফলাও। কিন্তু দয়া করে একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? নেতা হিসেবে ইণ্ডিয়ানদের কবল থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তোমার পরিকল্পনা কী?'

'ওদেরকে পরাজিত করা।'

'পরাজিত করা!' এদিকওদিক তাকাচ্ছে হেফলিন, কিছু খোঁজার ভান করছে। 'কাফেলার ভিতরে পাগলা কুকুর ঢুকল কখন দেখলাম না, তোমাকে কামড় দিল কখন তা-ও টের পেলাম না।'

'হাতে চুড়ি পড়ে যারা ওয়্যাগনের ভিতরে বসে ছিল জানালা-দরজা বন্ধ করে, তাদের দেখার বা টের পাওয়ার কথাও না।'

চেহারা লাল হয়ে গেল হেফলিনের। আরও একবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। 'তোমার পরিকল্পনাটা কিন্তু বললে না।'

'বলেছি। কেউ কালা হলে সে-দোষ আমার না।'

'তুমি আসলেই পাগলের মতো কথা বলছ, জেব। ইণ্ডিয়ানদেরকে পরাজিত করা কি সম্ভব? আমাদের পানি বলতে গেলে শেষ। দু'-চারদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে রসদও। তখন?'

'ওদেরও একই অবস্থা।'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের মতো অবরুদ্ধ না। ইচ্ছা করলেই গিয়ে হাজির হতে পারবে নদীতে, যত খুশি পানি সংগ্রহ করতে পারবে। শিকারও...'

'না, শিকার করতে পারবে না,' হেফলিনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল জেব। 'শিকার করার জন্যই এসেছিল ওরা, অনেকগুলো গোত্র একসঙ্গে। ট্রেইলে আমাদেরকে দেখতে পেয়ে ওদের হান্টিংপার্টি খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে যোদ্ধাদেরকে। আমাদেরকে আটকে রাখলে ওদেরও ক্ষতি। শিকার করতে পারবে না, ফলে মাংস আর চামড়াও যোগাড় করতে পারবে না। তার উপর মারা পড়েছে ওদের অনেক যোদ্ধা আর পনি, খরচ হয়ে গেছে অনেক তীর আর বুলেট। এখন যে-জায়গায় আছে ওরা, হতে পারে আমাদের শেষ না-দেখে সেখান থেকে নড়বে না একচুল। আবার নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে সরে যেতেও পারে, অনেক মাইল ঘুরে হাজির হতে পারে অভিপ্রয়াণরত মহিষের-পালটার

কাছে—যদি তখনও থাকে মহিষগুলো। আমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো এখানে। সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবো ওদেরকেই।'

হাতের রাইফেলটা বগলদাবা করল হেফলিন, পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাল। কিছুক্ষণ ধূমপান করল একটানা। সিগার টানছে আর কুণ্ডলীপাকানো ধোঁয়ার আড়াল থেকে একদৃষ্টিতে দেখছে জেবকে। কী যেন ভাবছে। খানিক বাদে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটা ধরল সে নিজের ওয়্যাগনের দিকে।

'তুমি কী দেখছ হাবার মতো?' দাঁড়িয়ে থাকা স্পেন্সারের উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠল জেব। 'আমার উপর নবুয়তও নাজিল হয়নি, এখানে সার্কাসও দেখাচ্ছি না আমি। কাজেই কেটে পড়ো। ওয়্যাগনে ফিরে গেছে তোমার গুরুজি, তুমিও যাও। গিয়ে দেখো গুরুজির হাত-পা টিপে দেয়া যায় কি না। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে তিনি যারপরনাই ক্লান্ত। এখন তাঁর সেবাযত্ন দরকার।'

মুখ কালো করে বিদায় নিল স্পেন্সার। হেসে উঠল কয়েকজন ফ্রেইটার, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল ওরা।

রাইফেলের বাঁটটা কাঁধে ফেলে নলটা হাতে ধরে জেবের কাছে এসে দাঁড়াল টেক্স। 'হেফলিন তোমাকে কীভাবে খেয়াল করছিল, দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জেব।

'কী বুঝলে?' আবার জানতে চাইল টেক্স।

'বুঝলাম, কোনোদিন ওর মেয়েকে বিয়ে দেবে না আমার কাছে।'

কিছুক্ষণ জেবের দিকে তাকিয়ে থাকল টেক্স, কৌতুক বোধ করছে। হেসে ফেলল হঠাৎ। 'লোকটা নিজে একের পর এক রক্ষিতা পাল্টে কূল পায় না, মেয়েকে দিতে যাবে তোমার হাতে, না?'

থু করে আবারও থুতু ফেলল জেব। 'বিয়ের লায়েক কোনো

মেয়ে যদি থাকতও ওর, হাজারবার বললেও রাজি হতাম না আমি। গোলাপগাছে সবসময় গোলাপ ফুলই ফোটে। আর আপেলগাছে আপেলই ধরে।'

কথাটা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল টেক্স। 'একটু আগে যে-ওষুধ গেলালে হেফলিন আর স্পেন্সারকে, দেখে নিয়ো প্রথম সুযোগেই কাফেলা ছেড়ে চলে যাবে ওরা। আচ্ছা তোমার প্ল্যানটা আসলে কী, বলো তো?'

'কিছুক্ষণ আগে আমাদের একটা ওয়্যাগনের ছাদে চড়েছিলাম। এখান থেকে জমিন কিছুটা উঁচু হতে শুরু করেছে, বিশেষ করে দক্ষিণপুব দিকে অনেকখানি উঁচু। দেখলাম, সিরামনের তীর ঘেঁষে তাঁবু ফেলেছে ইণ্ডিয়ানরা। তাঁবুর সংখ্যা বেশি না, কিন্তু স্ত্রীলোকরা আছে সেখানে। ইতোমধ্যে কিছু মহিষ শিকার করেছে ওরা, চামড়া ছাড়িয়ে রোদে শুকাচ্ছে মাংস। পনির বিশাল একটা পালকেও দেখেছি চরে বেড়াচ্ছে কাছের এক উপত্যকায়।'

'তো?'

'সহজে এই এলাকা ছেড়ে নড়বে না ইণ্ডিয়ানরা। কারণ হাতের নাগালে এত বড় একটা মহিষের-পাল পাওয়া মুখের কথা না। মহিষগুলো এখনও চলে যায়নি—ওরা যেদিকে আছে সেদিকে তাকালে দিগন্তে ধুলোর মেঘ দেখা যায়। ধীরেসুস্থে যাচ্ছে ওরা, কারণ ঘাসজঙ্গলে জুটিয়ে নিতে পারছে নিজেদের খোরাক। কিন্তু সন্দেহ নেই সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এবং ইণ্ডিয়ানরা যেদিকে ক্যাম্প করেছে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, জেব।'

'বুঝতে পারা উচিত। ইণ্ডিয়ানদেরকে পরাজিত করতে পারবো না আমরা, কিন্তু বাঁচতে হলে হারাতে হবে ওদেরকে। কাজেই একটাই বুদ্ধি আছে—কাজে লাগাতে হবে মহিষগুলোকে। এবং ইণ্ডিয়ানরা তাদের ক্যাম্প গুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার

আগেই করতে হবে কাজটা।'

'ইণ্ডিয়ানরা তাদের ক্যাম্প গুটিয়ে চলে যাওয়ার আগেই কাজে লাগাবে মহিষগুলোকে?' এখনও বুঝতে পারছে না টেক্স।

'এতকিছু বলার পরও যদি ধরতে না-পারো কী করতে চাচ্ছি আমি...'

'বুঝেছি,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টেক্স। 'চমৎকার বুদ্ধি বের করেছ। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?'

'আমি। অবশ্য কাজটা একা করতে পারবো বলে মনে হয় না। কারও সাহায্যের দরকার হবে আমার। যাবে তুমি আমার সঙ্গে?'

'খুশি মনে। কখন যাচ্ছ?'

'আজ রাতেই। আঁধার ঘনানোর পর।'

'যাবো। কিন্তু আমাদের ওয়্যাগনগুলো পাহারা দেবে কে? তুমিও নেই, আমিও নেই, সুযোগ বুঝে স্পেন্সাররা যদি...'

'কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো অলিভকে। তা ছাড়া ওলসেনকেও জানিয়ে রাখবো, দরকার হলে আমাদের ওয়্যাগনগুলোর উপর চোখ রাখবে সে। সবার ভালোর জন্য জানের বাজি রাখতে যাচ্ছি আমরা, বিনিময়ে আমাদের সামান্য এই উপকারটা করতে পারবে না সে?'

'পারার কথা। কতদূরে আছে মহিষের পালটা?'

'পাঁচ কি ছ'মাইল। সন্ধ্যা ঘনাতে ঘনাতে আরও কাছে এসে পড়বে আশা করি।'

একটা আগুনতীর ছুটে এল এমন সময়, জেব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কিছুটা দূরের মাটিতে পড়ল মুখ থুবড়ে। ঠিকমতো নিশানা না-করেই একসঙ্গে গুলি করল কয়েকজন ইণ্ডিয়ান, চিড় ধরল কাছের একটা ওয়্যাগনের চাকায়। পাশাপাশি না-থেকে দুটো বস্তার আড়ালে আশ্রয় নিল জেব আর টেক্স, ইণ্ডিয়ানদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে চায় না। এখনও চুপ

করে আছে ওলসেন, পাল্টা গুলি চালানোর কথা বলছে না। বোঝা গেল ইণ্ডিয়ান যোদ্ধাদেরকে হাতের নাগালে না-পাওয়া পর্যন্ত কিছু করবে না সে।

ইণ্ডিয়ানদের বিক্ষিপ্ত হামলায় মারা পড়ল আরও একজন ফ্রেইটার। প্রচণ্ড গরমে হয়তো তন্দ্রা এসে গিয়েছিল লোকটার, বস্তার আড়াল থেকে মাথা বের করে শুয়ে পড়েছিল চিৎ হয়ে। ওর সেই ঘুম আর ভাঙল না। পর পর কয়েকটা তীর উড়ে এল ওর দিকে, খুলি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল দুটো।

মুহূর্তের অসতর্কতা গুরুতর আঘাতের কারণ হলো আরও দু'জনের জন্য। একজনের বাঁ কাঁধের মাংস ফুঁড়ে ঢুকল বুলেট, বেরিয়ে যাওয়ার আগে খোঁচা দিয়ে গেল হাড়ে। আরেকজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে ফিরে এল তলপেটে বুলেটের ফুটো নিয়ে। মারা পড়ল আরও তিনটা ঘোড়া।

জ্বলন্ত দুপুর গড়াতে গড়াতে পরিণত হলো তপ্ত বিকেলে। আবারও নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়েছে শ্যানন, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছে। আবারও ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াল অলিভ। ডাঁশের যন্ত্রণায়, গরমে আর সম্ভাব্য মৃত্যুর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে গুরুতরভাবে আহত কয়েকজন ফ্রেইটার। পাগলপারা হয়ে গেছে তারা, একটু পর পর গলা ফাটিয়ে আকুতি জানাচ্ছে ওলসেনের কাছে, 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে আমাদেরকে ফেলে রেখে চলে যেয়ো না তোমরা। দরকার হলে খুন করে লাশ মাটিচাপা দিয়ে যাও, তারপরও জ্যান্ত পড়তে দিয়ো না ইণ্ডিয়ানদের হাতে। তা না-হলে নরকে যাওয়ার আগেই নরকের স্বাদ পাইয়ে দেবে ওরা আমাদেরকে।'

ক্ষ্যাপাটে লোকগুলোর সঙ্গে কোনো কথা বলল না ওলসেন। কথা বলার দরকার নেই আসলে। যেখানে ব্যাপক সন্দেহ আছে এই জায়গা ছেড়ে আদৌ নড়তে পারবে কি না কাফেলা, সেখানে

ওই লোকগুলোকে ফেলে রেখে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

স্পেসার আর তার চ্যালাদেরকে নিয়ে সেই দুপুরে নিজের একটা ওয়্যাগনে ঢুকেছে হেফলিন, এখন পর্যন্ত বের হওয়ার নাম নেই। কী করছে তারা ভিতরে কে জানে! জে অ্যাণ্ড ও'র বিরুদ্ধে কোনো নীলনকশা বাস্তবায়নের আলোচনা করছে হয়তো, ভাবল জেব। সেটাই স্বাভাবিক।

জেব শুনেছে মরণযন্ত্রণা যখন ওঠে কোনো মানুষের, পিপাসায় গলা শুকিয়ে যায় তার। কখনও ভাবেনি চাক্ষুষ করতে হবে দৃশ্যটা। পানির জন্য অস্থির হয়ে উঠল গুরুতর আহত এক ফ্রেইটার, অলিভ আর অন্য আরেক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে রওয়ানা দিল পানির পিপাগুলোর দিকে। অথচ ওলসেনের সঙ্গে আলোচনা করে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, নির্ধারিত রেশনের বাইরে একফোঁটা পানিও পাবে না কেউ, সে যত অসুস্থই হোক না কেন। পানির পিপায় মুখ ডুবাতে যাবে লোকটা এমন সময় সিক্সশুটারের বাঁট দিয়ে ওর মাথায় জোরে বাড়ি মারল টেক্স, পরে অজ্ঞান দেহটাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল আগের জায়গায়।

গোধূলির আলো মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে, এমন সময় রণহুঙ্কার দিয়ে একদল চেয়েন্নে যোদ্ধা পনির পিঠে করে ছুটে এল ওদের দিকে। পনির কেশর ছেড়ে দিয়েছে ওরা, আশ্চর্য দক্ষতায় শুধু পা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে যার যার ঘোড়া, একইসঙ্গে ধনুকে তীর পরিয়ে তা ছুঁড়ছে অথবা কাঁধে মাস্কেট ঠেকিয়ে গুলি করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বোঝা গেল আসলে লড়াই করতে চায় না তারা, কাফেলার যাত্রীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য ও-রকম করছে। কারণ ব্যারিকেডের আড়ালে দাঁড়ানো ফ্রেইটাররা ওলসেনের আদেশে গুলি করতে শুরু করামাত্র যার যার পনির মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা। যাদের একটু দেরি হলো কাজটা করতে, তাদের ঘোড়া মারা পড়ল ফ্রেইটারদের বুলেটে। মরণআর্তনাদ

ছাড়তে শোনা গেল দু'-একজন চেয়েন্নেকেও।

আঁধার ঘনিয়েছে। চলে গেছে চেয়েন্নেরা। ঘাসজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে জোনাকির দল। বুকে কাঁপন তুলে দিয়ে থেকে থেকে ডেকে উঠছে একাধিক কয়োট। ওগুলোর জ্বলন্ত চোখ দেখা যাচ্ছে কখনও কখনও। বোধহয় টের পেয়েছে ওরা, আর লড়াই হবে না আজ রাতে। মানুষ হোক বা ঘোড়া—লাশগুলো ছিঁড়ে খাওয়ার উপযুক্ত সময় এখনই।

ইণ্ডিয়ানরা যেখানে আছে সেখান থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। কয়লা হওয়া ওয়্যাগনগুলোর ভিতরে কাপড় ছিল, ওগুলোর পোড়া গন্ধ বাড়ি মারছে নাকে। আরও বেড়েছে ডাঁশের যন্ত্রণা। অস্থির হয়ে চেঁচাচ্ছে আহত ফ্রেইটাররা। প্রত্যেকের মাথার কাছে জ্বলন্ত লণ্ঠন রাখার জোর দাবি জানাচ্ছে তাদের অনেকেই। ওদের কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে ওলসেন নিরাপত্তার খাতিরে।

একটা জটলা দেখা যাচ্ছে লোকটাকে ঘিরে। কয়েকজন ফ্রেইটার জড়ো হয়েছে ওর আশপাশে, কী নিয়ে যেন কথা বলছে ওরা। আড়াল ছেড়ে বের হলো জেব, মৃদু শিস বাজিয়ে ডাকল টেক্সকে।

ওলসেনের কাছে গিয়ে দেখতে হবে ঘটনা কী।

জানা গেল, টেক্স যে-লোকের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেছিল, আঁধার ঘনানোর সঙ্গে সঙ্গে কাফেলা ছেড়ে পালিয়েছে সে। কখন করল কাজটা, কোন্‌দিকে গেল বলতে পারছে না কেউই। কিন্তু সে যে পালিয়েছে সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই কারোরই।

'একদিক দিয়ে ভালোই করেছে,' মন্তব্য করল একজন ফ্রেইটার। 'এখানে থাকলে নিশ্চিত মরণ। তারচেয়ে নিজের বুদ্ধি খাটালে যদি কোনো উপকার হয়, ক্ষতি কী? লোকটা যদি

ইণ্ডিয়ানদের খপ্পড়ে না-পড়ে, যদি ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে বেন'স ফোর্টে, বুক ফুলিয়ে গল্প করতে পারবে নাতিপুতিদের কাছে। কাজের কাজ করেছে সে।'

'তোমার মাথা করেছে!' মুখ ঝামটা মারল আরেকজন। 'ওয়্যাগনট্রেইনের কোড ভেঙেছে সে। আমাদের উচিত ওকে পাকড়াও করা এবং গুলি করে মারা। ইণ্ডিয়ানরা না-থাকলে ঠিক ঠিকই কাজটা করতাম আমি।'

ঝগড়াঝাটির মধ্যে থাকা মানে সময় নষ্ট করা, তাই টেক্সের হাত ধরে টান দিল জেব। দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল উত্তরদিকের ব্যারিকেডের কোনায়। সাবধানে বাইরে উঁকি দিল জেব। বাইরের অন্ধকারে জোনাকির আলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

'অনেকদূরে চলে গেছে হয়তো,' জেব কী খুঁজছে অনুমান করে বলল টেক্স। পিছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। ঘাড় ঘুরাল জেবও।

স্পেন্সার। সঙ্গে ওর চামচারা।

'আমরাও যাচ্ছি,' জেবকে তাকাতে দেখে বলল স্পেন্সার, 'পারলে ঠেকাও। যে লোকটা গেছে তার কলিজায় জোর আছে—একা একাই রওনা দিয়েছে। সব দোষ আসলে তোমার, জেব স্টুয়ার্ট। তুমিই ভয় দেখিয়ে কাবু করে রেখেছিলে আমাদেরকে। তোমার আসল চেহারা এবার...'

গগনবিদারী আর্তচিৎকারের কারণে কথাটা শেষ করতে পারল না স্পেন্সার। যে লোকটা চলে গিয়েছিল, বোঝা যাচ্ছে প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে সে কাফেলার দিকে। ছুটন্ত ক্ষুরের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। তারমানে পনির পিঠে চেপে ওকে ধাওয়া করছে এক বা একাধিক ইণ্ডিয়ান।

আরও কাছে এসে পড়েছে লোকটা, আরও স্পষ্ট হয়েছে ওর আর্তচিৎকার। প্রচণ্ড রোষে চেঁচিয়ে উঠল ভারী একটা কণ্ঠ, খুব

সম্ভবত কোনো ইণ্ডিয়ান, সঙ্গে সঙ্গে ধারালো কোনোকিছু দিয়ে কোপ মারার আওয়াজ পাওয়া গেল। এবার চেঁচিয়ে উঠেই প্রাণভিক্ষা চাইতে শুরু করল পালিয়ে-যাওয়া লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'বার শোনা গেল কোপ মারার বীভৎস আর কুৎসিত আওয়াজ। তারপর সব চুপ।

হতভাগা লোকটা চেঁচাচ্ছে না আর। থেমে গেছে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজও। ঝিঁঝির একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘাসজঙ্গলে সর্ সর্ আওয়াজ তুলেছে মৃদুমন্দ হাওয়া।

'স্পেন্সার,' আশপাশে জড়ো-হওয়া লোকদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল জেব, 'ইণ্ডিয়ানরা ডাকছে তোমাকে, জামাই আদর করবে। যাও, গিয়ে কলিজার জোর দেখিয়ে এসো ওদেরকে।'

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না স্পেন্সার।

সাদাচামড়ার লোকদের উপস্থিতি টের পেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন ইণ্ডিয়ান, রোষেভরা গলায় প্রাচীন স্প্যানিশে কী যেন বলল একটানা।

জেবের দিকে তাকাল টেক্স। 'কী বলেছে লোকটা বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল জেব, 'কিন্তু না-পারলেই ভালো হতো হয়তো।'

'কে লোকটা? কী বলল সে?'

'লোকটা নিজেকে কোমাঞ্চিদের একটা গোত্রের নেতা বলে দাবি করল। নাম বলল, বাজপাখি। আরও বলল, সাদা লোকটার যে-অবস্থা করেছে, কাল না-হোক পরশু একই হাল করবে আমাদের সবার। ওটাই নাকি জোর করে কারও দেশ দখল করতে চাওয়ার উপযুক্ত শাস্তি। আমাদের সঙ্গে যে-ক'জন মহিলা আছে তাদের সবাইকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করবে যাতে তাদের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় ইণ্ডিয়ান সন্তান।'

'কুত্তার বাচ্চা!' বিড়বিড় করে বলল টেক্স।

অন্য কেউ কিছু বলল না।

থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে ওয়্যাগনবৃত্তের ভিতরে। তারপর হঠাৎ করে, ওদের সবাইকে চমকে দিয়ে, মরণআর্তনাদের চেয়েও কুৎসিত একটা চিৎকার দিয়ে উঠল ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরাপড়া ফ্রেইটারটা। এখনও বেঁচে আছে সে! একটানা চেঁচাচ্ছে, কারণ ওর সঙ্গে বীভৎস কিছু একটা করছে ইণ্ডিয়ানরা, অন্ধকারের কারণে দেখা যাচ্ছে না।

জেব টের পেল পেটের ভিতরে পাক খাচ্ছে ওর, মনে হচ্ছে বমি হবে। আতঙ্কের হিমশীতল শিহরণ মেরুরজ্জু বেয়ে নেমে যাচ্ছে একইসঙ্গে। যতবার চেঁচাচ্ছে লোকটা, আশপাশের লোকগুলো শিউরে শিউরে উঠছে ততবার। ভয় আর আতঙ্ক নামের কোনো জোড়া দৈত্য যেন একসঙ্গে হামলা করেছে ওয়্যাগনট্রেইনের উপর।

গলা ফাটিয়ে সমানে চেঁচাচ্ছে শ্যানন, শুনে মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে। যার বুদ্ধিতে মরতে এসেছে এই প্রেইরিতে, তাকে অভিশাপ দিচ্ছে বার বার। অলিভ আর অন্য আরেক মহিলা মাথা নিচু করে ছুটে গেল ওর ওয়্যাগনের দিকে।

ভয়াবহ মানসিক চাপ সহ্য করতে পারল না দু'জন ফ্রেইটার, প্রচণ্ড অস্থির হয়ে দৌড়ে বেড়াতে লাগল ছোট-করে-জ্বালানো আগুনের আশপাশে। প্রমাদ গুনল জেব, মাথা তুলে সতর্ক করতে গেল ওই দু'জনকে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল দুটো মাস্কেট। সমস্ত মানসিক চাপ, সমস্ত অস্থিরতা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়ে গেল ওই দুই ফ্রেইটার।

'এই লোকগুলো এত বোকা কেন?' নিচু গলায় জেবকে জিজ্ঞেস করল টেক্স। 'ওরা কি বুঝতে পারছে না ইণ্ডিয়ানরা চাচ্ছে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি আমরা? তা হলে আর একসঙ্গে লড়তে

পারবো না ওদের বিরুদ্ধে, আমাদেরকে তখন কচুকাটা করতে বেগ পেতে হবে না ওদের।'

ওয়্যাগনবৃত্তের বাইরে, বড়জোর আধমাইল দূরে হঠাৎ জ্বলে উঠল আগুন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান শিখা উঠে গেল আকাশের দিকে। আরও একবার বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরাপড়া লোকটা, বুঝতে পারছে কেন এত বড় করে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

কয়েকটা বাঁশ একটার সঙ্গে আরেকটা বেঁধে মাচার মতো বানানো হয়েছে, সেটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে লোকটাকে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে ওর কাপড়, গায়ের সঙ্গে কোনোরকমে লেপ্টে আছে একটা-দুটো টুকরো। উপড়ে ফেলা হয়েছে একটা চোখ। উপরের ঠোঁট ফুটো করে সেখানেই গেঁথে রাখা হয়েছে আধহাত লম্বা একটা সুঁই। ধারালো ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করা হয়েছে বুকের চামড়া। নাভি আর জননাঙ্গের ঠিক মাঝখানটায় তীর মারা হয়েছে খুব কাছ থেকে।

মেরুরজ্জুর হিমশীতল শিহরণটা আরও একবার টের পেল জেব।

যত চেঁচাচ্ছিল তত নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল লোকটা; এবার, মরণ অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে, আবারও গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল সে। কখনও ভাই আবার কখনও বাবা বলে সম্বোধন করছে সে ইণ্ডিয়ানদেরকে, ওর কথা ওরা বুঝতে পারছে কি না কে জানে! কখনও করুণ গলায় আকুতি জানাচ্ছে স্বজাতির লোকদের যাতে কিছু একটা করে তারা। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। মাচা ধরে টানতে টানতে ওটাকে লেলিহান আগুনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ানরা।

শেষবারের মতো চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। স্বজাতির লোকদেরকে বলছে গলা ফাটিয়ে, 'ভাইয়েরা, যিশুর দোহাই

লাগে, মা মেরির দোহাই লাগে, দয়া করে গুলি করো আমাকে। দয়া করে আগুনে পুড়ে মরতে দিয়ো না। ঈশ্বরের...'

কথা শেষ করতে পারল না সে। মাচাটা আগুনে ফেলে দিয়েছে ইণ্ডিয়ানরা।

বীভৎস দৃশ্যটা যাতে দেখতে না-হয় সেজন্য দৃষ্টি সরিয়ে নিল জেব। হতভাগা লোকটার একের পর এক মরণচিৎকার যাতে শুনতে না-হয় সেজন্য হাত দিয়ে ঢাকতে চাইল দু'কান, কিন্তু পাছে লোকে কিছু বলে ভেবে করতে পারল না কাজটা। অলিভকে দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে, মাথা নিচু করে ছুট লাগাল ওর উদ্দেশে, নিজেও বলতে পারবে না কেন।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ে এক আহত ফ্রেইটারের ব্যাণ্ডেজ পাল্টে দিচ্ছে মেয়েটা। ছাইবর্ণ ধারণ করেছে চেহারাটা, চোখের কোণে টলমল করছে পানি, কাঁপছে দুই ঠোঁট আর হাত। জোর করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে সে। জেবকে দেখতে পেয়ে হয়তো সাহস পেল কিছুটা, হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু তার বদলে একটা ফোঁপানি বের হলো ওর মুখ দিয়ে।

ধীরেসুস্থে কাজ শেষ করে বসে পড়ল অলিভ। একভাবে বসেই থাকল কিছুক্ষণ, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না মনে হয়। ওর হাত ধরে টান দিল জেব, দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল একটা ওয়্যাগনহুইলের আড়ালে। জেব থামামাত্র ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা, ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়। শক্ত আলিঙ্গনে পেঁচিয়ে ধরেছে সে জেবকে, মাথাটা গুঁজে দিয়েছে জেবের চওড়া লোমশ বুকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে কোমল শরীরটা।

কিছুক্ষণ পর জেবও জড়িয়ে ধরল অলিভকে। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটার পিঠে।

আকাশে মেঘ জমে থাকলে বৃষ্টি না-হওয়া পর্যন্ত ভারী হয়ে

থাকে পরিবেশ—কাঁদলে দুঃখ কমে গিয়ে হালকা হয়ে যায় মন। কিছুক্ষণ কাঁদবার পর শান্ত হলো অলিভ, জেবকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল কিছুটা দূরে, চোখ মুছল। মাটির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় শুধু বলল, 'দুঃখিত।' তারপর জেবকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে চলে গেল নিজের "রোগীদের" কাছে।

কখন যেন থেমে গেছে হতভাগা লোকটার চিৎকার, আর কোনোদিন চেঁচাবে না সে। এখন বিজয়োল্লাসে প্রেইরির বাতাস ভারী করে তুলেছে ইণ্ডিয়ানরা। একইসঙ্গে হাততালি আর তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে ফিরে যাচ্ছে তারা উপত্যকা আর গিরিখাতগুলোর দিকে।

পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে মাচাটা, এতদূর থেকেও ফট্ ফট্ আওয়াজ শোনা যায়। একসময় স্তিমিত হতে শুরু করল আগুন। আরও কিছুক্ষণ পর লেলিহান শিখা বলে কিছু থাকল না। এরপর, যা পুড়িয়েছে সেগুলোর উপর ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল। শেষে, প্রেইরির আঁধারকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে, নিভে গেল পুরোপুরি।

সময় হয়েছে, তাই নিজের ওয়্যাগনের উদ্দেশে হাঁটা ধরল জেব। মাথা থেকে হ্যাট খুলল, তারপর একে একে ছাড়ল সব কাপড়। বুট খসাল পা থেকে। একটা কালো শার্ট আর একটা কালো জিন্স পরল। বাক্স ঘেঁটে বের করল বহুল ব্যবহৃত একজোড়া মোকাসিন, গলাল পায়ে। তারপর ব্যারিকেড ডিঙিয়ে নামল ঘাসজঙ্গলে, পোড়া ওয়্যাগনটা থেকে একগাদা কয়লা নিয়ে ফিরে এল নিজের ওয়্যাগনের কাছে। একটুকরো পাথরের উপর কয়লাগুলো রেখে পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে গুঁড়ো করল সবগুলোকে। সামান্য পানি নিয়ে তাতে মেশাল কয়লার-গুঁড়ো। মিশ্রণটা যাতে টেকসই হয় সেজন্য খাবলা মেরে কিছু ঘাস তুলে চিপে কয়েক ফোঁটা রস ফেলল সেটাতে। তারপর চেহারায়, গলায়, ঘাড়ে, বুকে, হাতে মেখে নিল মিশ্রণটা।

তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখছিল টেক্স। জেবের কাজ শেষ হওয়ামাত্র বাকি মিশ্রণটা জেবের মতো করেই নিজের গায়ে লাগিয়ে নিল সে।

খবর পাঠানো হয়েছিল ওলসেনের কাছে, জেব আর টেক্স যখন মোটামুটি প্রস্তুত তখন হাজির হলো সে। আপাদমস্তক দেখল সে দু'জনকে, দৃষ্টিতে একইসঙ্গে বিস্ময় আর প্রশ্ন।

'একটা বুদ্ধি দাও তো, ওলসেন,' লোকটাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল জেব। 'বিশাল একটা মহিষের পালে স্ট্যামপিড ঘটানোর সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি কী?'

'ও, এ-ই তা হলে তোমাদের পরিকল্পনা? কিন্তু...পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর। তোমাদের পরিকল্পনা সফল হতেও পারে, আবার না-ও পারে। স্ট্যামপিড ঘটাতে গিয়ে মারা পড়তে পারো দু'জনই। আবার, মহিষের পালটা না-ও যেতে পারে ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুগুলোর দিকে।'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'কিন্তু যদি সফল হই আমরা? যদি মারা না-পড়ি? যদি মহিষের পালটা ঠিক ঠিকই ধেয়ে যায় ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুগুলোর দিকে?'

'তা হলে জানে বাঁচি আমরা,' একটুখানি হাসল ওলসেন। 'সেক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। কথা দিচ্ছি, যদি কখনও দরকার হয়, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করবো তোমাদের এই উপকারের।'

'আপাতত ছোট একটা কাজ করতে পারবে?' জানতে চাইল জেব।

'কী?'

'স্পেন্সারদের সঙ্গে দা-কুমড়ার সম্পর্ক আমাদের। আমার আর টেক্সের অনুপস্থিতিতে আমাদের আউটফিটের ক্ষতি করার চেষ্টা চালাতে পারে ওরা। তুমি যদি...'

হাত তুলে জেবকে থামিয়ে দিল ওলসেন। 'ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। নজর রাখবো আমি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তোমরা। কাজের কথায় আসি। স্ট্যামপিড ঘটানোর বুদ্ধি চাচ্ছিলে আমার কাছ থেকে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মাথায় কিছু-না-কিছু আছে এ-ব্যাপারে। না-থাকলে পরিকল্পনাটা করতে না তুমি।'

'ঠিক। দমকলবাহিনীর কাজ যখন করছিলাম আজ দুপুরে তখনই মাথায় আসে বুদ্ধিটা। ইণ্ডিয়ানরা তখন পিছু হটেছে, ঘাসজঙ্গলে যারা লুকিয়ে ছিল তারা মারা পড়েছে ফ্রেইটারদের গুলিতে। অনতিদূরে পড়ে ছিল অনেকগুলো মহিষের চামড়া, ইণ্ডিয়ানরাই নিয়ে এসেছিল। চট করে দুটো চামড়া নিয়ে আসি আমি, কেউ খেয়াল করেছে কি না জানি না। পরে ভালোমতো ডলে ডলে গ্রীয আর গানপাউডার লাগিয়েছি ও-দুটোতে। ওগুলো নিয়ে রওনা দেবো আমি আর টেক্স, সুবিধাজনক জায়গায় গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবো। আমার ধারণা, চামড়াপোড়া ধোঁয়ার গন্ধে যদি ছুট না-লাগায় মহিষের পাল, তা হলে আর কোনোভাবেই স্ট্যামপিড ঘটানো যাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল ওলসেন, সন্তুষ্ট হয়েছে জেবের পরিকল্পনায়।

'পুবদিকে এগোচ্ছে পালটা, বলে চলল জেব। 'যদি ঠিকমতো ভয় পাইয়ে দিতে পারি ওদেরকে, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট লাগাবে। আর সেটাই চাচ্ছি আমি। মনেপ্রাণে দোয়া করছি ইণ্ডিয়ানদের তাঁবু, ঘোড়া, রসদ, অস্ত্রপাতি—সব যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায় মহিষের পালটার কারণে, কিন্তু একটা ইণ্ডিয়ানও যাতে না-মরে।'

তাজ্জব হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওলসেন। 'ইণ্ডিয়ানদের প্রতি কারও এত দরদ দেখিনি আগে কখনও।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল জেব, তারপর বলল, 'আসলে...ঠিক দরদ না। ইণ্ডিয়ানরা যদি হামলা করে তা হলে দাঁতভাঙা জবাব

দিতে রাজি আছি আমি, তবে মুখোমুখি লড়াইয়ে। কিন্তু এখন যা করতে যাচ্ছি সেটা স্রেফ কাপুরুষের কাজ। বাধ্য না-হলে কাজটা করতাম না কখনও।'

কিছু বলল না টেক্স বা ওলসেন।

'আরেকটা কথা,' বলে চলল জেব, 'মহিষের পালটা ভয় পেয়ে ইণ্ডিয়ানদের দিকেই ছুট লাগাবে—কোনো নিশ্চয়তা নেই সেটার। আমাদের ওয়্যাগনগুলোর দিকেও দৌড়ে আসতে পারে। কাজেই আমার পরামর্শ হচ্ছে, বড় করে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করো ওয়্যাগনবৃত্তের বাইরে, বিশেষ করে পুবদিকটাতে। মহিষগুলো যদি আসেও, আগুন দেখে দিক বদলাতে বাধ্য হবে।' টেক্সের দিকে তাকাল সে। 'প্রস্তুত?'

কিছু না-বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল টেক্স।

বেশ কয়েকজন উৎসুক ফ্রেইটার জড়ো হয়েছে জেবের ওয়্যাগনের আশপাশে, এমনকী হেফলিনও এসেছে, ওদের সবার উদ্দেশে অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিল ওলসেন। জানাল কী করতে যাচ্ছে জেব আর টেক্স, কেন করতে যাচ্ছে। কেউ কোনো মন্তব্য করল না, কোনো বুদ্ধি-পরামর্শ দিল না, কোনোকিছু জানতেও চাইল না। দু'-চারজন এগিয়ে এসে শুধু হাত মেলাল জেব আর টেক্সের সঙ্গে। একজন পিঠ চাপড়ে দিল জেবের।

যে-মানুষটা সবার চেয়ে প্রিয়, বিদায়ের আগে তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয় মন। নিজের অজান্তেই অলিভকে খুঁজছে টের পেয়ে কথাটা মনে পড়ে গেল জেবের। এদিকওদিক তাকাল সে মেয়েটাকে দেখার নিয়তে, কিন্তু দেখতে পেল না। হয়তো মুমূর্ষু কোনো ফ্রেইটারের শুশ্রূষা করছে, চলে যাওয়ার আগে দেখা হলো না, ভেবে নিয়ে জেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাই। এগিয়ে যাচ্ছে টেক্স, ঘুরে ওর পিছু নিতে গিয়ে খানিকটা চমকে উঠল সে।

কাছেই, একটা ওয়্যাগনের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে অলিভ।

সম্পূর্ণ একা।

পায়ে পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল জেব।

'সব শুনেছি,' বলে হ্যাণ্ডশেক করল মেয়েটা জেবের সঙ্গে। 'আমি...আমি প্রার্থনা করবো তোমার...তোমাদের জন্য। সাবধানে থেকো।' ইচ্ছা করে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে সে যাতে ওর চোখ দুটো দেখতে না-পারে জেব।

কিছু বলল না জেব। বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না আসলে। বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে টেক্স, ওকে ধরার জন্য পা চালাল দ্রুত।

'তোমার জন্য অপেক্ষা করবো আমি, জেব স্টুয়ার্ট,' মৃদু গলায় বলল অলিভ।

নিশ্চল হয়ে-যাওয়া বাতাস কথাটা পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হলো জেবের কানে।

সতেরো

ব্যারিকেড ডিঙিয়ে দু'জনের ছোট্ট দলটার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিল জেব। এখন সে চলছে আগে আগে, পাঁচ-ছয় গজ পিছনে আছে টেক্স।

ধীরেসুস্থে হাঁটছে জেব। ওয়্যাগনগুলো ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর আসার পর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল একবার। টেক্সের ভূতুড়ে

ছায়ামূর্তিটা চোখে পড়ে কি পড়ে না। ওয়্যাগনগুলো, ছোট করে জ্বালানো আগুনের কারণে, আবছাভাবে দৃশ্যমান।

চাঁদ উঠতে আরও এক ঘণ্টা বাকি। কয়েকটা তারা ফুটেছে আকাশে। আশপাশের অনেককিছু ঠাহর করা যায়, কিন্তু আলাদাভাবে চেনা যায় না। তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে ওদের চলন্ত ছায়ামূর্তি দুটো চিনে ফেলবে কি না ইণ্ডিয়ানরা ভাবল জেব। পরক্ষণেই সাহস দিল নিজেকে—হয়তো সহজ হবে না কাজটা। ঘাসজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অনেক ঝোপ আছে; দু'হাত তফাতে না-যাওয়া পর্যন্ত ওগুলোকে আলাদা করা যায় না উঁচু ঘাস থেকে।

কোথাও কোথাও শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে বাফেলোগ্রাস, কোথাও আবার অত শুকনো না। জেব টের পাচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে, তারপরও তাড়াহুড়ো করছে না। শুকনো ঘাসে পা পড়ে আওয়াজ হতে পারে। লোকে বলে, ইণ্ডিয়ানরা অন্ধকারেও দেখতে পায়, কয়োটদের পায়ের আওয়াজও শোনে। ওদেরকে কোনো সুযোগ দিতে রাজি না জেব।

সিকি মাইল এগোনোর পর একটা গিরিখাতে ঢুকে পড়ল ওরা। এখানে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে ঘাসের জঙ্গল। বেঁটে কিন্তু চওড়া একটা পাহাড়কে হাতের বাঁ দিকে রেখে এগোতে লাগল জেব। আশা করছে এর ফলে আকাশের পটভূমিতে দেখা যাবে না ওদেরকে। ঘাড় ঘুরিয়ে আরেকবার টেক্সকে দেখে নিল সে।

গানবেল্ট পরেনি কেউই, শুধু জিন্সের পেটের কাছে একটা করে সিক্সশুটার গুঁজে নিয়েছে। কোমরের খাপে ঝুলছে লম্বা আর ধারালো ফলার ছুরি। একটা করে মহিষের-চামড়া গোল করে গুটিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে যার যার পিঠে।

গিরিখাতটার আরও গভীরে ঢুকে যাওয়ার পর তৃতীয়বারের মতো পিছনে তাকাল জেব। ওয়্যাগনগুলো হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। এতক্ষণ পিছিয়ে ছিল, এবার পা চালিয়ে ওর কাছে

চলে এল টেক্স। দু'জনে এগোতে লাগল পশ্চিমদিকে। জেবের ধারণা, এদিক দিয়ে কোনো হামলার কথা কল্পনাও করবে না ইণ্ডিয়ানরা। কারণ এখানে শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে তারা।

কাঠবিড়ালি বা মরু গিরগিটি ছোটাছুটি করছে কাছেপিঠেই কোথাও, খস খস শব্দ শুনলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওরা। শব্দটা চতুষ্পদী কোনো জন্তুর, দ্বিপদী শত্রুর না—নিশ্চিত হওয়ার পর আবার হাঁটছে। বেঁটে পাহাড়টা পার হওয়ার পর আকাশে তারার সংখ্যা হঠাৎ করেই বেড়ে গেল যেন, আশপাশের অনেককিছুই দৃশ্যমান হয়ে উঠল। ঝট করে বসে পড়ল জেব, জানে ওকে বসতে দেখলে একই কাজ করবে টেক্সও। আসলে জেবের উদ্দেশ্য একটু দম নেয়া, সেইসঙ্গে চারদিকে নজর বুলানো।

ভর দেয়ার জন্য জেব ওর বাঁ হাতটা মাটিতে রেখেছে কি রাখেনি, ঝুমঝুম আওয়াজ করে নিজের উপস্থিতির জানান দিল একটা র‍্যাটল ফুট তিনেক তফাতে। চমকে উঠল জেব, ছিটকে সরে আসতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়ান খেল দু'বার। পিছনে থাকা টেক্স ধরে ফেলল ওকে, আরেকহাতে কোমরে-ঝোলানো ছুরি বের করেছে র‍্যাটলটাকে সামলানোর জন্য। কিন্তু তার দরকার পড়ল না। আরও কিছুক্ষণ ঝুমঝুম করে নিজে থেকেই সরে গেল সাপটা, অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট-বড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে।

অপেক্ষা করছে জেব, দম নিচ্ছে, ধুকপুকানি স্বাভাবিক করার অবকাশ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডটাকে। তারপর একসময় উঠে হাঁটতে শুরু করল আবার। কিন্তু বিশ-পঁচিশ গজ এগোনোমাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে, ওর দেখাদেখি টেক্সও। দু'জনই ছুরি বের করে হাতে নিয়েছে।

সর্ সর্ শব্দ হচ্ছে আবারও, কিন্তু এবার কোনো কাঠবিড়ালি ছুটে আসছে না, কোনো গিরগিটি সরে যাচ্ছে না, বুকে ভর দিয়ে

নিজের পথ করে নিচ্ছে না কোনো র‍্যাটল। জলজ্যান্ত একটা মানুষ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে—একজন ইণ্ডিয়ান। নিঃসঙ্গ।

দম বন্ধ করে পড়ে আছে জেব। টেক্সও কোনো আওয়াজ করছে না। দু'জনের পায়ের কাছেই ইঁদুরের গর্ত, দু'জনই টের পাচ্ছে গর্তের ভিতরে হুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে ইঁদুররা। একগুচ্ছ তারার পটভূমিতে চলমান ইণ্ডিয়ানটাকে যমের চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। ওদের দশ-বারো গজ দূর দিয়ে চলে গেল লোকটা। হয়তো কোনো পাহারাদার, ভাবল জেব, কিংবা খোঁয়াড়ের জন্তুহারানো কোনো রাখাল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল দু'জনে। আর কোনো আওয়াজ নেই। উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা, আগেরচেয়ে ধীরে, যথেষ্ট সন্তর্পণে।

সিকি মাইল যাওয়ার পর, হঠাৎ করেই, নাকে বাড়ি মারল ইণ্ডিয়ানদের অদ্ভুত, বুনো গন্ধ—ভেজা কাঠ আগুনে পোড়ালে যে-রকম হয় অনেকটা সে-রকম। কাছেপিঠেই ঘাসের জমিনে শুয়ে আছে একদল ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা, অনুমান করল জেব, ঘুমাচ্ছে হয়তো।

বসে পড়ল জেব, ইশারায় কাছে ডাকল টেক্সকে। ওর কানে মুখ লাগিয়ে নিজের অনুমানের কথাটা জানিয়ে দিল ফিসফিস করে।

ইশারায় জানতে চাইল টেক্স কী করতে চায় জেব।

জবাবে আঙুল তুলে দিগন্তের দিকে দেখাল জেব। ওখানে আকাশটা রূপালী আভা পেয়েছে, তারমানে চাঁদ উঠতে আর বেশি সময় বাকি নেই।

জেব কী বোঝাতে চাচ্ছে বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়াল টেক্স। জেবও উঠল। দু'জনে হাঁটতে শুরু করল আবার। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব পার হয়ে এল ঘুমন্ত ইণ্ডিয়ানদেরকে, তারপর বাঁক নিয়ে সরে গেল। ওয়্যাগনগুলো এখন ওদের থেকে প্রায় দেড় মাইল

পিছনে, অনুমান করল জেব। তারমানে, ওয়্যাগনট্রেইন ঘিরেধরা ইণ্ডিয়ানদেরকে কিছুটা পিছনে ফেলে এসেছে দু'জনে।

ইশারায় টেক্সকে বুঝিয়ে দিল জেব একটানা চলতে চায় সে। মাথা ঝাঁকাল টেক্স। এরপর কোনো বিরতি বা ঘটনা-দুর্ঘটনা ছাড়া প্রায় আধ ঘণ্টা একনাগাড়ে হাঁটল ওরা। পৌঁছে গেল সিরামনের খাড়া তীরের কাছাকাছি। এদিকওদিক দেখে নিয়ে চলার গতি দ্রুত করল জেব।

বাতাসে মহিষের তীব্র গন্ধ। কখনও কখনও উড়ে-আসা ধুলোও বাড়ি মারছে নাকে। তীরে উঠেছে কি উঠেনি দু'জনে, উল্টোদিক থেকে হেঁটে-আসা বিশাল এক মহিষ চমকে দিল ওদেরকে একসঙ্গে। সামনে "বাধা" দেখে বিরক্তিতে নাক ঝাড়ল পশুটা, মাথা নিচু করে গুঁতো দেয়ার ভান করল দু'বার, তারপর সরে গিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

চাঁদ উঠছে আকাশে। ঘোলাটে রূপালী আলোয় দেখা গেল, মহিষ দিয়ে গিজ গিজ করছে সিরামনের তীর। হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে সবগুলো, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই বোঝা যায় আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পুরো পালটা, যদি তা না-করত তা হলে আধো অন্ধকারে একেকটা মহিষকে মনে হতো একেকটা কালো স্তূপ। টেক্সের সঙ্গে একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জেব, তারপর নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

শত শত মহিষের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে, আরও পশ্চিমদিকে যাচ্ছে ওরা। কোনো কোনো মহিষ সরে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়, কোনো কোনোটাকে হালকা গুঁতো দিতে হচ্ছে, কোনোটা আবার নাক ঝেড়ে একগাদা ধুলো উড়াচ্ছে প্রথম মহিষটার মতো।

'মহিষগুলো এত ভালোমানুষ হলো কবে থেকে?' চলতে চলতে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল টেক্স। 'পথ করে নেয়ার জন্য

বলতে গেলে কোনো কষ্টই করতে হচ্ছে না আমাদেরকে!'

'ওরা আসলে ঘোড়ার পিঠে-চড়া শ্বেতাঙ্গ বা ইণ্ডিয়ানদেরকে দেখে অভ্যস্ত,' চাপা গলায় জবাব দিল জেব। 'নিজেদের পালের ভিতরে আমাদের মতো পায়েচলা মানুষ দেখেনি জীবনে। দেখার কথাও না। খেয়াল করেছ, অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে ওরা? আমাদেরকে জায়গা দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে গা ঠোকাঠুকি হচ্ছে ওদের, নাক ঝাড়া আর মাথা দোলানোর পরিমাণ বেড়ে গেছে, কোনো কোনোটা হঠাৎ ছুট লাগাতে গিয়ে বুঝতে পারছে তেমন বড় কোনো সমস্যা হয়নি।'

'কিন্তু...কতক্ষণ এভাবে চলতে হবে আমাদেরকে? যেদিকে তাকাই, চোখের সামনে শুধু মহিষ আর মহিষ।'

'জানি না,' স্বীকার করল জেব। 'পুব থেকে পশ্চিমে আসছে জন্তুগুলো। আমার মনে হয় দিক বদল করা উচিত আমাদের, পুবে এগোনো উচিত। পালের শেষমাথায় না-পৌঁছালে স্ট্যামপিড ঘটাতে পারবো না।'

'আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে কিন্তু মনে হয় মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল জেব। 'কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে এসেছি তা পূরণ করতে না-পারা পর্যন্ত ফেরার উপায় নেই।' কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করার পর বলল, 'এক কাজ করি। আশপাশে বড় কোনো বোল্ডার আছে কি না দেখি। এমন বোল্ডার, যেটার উপর দু'জনে মিলে চড়া যায়।'

এদিকে-সেদিকে তাকাতে তাকাতে সামনে এগোতে লাগল দু'জনে। বোল্ডার না, কিছুক্ষণ পর ফুট বিশেক উঁচু একটা বালিয়াড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করল টেক্সের। নিচু গলায় জেবকে ডেকে ওটা দেখাল সে। বালিয়াড়িটার পাদদেশে দাঁড়িয়ে-থাকা মহিষের সংখ্যা ষাট-সত্তরের কম না।

ওটার কাছে এগিয়ে গেল জেব, একবার চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। স্ট্যামপিড শুরু হলে আশ্রয় নেয়া যাবে এখানে। পিঠে ঝোলানো মহিষের চামড়াটা খসাল সে, ইঙ্গিতে একই কাজ করতে বলল টেক্সকে। জমিনের উপর যার যার মহিষের-চামড়া বিছাল দু'জনে, সঙ্গে করে নিয়ে আসা একটা থলে থেকে বাড়তি গানপাউডার ছিটাল।

পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে বলল জেব, 'দৌড় দাও বালিয়াড়িটার দিকে। আমি আসছি।'

দেরি না-করে ছুট লাগাল টেক্স।

একটা ম্যাচকাঠি জ্বালাল জেব, ডানে-বাঁয়ে তাকাল, তারপর কাঠিটা ফেলে দিল একটা চামড়ার উপর। পাশাপাশি আছে দুটো চামড়া, সুতরাং আগুন ছড়াতে অসুবিধা হওয়ার কথা না। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল সে।

দপ্ করে জ্বলে উঠেছে আগুন, গানপাউডার-পোড়া ধোঁয়া বাড়ি মারছে নাকে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। চমকে উঠেছে কাছেপিঠের মহিষগুলো, এ-রকম কোনো পরিস্থিতিতে পড়েনি আগে, আগুনের সঙ্গে পরিচয় নেই ওদের। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির বশে বুঝতে পারছে বিপদ ঘনাচ্ছে, তাই ঠেলাঠেলি-হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে।

স্ট্যামপিডটা হয়তো ঘটত না, পুড়ে পুড়ে একসময় শেষ হয়ে যেত গানপাউডার, জ্বলে জ্বলে ছাই হতো চামড়া দুটো। ভাগ্য সাহায্য করল জেবদেরকে, বয়ে গেল একঝলক বাতাস, চামড়াপোড়া বিশ্রী গন্ধ গিয়ে লাগল বালিয়াড়িটার আশপাশের সবগুলো মহিষের নাকে।

ভীত কণ্ঠে ডেকে উঠল একটা, ওটার সঙ্গে গলা মেলাল আরও অনেকগুলো, পরমুহূর্তেই শোনা গেল ছুটন্ত ক্ষুরের আওয়াজ। জেব তখন বালিয়াড়িটার একদিক দিয়ে উপরে ওঠার

চেষ্টা করছে হাঁচড়েপাঁচড়ে, ছুটন্ত অযুত ক্ষুরের আঘাতে বাড়ন্ত ধুলোর কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, চোখের কোণ দিয়ে তাকালেই দেখতে পাচ্ছে শরীর প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কয়েকশ' কেজি ওজনের একেকটা কালো স্তূপ।

ছুটছে মহিষগুলো। কোন্‌দিকে যেতে হবে জানে না, শুধু জানে পালাতে হবে। ঘেসো জমিন ধরে ছুটে যাচ্ছে ওগুলো দূরে, আরও দূরে, সিরামনের তীরের দিকে। ভয় সংক্রামিত হলো ওখানকার পালগুলোতেও, বিপজ্জনক কিছু একটা না-ঘটলে ছুটে যেত না স্বজাতির সদস্যরা, তাই দেরি না-করে দৌড়াতে শুরু করল ওগুলোও।

রূপালি চাঁদের ঘোলাটে আলো আরও ঘোলাটে হয়ে গেছে উড়ন্ত ধুলোর কারণে। ছন্দবদ্ধ ক্ষুরের শব্দ বাদ দিয়ে ভাবলে মনে হবে কালো একটা স্রোত ছুটে যাচ্ছে সিরামনের তীর ধরে প্রেইরির দিকে, তারপর ঢুকে পড়ছে আরও গভীরে, ধাবিত হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্প যেদিকে আছে সেদিকে। মহিষের পালগুলোর কাছে সিরামনের তীর এখন অজানা এক আতঙ্কের নাম। সেটার চেয়ে বিস্তৃত প্রেইরির ঘাসেছাওয়া প্রান্তর অনেক বেশি নিরাপদ। ভয় না-কাটা পর্যন্ত হাজার হাজার মহিষের গন্তব্য এখন ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্পসংলগ্ন জমিন।

পুরো ঘটনাটা ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বার বার পিছলে যাচ্ছে জেব, কিছুতেই উঠতে পারছে না বালিয়াড়িটা বেয়ে। আরেকবার চেষ্টা করতে গিয়ে দু'হাতই পিছলে গেল ওর, ছ'সাত ফুট উপর থেকে আছড়ে পড়ল সে নীচের মাটিতে, নিজের অজান্তেই একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। ধেয়ে আসছে মহিষের পাল, মাত্র একটা মহিষও যদি চাপা দিয়ে যায় ওকে তা হলে...

কে যেন খামচে ধরল ওর শার্টের কলার, উপরের দিকে

টানছে। চোখ ফিরিয়ে জেব দেখল, টিকটিকির মতো বুকে হেঁটে নীচে নেমে এসেছে টেক্স, উপরে তোলার চেষ্টা করছে ওকে। দু'পায়ের উপর খাড়া হলো জেব, পরমুহূর্তে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে চড়ে বসল বালিয়াড়ির গায়ে, এবার চার হাত-পা কাজে লাগিয়ে উঠার চেষ্টা করছে উপরে। অদ্ভুত দক্ষতায় নিজের ভারসাম্য বজায় রেখেছে টেক্স, একইসঙ্গে ধরে রেখেছে জেবের শার্টের কলার, তাই কিছুদূর ওঠার পর আর সাহায্যের দরকার হলো না জেবের। যত দ্রুত সম্ভব বালিয়াড়ির মাথায় চড়ে বসল দু'জনে।

হাঁপাচ্ছে দু'জনই। ফুট বিশেক উপর থেকে যে-দৃশ্য দেখছে ওরা তা না-দেখলে কল্পনা করে নেয়া প্রায় অসম্ভব।

সমানে ধুলো উড়ছে, বাতাস যেদিকে বয়ে যাচ্ছে সেদিকে ধাবিত হচ্ছে ধুলোর মেঘ, বালিয়াড়িটাকে মনে হচ্ছে নদীর বুকে জেগে-ওঠা কোনো চর। ধুলোর মেঘের আড়ালে আড়ালে চোখে পড়ে ছুটন্ত মহিষের পাল। আলাদা করে চেনা যায় না একটাকেও। মনে হয়, পালের প্রতিটা সদস্য যেন আগের মহিষটার পাছার সঙ্গে নিজের নাক লাগিয়ে দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে। ছুটন্ত ক্ষুরের একটানা আওয়াজ শুনলে মনে হয় বিশাল কোনো ঢাক সমানে বাজাচ্ছে কোনো পাগলা বাদক। কোনো কোনো ছুটন্ত মহিষের শিং চকচক করে উঠছে চাঁদের আলোয়, কখনও আবার দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যাচ্ছে একটা-দুটো মহিষের জ্বলজ্বলে চোখ।

দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে, প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের মতো, ধেয়ে যাচ্ছে মহিষগুলো। ইণ্ডিয়ানদের জন্য খারাপ লাগছে জেবের কিন্তু অন্যকিছু করার ছিল না। হয়তো...হয়তো কয়েকশ' মহিষ ছুটে গেছে ওদের ওয়্যাগনট্রেইনের দিকেও। কাফেলার সবাই কি নিরাপদে আছে? অলিভ...সে-ও কি নিরাপদে আছে?

ওয়্যাগনট্রেইন যেদিকে আছে সেদিকে তাকাল জেব। লাল একটা আভার মতো দেখা যাচ্ছে। ধুলোর মেঘের কারণে স্পষ্ট

হচ্ছে না আভাটা। তারমানে, বড় করে আগুন জ্বালানোর কথা বলে এসেছিল জেব—কাজটা করেছে ওরা।

মহিষের সংখ্যা কমতে কমতে শেষ হলো একসময়। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ছুটন্ত ক্ষুরের আওয়াজও। এখন, দিগন্তবিস্তৃত প্রেইরির বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে, ভেসে আসছে মেঘ ডাকার মতো গুড়গুড় শব্দ। ধারেকাছের উপত্যকা আর গিরিখাতগুলো প্রতিধ্বনি তুলেছে সে-শব্দের। আরও অনেকক্ষণ পর নিজের নিস্তব্ধতা ফিরে পেল প্রেইরি। ততক্ষণে বেশ পাতলা হয়েছে ধুলোর মেঘ।

ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে-বসা টেক্সকে দেখল জেব। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে সে। বলল, 'ইচ্ছা করলে না-ও বাঁচাতে পারতে আমাকে। বাঁচালে কেন?'

হাত দিয়ে কপালের কাটাজায়গাটা স্পর্শ করল টেক্স। 'ইচ্ছা করলে ইণ্ডিয়ানটার কবল থেকে না-ও বাঁচাতে পারতে আমাকে। বাঁচালে কেন?'

হেসে ফেলল জেব।

'আজ সারাদিনে তোমার কাজ দেখে অনেক বড় একটা শিক্ষা পেয়েছি, জেব।'

ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল জেব।

'শুধু কাপুরুষরাই আড়ালে থেকে লড়াই করে,' বলে চলল টেক্স। 'যারা সত্যিকারের যোদ্ধা, যারা বীরপুরুষ, তারা লড়াই করে মুখোমুখি। আর, অনেকে বলে, প্রেম আর যুদ্ধে সবই জায়েজ—কথাটা ঠিক না।'

আশ্চর্য হলো জেব। 'আমাকে বাঁচানোর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটা ঠিক বুঝলাম না।'

'না-বুঝলেই ভালো। এমন কিছু ব্যাপার আছে যা কেউ কখনও টের না-পেলে অনেক বিপত্তি এড়ানো যায়,' দীর্ঘশ্বাস

তুলেছে জেব। 'তারমানে এখনও আমাকে সন্দেহ করো তুমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। 'ওই যে বললাম, দুনিয়ার সবাই একইসঙ্গে চালাক আর বোকা। তুমি চালাক, তারপরও তোমাকে বোকা বানিয়েছে কেউ। কিন্তু দেখো, অতি চালাকি করতে গিয়ে মস্ত বোকামি করে ফেলেছে মানুষটা।'

জেবের কথাটা পছন্দ হলো টেক্সের। সহজসরলভাবে সুন্দর একটা কথা বলেছে জেব।

'খুন করার পর গর্দভ ছাড়া আর কেউ খুনের প্রমাণ বয়ে বেড়াবে না সঙ্গে,' টেক্স চুপ করে আছে দেখে বলে চলল জেব। 'কাজেই তোমার পকেটে কেউ একজন ঢুকিয়েছে ঘড়িটা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কাকে সন্দেহ করো তুমি?'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল টেক্স। কয়েক মুহূর্ত ভাবল কী যেন। 'যাকে সন্দেহ করি, তার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ না-হওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে চাচ্ছি না তোমাকে।'

'কেন?'

'আসলে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অনেক সন্দেহ। আমি চাই না সেসব আরও বাড়ুক। তবে একটা কথা বলি, ইচ্ছা হলে বিশ্বাস কোরো, না-হলে কোরো না। অ্যাম্বুশের সঙ্গে জড়িত না আমি।'আমার হাতে তোমার বন্ধুদের রক্তও লেগে নেই। লুট-করা বুলিয়নগুলো কোথায় আছে তা-ও জানি না।'

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেব। 'আমিও বিশ্বাস করি যে-মানুষটা কিছুক্ষণ আগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে সে ওসবের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। কারণ যে বা যারা জড়িত অ্যাম্বুশের সঙ্গে, আমিই তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমিই তাদের আদালত, আমিই তাদের জল্লাদ।'

'তবে সততার খাতিরে এটাও বলে রাখা উচিত, তোমার জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান—ব্যবসায়িক স্বার্থেই। মিস্

অলিভের মতো আমিও চাই, কাফেলার ঝামেলা চুকিয়ে ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুলিয়নগুলো উদ্ধার করতে রওনা দাও তুমি।'

'তুমি বোধহয় স্পেন্সারের বদলে অলিভের নাম উচ্চারণ করে ফেললে, না?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর টেক্স বলল, 'হয়তো। ইণ্ডিয়ানরা যখন হামলা করেছিল আমাদের উপর, ইচ্ছা করলেই তোমার পিঠে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে তোমার হাতে মার খাওয়ার শোধ তুলতে পারত স্পেন্সার। তোমার লাশ দেখে কেউ কোনো প্রশ্ন করত না। তেতাল্লিশজন ফ্রেইটারের জায়গায় চুয়াল্লিশজনকে দাফন করতে হতো আমাদেরকে। কিন্তু সুযোগটা নেয়নি সে।'

'অথবা সুযোগটা নিতে হয়তো নিষেধ করা হয়েছে তাকে।'

জেবের দিকে তাকাল টেক্স। 'কার কথা বলছ?'

'ভ্যান হেফলিন। ওয়্যাগনট্রিপে রওনা দেয়ার পর থেকে লোকটার কাজকর্ম দেখে ওকে অন্যচোখে দেখতে শুরু করেছি আমি। প্রসন্ন হাসি আর মিষ্টি ব্যবহার আসলে তার মুখোশ। মনে রেখো, ঘেউ ঘেউ করা কুকুর মনিবের জন্য জান দেয়, আর মিউ মিউ করা বিড়াল মনিবের খাবার চুরি করে খায়। ভুল হয়েছে আমার—প্রথমেই যদি কথাগুলো মাথায় আসত, স্যান মার্কোস ছেড়ে চলে আসার আগে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতাম।'

'যেমন?'

'যেমন কারসন নর্দার্ন ফ্রেইটিং আর স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং পথে বসলে সবচেয়ে বেশি উপকার হতো কার। যেমন জরুরি কোনো প্রয়োজন না-থাকার পরও স্পেন্সার আর তার লোকদেরকে ভাড়া করার মানে কী।' তিক্ত হাসি হাসল জেব। 'অনেকে বলে, চুল আঁচড়ানোর ঢং দেখে একটা লোকের মনের কথা পড়া যায় না। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

‘একইভাবে একটা মেয়ের বন্ধুর-মতো ব্যবহার দেখলেও কিন্তু টের পাওয়া যায় না কী আছে ওর মনে,’ কথাটার মানে বোঝানোর জন্য কয়েক মুহূর্তের বিরতি দিল টেক্স। তারপর বলল, ‘কিন্তু লুট-করা বুলিয়নগুলোর খবর হেফলিন জানবে কী করে?’

‘আসলে হেফলিনের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই আমার কাছে। কয়েকটা ব্যাপারে ওকে নিয়ে শুধু অনুমান করেছি আমি। আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। যেমনটা হয়েছে তোমার বেলায়।’

কিছু বলল না টেক্স। জেবও চুপ করে আছে। নীরবে কেটে যাচ্ছে মিনিটের পর মিনিট। প্রেইরির স্তব্ধতা আবারও টের পেল দু’জনে। ছুটন্ত মহিষের গুমগুম আওয়াজটা এখন শোনা যায় কি যায় না। ধুলোর মেঘ বলতে গেলে নেই। মাথার অনেক উপরে উঠে এসেছে চাঁদ। রূপালী আলোর তীব্রতা কিছুটা বেড়েছে। তাতে গিরিখাত আর উপত্যকায় ভরা প্রেইরি পরিণত হয়েছে রহস্যময় কোনো প্রান্তরে।

শুয়ে পড়ল টেক্স। ‘আমার ঘুম পাচ্ছে। আর চোখ খুলে রাখা সম্ভব না। গুডনাইট।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল ওর ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে জেব। ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে ওরও। সারাটা দিন গেছে ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে। পেটে দানাপানি পড়েনি ঠিকমতো। একদিক দিয়ে আঁধার ঘনিয়েছে, আরেকদিক দিয়ে আসতে হয়েছে মহিষের পাল খেদাতে। শরীর ভীষণ ক্লান্ত, মন চূড়ান্ত অবসাদগ্রস্ত। এখন টিলা থেকে নেমে ওদের ক্যাম্পের দিকে যাওয়া আর আকাশে ওড়ার চেষ্টা করা সমান কথা।

জেব নিজেও বলতে পারবে না কখন শুয়ে পড়েছে সে টেক্সের পাশে,,কখন তলিয়ে গেছে ঘুমের অতলে।

রাতের গভীরতা বাড়তে লাগল, আকাশে হেলে পড়ল চাঁদ, একসময় আবারও অন্ধকারে ঢেকে গেল পুরো প্রান্তর, শেষে ফ্যাকাসে আলো ফুটে উঠল ভোরের গোলাপি আকাশে।

জেগে উঠল ওরা দু'জন। অপেক্ষা করছে, দেখছে, বাড়ন্ত আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে যার যার চোখ।

যতদূর দেখা যায়, শুধু ঘাসেছাওয়া উঁচুনিচু জমিন আর জমিন। উপত্যকা আর গিরিখাতগুলোও স্পষ্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে। চার-পাঁচ মাইল পিছনে তাকালে চোখে পড়ে বারুদপোড়া ধোঁয়ায় কালচে হয়ে-যাওয়া ওয়্যাগনগুলো। ঘাড় ঘুরিয়ে পশ্চিমদিকে তাকালে অনেক অনেক দূরে দেখা যায় কয়েকশ' চলমান কালো বিন্দু—ইণ্ডিয়ানরা। রণে ভঙ্গ দিয়ে ঢুকে পড়ছে তারা প্রেইরির আরও গভীরে।

আশ্চর্য, রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে মহিষের পাল! যেদিকে ধেয়ে গিয়েছিল ওগুলো গতরাতে, সেদিকে ভালো করে তাকাল জেব। কিন্তু একটা মহিষও দেখতে পেল না। এমনকী, এটাও নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, ঠিক কোন্ জায়গায় ছিল ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প। হাজার হাজার ছুটন্ত মহিষের ধাক্কায় ভেঙে গেছে সব, ওগুলোর পায়ের নীচে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে, শেষে মিশে গেছে জমিনের উঁচু ঘাসের সঙ্গে। পনির বিশাল একটা পাল ছিল ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্পের ধারেকাছে, এখন একটা ঘোড়াও নেই। দু'-একটার মৃতদেহ খুঁজল জেব, কিন্তু এতদূর থেকে দেখতে পেল না, দেখতে পাওয়ার কথাও না। পালের বেশিরভাগ পনি, অনুমান করল সে, মহিষগুলোর সঙ্গেই ছুটে পালিয়েছে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে।

মৃদুমন্দ হাওয়ায় ভরা, খয়েরি-সবুজ প্রেইরির শান্ত সমাহিত অবস্থা চাক্ষুষ করলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে রণোন্মাদ ইণ্ডিয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওয়্যাগনট্রেইনের উপর, মেরেকেটে শেষ করে দিতে চেয়েছিল কাফেলার সবাইকে,

জ্বালিয়েপুড়িয়ে ছাই করতে চেয়েছিল সাদাচামড়ার মানুষদের সবকিছু। জেবের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় বেঁচে আছে সে, জীবনের রঙ-রস-রূপ-গন্ধ উপভোগের সুযোগ পেয়েছে আবারও।

কালো বিন্দুর মতো ইণ্ডিয়ানরাও চলতে চলতে একসময় হারিয়ে গেল সমতলভূমির ওপারে। মনে হলো নীল দিগন্তটা গিলে খেয়েছে ওদেরকে। মনে হলো, ডেথ ট্রেইলে মঞ্চস্থ-হওয়া কোনো নাটকের বিশেষ একটা অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে, কুশিলবরা তাদের অভিনয় শেষ করে সরে গেছে মঞ্চ থেকে। এবার অপেক্ষার পালা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে নাটকের বাকি অংশ।

'দেখো, দেখো!' হঠাৎ বলে উঠল টেক্স। 'যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়্যাগনগুলো। আমাদেরকে ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছে ওরা!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জেব, টেক্সও দাঁড়িয়ে গেছে। হুড়োহুড়ি করে নেমে এল দু'জনে বালিয়াড়ি থেকে, তারপর ছুট লাগাল। ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছাতে এক ঘণ্টার মতো লাগল ওদের।

দশ-পনেরোটা ওয়্যাগন চলতে শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যে। ব্যাক ট্রেইলে ফিরে যাচ্ছে ওরা, রেটন পাস পর্যন্ত না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকি ওয়্যাগনগুলো আছে এখনও কাফেলার সঙ্গে। তবে কোনো কোনোটার মালিকের মনে দ্বিধা—সামনে এগোবে নাকি ফিরে যাবে। জে অ্যাণ্ড ও'র পাঁচটা ওয়্যাগনকে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জেব।

ওই ওয়্যাগনগুলোর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অলিভ, সঙ্গে ওলসেন। ওদেরকে ঘিরে ধরেছে বেশ কয়েকজন ফ্রেইটার। তুমুল কথা কাটাকাটি চলছে দুই দলের মধ্যে। অলিভের হাতে একটা সিক্সশুটার। আর ওলসেন উঁচিয়ে ধরে আছে নিজের হেনরি রিপিটার।

'জেব!' দেখামাত্র খুশিতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অলিভ, হতভম্ব হয়ে-যাওয়া ফ্রেইটারদের পাশ কাটিয়ে ছুটে এল।

জেবকেও হতভম্ব করে দিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা, ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার প্রার্থনা বিফলে যায়নি!' জেবের মুখের কাছে মুখ তুলতে গিয়ে ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা থুঁতনির সঙ্গে ঘষা খেল মেয়েটার গাল, ব্যথা পেয়ে চেহারা বিকৃত করল সে, চোখে পানি আর মুখে হাসি নিয়ে বলল, 'এখনই শেভ করবে তুমি! দাড়ি তো না যেন ক্যাকটাসের কাঁটা একেকটা!' হঠাৎ বুঝতে পারল কী করছে সে এতগুলো লোকের সামনে, লজ্জা পেয়ে জেবকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল কিছুটা দূরে। টেক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ফিরে আসতে পেরেছ তোমরা।'

প্রসন্ন দৃষ্টিতে অলিভকে দেখছিল জেব, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ওলসেনের দিকে। ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল ব্যাপার কী।

কাঁধ ঝাঁকাল ওলসেন। 'মিস্ অলিভকে হাজারবার ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমাদের। সে না-ঠেকালে এখানে এসে কাউকে দেখতে পেতে কি না সন্দেহ। গতরাতে স্ট্যামপিডের পর যখন নিশ্চিত হলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানরা তখন ভোটাভুটি হলো আমাদের মধ্যে। বেশিরভাগই সিদ্ধান্ত নিল ফিরে যাবে বেন'স ফোর্টের দিকে, আজ ভোরেই রওনা করবে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল মিস্ অলিভ। কাল রাতেও বার বার বলেছে, কাজ হয়নি দেখে আজ পিস্তল নিয়ে শাসাচ্ছিল—জেব আর টেক্সের কী হয়েছে না-জানা পর্যন্ত এখান থেকে একচুল নড়বে না নিজেও, নড়তে দেবে না অন্যকাউকেও।' হাসল লোকটা। 'তেজ আছে মেয়েটার! ওর সিক্সশুটারের ভয়ে সত্যি সত্যি ওয়্যাগন ছাড়তে পারছিল না ফ্রেইটারদের অনেকে।'

'এই নিমকহারাম লোকগুলোকে গুলিই করা উচিত আসলে,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল অলিভ। 'আরে, যারা তোদের ভালোর জন্য নিজেদের জানের ঝুঁকি নিয়ে মহিষ তাড়াতে গেল, কাজ হয়ে

যাওয়ামাত্র ভুলে গেলি তাদেরকে? একটাবারের জন্যও তাদের খোঁজ না-করে ওয়্যাগন ছোটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লি?'

'তারপরও,' ইতোমধ্যে অনেক দূরে চলে যাওয়া ওয়্যাগনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল টেক্স, 'সবাইকে ঠেকাতে পারেনি মিস্ অলিভ।'

'জাত হারামিদের ঠেকানো যায় না,' বিরক্তিতে চেহারা বিকৃত করল অলিভ।

আবারও হাসল ওলসেন। 'ওরা আসলে অন্যদের চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে। জীবনে কোনোদিন পড়েনি ইণ্ডিয়ানদের খপ্পরে, একবার মুখোমুখি হয়েই দাঁত দিয়ে জিভ কেটে ছুট লাগিয়েছে বেন'স ফোর্টের দিকে। ওদের ধারণা, সামনে কোথাও-না-কোথাও অপেক্ষা করছে আরও ইণ্ডিয়ান, কাজেই ওদের মহিষ শিকার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত রেটন পাসের দিকে এগোনো মানে নির্ঘাৎ মরণ।'

এদিকওদিক তাকাচ্ছে জেব। 'ভ্যান হেফলিন আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের দেখছি না যে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওলসেন। 'ওরাও কেটে পড়েছে।'

'কেটে পড়েছে?'

'কাল রাতে একদিক দিয়ে স্ট্যামপিড শেষ হলো, আমরা সবাই বুঝতে পারলাম ইণ্ডিয়ানদের ক্যাম্প গুঁড়িয়ে গেছে, আরেকদিক দিয়ে একটা ওয়্যাগন নিয়ে কোন্দিকে যেন উধাও হয়ে গেল হেফলিন আর ওর ভাড়াটে গানম্যানরা। আমরা অনেকেই তখন আনন্দে মাতামাতি করছি, তাই ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। অনেক পরে টের পেয়েছি।'

'ওর বাকি ওয়্যাগনগুলো কোথায়?' আবারও জানতে চাইল জেব।

'ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি সে। পালানোর আগে

বোধহয় বলে গিয়েছিল ওর ড্রাইভারদেরকে—আজ সকাল হতে-না-হতেই বেন'স ফোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেছে ওরা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল জেব। তারপর বলল, 'আর শ্যাননা? সে কোথায়?'

'আমার মনে হয় হেফলিনদের সঙ্গেই গেছে মিসেস মর্গান।'

'হেফলিনদের সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল ওলসেন। 'সকালে বেন'স ফোর্টের দিকে যেতে দেখলাম না, এখানে কোথাও নেই, তা হলে তো ঘটনাটার একটাই মানে থাকতে পারে, তা-ই না?'

ওলসেনের দিকে তাকাল টেক্স। 'মিসেস মর্গান কেন করতে যাবে কাজটা?'

'হয়তো নিজের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে। হয়তো ভেবেছে, স্পেন্সারের মতো গানম্যানদের সঙ্গে থাকলে, ইণ্ডিয়ানরা যদি আবার হামলা করে, বাঁচা যাবে। তবে...'

'তবে কী?'

'মিসেস মর্গান হেফলিনের সঙ্গে গেছে—এটা আশ্চর্য লাগছে না আমার কাছে। আমাকে তাজ্জব করছে কোন্‌টা জানো? নিজের দামি ওয়্যাগনটা রেখে গেছে মিসেস মর্গান।'

'রেখে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল ওলসেন। 'ওর ড্রাইভার দেখা করেছে আমার সঙ্গে। বলেছে, ওর মালকিন নির্দেশ দিয়ে গেছে, ওয়্যাগন নিয়ে বেন'স ফোর্টে ফিরে যেতে, সে না-ফেরা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে।'

জেব টের পেল, আশ্চর্য হয়নি সে। বরং, বালিয়াড়ি থেকে নেমে ক্যাম্পে ফেরার পথে অদ্ভুত এক অস্বস্তি পেয়ে বসেছিল ওকে, সেটা চলে গেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে বার বার মনে হচ্ছিল ওর, অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখতে হবে ক্যাম্পে গিয়ে। সেটা

জানতে পেরে থেমে গেছে মনের খচখচানি।

হঠাৎ করেই ভীষণ ক্লান্তি লাগছে ওর। কয়লার গুঁড়োমাখা চেহারায় ছাপ পড়েছে ক্লান্তির। ওর বাঁ হাতের তালু কেটে গেছে কোনো এক ফাঁকে, ক্ষতটা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন কীভাবে যেন খুলে গেছে সেটার মুখ, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে। গলা থেকে রুমাল খুলে নিয়ে ক্ষতস্থানে পেঁচাল সে, ভ্রূ কুঁচকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাঁ হাতের দিকে।

ওর এই ক্লান্তি আর চোখের শূন্য দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভুল বুঝল অলিভ, চেহারা কালো হয়ে গেল ওর। কিছুক্ষণ আগে জেবকে জড়িয়ে ধরার জন্য অনুশোচনায় ভুগতে ভুগতে নিচু গলায় বলল, 'হয়তো...শ্যানন ভেবেছে মারা গেছ তুমি। তা না-হলে এখানে থাকত সে, অপেক্ষা করত তোমার জন্য।'

ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল জেব, চোখ পিটপিট করছে। 'শ্যাননকে নিয়ে ভাবছি না আমি। সে এখানে থাকলেই কী, না-থাকলেই বা কী?'

কিন্তু ওর এই সহজসরল স্বীকারোক্তিতে অলিভ খুব একটা সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না।

ওলসেন বলল, 'আসলে সব নষ্টের গোড়া হচ্ছে হেফলিন। সে নিজে পালিয়ে গিয়ে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি যুগিয়েছে বাকিদেরকে। কেউ একটাবার ভাবলও না, ইণ্ডিয়ানদের ফাঁদ থেকে আমাদের সবাইকে উদ্ধার করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জেব আর টেক্সের, কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও আমাদের উচিত ওদের দু'জনের কী হয়েছে সে-ব্যাপারে খোঁজখবর করা।'

'কিন্তু এখন আর চক্ষুলজ্জা দেখানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না,' ফ্রেইটারদের ভিড় পাতলা হয়ে গিয়েছিল আগেই, যে দু'-চারজন দাঁড়িয়ে আছে এখনও তাদের একজন বলল সুযোগ পেয়ে। 'জেব স্টুয়ার্ট আর টেক্স বেল দু'জনই ফিরে এসেছে বীরপুরুষদের

মতো রাজ্য জয় করে! এবার যেখানে যেতে চাই, দয়া করে সেখানে যেতে দাও আমাদেরকে। পড়তে পড়তে আর অল্প কিছু চুল বাকি আছে আমার মাথায়। আমি চাই, অন্তত সেগুলোও না-পড়া পর্যন্ত যেন পুড়ে না-মরি ইণ্ডিয়ানদের জ্বালানো আগুনে।'

চলে গেল ফ্রেইটাররা। কিছুক্ষণ পরই একসঙ্গে শোনা গেল একাধিক চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ। ঘর্ঘর শব্দে ঘুরতে শুরু করল ওয়্যাগনহুইল। আপাতত যে-জায়গাটাকে নিরাপদ গন্তব্য বলে মনে করছে সবাই, সেই বেন'স ফোর্টের দিকে রওয়ানা হলো ওরা।

জে অ্যাণ্ড ও'র কর্মচারীরা তাদের ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন চেহারায়। অলিভের দিকে তাকাল টেক্স, তারপর তাকাল জেবের দিকে। দু'জনের কেউই কিছু বলছে না দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল তার অধীনস্থদেরকে, 'সত্যি সত্যি যদি আবার হামলা করে ইণ্ডিয়ানরা তা হলে আমরা এই দশ-পনেরোজন মিলে কিছুই করতে পারবো না। তারচেয়ে ভালো বাকিদের সঙ্গে আমরাও ফিরে যাই বেন'স ফোর্টে। আপাতত জান বাঁচাই, পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অলিভের দিকে তাকাল জেব। বলল, 'তুমিও বরং চলে যাও বেন'স ফোর্টে। আরও ভালো হয় যদি ফিরে যেতে পারো স্যান মার্কোসে। ওখানেই বেশি নিরাপদে থাকতে পারবে।'

'আর তুমি?' জানতে চাইল অলিভ।

'একটা ওয়্যাগন নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছি আমি। কোন্‌দিকে যাবো তা তো জানাই আছে তোমার। চেষ্টা করবো আড়ালে আড়ালে থাকতে। আশা করছি সবকিছু ঠিক থাকলে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

'আর যদি সবকিছু ঠিক না-থাকে?'

মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না জেব।

'সবকিছু ঠিক না-থাকলে,' মুখ খুলল টেক্স, 'আমরা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করবো গণ্ডগোলটা কোথায়। তারপর সেটা মিটমাট করার চেষ্টা করবো। এই ট্রেইল উইলকক্সের স্যান মার্কোস না যে, কাউকে গুলি করার আগে চিন্তাভাবনা করতে হবে।'

টেক্সের দিকে তাকাল জেব। 'আমরা? তুমি কি আবারও যেতে চাচ্ছ আমার সঙ্গে?'

'না যেতে চাওয়ার কোনো কারণ তো দেখি না।'

'হাজার হাজার মহিষ যতটা না বিপজ্জনক, মাত্র দু'জন মানুষ তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি বিপজ্জনক। আমরা এবার মহিষ খেদাতে যাচ্ছি না, টেক্স।'

'জ্ঞান দিয়ো না আমাকে। কী করতে যাচ্ছি তা ভালোমতোই জানা আছে আমার।'

'ঠিক আছে,' নিচু গলায় বলল অলিভ, 'তা হলে বেন'স ফোর্টে অপেক্ষা করবো আমি। অপেক্ষা করবো যতদিন না ফিরে আসো তোমরা।' জেবের দিকে তাকাতে গিয়েও সংযত করল নিজেকে। আর কিছু না-বলে ঘুরে চলে গেল নিজের ড্রেসিংকারের দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল জেবও, কাজ শুরু করা দরকার। একে একে চলে যাচ্ছে যে-ওয়্যাগনগুলো, সেগুলো দেখল কিছুক্ষণ। ইণ্ডিয়ানদের হাতে মারা পড়েছে বেশকিছু ঘোড়া, কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব ফ্রেইটার। যাদের বাড়তি ঘোড়া আছে, তারা সেগুলো কাজে লাগাচ্ছে এখন। যাদের তা নেই, উল্টো স্টকের একটা-দুটো ঘোড়া মারা পড়েছে, তারা কম দামি অথবা কিছু মাল ফেলে দিচ্ছে ওয়্যাগন থেকে, হালকা করছে যার যার ওয়্যাগন যাতে সেগুলো টানতে সুবিধা হয় সংখ্যায় কম-হওয়া ঘোড়াগুলোর।

প্রথমেই নিজের ডানগুলোর খোঁজ করল জেব। পাঁচটা বেঁচে আছে। এবং তারচেয়েও বড় কথা, সম্পূর্ণ সুস্থ আর তাগড়া

আছে। ওগুলোকে জুড়ে দিল সে বারো-ফুটী ওয়্যাগনটার সঙ্গে। পাশাপাশি দুটো করে চারটা ঘোড়াকে রাখল একসঙ্গে, বাকিটাকে বানাল লিডহর্স।

কোনো এক ইণ্ডিয়ানের মাস্কেটের বুলেট ছুঁয়ে গেছে অলিভের ঘোড়ার পিঠ, আহত হয়েছিল ওটা, এখন সেরে উঠছে। ওটার পিঠে একটা কম্বল বিছিয়ে তার উপর স্যাডল পরাল জেব, তারপর চড়তে সাহায্য করল অলিভকে। মেয়েটার কাছে ঘেঁষে নিচু গলায় বলল, 'সিরামনের তীর থেকে মাইল দশেক ভিতরে ঢুকে পড়বো আমরা। ওখানেই প্রথম ওয়্যাগনটা নিয়ে গিয়েছিল লুকাস আর ওর পার্টনাররা, আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই ওয়্যাগনটা খুঁজে বের করাই আমার প্রথম কাজ। যদি পারি, আশা করছি বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগনটাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা-ও খুঁজে বের করতে পারবো। ঠিক কোন্ জায়গায় ইণ্ডিয়ানরা হামলা করেছিল ওয়্যাগনটার উপর, সেটা জানাও খুব একটা কঠিন হবে না তখন।'

'কথাগুলো কেন বলছ আমাকে?'

'বিশ্বাস করে বলছি।'

জেবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অলিভ। 'তা হলে শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করলে আমাকে?'

'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ো না, অলিভ।'

'তারমানে, স্বীকার করছ, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে পারার যোগ্যতাটুকু অর্জন করতে পেরেছি অন্তত?'

করুণ হাসি হাসল জেব। মৃদু গলায় বলল, 'আরও অনেককিছু অর্জন করতে পেরেছ তুমি, অলিভ। আফসোস যদি জানতে সেগুলো!'

কথাটা হেঁয়ালি মনে হলো অলিভের কাছে, তাই কোনো মন্তব্য না-করে শুধু বলল, 'সাবধানে থেকো। গুডলাক।' এরপর

টেক্সের দিকে তাকিয়ে ওর মঙ্গলও কামনা করল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ওয়্যাগনগুলোর দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না একবারের জন্যও।

চোখে বিষাদ, বেদনা আর বিহ্বলতা নিয়ে মেয়েটাকে একদৃষ্টিতে দেখছে টেক্স। কিছুক্ষণ পর তাকাল সে জেবের দিকে, বলল, 'চলো আমরাও রওনা দিই। যত আগে যাবো তত ভালো আমাদের জন্য। অন্যকিছুর জন্য হোক বা না-হোক, অন্তত পানির জন্য সিরামনের কাছে যেতে হবে আমাদেরকে। আমাদের স্টকে পানি বলতে গেলে নেই।'

ওয়্যাগনের খোলা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেব। টেক্সকে বলল, 'তুমি তাড়াহুড়ো করতে চাইলেই তো হবে না। গোছগাছের দরকার আছে না?'

'গোছগাছ?' টেক্সের গলায় কৌতুক। 'তুমি বোধহয় ওয়্যাগনের ভিতরটা দেখোনি একবারও।'

ভ্রূ কুঁচকে ভিতরে উঁকি দিল জেব। তাজ্জব হতে হলো ওকে।

কে যেন গুছিয়ে দিয়েছে সব। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আড়াল তৈরির জন্য বাক্স আর পিপাগুলো বের করা হয়েছিল, সেগুলো রাখা হয়েছে জায়গামতো। কিছু শুকনো খাবার দেয়া হয়েছে। যদি শিকার করে ওরা তা হলে যাতে রান্না করতে পারে সেজন্য রান্নার কিছু সরঞ্জাম দিয়েছে। বেডরোল আর শেষরাতের ঠাণ্ডার কথা ভেবে দেয়া হয়েছে কম্বল। ব্যাণ্ডেজ, মেডিসিন কিট, আর এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আছে। কোদাল-গাঁইতি-বেলচা ইত্যাদি আছে। কয়েকটা নতুন হেনরি রিপিটার আছে, আছে বাড়তি একজোড়া পিস্তল। আর আছে যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামুনিশন।

মেডিসিন কিটের ঢাকনাটা খোলা। ওটা বন্ধ করে দেয়ার জন্য হাত বাড়াল জেব। ভিতরে রাখা চিরকুটটা দেখতে পেল তখন। আবারও ভ্রূ কোঁচকাল সে। হাতে নিল চিরকুটটা।

পরিষ্কার সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে:

নিজের খেয়াল রেখো। কোনো কারণে জখম হলে অবহেলা কোরো না। তোমাকে হারাতে চাই না আমি।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেব। টেক্স ডাকছে ওকে, কিন্তু সে-ডাক শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছে না সে। মনে হচ্ছে ওয়্যাগনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই জরুরি। মনে হচ্ছে, হাতেধরা চিরকুটটা আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়নের চেয়েও মূল্যবান।

'বলি, তুমি কি কালা হয়ে গেলে?' চেঁচিয়ে উঠল ওয়্যাগনের ড্রাইভিংসিটে চড়ে-বসা টেক্স। 'যাবে না? নাকি বাকি জীবন পার করবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই?'

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল জেব। স্বগতোক্তির ঢং-এ বলল, 'মহিষ খেদিয়ে আমাদের দু'জনের ফিরে আসার ব্যাপারে কখনও কোনো সন্দেহ ছিল না অলিভের মনে। এবং সে জানত তারপর আমরা রওনা হবো বুলিয়নের খোঁজে। তাই বাকিরা যখন নিজেদের চামড়া বাঁচানোর কথা ভাবছে, কত তাড়াতাড়ি বেন'স ফোর্টে যাওয়া যায় ভাবছে, সে তখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে গুছিয়ে দিচ্ছে আমাদের ওয়্যাগন।'

'তা হলে আর কী?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জেবের দিকে তাকাল টেক্স। 'দৌড়াতে শুরু করো মেয়েটার ঘোড়ার পিছু পিছু। ওকে থামাও, জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমু খাও। আর আমি একলাই রওনা দিই সিরামনের দিকে।'

আর কিছু না-বলে ওয়্যাগনের ড্রাইভিংসিটে উঠে টেক্সের পাশে বসল জেব।

হাতেধরা চাবুক দিয়ে বাতাসে সপাং আওয়াজ করল টেক্স, চিৎকার করে বলল, 'হাই-য়াহ্!'

হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো, ঘুরতে লাগল ওয়্যাগনহুইল।

চাবুক দিয়ে আবারও সপাং আওয়াজ তুলল টেক্স। ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে বলল, 'দৌড় দে শালারা!'

কৌতুক বোধ করল জেব। 'তোমার শালার সংখ্যা যে এত বেশি, জানতাম না।'

চোখ কটমট করে ওর দিকে তাকাল টেক্স, কিন্তু কিছু বলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে মনোযোগ দিল ওয়্যাগন চালানোয়।

উত্তরদিকে এগিয়েছে ট্রেইলটা। যতদূর চোখ যায়, কেবল চড়াই আর উৎরাই। কোনো কোনোটা ন্যাড়া, কোনো কোনোটা পাতলা ঝোপঝাড়ে ভরা। আবার কোনো কোনোটা থেকে ঘূর্ণি উঠছে একটু পর পর, বাতাস যেন খাবলা মেরে জমিন থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কিছু মাটি। ধুলোগুলো কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে টের পাওয়া যায় না। ওরাও টের পেল না, তপ্ত দিগন্তের পানে এগোতে এগোতে কখন চলে এল অনেকদূরে।

থেকে থেকে ড্রাইভিংসিট ছেড়ে নেমে পড়ছে জেব, বন্ধুর পথের কারণে গতি কমে-আসা ওয়্যাগনের আগে চলে যাচ্ছে দৌড়িয়ে, চিৎকার করে ট্রেইলের অবস্থা আগাম জানিয়ে দিচ্ছে টেক্সকে। একজায়গায় বাঁক নিয়ে রেটন পাসের দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা. সেখানে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরাল অন্য একটা উৎরাইয়ের দিকে।

দক্ষিণপুবদিকে অগ্রসর হচ্ছে এবার। এখানে পথ খুব খারাপ। ঝোপঝাড়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমন বেড়েছে বোল্ডার আর ছোট ছোট আলগা পাথরের সংখ্যা। আরও একবার যাত্রাবিরতি করল ওরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য, ততক্ষণে মেইন ট্রেইলটার সঙ্গে আনুমানিক দশ মাইলের মতো দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে।

ইণ্ডিয়ান যোদ্ধাদের জিঘাংসা যদি বাকি থেকে থাকে এখনও, তা হলে হামলা চালাতে পারে আবার। সেক্ষেত্রে মেইন ট্রেইল আর তার আশপাশের এলাকায় নজর থাকবে ওদের, এই

হতচ্ছাড়া চড়াই-উৎরাইগুলোর দিকে মনোযোগ দেবে না আশা করা যায়। সেজন্যই রেটন পাসের ট্রেইল ছেড়ে দক্ষিণপুবের পথ বেছে নিয়েছে জেব। এর ফলে নিরাপদে থাকার সম্ভাবনা বেড়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে বেড়েছে ওদের কষ্ট। ঘোড়াগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। গতরাত থেকে পানি বলতে গেলে খায়নি ওগুলো। বিচালি, অথবা নিদেনপক্ষে ঘাসও জোটেনি ঠিকমতো।

মাঝদুপুরের দিকে রীতিমতো ধুঁকতে শুরু করল জন্তুগুলো। টেক্সকে দেখে মায়া হলো ওয়্যাগনের ড্রাইভিংসিটে-বসা জেবের। এখন হেঁটে হেঁটে গাইডের ভূমিকা পালন করছে সে, কিন্তু পিছন থেকে দেখে মনে হচ্ছে হাঁটছে না, প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খাচ্ছে যেন। গলায় বাঁধা রুমাল খুলে হাতে নিয়েছে সে, একটু পর পর ঘাম মুছছে। অনুমানেই বলে দেয়া যায় ওর ঘাম শুষে নিতে নিতে ভারী হয়ে গেছে রুমালটা। দম বন্ধ-করা গুমোট আবহাওয়ায় একটুখানি বাতাস পেতে হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করছে সে, কিন্তু চাঁদিতে চামড়াজ্বালানো রোদের ঠোকর লাগামাত্র আবার পরে নিচ্ছে হ্যাটটা।

প্রচণ্ড গরমের কারণেই সম্ভবত, হ্যালুসিনেশনের মতো হলো জেবের। রোদের তেজে কাঁপতে-থাকা অনতিদূরের একটা ঢালে হঠাৎ করেই একটা ঝরনা দেখতে পেল সে। সুশীতল একটা ঝরনা, যেটার আশপাশ মরূদ্যানের মতো। আশ্চর্য, ঝরনাটার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অলিভ। না, যুবতী মেয়েটা না, বরং অনেক বছর আগের রহস্যময়ী সেই কিশোরী যেন। যার টানা টানা চোখে একইসঙ্গে খেলা করছে কৌতুক, কৌতূহল, অবজ্ঞা আর উপেক্ষা। চোখদুটো, ঝরনাটার মতোই, সুশীতল আর প্রশান্তিদায়ক।

মাথা ঝাঁকাল জেব, হ্যাট খুলে কিছুক্ষণ বাতাস করল নিজেকে। উধাও হয়ে গেছে ঝরনাটা, বাতাসে মিলিয়ে গেছে কিশোরী অলিভ, উবে গেছে মনের কিছুক্ষণের স্বস্তি। চোখের

সামনে এখন ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে-চলা কয়েকটা ডান, আরও সামনে টেক্স। যে-লোক, শ্যাননের বক্তব্য অনুযায়ী, রাত কাটায় অলিভের সঙ্গে। যে-লোক, জেবের ধারণা, ভালোবাসে অলিভকে।

হঠাৎ তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মনটা, জোর করে নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল জেব। নিজেকে মনে হচ্ছে চড়াই-উৎরাইয়ের একটা কারাগারে বন্দি কোনো কয়েদী। মাথার উপরের নির্দয় সূর্যটা যেন পাহারাদার। বোল্ডার, ঝোপঝাড়, একটা-দুটো বিচ্ছিন্ন অনুচ্চ পাহাড় আর ন্যাড়া ঢালগুলো যেন সিদ্ধ হচ্ছে খররোদে, পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত হতেই থাকবে। ওগুলোর আড়ালে আড়ালে মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে জেবের চোখ দুটো—কোমরে হরিণের চামড়া আর মাথায় পালক পরা মৃত্যুকে।

কিন্তু কাছেপিঠের মরা জমিনে পাঁচটা ডান আর দুটো মানুষ ছাড়া প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। পশ্চিম দিগন্তে ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মেঘ স্থির হয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে, জেবের ধারণা রোদের যন্ত্রণায় উহ্-আহ্ করছে ওগুলোও। আকাশের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে মনে মেঘগুলোকে কাছে ডাকল জেব, আয় আয় মাথার উপরে আয়, একটু ছায়া দে। কিন্তু কেউ যেন আঠা দিয়ে কটকটে নীল আকাশের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে ওগুলোকে, একফুটও নড়ছে না ওগুলো।

শেষবিকেলের দিকে যখন তেজ অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে সূর্যটা, যখন আজকের দিনের মতো আর চলার ক্ষমতা নেই ওদের, পশ্চিমাকাশে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে লাল আভা, তখন সিরামনের ধারে গিয়ে থামল ওদের ওয়্যাগনের ঘড় ঘড়।

অনতিদূরে, কালচে জমিনের উপর, সাদা পানির একটা ফিতা বিছিয়ে দিয়েছে যেন কেউ।

আঠারো

ক্ষরায় প্রায় মরেছে নদীটা। তীর থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বালি, ক্ষীণ জলধারার সঙ্গে মিশেছে। তীরের খটখটে জমিনে দাঁড়িয়ে আছে গুটিকয়েক কটনউড। সেগুলোর পায়ের কাছে বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড়। যখন বাতাস বইছে, সর্ সর্ আওয়াজ তুলছে ওগুলো। অর্গ্যান মাউন্টেনের একাংশের মতোই, সিরামনের একদিকের তীরও প্রায় প্রাণহীন।

যারা জানে না তাদের জন্য নদীটার পানি-সরে-যাওয়া বালির-জমিন মরণফাঁদ। জায়গায় জায়গায় আছে চোরাবালির গর্ত, ভালোমতো না-দেখলে আলাদা করা যায় না কালচে বালি থেকে, ঘোড়াসহ পুরো একটা ওয়্যাগন গিলে খেতে খুব বেশি সময় লাগে না গর্তগুলোর। ও-রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে বলে নিজেকে সতর্ক করল জেব। শক্তহাতে লাগাম ধরে রেখেছে সে। ঘোড়াগুলো পারে তো লাগাম ছিঁড়ে ছুট লাগায় পানির কাছে। কিন্তু ওগুলো যত তাড়াহুড়ো করছে, গায়ের জোর তত খাটিয়ে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে জেব। ফুরিয়ে-আসা দিনের আলোয় আশপাশের কালচে জমিনে কোন্‌টা বালি আর কোন্‌টা চোরাবালি নিশ্চিত হতে হলে আরও সাবধান হতে হবে ওকে। নইলে আর কোনোদিন একফোঁটা পানিও খেতে পারবে না।

স্কাউটিং-এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল আগেই, তাই জেবের পাশে বসে আছে টেক্স। এখন দু'জনে মিলে সামলানোর চেষ্টা করছে ঘোড়াগুলোকে। চোরাবালিতে যদি না-ও পড়ে, যেভাবে হুড়োহুড়ি করছে ঘোড়াগুলো, সামলাতে না-পারলে স্ট্যামপিড ঘটে যাবে।

অবস্থা বেগতিক বুঝে টেক্সের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিল জেব, একলাফে নামল ড্রাইভিংসিট থেকে। ওয়্যাগনের দরজা খুলে বের করল একটা কোদাল। চেঁচিয়ে সাবধান থাকতে বলল টেক্সকে, আর কিছুক্ষণ কষ্ট করতে বলল। তারপর ঘোড়াগুলোকে ছাড়িয়ে একছুটে এগিয়ে গেল পনেরো-বিশ গজ দূরে। সমানে কোদাল চালাতে লাগল নদীর শুকনো বুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়সড় একটা গর্ত বানিয়ে ফেলল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি উঠতে শুরু করল গর্তটাতে।

ক্ষার মিশে আছে গর্তের পানিতে, মিশে আছে কাঁকর আর বালি। হাত থেকে কোদালটা ফেলে দিয়ে আঁজলা ভরে পানি খেল জেব কয়েকবার। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল ওর। কাছে এসে-পড়া টেক্স বুঝতে পারছে কী করেছে জেব, ওয়্যাগন থামিয়ে একে একে সবগুলো ঘোড়াকে আলগা করল সে। তড়িঘড়ি করে জন্তুগুলো ছুটে গেল গর্তটার দিকে, প্রাণভরে পানি খেতে লাগল। ক্যান্টিনের অবশিষ্ট পানি নিজের গলায় ঢালল টেক্স।

কিছুটা চাঙা হলো ওদের শরীর। আলো ফুরিয়ে আসছে, তাই ঘোড়াগুলোকে তাড়াহুড়ো করে ওয়্যাগনের সঙ্গে জুড়ে দিল দু'জনে মিলে। গর্তটাকে একটা ল্যাণ্ডমার্ক বিবেচনা করে সতর্কতার সঙ্গে এগোতে শুরু করল জেব, জলধারাকে রেখেছে হাতের বাঁ দিকে। বার বার এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছে যাতে দিক চিনে নিতে ভুল না-হয়। শেষপর্যন্ত ড্রাইভিংসিট থেকে নেমে গিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সিরামনের শুকনো বুকে জেগে আছে অনুচ্চ একটা

বালিয়াড়ি, গিয়ে চড়ল সেটাতে। কিছুক্ষণ পর ওটার পাদদেশে ওয়্যাগন থামাল টেক্স, উঠে গিয়ে দাঁড়াল জেবের পাশে। দু'জনে একসঙ্গে দেখছে চারদিক।

অনতিদূরে, সিরামনের মূল তীরের কাছাকাছি, দেখা যাচ্ছে একটা পোড়া ফ্রেইটওয়্যাগনের অবশেষ। ওয়্যাগনটার তলা ছাই হয়ে গেছে, চাকার কাঠের পরিধিও উধাও। একগাদা কয়লার সঙ্গে পড়ে-থাকা আধপোড়া স্পোকগুলোকে চিনতে কষ্ট হয় শেষবিকেলের আলোয়।

ঢিবি থেকে নামল দু'জনে, দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ওয়্যাগনটার ধ্বংসাবশেষের কাছে। বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠল জেবের—আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না কয়লা-হওয়া ওর তিন বন্ধুকে।

এই সেই জায়গা। অ্যাম্বুশের পর এখানেই নিয়ে আসা হয়েছিল জেব আর ওর তিন সঙ্গীকে। এখানেই সবগুলো বুলিয়ন তোলা হয়েছিল একটা ওয়্যাগনে। তারপর, সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, এখানেই আগুন লাগানো হয়েছিল লাশবাহী ওয়্যাগনটাতে।

কিন্তু নিয়তির খেলা শেষ হয়নি তখনও। আধমরা জেব সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিল তাই। সাময়িকভাবে পালিয়ে বেঁচেছিল সে মৃত্যুর কাছ থেকে। নিয়তির খেলা নিয়তি ছাড়া আর কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব না, আঁচ করাও সম্ভব না—মনে খুশির বন্যা নিয়ে এই জায়গা থেকেই বুলিয়নবাহী ওয়্যাগনসহ ডেথ ট্রেইলের দিকে রওয়ানা দেয় শকুনরা, যেখানে আসল ইণ্ডিয়ানদেরকে দিয়ে ফাঁদ পেতে মৃত্যু অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। লুকাস ছাড়া শকুনদের সবাই ধরা পড়ে সে-ফাঁদে।

কোদাল নিয়ে আবার কাজে লেগে পড়ল জেব। অগভীর তিনটা গর্ত করে ফেলল সে পাশাপাশি। তারপর কয়লা-হওয়া

মৃতদেহ তিনটাকে দাফন করল সিরামনের বুকে টেক্সের সহায়তায়। জানে শুকনো মৌসুম শেষে নদীতে পানির প্রবাহ যখন অনেক বেড়ে যাবে, তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কবরগুলো, তারপরও করল কাজটা। ওয়্যাগনহুইলের ছ'টা স্পোক তুলে নিল, দড়ি দিয়ে দুটো করে স্পোক আলাদা আলাদাভাবে বেঁধে তিনটা ক্রস বানাল। ওগুলোকে গেঁথে দিল তিনটা কবরের মাথার কাছে। কাজ শেষে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন ওর বুকের মোচড়ানি কমেনি একটুও, বরং ছলছল করছে দু'চোখ।

'বন্ধুরা, কসম খেলাম,' কবর তিনটার উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল সে, 'সবগুলো শকুনকে না-মেরে মরবো না।'

'আমিও, বন্ধু,' একটা হাত জেবের কাঁধে রাখল টেক্স, 'যদি বিশ্বাস করো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল জেব। আগুন জ্বলছে টেক্সের দু'চোখে। চোয়াল দুটো সেঁটে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

ওর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে জেব, লোকটাকে নতুন করে চিনতে পারছে যেন। এই লোক আর যা-ই হোক, পিঠে গুলি-চালানো খুনি হতে পারে না। জেবের তিন বন্ধুকে যারাই খুন করে থাকুক, অন্তত টেক্স বেল করেনি।

জেবের খারাপ লাগাটা কমে এল আস্তে আস্তে, অন্যরকম এক ভালোলাগায় ভরে উঠছে ওর মন। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে টেক্সের দিকে।

হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল টেক্স।

'আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়ন,' বলল জেব, 'ওজন কম না। তা-ও আবার একটা ওয়্যাগনে তুলেছিল ওরা। নদীর বুকে চাকার দাগ গভীর হয়ে বসতে বাধ্য। খুঁজতে শুরু করো। দেখামাত্র চিনতে পারার কথা।'

ওয়্যাগনটা যেখানে আছে সেখানেই রেখে আশপাশে হেঁটে বেড়াতে শুরু করল দু'জনে। যা খুঁজছে তা পেতে বেশি সময় লাগল না জেবের। তীর থেকে কিছুটা নীচে নেমেছিল খুনিরা, তারপর আবার উঠে গেছে তীরের কাছাকাছি। সে-সময় এতটা শুকায়নি সিরামন, বরং কিছুটা ভেজাই ছিল তীরের কাছটা; ভেজা চক শুকিয়ে গেলে যে-অবস্থা হয়, ওয়্যাগনহুইলের দাগগুলোকেও সে-রকম দেখাচ্ছে।

গলা চড়িয়ে টেক্সকে ডাকল সে। লোকটা কাছে আসার পর উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'এই সেই দাগ। এটাই আমার একমাত্র ভরসা। স্পষ্ট খেয়াল আছে, আমি যখন ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরছি স্যান মার্কোসের দিকে, তখন একজায়গায় শুরু হয় তুমুল ঝড়বৃষ্টি। চাকার দাগ দেখে বুঝতে পারছি এখানেও বৃষ্টি হয়েছিল। তবে আমি নিশ্চিত না, কতদূর পর্যন্ত এতটা স্পষ্টভাবে দাগ দেখা যাবে।'

'সেক্ষেত্রে?' ঝুঁকে পড়ে দাগগুলো দেখছিল টেক্স, সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল কথাটা।

'সেক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র ভরসা ওয়্যাগনের ওজন। চলো ওয়্যাগন নিয়ে রওনা দিই।'

হুইলট্র্যাক ধরে আরও এক মাইলের মতো এগোল ওরা। ঘনিয়ে আসা সাঁঝের অন্ধকার ক্যাম্প করতে বাধ্য করল ওদেরকে।

ওয়্যাগন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করতে করতে টেক্সকে বলল জেব, 'বুঝতে পারছি, সিরামনের তীর ধরে পুবদিকে এগোনোর ইচ্ছা ছিল ওদের। ইচ্ছা ছিল, আরকানসাসের সীমানা ধরে এগোবে, ফলে এড়িয়ে যাবে বেন'স ফোর্টকে। আমার ধারণা, পরিস্থিতি শান্ত না-হওয়া পর্যন্ত বুলিয়নগুলো লুকিয়ে রাখার জন্য আরকানসাসে নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ঠিক করে রেখেছিল ওরা।'

'বেন'স ফোর্ট এড়াতে চাইবে কেন?'

'স্টুয়ার্ট'স ফ্রেইটিং-এর মার্কামারা একটা ওয়্যাগন যাচ্ছে বুলিয়নের চালান নিয়ে, অথচ তাতে মালিকও নেই, ওয়্যাগনমাস্টারও নেই, কোনো বৈধ কাগজপত্রও নেই। একদল গুণ্ডা চালাচ্ছে ওয়্যাগনটা, যারা প্রকৃতপক্ষে আনাড়ি। এসব দেখলে সন্দেহ হবে না ট্রুপারদের?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল টেক্স, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'ক্যাম্প করার জন্য ভালো একটা জায়গা বাছাই করেছ। দু'দিকে দুটো বালিয়াড়ি আছে, আমরা আগুন জ্বাললে দূর থেকে সহজে দেখতে পাবে না কেউ।'

'তা হলে তুমি আগুন জ্বালো, কিছু শুকনো খাবার গরম করো। আমি ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিয়ে আমাদের ক্যান্টিনগুলো ভরে নিয়ে আসি নদী থেকে। কেটলিটাও দাও, ওটাও ভরতে হবে। কফি খাওয়ার জন্য ছটফট করছে আমার আত্মা।'

খাওয়া শেষ করে কফিপূর্ণ মগ নিয়ে নিভু নিভু আগুনের পাশে বসে আছে দু'জনে, আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে যার যার সুবাসিত মগে, আশপাশে চরে-বেড়ানো ডানগুলোর মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল এমন সময়। নিকট অতীতের কথা মনে পড়ল জেবের, সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে কফির মগটা ছেড়ে দিল সে, মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়ান দিয়ে সরে গেল আগুনের কাছ থেকে। একইসঙ্গে টেনে নিয়েছে একটা হেনরি রিপিটার।

সুস্বাদু খাবারটা, সুবাসিত কফিটা এখন বিস্বাদ লাগছে জেবের কাছে। মনে হচ্ছে, একটুখানি আয়েশ করতে গিয়ে নিজেদের উপস্থিতি ফাঁস করে দিয়েছে অজানা শত্রুর কাছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে টেক্সের দিকে। আগুনের কাছ থেকে সরে গেছে লোকটাও, একটা বালিয়াড়ির পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ওর কাঁধের কাছে চকচক করছে কী যেন। জিনিসটা চিনতে একটু

সময় লাগল জেবের, কিন্তু চিনতে পারার পর যথেষ্ট স্বস্তি অনুভব করল সে। আরেকটা হেনরি রিপিটার।

বালির জমিনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে...সম্ভবত কয়েকটা ঘোড়া। আলাদা করে শোনা যায় কমপক্ষে চার জোড়া ক্ষুরের আওয়াজ। থামছে, এগোচ্ছে। আবার থামছে, আবার এগোচ্ছে। কোন্‌দিকে যাওয়া উচিত সে-ব্যাপারে যেন নিশ্চিত না সওয়ারীরা।

রাইফেল উঁচু করল জেব।

'আমি...আমি অলিভ, জেব,' কাঁপা কাঁপা নিচু গলায় বলে উঠল মেয়েটা। 'তুমি...তোমরা কি আছো ওখানে?'

রাইফেল নামিয়ে নিল জেব, মাথা কাজ করছে না ওর। হাঁ করে তাকিয়ে আছে টেক্সের দিকে।

'আমার মাথায় ঠাঠা পড়ল কোন্ সময়?' বলল টেক্স। 'তা না-হলে তো পাগল হওয়ার কথা না!'

স্বভাবসুলভ খিলখিল হাসি হাসল অলিভ। 'ওলসেন, বলেছিলাম না, কাছেপিঠেই আছে দু'জনে? কফির ঘ্রাণ পেয়েছি আমি। জানি ওরা দু'জনই কফির পাগল। টুকটাক কথাবার্তার আওয়াজও শুনেছি। ...জেব, টেক্স, যেখানে লুকিয়ে আছো তোমরা, প্লিয বের হয়ে এসো সেখান থেকে। পিপাসায় মরতে বসেছি আমি। ইচ্ছা করছে সিরামনের সব পানি গিলে খাই একনিঃশ্বাসে!'

আড়াল ছেড়ে বের হলো জেব আর টেক্স।

একটা ঝোপের পাশে, ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে অলিভ। দানাপানির অভাবে ধুঁকছে ঘোড়াটা। মেয়েটার কাছেই ঝোপঝাড়ে ভরা একটা ঢাল, পিঠে ওলসেনকে নিয়ে ঢালটা বেয়ে উঠে এল আরেকটা অতি-ক্লান্ত ঘোড়া। ধুলোমলিন বাকস্কিনের শার্ট পরিহিত মধ্যবয়স্ক ওলসেনকে সবার চেয়ে বেশি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

রাইফেল হাতে নিয়েই ওদের দিকে ছুট লাগাল জেব আর

টেক্স, রেগে গেছে দু'জনই। ওরা কাছাকাছি যাওয়ামাত্র আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল ওলসেন। বলল, 'আমার কোনো দোষ নেই। আমি একাই আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা। বার বার বলছিল, একজনের বদলে দু'জন এলে তোমাদেরকে খুঁজে পাওয়াটা সহজ হবে। কয়েকবার মানা করে রাজি হয়ে গেলাম শেষপর্যন্ত। যদি আমার দিকে সিক্সগুটার তাক করে? ...এখন সামলাও ওকে।'

'তার আগে পারলে কিছু খেতে দাও আমাদেরকে,' বলল অলিভ। 'আর আমাদের ঘোড়াগুলোকেও একটু দানাপানি দাও। ...কী ব্যাপার, তোমরা ওরকম মহিষের মতো তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে? মহিষ খেদাতে গিয়ে মহিষের ঘষা খেয়ে মেজাজটা ওদের মতো হয়ে গেছে নাকি? ওলসেন তো বললই ওর কোনো দোষ নেই। যা হয়েছে, হয়েছে। এখন কি ইচ্ছা করলেই ফিরে যেতে পারবো বেন'স ফোর্টে? ...কেউ একজন এসো আমার কাছে, দয়া করে ধরো আমাকে, স্যাডল থেকে নামতে সাহায্য করো। আমার পা দুটো অবশ হয়ে গেছে।'

নিজের রাইফেল টেক্সের হাতে ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল জেব। পাঁজাকোলা করে নামাল মেয়েটাকে স্যাডল থেকে। মাটিতে নামামাত্র ধপ্ করে বসে পড়ল অলিভ। দু'হাত দিয়ে দু'পা টিপছে।

চোখে কৌতুক নিয়ে তাকাল সে জেবের দিকে। 'কী খাচ্ছিলে তোমরা বলো তো? বেকন? বিস্কুট? উফ্, একটু দাও না! কফি কি আছে, না শেষ?'

কোনো জবাব দিল না জেব। একদৃষ্টিতে দেখছে অলিভকে।

কারও সাহায্য ছাড়াই স্যাডল থেকে নেমে পড়েছে ওলসেন। কোমরে হাত দিয়ে হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে এখন। কাঠপুতুলের মতো হাঁটছে, আর "বাবা রে মা রে" বলছে। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর বলল, 'অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আমাদেরকে। এবং

অনেক দ্রুত।'

'তোমাদের দু'জনের মাথায় গোবর ঢুকল কীভাবে বুঝলাম না,' দু'কাঁধে দুটো রাইফেল ফেলে নল দুটো হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে টেক্স। 'আমাদের পিছু নেয়ার কথা ভাবলে কী করে?'

পায়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে, তাই উঠে দাঁড়াল অলিভ। ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'টেক্স, নিশ্চয়ই আমাকে জবাবদিহি করতে বলতে পারো না তুমি।'

চুপ হয়ে গেল টেক্স, দেখে মনে হলো নুনের ছিটা পড়েছে জোঁকের মুখে।

ওলসেনের দিকে তাকাল জেব। 'অন্তত তোমার কাছ থেকে এ-রকম কিছু...'

ওর দিকে পাঁই করে ঘুরল অলিভ, দু'হাত কোমরে রাখল। 'ওকে বার বার দোষ দিচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। বার বার বলছি ওর কোনো দোষ নেই। আমাকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছে সে অনেকবার, পারেনি। সে ছাড়া অন্য কেউ টুঁ শব্দটাও করেনি আমার চলে আসার ব্যাপারে। তা ছাড়া আমি সিরামনের ধারে যাই নাকি জাহান্নামে যাই তাতে কার কী?' মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর আরও বলল, 'তোমাদের ওয়্যাগনহুইলের টাটকা দাগ অনুসরণ করা খুব কঠিন কোনো কাজ ছিল না। তা ছাড়া, চলে আসার আগে গন্তব্যের কথা বলে এসেছিলে আমাকে, জেব।'

'বার বার এটা-সেটা বলে কথা ঘুরানোর চেষ্টা করছ তুমি, অলিভ।'

'কথা ঘুরানোর চেষ্টা করছি মানে?'

'কেন এসেছ তুমি এখানে?'

'আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই এসেছি। আর কিছু?'

দাঁতে দাঁত পিষল জেব। টেক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগামীকাল সকালে ফিরতি পথ ধরবো আমরা। বেন'স ফোর্টে

পৌঁছে দেবো অলিভ আর ওলসেনকে, তারপর আবার আসবো এখানে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বুলিয়ন উদ্ধার অভিযান স্থগিত।'

'এই যে মিস্টার,' রাগে মাটিতে পা ঠুকল অলিভ, 'জে অ্যাণ্ড ও'র বেশিরভাগের মালিক কে? আমি না তুমি? কাজেই টেক্স কার কথা শুনবে? আমার না তোমার?'

লম্বা করে দম নিল জেব, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। 'কেন একগুঁয়েমি করছ, অলিভ? এখানে যদি দশ-পনেরোজন ইণ্ডিয়ানের একটা দলও হামলা করে আমাদের উপর, নিশ্চিতভাবে হারবো এবং মরবো আমরা। আমাদেরকে খুন করবে ওরা, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। কেন, তা কি বলে দিতে হবে?'

'এই ট্রেইলে শুধু তোমার একার পা পড়েনি, জেব স্টুয়ার্ট। এখান দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করেছি আমিও। ইণ্ডিয়ানদের হামলার ভয় দেখিয়ো না আমাকে। যে-কাজ করতে এসেছ তা স্থগিত রেখে ফিরে যেতে চাচ্ছ বেন'স ফোর্টে। আমি জানতে চাই, সিদ্ধান্তটা এককভাবে নেয়ার অধিকার তোমার আছে কি না। জানতে চাই, বুলিয়নগুলো উদ্ধার করতে না-পারলে স্যান মার্কোসে ফেরার পর তোমার, বলা ভালো আমাদের কী অবস্থা হবে ভেবেছ কি না। ভ্যান হেফলিনের ওয়্যাগনইয়ার্ডে কামলা খাটতে হবে তোমাকে, বলে রাখলাম। আর আমাকে রোজ যেতে হবে ওর বাড়িতে—ওর ঘরদোর সাফ করে দেয়ার জন্য আর বাসনকোসন মাজার জন্য। তুমি কি তা-ই চাও?'

'কথা শেষ হয়েছে তোমার?'

ক্লান্তি, ক্ষুধা, রাগ—সবকিছু একসঙ্গে মিলেমিশে এতক্ষণে যেন বিস্ফোরণ ঘটাল অলিভের ভিতরে। দু'চোখ জ্বলে উঠল ওর, ফুলে উঠল নাকের বাঁশি। মুখ ঝামটা মেরে বলল সে জেবকে, 'সোজাসুজি বললেই তো হয় শ্যাননকে একটাবার দেখার জন্য জান বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার,' কান্না চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা

করছে, 'মেয়েটা বেন'স ফোর্টে গেছে অনুমান করে নিয়ে একটা ছুতো পাওয়ামাত্র তাই যেতে চাচ্ছ ওদিকে।' ঘুরল আবারও, ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল কিছুটা দূরে।

দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরল জেব, জোর করে ঘুরাল নিজের দিকে। দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'বার বার কেন তুমি শ্যাননকে নিয়ে আসো আমাদের মাঝখানে? প্রশ্নটার জবাব দিতেই হবে তোমাকে। বলো, কী জানতে পেরেছ তুমি আমার আর শ্যাননের ব্যাপারে?'

মোচড়ামোচড়ি করছে অলিভ, নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে জেবের লৌহকঠিন থাবা থেকে। কিন্তু পারছে না। দূরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে টেক্স আর ওলসেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যটা।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর অলিভ বুঝতে পারল জেব না-চাইলে হাজার চেষ্টা করলেও মুক্ত হতে পারবে না সে। তাই মৃদু গলায় বলল, 'ছেড়ে দাও আমাকে, জেব। ব্যথা লাগছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছেড়ে দিল জেব। রাগের মাথায় কী করছিল এতক্ষণ বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো কিছুটা।

বুকের উপর দু'হাত আড়াআড়িভাবে রেখে দু'কাঁধ ডলছে অলিভ—যে-জায়গা দুটো এতক্ষণ আঁকড়ে ধরে ছিল জেব। আবারও নিচু গলায় বলল, 'শ্যাননকে নিয়ে কিছু বললে এত ক্ষেপে যাও কেন? তারমানে মেয়েটাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসো তুমি। আর...আর...' বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল, 'সে তোমার পার্টনারের স্ত্রী জেনেও একরাতে ওকে একলা পেয়ে জোর করে চুমু খেয়েছ। তুমি অস্বীকার করতে চাইলেও লাভ হবে না, আমাকে সাপে কাটার পর যখন আমার সেবা করছিল শ্যানন তখন একফাঁকে বলেছে কথাটা। আরও অনেক কথা বলেছে।'

লম্বা করে দম নিল জেব। 'অলিভ, শ্যানন তোমাকে কী বলেছে না-বলেছে আমি জানি না। তবে একটা অনুরোধ করবো তোমাকে—দয়া করে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ো না। আমি শ্যাননকে ভালোবাসি না, ঈশ্বরের শপথ। আর আমি কখনও জোর করে চুমু খাইনি ওকে, সে-রকম কোনো কাজ করার প্রশ্নই আসে না। বরং সে-ই আমাকে একলা পেয়ে...মানে...আমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে করেছে কাজটা। তা-ও আবার একতরফাভাবে। তবে সততার খাতিরে বলা উচিত, একসময় ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল আমার। কিন্তু সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন?'

'সন্দেহের কারণে।'

'কীসের সন্দেহ?'

'জেনেও না-জানার ভান করছ নাকি? টেক্সের পকেটে জন ব্রাউনের ঘড়িটা ঢুকিয়েছিল কে? সে-রাতের আগে ওর পকেটে আর কখনও দেখা যায়নি ঘড়িটা। আরও স্পষ্ট করে বললে, সে-রাতে শ্যাননের সঙ্গে নাচার আগে ঘড়িটা কোনোদিন দেখেইনি টেক্স।'

'কিন্তু শ্যানন খুবই সুন্দরী। আর ওর চেহারাই শুধু সুন্দর না, শরীরটাও দারুণ আকর্ষণীয়। যদি বলি ওর রূপযৌবন দেখে মাথা ঘুরে গেছে তোমার?'

'তা হলে আমি বলবো অনেক বড় একটা ভুল হয়েছে তোমার। মানলাম শ্যানন সুন্দরী, কিন্তু ওর দিকে সেরকম দৃষ্টিতে কখনও তাকাইনি আমি। আমার মাথা যদি ঘুরে গিয়েই থাকে তা হলে অন্য কারণে ঘুরেছে।'

'কী সেটা?'

'জন ব্রাউনের ঘড়ি শ্যাননের কাছে গেল কী করে?'

'উইলফ্রেড লুকাস,' সময় নিয়ে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল অলিভ।

'লুকাস?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'যে-রাতে তোমার গুলি খেয়ে মরল লোকটা, সে-রাতে শহরে পৌঁছানোর পর প্রথমেই হেফলিনের অফিসে গিয়েছিল সে। হেফলিনকে পায়নি, তাই ওর স্যাডলব্যাগ হেফলিনের অফিসেই রেখে রওনা দেয় আমার বাড়ির দিকে। আমার ধারণা, ওর স্যাডলব্যাগের ভিতরে ছিল ঘড়িটা।'

'এসব কথা তুমি জানলে কীভাবে?'

ভুবনভুলানো হাসি হাসল অলিভ, চোখের পানি মুছল। 'এতক্ষণে কাজের কথায় এসেছ। কথাগুলো জানতে পারলাম বলেই না ছুটে এলাম তোমার...তোমাদের কাছে যাতে কোনো বিপদে না-পড়ো।'

ভ্রূ কোঁচকাল জেব। 'হেঁয়ালি কোরো না তো, অলিভ। যা বলার সরাসরি বলো।'

'ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় হেফলিনের একটা লোক তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়। লোকটাকে চিনতাম না আগে, তবে নাম জানতে পেরেছি—পিটার ডসন। ওকে বাঁচিয়ে তোলার সবরকম চেষ্টা করেছিলাম, আমার পক্ষে যতটুকু সেবা করা সম্ভব ছিল করেছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি শেষপর্যন্ত, আজ সকালে মারা গেছে বেচারা। আজ তোমরা চলে আসার পর, আমরা তখন বেন'স ফোর্টের দিকে এগোচ্ছি, অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় ডসনের। মরার আগে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। থামল আমাদের কাফেলা, গেলাম আমি ডসনের সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমেই বলল, আমার সঙ্গে একলা কথা বলতে চায়। ইন্টারেস্টিং অনেক কিছু জানতে পারলাম ওর কাছ থেকে।'

'যেমন?'

'যেমন, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার বদভ্যাস ছিল ডসনের। ওর ভাষ্যমতে, মদই খেল ওকে শেষপর্যন্ত। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে

লড়বার সময়ও নাকি মাতাল অবস্থায় ছিল, তাই খেয়াল করতে পারেনি কোন্‌দিক থেকে ছুটে এসেছিল তীরটা। যা-হোক, যে-রাতে লুকাসের সঙ্গে গানফাইট হলো তোমার, সে-রাতে কাজে ফাঁকি দিয়ে মদের বোতল নিয়ে হেফলিনের আস্তাবলে ঢুকে পড়েছিল সে। আয়েশ করার জন্য খোলা জানালার কাছে খড়ের একটা গাদা বেছে নেয় নিজের জন্য। মদ খেতে খেতে যখন নেশা ধরে এসেছে তখন শুনতে পায় লুকাসের গলা। অফিসের দায়িত্বে যে ছিল তাকে জিজ্ঞেস করছিল লুকাস, কোথায় পাওয়া যাবে হেফলিনকে। আরও বলেছিল, ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক সপ্তাহ লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওকে অর্গ্যান মাউণ্টেনে, তাই দেরি হয়ে গেছে শহরে ফিরতে,' দম নেয়ার জন্য থামল অলিভ।

'তারপর?'

'তোমার সঙ্গে লুকাসের গানফাইটের খবর পরদিন সকালে পায় ডসন। ব্যাপারটা বিস্তারিত জানার জন্য সোজা যাচ্ছিল সে হেফলিনের অফিসে, কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পায়, আগের রাতে যে-লোকটা পাহারার দায়িত্বে ছিল তাকে কড়া গলায় বলছে হেফলিন, "লুকাস যে এসেছিল আমার কাছে তা যেন জানতে না-পারে কেউ, ঠিক আছে?"'

নীরবতা।

চুপ হয়ে গেছে জেব। কাছে এসে দাঁড়ানো টেক্স আর ওলসেনও থতমত খেয়ে গেছে অলিভের কথাগুলো শুনে।

'আরও আছে,' বলে চলল অলিভ। 'ডসন বলেছে, তুমি যখন রেটন পাসে ছিলে, মানে বুলিয়নগুলো বহন করার জন্য চুক্তি সই হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে, তখন হেফলিনও ছিল শহরটাতে।'

'হেফলিন! রেটন পাসে?' চিৎকার করে উঠল জেব।

মাথা ঝাঁকাল অলিভ। 'হ্যাঁ। ডসন কসম খেয়ে বলেছে, তুমি শহর ছাড়ার কয়েকদিনের মধ্যে হেফলিনও রওনা দেয় রেটন পাসের উদ্দেশে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঘটনাটার দু'-এক রাত পরে নিজচোখে হেফলিন আর লুকাসকে ফুসুরফাসুর করতে দেখেছে সে, হেফলিনের আস্তাবলেই। তারমানে ব্যাকট্র্যাক করে স্যান মার্কোসে ফিরে গিয়েছিল হেফলিন।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জেব আর টেক্স।

'এরপর আবার রেটন পাসের দিকে রওনা দেয় হেফলিন, এবার স্টেজকোচে চেপে যাতে ওয়্যাগনের চেয়ে দ্রুত পৌঁছাতে পারে। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, ওর সঙ্গে নাকি কয়েকজন লোক ছিল যাদের একজন লুকাস। আরেকটা কথা। ওরা স্টেজকোচে চড়ার আগেই আগুন জ্বলে ওঠে আমাদের আস্তাবলে।'

'পুরো ব্যাপারটা খাপে খাপে মিলতে শুরু করেছে এতদিনে। নাটের গুরু কে তা নিয়ে খুঁতখুঁতানি ছিল আমার মনে, আজ নিঃসন্দেহ হলাম। এ-ও জানতে পারলাম, হেফলিনের দোসর হিসেবে শ্যাননও জড়িত আছে এসবের সঙ্গে। টেক্সের পকেটে ঘড়ি ঢোকার ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। তারমানে অ্যাম্বুশ, খুন আর ডাকাতি—তিনটা ঘটনারই খবর ছিল ওর কাছে। সে শুধু মূল অপরাধীকে সাহায্যই করেনি, যে নির্দোষ তাকে ফাঁসানোরও চেষ্টা করেছে।'

'মিস্ অলিভের বাড়ির বাইরে হেফলিনের জন্যই অপেক্ষা করছিল লুকাস,' মুখ খুলল টেক্স। 'জেবের ছায়ামূর্তি দেখে ভাবে সে, হেফলিন এগিয়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে এগিয়ে যায় ওর দিকে, ইচ্ছা ছিল ইণ্ডিয়ানদের হামলায় বুলিয়নগুলো খোয়া যাওয়ার খবর জানাবে। কল্পনাও করেনি জেবকে দেখতে পাবে হেফলিনের বদলে। তাই দেখামাত্র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় হাত বাড়ায় নিজের পিস্তলের দিকে।'

শুবেল মর্গানের কথা মনে পড়ে গেল জেবের। বলল, 'আমাদের জন্য জঘন্য কিন্তু নিজের জন্য দারুণ এক চাল চেলেছিল হেফলিন। সেটা হলো, অলিভের কাছে শেয়ার বেচে দিতে ফুসলিয়ে রাজি করিয়েছিল মর্গানকে। পয়সার দিক দিয়ে চিন্তা করলে লাভবান হয় মর্গান। কিন্তু একটু দেরিতে হলেও ঠিকই বুঝতে পারে সে, কত জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মনের আগুন বোতলের মদ দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করতে গিয়ে হাসিখুশি মানুষটা রাতারাতি পরিণত হয় এক জিন্দালাশে।'

ঝট করে জেবের দিকে তাকাল ওলসেন। 'তারমানে...তুমি বলতে চাচ্ছ...'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'হ্যাঁ। তুমি যা ভাবছ তা-ই বলতে চাচ্ছি আমি। কোনো ইণ্ডিয়ান গুলি চালায়নি মর্গানের উপর। ওকে খুন করেছে হেফলিন নিজেই। এবং কাজটা যে করা হবে জানত শ্যানন।'

'কুত্তী!' বিড়বিড় করে গাল দিল টেক্স।

'বিবেকের দংশনে ভুগতে ভুগতে যাতে কখনও কিছু ফাঁস করতে না-পারে মিস্টার মর্গান, সেজন্য চিরদিনের মতো চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে,' মন্তব্য করল অলিভ। তারপর তিক্ত গলায় বলল, 'মিস্টার কাস্টারের পার্লারকারের দরজার নীচ দিয়ে চিরকুট ঢুকিয়েছিল কে, জানো? হেফলিন।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বাকি তিনজন।

'আমাদের স্যান মার্কোসের এক গির্জায় বুড়ো এক ফাদার আছেন,' বলে চলল অলিভ। 'তিনি প্রায় রোববারেই বলেন, মানুষ জানে না, অথচ তার সব পাপ কাজেরই একজন না একজন সাক্ষী থাকে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে। হয়তো হেফলিনের সাক্ষী হিসেবে ডসনকে ঠিক করে রেখেছিলেন ঈশ্বর। লোকটা আমাকে বলেছে, এমনিতে বেশি রাত জাগে না হেফলিন। কিন্তু মিস্টার কাস্টারের

পার্লারকারে দাওয়াত খেতে যাওয়ার আগের রাতে নাকি অনেকক্ষণ জেগে ছিল। সবকিছু মোটামুটি চুপচাপ হয়ে যাওয়ার পর নিজের দামি বেশভূষার বদলে মামুলি পোশাক পরে বের হয় নিজের অফিসবাড়ি থেকে। আর তাতেই কেমন খটকা লাগে ওয়্যাগনইয়ার্ডের এককোনায় বসে-থাকা ডসনের। আড়ালে আড়ালে থেকে অনুসরণ করতে শুরু করে সে হেফলিনকে। দেখে, মিস্টার কাস্টারের পার্লারকারের কাছে গিয়ে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল হেফলিন, পকেট থেকে কী যেন বের করে কিছু একটা করল বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তারপর চট করে সরে পড়ল।'

'তা-ই তো বলি যখন গুলি চালানো হলো তোমার উপর তখন কোথায় ছিল লোকটা,' বলে উঠল টেক্স। 'পার্লারকারের ভিতরে, দূরে দূরে থেকে নজর রাখছিলাম আমি তোমার উপর, মিস্ অলিভ। যখন গুলি করা হলো তখন কেন যেন মনে হলো সবাই আছে শুধু হেফলিন ছাড়া। নিশ্চিত ছিলাম না বলে এতদিন বলতে পারিনি কথাটা।'

'আমার কিন্তু মনে হয় অলিভের উপর না, গুলি চালানো হয়েছিল মিস্টার কাস্টারের উপর,' বলল জেব।

'মিস্টারের কাস্টারের উপর!' তাজ্জব হয়ে জেবের দিকে তাকাল অলিভ। 'কেন?'

'কারণ রেলরোডের কাজটা পাওয়ার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত ছিল হেফলিন। সেটা যখন পায়নি, বরং উল্টো দেখেছে আমাদেরকে সুবিধা দেয়ার জন্য পুরো কাজটাই পিছিয়ে দিয়েছেন মিস্টার কাস্টার, ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে তাঁর উপর। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহার বাস্তবায়নে।'

'খুন করা এবং করানো, খুনের চেষ্টা করা, কাউকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেয়া—কোন্ অভিযোগটা উত্থাপন করা যায় না শয়তান

হেফলিনের বিরুদ্ধে?' ধরা গলায় বলল অলিভ। 'ওর কারণেই হার্টঅ্যাটাক করে মরেছে আমার বাবা। একটাই প্ল্যান ছিল ওর—আমাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে স্যান মার্কোসের ফ্রেইটিং ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নেবে।'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল টেক্স। 'মিস্ অলিভ, আমার মনে হয় তোমার বাবাকে খুন করার ইচ্ছা ছিল না হেফলিনের। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর সে বুঝতে পারে, দুর্ঘটনার মতো দেখায় এমন কিছু ঘটিয়ে একে একে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিতে পারলে সবদিক দিয়ে লাভ। তাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না।'

'কিন্তু এখনও কমপক্ষে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী বাকি আছে ওর,' নিচু গলায় বলল জেব। 'একজন আমি। আরেকজন অলিভ। আমাদের জন্য কোন্ নীলনকশা বাকি আছে ওর কাছে কে জানে!' অলিভের দিকে তাকাল সে। 'না-জেনে রাগারাগি করেছি তোমার সঙ্গে, আমি দুঃখিত। আমাদেরকে বাঁচাতে, অন্তত পক্ষে সতর্ক করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতদূর এসেছ তোমরা। তোমার...তোমাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমি।'

মাথা ঝাঁকাল অলিভ। 'স্পেন্সার আর ওর চামচাদেরকে কেন ভাড়া করে এনেছে হেফলিন, বোঝা যাচ্ছে এবার। তোমাকে আর টেক্সকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়ার নিয়তে আরও একবার অ্যাম্বুশ করাবে সে। আমার ধারণা আরকানসাস নদীর আশপাশে কোথাও অবস্থান নিয়েছে ওরা, আর সেজন্যই সবার আগে পালিয়েছে কাফেলা ছেড়ে। তোমরা বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগন নিয়ে ওদিকের ট্রেইলের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র আড়াল থেকে গুলি চালাবে তোমাদের উপর।'

জেব বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় আছি আমরা। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ভবঘুরে কোনো ইণ্ডিয়ান দলের কবলে পড়তে পারি। অলিভ, ওলসেন, খেয়ে নাও তোমরা। তারপর আরাম করো।

আমি আর টেক্স পালা করে পাহারা দিচ্ছি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে চাঁদ উঠবে, আমরা রওনা করবো মাঝরাতের দিকে।'

অলিভ আর ওলসেনের খাওয়া হয়ে যাওয়ামাত্র আগুন নিভিয়ে দিল টেক্স। খাবার "পরিবেশনের" দায়িত্বে ছিল সে-ই। জেব গেছে ঘোড়াগুলোর পরিচর্যা করতে। একইসঙ্গে একটু দেখেশুনে আসবে চারদিক।

সে ফিরে আসার পর ওকে আরও কয়েকটা কথা বলার জন্য একটু দূরে নিয়ে যেতে চাইল অলিভ, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে সোজা মানা করে দিল জেব। একরকম জোর করেই মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দিল ওয়্যাগনের ভিতরে। দুটো বেডরোল নিয়ে সরে আসার সময় গুডনাইট বলতে গিয়ে খেয়াল করল, বুকের কাছে হাঁটু ভাঁজ করে দু'হাত দিয়ে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে আছে মেয়েটা, একদৃষ্টিতে দেখছে ওকেই।

কিছু বলতে গিয়েও বলল না জেব, ওয়্যাগনের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে সরে এল, বেডরোল দুটো দিল টেক্স আর ওলসেনকে। রাতের প্রথম প্রহরটা ঘুমাক ওরা। পাহারায় থাকবে সে।

অর্গ্যান মাউন্টেনের আশপাশের আবহাওয়া বিচিত্র। এখানে দিনে থাকে চামড়াজ্বালানো রোদ, অথচ রাতে খোলা আকাশের নীচে থাকলে গা কাঁপতে থাকে ঠাণ্ডায়। ওয়্যাগনের একদিকের চাকার কাছে রিপিটার নিয়ে বসে-থাকা জেব অস্বস্তিতে ভুগছে একই কারণে। ঘাড় ঘুরিয়ে টেক্স আর ওলসেনের দিকে তাকাল সে। বেডরোলের উপর আরাম করে শুয়ে আছে দু'জনে, তলিয়ে গেছে সুখনিদ্রায়। ওলসেন তো রীতিমতো নাক ডাকাচ্ছে। ওরা কোন্ ফাঁকে কম্বল নিয়ে এসেছে টের পায়নি জেব। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, শেষে সিদ্ধান্ত নিল একটা কম্বল লাগবে ওরও। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল ওয়্যাগনের দিকে।

দরজাটা এখনও ভেড়ানো। পাল্লায় হাত রাখল জেব,

অলিভের ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না-ঘটে সেজন্য আস্তে করে টান দিল ওটা। কম্বল কোন্‌দিকে আছে জানা আছে, তাই খানিকটা নিচু হয়ে হাত বাড়াল সেদিকে। ভীষণ চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘুমায়নি অলিভ। সেই একইভাবে বসে আছে—দু'হাঁটু বুকের কাছে ভাঁজ করে, হাত দিয়ে হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধরে। জেবকে দেখে আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, তারপর একটা কম্বল বাড়িয়ে ধরে নিচু গলায় বলল, 'আমি জানতাম আসবে তুমি। ওরা কম্বল নিয়ে গেছে কিন্তু তুমি নাওনি।'

'তাড়াহুড়োয় খেয়াল ছিল না আসলে,' নিচু গলায় বলল জেবও, চায় না টেক্স বা ওলসেনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটুক। হাত বাড়িয়ে নিল কম্বলটা। 'তুমি ঘুমাওনি এখনও?'

'ওই যে বললাম, তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি ঘুমিয়ে গেলে তোমাকে কম্বল দিত কে?'

'কী বলছ বোকার মতো? আমি কি কম্বল নিতে পারতাম না? আমি জানি...'

অলিভকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে কথা শেষ না-করেই থেমে গেল জেব। ওর কাছে এসে দু'হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হলো মেয়েটা, তারপর হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরল ওকে। ওর কাঁধে মাথা-কপাল-গাল ঘষল কিছুক্ষণ, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, জেব স্টুয়ার্ট।'

কথাটা শোনামাত্র জেবের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে খুশির বন্যা বয়ে গেল যেন। কম্বলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে সে-ও জড়িয়ে ধরল অলিভকে। শক্ত বাঁধনে পেঁচিয়ে ধরেছে সে মেয়েটাকে। 'আমিও ভালোবাসি,' বলল সে, 'অনেক অনেক আগে থেকে। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সম্ভবত সেদিন থেকেই। কিন্তু কোনোদিন বলতে পারিনি। ভেবেছিলাম...'

আবারও কথা বন্ধ হয়ে গেল ওর, কারণ ওর ঠোঁটের সঙ্গে নিজের ঠোঁট চেপে ধরেছে অলিভ।

লম্বা সময় নিয়ে পরস্পরকে চুমু খেল ওরা।

একসময় নিজেকে সংযত করল জেব, জোর করে সরিয়ে দিল অলিভকেও। মেয়েটার চোখে চোখ রেখে হাসল। 'ঘুমাবে না?'

'যে-চমৎকার ঘুমের-ওষুধ খাওয়ালে,' হাসছে অলিভও, 'এখন আর না-ঘুমিয়ে উপায় আছে?'

'তা হলে গুডনাইট,' দরজার পাল্লায় হাত রাখল জেব। 'আর দেরি কোরো না। মাঝরাতের পর কিন্তু রওনা দিতে হবে। যতটুকু ঘুমাবে ততটুকুই লাভ।'

'তোমার একটা জিনিস আছে আমার কাছে,' তাড়াহুড়ো করে বলল অলিভ। 'চলে যাওয়ার আগে সেটা কি নেবে?'

'আমার জিনিস! তোমার কাছে? কী?'

কাউবয়দের ঢং-এ গলায় বাঁধা একটা রুমাল খুলে জেবের হাতে ধরিয়ে দিল অলিভ। 'মনে পড়ে এটার কথা?'

রুমালটা একনজর দেখেই বলল জেব, 'মনে পড়ে মানে? কোনোদিন ভুলতে পারবো কি না সন্দেহ।'

মিষ্টি গলায় অলিভ বলল, 'ওটার সঙ্গে আমার ঘাম লেগে আছে। আর...কয়েক ফোঁটা রক্তও আছে হয়তো।'

'অলিভ, আমার জন্য তোমার ঘাম আর রক্তের গন্ধ, পৃথিবীর সবচেয়ে সুগন্ধী গোলাপের চেয়েও আকর্ষণীয়,' বলে মেয়েটার ঠোঁটে আরেকবার চুমু খেল জেব। 'এবার ঘুমাও জলদি।' মেয়েটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল।

কম্বলটা নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল সে। ওটা মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল ওয়্যাগনহুইলে পিঠ ঠেকিয়ে।

ঠাণ্ডা আরেকটু বেড়েছে। রাতটা স্তব্ধ। বাতাস নিশ্চল। আকাশে একটা-দুটো তারা ফুটছে। কান পাতলে অনেক দূরের

শব্দও শোনা যায়। সিরামনের ধারে ডেকে বেড়াচ্ছে নিঃসঙ্গ একটা নেকড়ে। অনতিদূরের একটা কটনউডের ডাল থেকে নিজের উপস্থিতির জানান দিল রাতজাগা একটা পাখি। কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে একদল কয়োট, একের পর এক গা শিউরানো ডাক ছাড়ছে তারা। সে-ডাক মাঝেমধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নদীর প্রায়-শুকনো বুকে, তীরের আধা ন্যাড়া জমিনে।

আজকের রাতটা খুব ভালো লাগছে জেবের। বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছে সে জীবনের সবগুলো চিহ্নের মাঝে। বেঁচে থাকতে চায় সে অনেক অনেক দিন, অলিভকে নিয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওয়্যাগনটার দিকে। ভিতরে আছে অলিভ। হয়তো ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আছে, কাছাকাছি।

সিরামনের বুক থেকে ভেসে আসছে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। দৌড়ে নদী পার হলো একপাল এল্ক, জেবের ধারণার চেয়ে দ্রুত সময়ে কাছে এসে পড়ল। সম্ভবত ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়ে দিক বদল করল ওগুলো। গজ বিশেক দূর দিয়ে একপাল ছুটন্ত কালো মূর্তিকে রাতের আঁধারে মিলিয়ে যেতে দেখল জেব।

এতক্ষণ স্তব্ধ ছিল বাতাস, এবার বইছে থেকে থেকে। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। অলিভ যদি বুদ্ধি করে কম্বলগুলো না-দিত তা হলে কী অবস্থা হতো ভাবল জেব। আশপাশের ঝোপগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে বাতাসের ধাক্কায়। দূরের আওয়াজগুলো আগের মতো স্পষ্টভাবে কানে আসছে না এখন আর।

মেঘ কেটে-যাওয়া আকাশে থালার মতো চাঁদ উঠল একসময়। এখন রূপালী আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সিরামনের বুক, বেলেমাটির তীর। আলোর উজ্জ্বলতা এত বেশি যে, সাদা বালির উপর স্পষ্ট ঠাহর করা যায় শুয়ে-থাকা টেক্স আর ওলসেনকে, আর ওয়্যাগনটার কথা তো বলাই বাহুল্য।

ঘণ্টাখানেক পর উঠে গিয়ে টেক্সকে ডেকে তুলল জেব।

'এবার আমি একটু ঘুমাই। তুমি পাহারায় থাকো। মাঝরাতের দিকে ডেকে তুলবে সবাইকে। তখন হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে হালকা কিছু খেয়ে রওনা হবো আবার।'

মাথা ঝাঁকাল টেক্স, কিছু বলল না।

ওর বেডরোলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল জেব। ভেবেছিল শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে যাবে, কিন্তু ঘুম আসছে না। এপাশওপাশ করতে হচ্ছে। কেন যেন ভ্যান হেফলিনের কথা মনে হচ্ছে বার বার। লোকে বলে, বেশি ভালো, ভালো না। কথাটা সম্ভবত ঠিক। হেফলিনই তার প্রমাণ। সে স্যান মার্কোসের সবচেয়ে ভদ্র ফ্রেইটার। মুখের কোণে হাসিটা লেগেই থাকে সবসময়। কথা বলার সময় গলা দিয়ে মধু ঝরে। প্রতি রোববার নিয়ম করে গির্জায় যায়, প্রথম বেঞ্চটাতে বসে মাথা দুলিয়ে সুর করে বাইবেল পড়ে। দয়াদাক্ষিণ্য, সামাজিকতা, পোশাকআশাক—কোনোটাতেই সে পিছিয়ে নেই কারও চেয়ে। অথচ...। বিড়ালতপস্বী আর কাকে বলে!

মনে পড়ছে শ্যাননের কথাও। কী সুন্দরী একটা মেয়ে! কত আকর্ষণীয় তার যৌবন! অথচ মেয়েটার চেহারা যতটা সুন্দর, মন ততটাই কুৎসিত। শরীর যতটা মোহনীয়, কাজ ততটাই দূষণীয়। বেশি রূপবতী মেয়েরা কি এ-রকমই হয়?

জোরালো একঝলক বাতাস বয়ে গেল এমন সময়। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল ওয়্যাগনের ভেড়ানো দরজাটা। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে অলিভ, শুনতে পেল সে। নিঃশব্দে হাসল জেব, কান পাতল। একবার, দু'বারও হতে পারে, ওর নাম উচ্চারণ করল মেয়েটা ঘুমের মধ্যে। জেবের হাসিটা চওড়া হলো, পাশ ফিরে শুয়ে-থাকা অবস্থায়ই একটু ঝুঁকল সে—কম্বলটা ভালোমতো জড়িয়ে নেয়া দরকার গায়ের সঙ্গে।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো রাইফেলের গর্জন শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে।

ভীষণ চমকে উঠল জেব, থতমত খেয়ে গেছে। পঞ্চাশ, বেশি হলে ষাট গজ দূরে একটা বালিয়াড়ি, ওটার আড়াল থেকে গুলি চালানো হচ্ছে ওদের উপর। এবং একজন না, দু'জন গুলি করছে একসঙ্গে। চোখের কোণে ধরা পড়ছে দুটো আলাদা রাইফেলের স্ফুলিঙ্গ।

জেবের মাথা থেকে দু'ইঞ্চি দূরে ওয়্যাগনহুইলের একটা স্পোক আলগা হয়ে গেল বুলেটের আঘাতে। একটা গড়ান দিয়ে বেডরোল থেকে নেমে গেল জেব, বালিতে বুক ঘষে এগিয়ে গেল চাকার দিকে—ওটাই এখন একমাত্র আড়াল।

গুলির আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসেছে ওলসেন, চিৎকার করে কী যেন বলছে, বুলেটের শব্দের কারণে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জেব, শুয়ে পড়ে গড়ান দিয়ে সরে যেতে বলল ওলসেনকে। কিন্তু নিস্তব্ধ রাতে রাইফেলের একটানা গর্জনের কারণে জেবের একটা শব্দও কানে গেল না ওলসেনের। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল লোকটা, কঁকিয়ে উঠল প্রচণ্ড ব্যথায়, বেডরোলের উপর পড়ে গেল ধপাস করে। নড়ল না আর।

বিরতিহীনভাবে গর্জাচ্ছে রাইফেল দুটো, সম্ভবত আরও একজন যোগ দিয়েছে দুই অ্যাম্বুশারের সঙ্গে। এবার মরণআর্তনাদ ছাড়তে ছাড়তে বালির উপর আছড়ে পড়ছে জেবদের ঘোড়াগুলো, একটার পর একটা। খুলে গেছে ওয়্যাগনের দরজাটা, সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে অলিভ। আবারও গলা ফাটাতে হলো জেবকে, যেখানে আছে সেখানেই থাকতে বলল সে মেয়েটাকে। স্টক থেকে একটা রিপিটার দিতে বলল ওকে। একটা রাইফেল তুলে নিয়ে যত জলদি সম্ভব জেবের দিকে বাড়িয়ে দিল অলিভ।

ওটা নিয়ে আবারও গড়ান দিল জেব, চলে এল ওয়্যাগনের পিছনের চাকার কাছে। একবার দেখেই বুঝে নিল কোথায়

পজিশন নিয়েছে ঘাতকেরা। রিপিটারের চেম্বার খালি না-হওয়া পর্যন্ত নিশানা বদল করে করে বার বার টান দিল ট্রিগারে। শত্রুপক্ষের তিনজনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল দু'জনের রাইফেল। তৃতীয়জন, সম্ভবত পাল্টা জবাব আসায়, দিক বদল করে সরে গেল আরেকজায়গায়।

সব চুপচাপ। অপেক্ষা করছে জেব। একটানা বুলেটবৃষ্টির পর এই নীরবতা প্রচণ্ড অস্বস্তি জাগায় মনে। ঘাড় না-ঘুরিয়ে শুধু চোখ ঘোরাল জেব। বেডরোলের উপর পড়ে থাকা ওলসেনের শরীরটা নড়ছে না একটুও। টেক্সের কোনো পাত্তা নেই। মারা যাওয়ার আগে শেষবারের মতো পা ছুঁড়ছে কোনো একটা ঘোড়া, বালিতে লাথি মারার দুর্বল আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

শত্রুপক্ষের অবস্থান জানার জন্য চাকার আড়াল থেকে মাথাটা একটু বের করল জেব। সঙ্গে সঙ্গে দূরের ওই বালিয়াড়ির আড়াল থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। চেম্বার খালি না-হওয়া পর্যন্ত একটানা গুলি করল লোকটা, জেবকে কোনো সুযোগ দিতে রাজি না।

ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড একটা ব্যথা টের পেল জেব। মনে হলো কোদাল দিয়ে কেউ কোপ মেরেছে বুঝি ওখানে। হাত থেকে রাইফেলটা খসে পড়ল আপনাআপনি, চোখের সামনে দুলে উঠল চারদিক। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল সে অলিভকে, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ায় আওয়াজ বের হলো না মুখ দিয়ে। কালো একটা পর্দা নেমে এসে ঢেকে দিল ওর দৃষ্টি।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে গিয়েছিল টেক্স, তাই কিছুই হয়নি ওর। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মানুষ পরের কথা, একটা খরগোসও সহজ টার্গেট, জানে সে; তাই নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে রেখে, কখনও বালিতে বুক ঘষে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, আবার কখনও মাথা নিচু করে দৌড়ে এসে

পৌঁছাল ঘটনাস্থলে। প্রস্তুত অবস্থায় আছে ওর রাইফেল। কিন্তু একটা বালিয়াড়ির পাদদেশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, সব শেষ হয়ে গেছে।

মরে পড়ে আছে সবগুলো ঘোড়া। মারা গেছে ওলসেনও। উপুড় হয়ে পড়ে আছে জেব, নড়ছে না। ওয়্যাগনের ভিতরে-থাকা অলিভের কোনো সাড়াশব্দ নেই। একের পর এক বুলেটের আঘাতে ওয়্যাগনটার ছাল উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। ষাট-সত্তর গজ দূর থেকে ভেসে আসছে একাধিক লোকের হর্ষোৎফুল্ল কথাবার্তার আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর ঘোড়া দাবড়ে দূরে, তারপর আরও দূরে চলে গেল ওরা। আবার আগের নিস্তব্ধতা ফিরে পেল রাতটা।

ওয়্যাগনের খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে এল অলিভ। চিৎকার করে ওকে সাবধান করতে চাইল টেক্স, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে করল না। ততক্ষণে পায়ের কাছে জেবকে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে উন্মাদিনীর মতো নিজের চুল খামচে ধরল মেয়েটা, গগনবিদারী আর্তচিৎকার করে উঠতে গিয়েও শেষমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। যে-কোনো চিৎকারে খটকা লাগতে পারে অ্যাম্বুশারদের, ঘটনা কী জানার জন্য ফিরে আসতে পারে তারা।

লাফিয়ে গিয়ে পড়ল সে জেবের ভূলুণ্ঠিত শরীরটার উপর।

উনিশ

কে যেন, সম্ভবত টেক্স, অনেক দূর থেকে বোধহয়, বলছে, 'জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে সে অবশেষে!'

চোখ খুলল জেব। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না! নাকি পাচ্ছে? রোদের তেজে কাঁপছে একটা ঢাল। ওটার পাশে একটা ঝরনা। ওখানে ঝরনা আসবে কোত্থেকে? জানে না জেব। কিন্তু জানে ওটার পানি সুশীতল, আশপাশ মরূদ্যানের মতো। আশ্চর্য, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অলিভ। না, অনেক বছর আগের রহস্যময়ী সেই কিশোরী না, বরং বর্তমানের যুবতী মেয়েটা। যার টানা টানা চোখে একইসঙ্গে ভর করেছে উদ্বেগ আর অশ্রু। ঝরনাটার মতোই সুশীতল আর প্রশান্তিদায়ক ছিল চোখদুটো, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা আর রাতজাগার ক্লান্তির কারণে কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে এখন। দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক আকুলতা।

জেব টের পেল কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে সে, কিছু একটা করার চেষ্টা করছে যাতে অলিভের দুশ্চিন্তা কমে। কিন্তু কে জানে কেন, হঠাৎ কেঁদে ফেলল মেয়েটা। ঝরনাটা উধাও হলো জেবের চোখের সামনে থেকে, এখন শুধু অলিভের দুই চোখ দেখতে পাচ্ছে সে। টপ টপ করে পানি পড়ছে চোখ দুটো থেকে। আরও মলিন, আরও করুণ হয়ে গেছে চেহারাটা।

জেবের কানের কাছে মুখ নামাল অলিভ। 'জেব! বেঁচে আছো

তুমি। তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। তুমি জানো তোমাকে হারাতে চাই না আমি। একটু চেষ্টা করো। একটু জোর খাটাও নিজের উপর। তুমি পারবে, আবার ফিরে আসতে পারবে আমার কাছে। একটু চেষ্টা করো!'

জেবও হারাতে চায় না অলিভকে। মেয়েটাকে নিয়ে অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকতে চায় সে। কিন্তু কী চেষ্টা করতে হবে ওকে? উঠে বসতে বলছে? উঠতে গেলেই কিছু একটা কামড় বসাচ্ছে ঘাড়ের কাছে। মনে হচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে সব স্নায়ু। মাথা ঘুরাচ্ছে। কালো একটা পর্দা চোখের সামনে নামি নামি করেও নামছে না শেষপর্যন্ত।

অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকল জেব, জ্ঞান হারায়নি। টের পেল, সব কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে ওর গা থেকে, শুধু একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ওকে। আবারও উঠে বসার চেষ্টা করল সে, সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আঁধার হয়ে গেল চোখের সামনে।

কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। অলিভ। ডাকছে, আর জবাব দিতে বলছে ওকে। মেয়েটাকে কী করে বোঝাবে জেব জবাব দেয়ার জন্য কতখানি উন্মুখ সে? কিন্তু হতচ্ছাড়া জিভটার কী হয়েছে? নড়ছে না কেন? অনেক সময় নিয়ে, অনেক চেষ্টা করার পর যা উচ্চারণ করল সে তার মানে বুঝতে পারল না নিজেই।

অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে কেটে গেল সব আচ্ছন্নতা। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। চোখের সামনে কোনো কালো পর্দা নেই। একটানা চোখ খুলে রাখতে পারছে জেব। অলিভকে বলল, 'ফিরে আসতে পেরেছি মনে হয়। আমার নাম ধরে অনেকবার ডাকতে শুনেছি তোমাকে।'

কারও প্রার্থনা কবুল হলে তার চেহারা যে-রকম হয়, সে-রকম চেহারা নিয়ে জেবের উপর ঝুঁকে আছে অলিভ। কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু পারল না। কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটো।

দু'কনুইয়ে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল জেব। পকেট থেকে সিগারেটপেপার আর তামাকের থলে বের করল কাছে-দাঁড়ানো টেক্স, একটা সিগারেট বানিয়ে ধরিয়ে গুঁজে দিল জেবের ঠোঁটে। ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢালল কফির মগে, বাড়িয়ে ধরল ওটাও। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে মগে একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগল জেব। ওর মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে চাঙা হচ্ছে সে।

'কই মাছের প্রাণ বলে একটা কথা শুনেছিলাম,' নিজের জন্যও একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল টেক্স, 'তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি কথাটা কতখানি সত্যি। তোমার ঘাড় আর কাঁধের সংযোগস্থলের মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। আমরা তো ভয়েই অস্থির—কশেরুকা বা মেরুরজ্জুর কিছু হলো কি না। কিছু হয়নি দেখে খুব ভালো লাগছে। ...যমে-মানুষে টানাটানি বলে আরেকটা কথা শুনেছিলাম। মিস্ অলিভের কাজ দেখে বুঝলাম সে-কথারও গুরুত্ব আছে আসলে। তোমার দম বের হওয়ার উপক্রম হলেই মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দেয়, রাতে তোমার গা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে শুয়ে পড়ে তোমার উপর...আরও কত কী! আর একটানা প্রার্থনার কথা তো বাদই দিলাম। নাহ্, জেব, তুমি মানুষটা আসলেই ভাগ্যবান!'

ব্র্যাণ্ডি শেষ, তাই খালি মগটা টেক্সের হাতে ধরিয়ে দিল জেব। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, 'মনে পড়ে কারা যেন গুলি করতে শুরু করল আমাদেরকে। ...ওলসেনের কী অবস্থা? সে-ও তো গুলি খেয়েছিল।'

'মারা গেছে, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মিস্ অলিভ তো তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত, তাই আমি একাই যেভাবে পেরেছি সেভাবে দাফন করেছি বেচারাকে। দোয়া করি ওর লাশটা যেন কবর খুঁড়ে বের করতে না-পারে কয়োটের দল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জেব বলল, 'কারা হামলা করল আমাদের উপর? ইণ্ডিয়ানরা?'

'না,' মাথা নাড়ল টেক্স।

'ভ্যান হেফলিন?'

'আর কে? ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল ওরা। চার-পাঁচজন হবে। গতকাল ওদের ট্র্যাক দেখেছি আমি। দু'জন মারা পড়েছে তোমার রাইফেলের গুলিতে। বাকিরা, কাজ সারা হয়ে গেছে ধরে নিয়ে খুশিতে বগল বাজাতে বাজাতে ফিরে গেছে। ওরা যে-বালিয়াড়ির আড়ালে পজিশন নিয়েছিল, সেটা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থান করছিল একটা ওয়্যাগন।'

'গতকাল ওদের ট্র্যাক দেখেছ!' আশ্চর্য হয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে জেব। 'তারমানে...'

'হ্যাঁ,' জেবের মুখের কথা কেড়ে নিল অলিভ। 'টানা দু'দিন ধরে অজ্ঞান হয়ে ছিলে তুমি। গতকাল কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলে, তারপর আবার...'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল জেব। 'কিন্তু...কিন্তু...আমাদেরকে যেতে হবে। যত জলদি সম্ভব যেতে হবে আমাদেরকে।'

অলিভ কিছু বলল না। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেবের দিকে।

টেক্স বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা করো জেব। গত দু'দিন ধরে দানাপানি কিছুই পড়েনি তোমার পেটে, কাজেই আমার পরামর্শ হচ্ছে ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করো।'

'কিন্তু...'

হাত তুলে জেবকে থামিয়ে দিল টেক্স। 'বিরাট ভুল হয়েছে আমাদের। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আরকানসাস নদীর কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে হেফলিন আর ওর ভাড়াকরা গুণ্ডারা। কিন্তু কারও মাথায় আসেনি, লুকাস মরার আগে যে-

কথাগুলো বলে গেছে তার প্রতিটা বর্ণ কানে গেছে হেফলিনের। ওর মতো লোক আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়ন উদ্ধার করতে দেবে না আমাদেরকে কিছুতেই। কাজেই আরেকটা নীলনকশার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে সে।'

'কী সেটা?' মাথা কাজ করছে না জেবের।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেক্স। 'ইণ্ডিয়ানদের ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়ামাত্র চলে গেল হেফলিন। আসলে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে লোকটা। কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। আমি নিশ্চিত আমাদেরকে দেখেছে সিরামনের দিকে রওনা হতে। পরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমাদের ওয়্যাগনের ট্র্যাক দেখে ফলো করতে শুরু করে। সিরামনের বুকে পোড়া ওয়্যাগন আর তিনটা কবর দেখতে পেয়ে যা বুঝবার বুঝে নেয়। সিদ্ধান্ত নেয়, আমাদেরকে আর বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। সে-কারণে দু'রাত আগে আমাদের উপর হামলা করেছে ওর গুণ্ডারা। ওরা কল্পনাও করেনি, রওনা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মত বদলে আমাদেরকে সতর্ক করতে আসবে মিস্ অলিভ আর ওলসেন। তাই ওদের জানা ছিল না ওয়্যাগনের ভিতরে আছে মিস্ অলিভ, জানা ছিল না তোমার পাশে আমার বদলে ঘুমাচ্ছে ওলসেন।'

'ওরা ধরে নিয়েছে খুন করতে পেরেছে তোমাদেরকে,' বলল অলিভ। 'অথবা খুন করতে না-পারলেও গুরুতরভাবে জখম করেছে। তোমাদের সবগুলো ঘোড়াকে মেরে ফেলেছে, তাই এই জায়গা থেকে তোমাদের উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। কাছে এসে মৃত্যু নিশ্চিত করেনি, কারণ তোমাদের যে-কোনো একজন যদি বেঁচে থাকতে তা হলে ওদের দু'-একজনকে সঙ্গে না-নিয়ে মরতে না।'

চুপ করে আছে জেব। তিতা হয়ে গেছে মনটা। দ্বিতীয়বারের মতো আহত হয়েছে সে, জখম গুরুতর না, আবার মামুলিও না।

দ্বিতীয়বারের মতো পড়ে আছে সে অর্গ্যান মাউন্টেনের কাছেপিঠে। ঘোড়া নেই। আগেরবার না ছিল রসদ, না কোনো অস্ত্র, না কোনো সঙ্গী। এবার হয়তো কিছু রসদ আছে। অস্ত্র আর অ্যামুনিশন আছে। সঙ্গী...চোখ তুলে পালাক্রমে তাকাল সে অলিভ আর টেক্সের দিকে...আছে। একজন ভালোবাসার মানুষ, আরেকজন বন্ধু।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়তি কি আগেরবারের মতো এবারও সাহায্য করবে? সুবিধার হিসেবে ওদের চেয়ে অনেক ভারী হেফলিনের পাল্লা, শেষপর্যন্ত কি ঠেকানো যাবে নরপিশাচটাকে? দু'জন ভাড়াকরা গুণ্ডা ছাড়া আর কিছুই হারায়নি সে। উল্টো হাসিল করতে পেরেছে সব বুলিয়ন। ওর ঘোড়া আছে, ওয়্যাগন আছে, পাহারা দেয়ার জন্য স্পেন্সারের মতো গানম্যান আছে। জেবদের কী আছে?

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল জেব বেডরোলের উপর, কম্বলটা টেনে দিতে বলল অলিভকে। কাজটা করে দিয়ে ওর পাশেই বসে থাকল মেয়েটা।

'একটু চক্কর দিয়ে আসি,' বলে চলে গেল টেক্স।

হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে যাচ্ছে লোকটা, ওর দিকে তাকিয়ে আছে জেব। সে কি ইচ্ছা করেই একত্রে সময় কাটানোর সুযোগ করে দিল জেব আর অলিভকে? ওদের দু'জনের মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা জেনে গেছে সে? সম্ভবত।

অলিভ বলল, 'যদি মনে মনে দুষতে থাকো নিজেকে তা হলে ভুল করবে। দোষ তোমার একার না, আমাদের সবারই। কেউ কল্পনাও করিনি তোমাদের ট্র্যাক ফলো করার জন্য ঘাপটি মেরে আছে হেফলিন।'

মেয়েটার চোখে চোখ রাখল জেব। কম্বলের নীচ থেকে হাত বের করে আলতো করে স্পর্শ করল ওর গাল। কিছুক্ষণ আদর

করার পর বলল, 'নিজেকে নিয়ে ভেবো না, অলিভ। আমি বাঁচি বা মরি, তোমাকে ঠিকই উদ্ধার করবো এই বিপদ থেকে। কথা দিলাম।'

জেবের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল অলিভ। 'নিজেকে নিয়ে ভাবছি না আমি। ভাবছি আমাদের দু'জনকে নিয়ে। পারলে আমাদের দু'জনকেই উদ্ধার করো এই বিপদ থেকে। তোমাকে নিয়ে সংসার করার ইচ্ছা আছে আমার।'

কথাটা অদ্ভুত এক শান্তি এনে দিল জেবের মনে। হাসল সে। দুর্বল হাসি, কিন্তু সেটা বুঝিয়ে দিল যত সময় যাচ্ছে, নিজের উপর তত নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে সে।

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে। গভীর ঘুম।

পরদিন সকালে রীতিমতো দাবি করতে লাগল জেব, পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেয়ার মতো শারীরিক সক্ষমতা আছে ওর। কিন্তু কথাটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিল অলিভ আর টেক্স দু'জনই। বিকেলে নিজের পিস্তল আর জামাকাপড়ের জন্য কান ঝালাপালা করে দিল সে অলিভের। বাধ্য হয়ে ওকে ওর গানবেল্ট আর কাপড়গুলো দিল অলিভ।

ওগুলো নিজে নিজেই পরল জেব, খেয়াল করল একটু কাহিল লাগছে কিন্তু সহ্য করতে পারছে। বলল, 'এবার আর কিছু হোক না-হোক অন্তত একজোড়া পিস্তল আছে আমার কাছে। গতবার তো তা-ও ছিল না।'

'আরও একটা সুবিধা আছে,' বলল টেক্স, 'ওরা ধরে নিয়েছে আমরা মরে গেছি। অথবা এত মারাত্মকভাবে আহত হয়েছি যে, পায়ে হেঁটেও যেতে পারবো না কোনো লোকালয়ে।'

টেক্সের দিকে তাকাল অলিভ। 'কথাটা বুঝলাম না।'

'আমরা হেফলিনের শত্রু। আমাদেরকে খরচের খাতায় ধরে ফেলেছে সে। তা হলে কী করবে এখন? জিতে গেছে ভেবে আস্তে

আস্তে আর সাবধানে এগোবে বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগন নিয়ে। খেয়াল রাখবে, ইণ্ডিয়ান হোক বা আর্মি, কারও নজর যেন না-পড়ে ওর উপর। আমার মনে হয় দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকবে ওরা, পথ চলবে রাতে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি পায়ে হেঁটেও পিছু নিই ওর, আরও একটা সুবিধা পাবো।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল অলিভ।

'এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশিরভাগ সময় দিন, কম সময় রাত। তারমানে বেশিরভাগ সময় লুকিয়ে থাকছে হেফলিনরা, কম সময় চলছে। অর্থাৎ এই তিন-চারদিনে খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি ওরা।'

'কিন্তু ওকে ফলো করতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকেও,' বলল জেব। 'লোকটা যদি টের পায় ওর পিছু নিয়েছি আমরা, বিড়ালের তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মতো ছুট লাগাবে। আমাদের ঘোড়া নেই, তাই ওয়্যাগন থেকেও নেই। সঙ্গে কত কম জিনিস নিলে কাজ চলে যাবে সে-হিসেব করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা দিতে চাই।'

সূর্য ডোবার পর, গরম যখন অনেকখানি কমেছে, হাঁটতে শুরু করল ওরা।

জোড়া হোলস্টারের গানবেল্ট পরেছে জেব আর টেক্স। অলিভ আর টেক্স পিঠে বহন করছে একটা করে রিপিটার। অলিভের কাছে একটা সিক্সশুটার আর রাইফেলের কিছু বুলেটও আছে। সিরামনের কাছ দিয়েই যাচ্ছে বলে পানি কোনো সমস্যা না এখন, তারপরও যার যার ক্যান্টিন সঙ্গে নিয়েছে জেব আর টেক্স। পোঁটলা বেঁধে কিছু শুকনো খাবার নিয়েছে তিনজনই ভাগাভাগি করে।

হেফলিনের ওয়্যাগনটার ট্র্যাক খুঁজে পেতে তেমন কোনো সমস্যাই হলো না। এখন আগে আগে হাঁটছে টেক্স। ওর সঙ্গে তাল রাখতে কষ্ট হচ্ছে অলিভ আর জেবের। শেষে বাধ্য হয়ে টেক্সকে গতি কমাতে বলল জেব।

সিরামনের প্রান্ত ঘেঁষে টানা দু'ঘণ্টা হাঁটার পর মোটামুটি বড় একটা জলাশয়ের ধারে হাজির হলো ওরা। জলাশয়টার কাছে ছুটে গেল অলিভ, আঁজলা ভরে পানি খেতে শুরু করল। ওর দেখাদেখি পানি খেল জের আর টেক্সও। চুলে, ঘাড়ে, গলায় পানির ছিটা দিল, হাতমুখ ধুল। হ্যাট খুলে বাতাস করল নিজেদেরকে। তারপর চলতে শুরু করল আবার।

বুলিয়নগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য জেবের কায়দাই অবলম্বন করেছে হেফলিন। লুকাসদের বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগনটার চাকার দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে গেছে সে। একজায়গায় দেখা গেল অস্পষ্ট হয়ে গেছে লুকাসদের ট্র্যাকটা। এখানে ঘোড়ায় চড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছে হেফলিনের লোকেরা, সন্ধান করেছে মূল ট্র্যাকের। মূল্যবান কয়েকটা ঘণ্টা নষ্ট করে হয়তো খুঁজে পেয়েছে শেষপর্যন্ত। ঘোড়ার ক্ষুরের দাগগুলো গণনায় ধরল না জেব। প্রায় টাটকা চারটা চাকার দাগ খুঁজে বেড়াল সে। পেয়েও গেল একসময়। তারপর আবার শুরু হলো ওদের পথ চলা।

আকাশে চাঁদ আছে, তারপরও ক্যাম্প করতে বাধ্য হলো ওরা একসময়। কারণ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করছে জেব। সে ভেবেছিল সুস্থ হয়ে উঠেছে পুরোপুরি, পায়ে হেঁটেই টেক্কা দিতে পারবে হেফলিনকে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

সে-রাতে আর এগোনো সম্ভব হলো না। বিশ্রাম নিল ওরা। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দিল আবার। বাড়ন্ত আলোয় হেফলিনের ওয়্যাগনহুইলের দাগ ভালোমতো দেখা যাচ্ছে।

এভাবে চলতে চলতে তৃতীয় দিন সূর্যাস্তের সময় সিরামনের কাছেই এমন একটা ট্রেইলে হাজির হলো ওরা, যেটা অনেকদিন ধরে ব্যবহার করছে না ফ্রেইটাররা। সম্ভবত সে-কারণেই, ট্রেইলটা পরিণত হয়েছে ইণ্ডিয়ানদের ভয়হীন বাধাহীন যাতায়াতপথে।

মাইলখানেক দূরে দেখা যাচ্ছে চার-পাঁচজন ইণ্ডিয়ানকে, সম্ভবত কোমাঞ্চি গোত্রের। তবে কেউই সেভাবে সশস্ত্র না। কোমরে ছুরি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু জেব জানে তার বেশি কিছু নেই। ওদের প্রত্যেকের বুকে আড়াআড়িভাবে পেঁচানো লম্বা শক্ত দড়ি। হাতে ল্যাসো। ওরা পনির পিঠে করে যাচ্ছে মূলত আশপাশের সমতলভূমির দিকে।

এরা ঘোড়াব্যবসায়ী—দলবদ্ধভাবে বুনো পনি পাকড়াও করে। পরে সেগুলোকে কায়দা করে নিয়ে যায় নিজেদের গ্রামে, পোষ মানায়। যদি নিজেদের কাজে লাগে তা হলে নিজেদের কাছেই রেখে দেয়। তা না-হলে বিক্রি করে দেয় অন্য কোনো গোত্রের কাছে। ইণ্ডিয়ানদের অনেকগুলো ব্যবসার মধ্যে পনির ব্যবসা বেশ নামকরা।

ওরা চোখের আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত কয়েকটা কটনউডের আড়ালে অপেক্ষা করল জেব। আশা করছে ওই ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ওরা। খানিকটা দূরে, পথের একধারে, কয়েকটা ঝোপের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে মানুষের হাড়গোড়।

লোকগুলো কারা, বুঝতে সময় লাগল না জেবের। ওরা লুকাসের সেই সঙ্গী যারা খুন করেছে ওর তিন বন্ধুকে। নিয়তির পরিহাস দেখলে করুণা জাগে—লোকগুলো হয়তো ভেবেছিল লুট-করা মালের উপর মোটা কমিশন পাবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ইণ্ডিয়ানদের হাতে জবাই হওয়া ছাড়া আর কিছুই জোটেনি ওদের কপালে। বিক্ষিপ্ত হাড়গোড় দেখলে বোঝা যায় কয়োটের পাল

রীতিমতো ভোজ-উৎসব পালন করেছে লাশগুলো নিয়ে।

দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো। কেন যেন ফুরিয়ে আসছে জেবের সব আশা-ভরসাও। বিক্ষিপ্ত হাড়গোড়গুলোর আশপাশের মাটিতে অনেক বুটের দাগ। উপড়ে ফেলা হয়েছে কোনো কোনো ঝোপ, কোনো কোনো জায়গায় কোদাল চালিয়ে গর্ত করা হয়েছে মাটিতে। নিতান্ত অবহেলায় পড়ে-থাকা ঝোপগুলো, একদিন কি বেশি হলে দু'দিন আগে করা গর্তগুলো যেন উত্তর দিয়ে দিচ্ছে বহু মূল্যবান প্রশ্নটার।

হ্যাঁ, বুলিয়নগুলো হাসিল করতে পেরেছে হেফলিন।

এদিকওদিক তাকাল জেব। গজ পঞ্চাশেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পোড়া ওয়্যাগন। ওটাতে করেই সিরামনের তীর থেকে বুলিয়ন নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিল দুর্বৃত্তের দল। ওরা যখন বুঝতে পারে হামলা করবে ইণ্ডিয়ানরা, আশপাশের নরম বেলেমাটিতে চটজলদি গর্ত করে "কবর" দেয় বুলিয়নের বাক্সগুলোকে। ইণ্ডিয়ানরা বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা, তাই কল্পনাও করেনি যাদেরকে জবাই করেছে তাদের লাশের নীচেই আছে আড়াই লক্ষ ডলারের সোনা।

পায়ে পায়ে ছিন্নভিন্ন কঙ্কালগুলোর দিকে এগিয়ে গেল জেব। একটা হাড়ের পাশে কী যেন চকচক করছে। উবু হয়ে জিনিসটা তুলে নিল সে। মেক্সিকান হাইডালগো—একটা কয়েন। 'চামড়ার একটা ব্যাগে ছিল এগুলো,' স্বগতোক্তির ঢং-এ বলল সে, 'কোনো কারণে সম্ভবত ছিঁড়ে গেছে ব্যাগটা, কিছু কয়েন পড়ে গিয়েছিল এখানে। তাড়াহুড়ো করে তুলতে গিয়ে কারও বুটের চাপে এটা ঢুকে গেছে বেলেমাটিতে।' কয়েনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল অলিভ আর টেক্স।

অলিভ জিজ্ঞেস করল, 'এবার?'

'এবার আমরা ফিরে যাবো বেন'স ফোর্টে,' স্বাভাবিক গলায়

বলল জেব।

'বেন'স ফোর্টে!' একইসঙ্গে বলল অলিভ আর টেক্স, তাজ্জব হয়ে গেছে দু'জনই।

'হ্যাঁ, বেন'স ফোর্টে।'

'কেন?' জানতে চাইল অলিভ।

'আমার অনুমান আমাদের চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার পথ এগিয়ে আছে হেফলিন। ওর ওয়্যাগন বুলিয়নে ঠাসা, তারপরও চব্বিশ ঘণ্টার পথই এগিয়ে থাকবে সবসময়, কারণ আমাদের ঘোড়া নেই। তা ছাড়া হাঁটতে হাঁটতে কখন আবার ক্লান্ত হয়ে পড়বো আমি তার ঠিক নেই, তখন আরও এগিয়ে যাবে ওরা।'

'বুঝলাম। কিন্তু বেন'স ফোর্টে কেন?'

'ওখানে গিয়ে তিনটা ঘোড়া ধার নেবো আমরা। স্যান মার্কোসের ট্রেইল ধরবো।'

'স্যান মার্কোস? তোমার ধারণা সেখানেই যাচ্ছে হেফলিন?'

মাথা ঝাঁকাল জেব। 'নিজেকে হেফলিনের জায়গায় বসিয়ে ভেবে দেখো, জবাব পেয়ে যাবে। একটা শকুন কখনোই বিশ্বাস করে না আরেকটা শকুনকে। ওয়্যাগনে আড়াই লাখ ডলারের বুলিয়ন নিয়ে হেফলিনও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে চাইবে না স্পেন্সার বা শ্যাননকে? কাজেই গোপন কোনো ঘাঁটির দিকে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যান মার্কোসেই ফিরতে চাইবে সে। এখানে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপার আছে, আইনের চোখকে ফাঁকি দেয়ার ব্যাপার আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এত বড় একটা চালান বেচতে চাইলে সব বুলিয়ন গালিয়ে সোনার বার বানাতে হবে ওকে, যা স্যান মার্কোস ছাড়া কাছেপিঠের অন্য কোনো শহরে সম্ভব না। নইলে লুকাতে পারবে না বুলিয়নগুলোর গায়ের বিশেষ নিরাপত্তাচিহ্ন। আরেকটা কথা আছে। একমাসের মতো হলো শহর ছেড়েছি আমরা। রেলরোডের কাজ পেতে চাইলে আর এক

মাসের মধ্যে হাজির থাকতে হবে মিস্টার কাস্টারের সামনে। হেফলিন জানে আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে সে। কাজেই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইবে না কিছুতেই। আমরা যদি এখনই রওনা দিই বেন'স ফোর্টের দিকে এবং তরতাজা তিনটা ঘোড়া জোটাতে পারি নিজেদের জন্য, তা হলে আমার অনুমান হেফলিনদের চেয়ে একঘণ্টা কি বেশি হলে দু'ঘণ্টা পর হাজির হতে পারবো স্যান মার্কোসে।'

'কিন্তু...' দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে অলিভ, 'বেন'স ফোর্টে গিয়ে চাইলেই কি আমাদেরকে ঘোড়া দেবে ওরা?'

'আগেরবার যদি বিনাপয়সায় একটা ঘোড়া আর পিস্তল ধার পেতে পারি আমি,' বলতে বলতে পকেট থেকে কয়েনটা বের করল জেব, 'এবার একটা মেক্সিকান হাইডালগোর বিনিময়ে তিনটা ঘোড়া পাবো না কেন বলতে পারো?'

বিশ

কুৎসিত-দর্শন বাফেলো পনিটার রাশ টেনে ধরে গতি কমাল জেব হঠাৎ করেই। হাত তুলে সতর্ক করল ছুটে-আসা অলিভ আর টেক্সকেও। ওরাও গতি কমাল ওদের ঘোড়ার।

পশ্চিমাকাশে শেষবিকেলের লালিমা। যত এগোচ্ছে ওরা, দিগন্তের পটভূমিতে তত স্পষ্ট হচ্ছে স্যান মার্কোস। শহরটা থেকে পাঁচ-ছ'মাইল দূরে আছে ওরা।

তীক্ষ্ণ শিস বাজিয়ে টেক্সকে কাছে চলে আসার ইঙ্গিত করল জেব। সে পাশে আসার পর বলল, 'এখন থেকে পাশাপাশি চলবো আমরা। অলিভ আমাদের পেছনে থাকুক। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল টেক্স।

'ওই যে,' ইঙ্গিতে সামনে দেখাল জেব, 'স্যান মার্কোসের দিকে যাচ্ছে শকুনগুলো।'

তিন মাইল সামনে আছে বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগনটা। ওটা যত এগোচ্ছে, গতি তত হারাচ্ছে। কারণ নিরাপত্তার কারণে ঘোড়া বদলায়নি হেফলিন, তাড়াহুড়ো থাকায় ঠিকমতো বিশ্রামও দেয়নি ওগুলোকে। ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছে জন্তুগুলো।

ডিনারের আয়োজন চলছে স্যান মার্কোসের বাড়িতে বাড়িতে, অনেকগুলো ফায়ারপ্লেস দিয়ে একসঙ্গে বের হচ্ছে ধোঁয়া, বাতাসে ভেসে সব ধোঁয়া আসছে ট্রেইলের দিকে। ওয়্যাগনটার পাশাপাশি ছুটে চলেছে কয়েকটা ঘোড়াও, মাখনরঙা হ্যাট-পরা হেফলিনের অবয়ব ঠাহর করা যায়। ওয়্যাগনের ভিতরে, একদিকের জানালা খুলে দিয়ে বসে আছে সাদা গাউন পরিহিতা একটা মেয়ে। শ্যানন।

চলতি পথে বার বার ওয়্যাগনটার চাকার দাগ লক্ষ করেছে জেব। দাগগুলো বেন'স ফোর্টের পর থেকে যতটা গভীর ছিল, এখনও ঠিক তা-ই আছে। তারমানে বুলিয়নের পুরো চালানটা এখনও আছে ওয়্যাগনের ভিতরে। গোপন ঘাঁটির কথা বলে বার বার আশঙ্কা প্রকাশ করছিল টেক্স, সে-শঙ্কা কেটে গেছে।

'লোকটার সাহস দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি,' চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে টেক্সকে বলল জেব। 'লুট করেছে এত বড় একটা চালান, অথচ বীরদর্পে প্রবেশ করতে যাচ্ছে শহরে! ধরেই নিয়েছে ওকে সন্দেহ করবে না কেউ।'

স্টিরাপে পা রেখে উঁচু হলো টেক্স, ভালোমতো দেখার চেষ্টা

করছে। এগিয়ে-চলা ওয়্যাগনটাকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর স্যাডলে বসে বলল, 'হেফলিনের টাইমিং নিখুঁত। একদিক দিয়ে সন্ধ্যা ঘনাবে আরেকদিক দিয়ে শহরে ঢুকবে সে। কোত্থেকে কী নিয়ে এল সে তা কেউ ভালোমতো ঠাহর করার আগেই মাল খালাস করে ফেলবে।'

আর কথা হয় না। এগিয়ে চলল ওরাও। যার যার হ্যাট টেনে দিয়েছে কপালের উপর, মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে যাতে ওয়্যাগনের কেউ পিছন ফিরে তাকালে চিনতে না-পারে।

গোধূলির আলো যখন মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন শহরের অনেক কাছাকাছি চলে এল ওরা।

দূর থেকে আরও একবার স্যান মার্কোসের আলো দেখতে পেল জেব। অন্ধকারে এ-রকম ঝলমলে আলো বরাবরের মতো মরূদ্যানের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। মনে হলো, কুচকুচে কালো প্রেইরিটা যেন মুক্তোর ঝলমলে একটা নেকলেস পরেছে গলায়। আর্মি পোস্টটা পার হলো ওরা, ছাড়িয়ে এল ক্ষরায়-মরা নদীটাও। শহরের আলোগুলো আরও ঝলমল করছে এখন।

অনতিদূরে বরাবরের মতোই দাঁড়িয়ে আছে দু'-চারটা ওয়্যাগন। যাত্রীরা শহরের বাসিন্দা না। কোথাও যাচ্ছে অথবা কোনো জায়গা থেকে এসেছে। নিরাপত্তার খাতিরে আজ রাতের জন্য থেমেছে শহরের সীমানায়। ছোট করে আগুন জ্বালিয়েছে ওরা। বাতাসে কাঠপোড়া ধোঁয়া। জোরে দম নিলে কফির সুবাস পাওয়া যায়। পট পট আওয়াজ তুলে জ্বলছে কাঠ, একটু পর পর দেখা যায় স্ফুলিঙ্গ। কখনও কখনও গনগন করে ওঠে কয়লা। দূরের ড্যান্স হলের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে পিয়ানোর আওয়াজ, শোনা যায় জনৈকা গায়িকার উঁচু গলার গান। ঝিঁঝিঁর দল ডাকতে শুরু করেছে।

শহরটা, ভাবল জেব, ঠিক আগের মতোই আছে, অথচ পাল্টে গেছে কতগুলো মানুষের জীবন! আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো ইতি ঘটবে এক বা একাধিক জীবনের। স্যান মার্কোসের মৃদুমন্দ বাতাস যেন ফিসফিস করে কথাটা বলে দিয়ে যাচ্ছে ওকে বার বার। অথচ খুঁজলে কেউ কখনও পাবে না শহরের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে লুকিয়ে-থাকা মৃত্যুকে।

দুই সঙ্গীর মনের অবস্থাও ভালো না, জানে জেব। আসন্ন গানফাইটে বড় একটা ভূমিকা রাখতে হবে টেক্সকে, টের পাচ্ছে জেব। চালুহাত হিসেবে লোকটার নাম শুনেছে সে, কিন্তু কখনও দেখেনি ওর অ্যাকশন। আজ দেখা যাক কী করতে পারে সে।

ওরা জানে ওদের গন্তব্য হচ্ছে টু স্টেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, যেটা হেফলিনের অফিসবাড়ি—আবহাওয়ার ছোবলে অতি পুরনো হয়ে-যাওয়া রঙহীন একটা বিল্ডিং। পথের দু'ধারের জ্বলন্ত ল্যাম্পলাইটগুলোর দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল জেব। ইতোমধ্যে নিজের ওয়্যাগনইয়ার্ডের দিকে ওয়্যাগনটাকে নিয়ে গেছে হেফলিন। হ্যাটটা ঠেলে জায়গামতো বসিয়ে দিল জেব, এবার আর লুকোচুরির দরকার নেই।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ওর কাছে চলে এল অলিভ। নিচু গলায় বলল; 'নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে যাচ্ছ কেন তোমরা? উইলকক্স নিশ্চয়ই আছে শহরে। চলো ওর কাছে যাই, সব বলি। বিহিত যা করার সে-ই করুক।'

'ভালো কথা বলেছ,' অলিভকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল জেব। 'তা হলে আমি আর টেক্স গিয়ে শুধু নজর রাখি হেফলিনের উপর। সেই ফাঁকে উইলকক্সের কাছে যাও তুমি, সব বলো ওকে। সে রাজি হলে ওকে নিয়ে এসো হেফলিনের অফিসবাড়িতে। যাও, আর দেরি কোরো না।'

চলে যেতে গিয়েও গেল না অলিভ, বরং জেবের আরও

কাছাকাছি হলো। জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ওকে। তারপর বলল, 'সাবধানে থেকো, তোমরা দু'জনই।' তারপর টেক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টেক্স, তুমি শুধু আমার ফোরম্যানই না, আমার ভাইয়ের মতো। তোমার কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না কখনও।'

কিছু বলল না টেক্স।

জেব বলল, 'এবার যাও, অলিভ। আমাদের কাছে একেকটা সেকেণ্ড এখন একেকটা ঘণ্টার মতো মূল্যবান।'

চলে গেল অলিভ।

পাশাপাশি ঘোড়া হাঁটিয়ে হেফলিনের অফিসবাড়ির দিকে এগোচ্ছে জেব আর টেক্স। সামনেই হেফলিনের ওয়্যাগনইয়ার্ড, গোলাঘর আর আস্তাবল। অন্ধকারে ডুবে আছে সব। হয়তো ইচ্ছা করেই আলো জ্বালায়নি হেফলিন।

বুলিয়নভর্তি ওয়্যাগনটা চালিয়ে নিয়ে এসে সোজা নিজের গোলাঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে হেফলিন। জায়গাটা এখনও বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়নি সে। গোলাঘর থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়া থামাল জেব আর টেক্স। ল্যাম্পপোস্টের আলো থেকে যথেষ্ট দূরে, ওয়্যাগনইয়ার্ডের একদিকের বেড়ার সঙ্গে বাঁধল যার যার ঘোড়ার লাগাম। তারপর মাথা নিচু করে দৌড় দিল দু'জনে।

উঁচু ছাদওয়ালা গোলাঘরটায় স্লাইডিং-ডোর ব্যবহার করছে হেফলিন। ভিতরে দু'-একটা লণ্ঠন জ্বলছে। মনে হচ্ছে আলো যথেষ্ট হয়নি, তাই উঁচু গলায় আরও লণ্ঠন জ্বালানোর আদেশ দিল হেফলিন। দুটো ছায়া সরে গেল গোলাঘরের ভিতরের দিকে।

খোলা দরজাটার কাছে গিয়ে থামল জেব আর টেক্স, দু'জন পজিশন নিল দরজার দু'পাশে। সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল ভিতরে।

পরিচিত কতগুলো মুখ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের হাঁটাচলা অপরিচিত। আসলে দীর্ঘ যাত্রায় প্রায় অসাড় হয়ে গেছে ওদের সবার শরীর, হাত বার বার ঝাঁকিয়ে অথবা পা টান টান করে দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে প্রায় সবাই। ধুলোময়লায় বিদঘুটে চেহারা হয়েছে সবার। ধুঁকতে থাকা ঘোড়াগুলোর শরীর থেকে স্যাডল, রাইডিং গিয়ার আর স্যাডলব্যাগ খুলে নিচ্ছে কেউ কেউ। হেফলিনের চেহারাটা দেখা গেল না, তবে মাখনরঙা হ্যাটের কারণে চেনা গেল ওকে। খোলা দরজাটার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে সে একটা চেয়ারে, সিগারেট ধরিয়েছে।

পেটের ভিতরে আড়াই লক্ষ ডলারের বুলিয়ন নিয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে ওয়্যাগনটা। লণ্ঠনের অপর্যাপ্ত আলোয় কেমন কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে ওটার কালো শরীরটাকে। ঘোড়াগুলোকে "উলঙ্গ" করার কাজ শেষ হলো, ওগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো একজনকে। গোলাঘরের আরেকদিকের দরজা খুলল লোকটা, সেখান দিয়ে বের করে নিয়ে যাবে ঘোড়াগুলোকে।

ওয়্যাগনের ভিতর থেকে এতক্ষণে বেরিয়ে এল শ্যানন। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ একহাতে চোখ ডলছে। আরেকহাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে ওর ভ্যানিটিব্যাগ। কেউ এগিয়ে গেল না ওকে সাহায্য করতে। এমনকী হেফলিনও ওর দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল।

সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল লোকটা, ওটা মাটিতে ফেলে পিষে মারল পা দিয়ে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল নিজের স্যাডল, এগোল আস্তাবলের দিকে। স্পেন্সারকে ডেকে পিছু নিতে বলল। তিন-চার মিনিট পর ফিরে এসে গিয়ে ঢুকল গোলাঘরসংলগ্ন ট্যাকরুমে, একটা র‍্যাকে ঠিকমতো রাখল নিজের স্যাডল।

কিছু বলতে যাবে সে, এমন সময় অভিযোগ জানানোর সুরে শ্যানন বলে উঠল, 'আগে যদি জানতাম এত কষ্ট হবে তা হলে...। মনে হচ্ছে আমার শরীরের উপর দিয়ে একপাল ঘোড়া দৌড়ে গেছে যেন।' তারপর সুর পাল্টে বলল, 'হেফলিন, একটু সাহায্য করো না আমাকে। আমার ট্রাঙ্কটা বের করে দাও না ওয়্যাগন থেকে। কাউকে বলো ওটা নিয়ে রাখুক তোমার অফিসে।'

গোলাঘরের অন্য দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্পেন্সার, হাতে ছিপিখোলা একটা হুইস্কির বোতল। একটু পর পর চুমুক দিচ্ছে বোতলে আর লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে শ্যাননের দিকে। মদ আর মেয়েমানুষ না-হলে চলে না ওর, আজ অনেকদিন পর প্রথমটার স্বাদ যখন পেয়েছে তখন দ্বিতীয়টারও স্বাদ না-নিয়ে ছাড়বে না মনে হয়।

ট্যাকরুম থেকে ফিরে এল হেফলিন, স্লাইডিংডোরটা খোলা দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। বলল, 'কুত্তার বাচ্চাটাকে কতবার বললাম দরজাটা আটকে দিয়ে তালা মারতে। কালা হয়ে গেছে নাকি সে?'

দৌড়ে এল গালিখাওয়া লোকটা, দু'হাত রাখল দরজায়, ঠেলা দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে।

ওটা বন্ধ হতে আর যখন দু'ফুট বাকি, বান মাছের মতো পিছলে ভিতরে ঢুকে পড়ল জেব। তাজ্জব হয়ে গেল লোকটা, ঠেলা মারা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে আছে জেবের দিকে, চেনার চেষ্টা করছে। চিনতে না-পেরে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু বলতে পারল না। ভিতরে ঢুকে পড়েছে টেক্সও, হোলস্টার থেকে বের-করা পিস্তলের নল ঠেসে ধরেছে লোকটার তলপেটে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দরজাটা খোলাই রাখো, সোনামণি। নইলে খুলে যাবে তোমার তলপেটের

চামড়া, নাড়িভুঁড়ি আর কোনোদিন ঢুকবে না ভিতরে।'

হেফলিন তখন নিচু গলায় কথা বলছে শ্যাননের সঙ্গে। বোতলের অর্ধেক হুইস্কি সাবাড় করে দিয়েছে স্পেন্সার। আরও কয়েকটা বোতল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওর চামচারা।

ওয়্যাগনটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে এগিয়ে গেল জেব। ওয়্যাগনের পিছনের দিকটার সঙ্গে ঠেসে ধরল নিজেকে, সাবধানে উঁকি দিল। এখানে কেউ নেই। শ্যানন নামার পর খোলাই আছে দরজাটা। এগিয়ে গেল সে পায়ে পায়ে, টের পাচ্ছে বুকের ধুকপুকানি। মাথাটা ঢুকিয়ে দিল দরজা দিয়ে।

এখানে তেমন আলো নেই, তাই ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। শ্যাননের চামড়ার-ট্রাঙ্কটা পড়ে আছে এককোনায়। কোমরে-ঝোলানো ছুরি বের করল জেব, ট্রাঙ্কের নীচে বিছিয়ে-রাখা তেরপল কাটল একজায়গায়। কাটা অংশটা দু'হাতে ধরে ফাঁক করে উঁকি দিল ভিতরে।

তালামারা অবস্থায় আছে সবগুলো লোহার বাক্স। তারমানে ধরে নেয়া যায় "অক্ষত" অবস্থায় আছে পুরো চালান।

সরে আসতে গিয়ে দরজার পাল্লার সঙ্গে বাড়ি খেল জেবের কনুই। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হলো, মদ খেতে খেতে চোখ তুলে তাকাল স্পেন্সারের এক চামচা, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে জেবের দিকে। মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপর তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল জেবকে। 'ঈশ্বর!' সবাইকে শুনিয়ে বলল সে, 'জেব স্টুয়ার্ট হাজির হলো কোত্থেকে?'

হাত থেকে মদের বোতলটা ছেড়ে দিয়ে থাবা মারল সে নিজের হোলস্টারে। কিন্তু জেব জানত এ-রকম ঘটনা ঘটতে পারে, তাই সঙ্গে সঙ্গে ড্র করল সে-ও। প্রতিপক্ষ ট্রিগার টানার আগেই তার বুকের বামদিকে দুটো ফুটো তৈরি করল ওর জোড়া কাপ অ্যাণ্ড বলের বুলেট।

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল স্পেন্সার, একটা মুহূর্তের জন্য জেবের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর, সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। আড়ালে থেকে দু'বার গুলি চালাল জেব যেদিকে আছে সেদিকে। স্পেন্সার কাজটা করতে পারে অনুমান করে নিয়ে আগেই দিক বদলে সরে গেছে জেব, কাজেই বুলেট দুটো ওয়্যাগনের খোলা দরজায় দুটো ফুটো তৈরি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে শ্যানন, সাহায্যের জন্য ডাকছে হেফলিনকে। কিন্তু এখন চাচা আপন পরাণ বাঁচা পরিস্থিতি, তাই মেয়েটার দিকে তাকানোর সময় নেই হেফলিনের। ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে-ও, আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি চালাচ্ছে জেব যেদিকে আছে সেদিকে। ওয়্যাগনের দরজা আহত হলো আরেকবার, চলটা উঠল একদিকের চাকার। পিছনের একদিকের চাকার কাছে সরে এল জেব।

আতঙ্কে পাগলাপারা হয়ে গেছে শ্যানন। ক্রসফায়ারে পড়ে যাতে মরতে না-হয় সেজন্য ছুট লাগাল সে ওয়্যাগনইয়ার্ডের দিকে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে এতক্ষণে অ্যাকশন শুরু করল স্পেন্সারের চামচারা, যে যার মতো গুলি করছে ওয়্যাগনের দিকে। চুপ করে আছে জেব, মাথা নিচু করে রেখেছে, আপাতত ফাঁস করতে চায় না নিজের পজিশন।

স্লাইডিংডোরটার কাছ থেকে হিসেব করে জবাব দিতে শুরু করল টেক্স। ওর জন্য সহজ টার্গেট, তাই গুঙিয়ে উঠে চিরদিনের মতো চুপ হয়ে গেল স্পেন্সারের দুই চামচা। ওদের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল বাকিরা, ঠিক কোন্ জায়গা থেকে গুলি চালানো হয়েছে বুঝতে পারছে না, একইসঙ্গে ভাবছে ওয়্যাগনইয়ার্ডের দিকে দৌড় দেবে কি না। এমন সময় মেঝেতে গড়ান দিয়ে আরেকদিকের চাকার কাছে সরে গেল জেব, মুহূর্তের মধ্যে

পাজিশন নিয়ে গুলি করল পর পর দু'বার। তারপর আবার গড়ান দিয়ে সরে এল আগের জায়গায়। ততক্ষণে পেটে ফুটো নিয়ে মরণযন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করে দিয়েছে স্পেন্সারের আরেক চ্যালা। বাকি ছিল একজন, লোকটা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে গিয়ে বুকে নিজের "ওস্তাদের" গুলি খেয়ে মরল। ওকে ছুটে যেতে দেখে জেব ভেবে ভুল করে গুলি চালিয়ে দিয়েছে স্পেন্সার।

নীরবতা। ওয়্যাগনইয়ার্ড থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। দৌড়ে জেবের পাশে চলে এল টেক্স। জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে এখন?'

'আমাকে কভার দাও। দরজাটার কাছে যাচ্ছি আমি। ওখানে পৌঁছে কভার দেবো তোমাকে, আমার পাশে চলে এসো এখন। ব্যাপারটার শেষ না-দেখে ছাড়ছি না আমি।'

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল জেব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নিতে হলো ওকে। আড়াল থেকে পর পর তিনবার গুলি করেছে স্পেন্সার। না, জেব বা টেক্সকে লক্ষ করে না, বরং দুটো জ্বলন্ত লণ্ঠনকে নিশানা করে।

চুরমার হয়ে গেছে দুটো লণ্ঠনেরই কাচ। জ্বলন্ত সলতে আর কেরোসিনসহ একটা পড়ে গেছে খড়ের গাদার উপর, কিছুক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে আগুন।

মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল টেক্স, রিলোড করছে। কাজটা শেষ হলে ইঙ্গিত করল জেবকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল জেব। একমুহূর্ত দেরি না-করে বার বার সিক্সগুটারের ট্রিগার টানতে লাগল টেক্স। উঁকি দেয়া পরের কথা, দেয়ালের ওপাশ থেকে পিস্তলধরা হাতটাও বের করার সুযোগ পেল না স্পেন্সার।

দেয়ালের এপাশে এসে পজিশন নিল জেব, তীক্ষ্ণ শিস বাজিয়ে কাছে ডাকল টেক্সকে। ওপাশে থাকা স্পেন্সার বুঝতে

পারছে ওর একটা চ্যালাও জীবিত নেই আর, ওদিকে পালিয়ে যাচ্ছে হেফলিনও। বুঝল বেকায়দায় পড়ে গেছে সে, কারণ একা লড়তে পারবে না জেব আর টেক্সের বিরুদ্ধে। উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল সে ওয়্যাগনইয়ার্ড ধরে।

স্পেন্সারের বিশাল শরীরটা এখন জেবের জন্য সহজ টার্গেট। কিন্তু কারও পিঠে গুলি করা ওর নীতিতে নেই। তাই টেক্স এসে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর দু'জনে মিলে বেরিয়ে এল ওয়্যাগনইয়ার্ডে। ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে গোলাঘরের একটা খড়ের গাদায়।

মাথা নিচু করে ছুটে গেল দু'জনে আস্তাবলের দিকে, ভিতরে ঢুকল। আতঙ্কে পাগলপারা হয়ে গেছে আলাদা আলাদা খোঁয়াড়ে আটকে-রাখা ঘোড়াগুলো, মুক্তি পাওয়ার আশায় যার যার খোঁয়াড়ের দরজায় লাথি মারছে সমানে। নিরাপদ অবস্থানে থেকে প্রতিটা খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিল জেব আর টেক্স, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল গতিতে ছুট লাগাল ঘোড়াগুলো। আস্তাবলের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওগুলো ওয়্যাগনইয়ার্ডের দিকে, যেখান দিয়ে জেব আর টেক্স ঢুকেছে। ওয়্যাগনইয়ার্ডে গিয়ে লাফিয়ে বেড়া ডিঙাবে জন্তুগুলো, চলে যাবে রাস্তায়।

জেবের অনুমান, নিজের অফিস কাম লিভিং কোয়ার্টার্সের দিকে গেছে হেফলিন। ছুটন্ত আর উদ্ভ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে কোয়ার্টার্সের পিছনের দরজার কাছে হাজির হলো সে টেক্সকে নিয়ে।

দরজার পাল্লা ধরে টান মারল জেব, কোনো ফায়দা হলো না। ভিতর থেকে তালা মারা। তালাটা কোন্ জায়গায় আছে অনুমান করে নিয়ে দু'বার গুলি করল সে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লায় প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল টেক্স। হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে গর্জাতে শুরু করল একটা

সিক্সশুটার। দু'দিকে সরে দাঁড়াল জেব আর টেক্স, তবে তা না-করলেও চলত, কারণ কূটবুদ্ধিতে হেফলিনের মাথা যতটা ভালো, গোলাগুলিতে হাত ততটা ভালো না।

'শ্যাননং?' গলা চড়িয়ে ডাকল জেব।

পাগলাপারা মেয়েটা কী যেন বলল আতঙ্কগ্রস্ত গলায়, বোঝা গেল না ঠিকমতো।

'ওকে ছেড়ে দাও, হেফলিন!' হুমকি দিল জেব। 'তারপর মাথার উপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো। যেখানেই যাও, যা-ই করো, পালাতে পারবে না আমার কাছ থেকে। দরকার হলে তোমাকে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবো আমি।'

এবার পাগলের মতো চেঁচাতে শুরু করল শ্যানন, বোঝা গেল হেফলিনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়েছে ওর। জঘন্য কয়েকটা গালি দিল ওকে হেফলিন, তারপর পর পর দু'বার ঘুসি মারল। আর কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না মেয়েটার।

'আগুন! আগুন!' রাস্তায় চেঁচাচ্ছে কারা যেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেব। আগুন ধরে গেছে পুরো গোলাঘরে। লেলিহান শিখা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে হেফলিনের ওয়্যাগনইয়ার্ড আর অফিসবিল্ডিং-এর দিকে।

টেক্সকে বলল জেব, 'আমাকে কভার দাও। ভিতরে ঢুকবো।'

ঝট্ করে বসে পড়ল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে। ততক্ষণে আড়ালে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে একের পর এক গুলি করছে টেক্স। এত কাছ থেকে গুলির আওয়াজে জেবের কানে তালা লাগার যোগাড়।

ঘরের ভিতরে চলে এসেছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে একটা চেয়ারের সঙ্গে ঠুকে গেল ওর মাথা, বাধ্য হলো থামতে। তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠল একটা সিক্সশুটার, পর পর কয়েকবার। বারুদের ফুলকির আলোয় দেখা গেল হেফলিনকে।

একটা সোফার আড়ালে ছিল সে, উঠে দাঁড়িয়ে গুলি করছে। দু'হাতে দুটো সিক্সশুটার। সোফাটার কাছে মেঝেতে পড়ে আছে শ্যানন, হেফলিনের ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে মনে হয়।

হেফলিনের জায়গায় স্পেন্সারের মতো কেউ থাকলে এতক্ষণে কমপক্ষে চারবার খুন করতে পারত জেবকে, কিন্তু লোকটা এত কাছ থেকে একবারও গুলি লাগাতে পারল না জেবের গায়ে। একে তো নিশানা খারাপ, তার উপর অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো—ওর সবগুলো বুলেট বেরিয়ে গেল জেবের মাথার উপর দিয়ে।

দেরি না-করে গড়ান দিল সে, সরে এল চেয়ারের আড়াল থেকে। ডান হাতে ধরা কাপ অ্যাণ্ড বল থেকে দুটো তপ্ত সীসা পাঠাল হেফলিনের বুক বরাবর। শুধু একবার গুঙিয়ে উঠল হেফলিন। ওর হাত থেকে আপনাআপনি খসে পড়ল সিক্সশুটার দুটো। ডান হাত দিয়ে বুকের বাঁ দিক খামচে ধরে আছড়ে পড়ল সে মেঝের উপর, সোফার আড়ালে।

গোলাঘরের আগুন আরও বেড়েছে, লালচে একটা আভা জানালার কাচ ভেদ করে ঢুকে পড়ছে ঘরের ভিতরে। কিছুটা আলোকিত হয়ে গেছে ঘরটা। বীভৎস শব্দ করে ধসে পড়ল গোলাঘরের ছাদ। রাস্তায়, অনেক দূর থেকে, শোনা যাচ্ছে ঘণ্টাধ্বনি—ছুটে আসছে দমকলের লোকেরা।

ঘরের ভিতরে পা রাখল টেক্স। এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল জেব, পিস্তল ঢুকিয়ে রাখছে হোলস্টারে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শ্যাননের দিকে। ঘাড় না-ঘুরিয়েই বলল, 'হেফলিন মারা গেছে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে শ্যানন, তবে বেঁচে আছে।'

'জো স্পেন্সারও বেঁচে আছে,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল স্পেন্সার স্বয়ং।

পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

পাঁই করে একইসঙ্গে ঘুরল জেব আর টেক্স।

হাতের পিস্তল দিয়ে টেক্সকে গুলি করল স্পেন্সার, ঝাঁকি খেয়ে উঠল টেক্সের শরীর, গুঙিয়ে উঠল সে।

কসাইটার গলার আওয়াজ শুনেই হোলস্টারে থাবা দিয়েছিল জেব, ওর মুখোমুখি হয়েই ট্রিগার টানতে লাগল সমানে।

ঝাঁঝরা হয়ে-যাওয়া বুক নিয়ে টলে উঠল স্পেন্সার, ওর হাতের পিস্তলটা ছুটে গেল আপনাআপনি। জেবের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে। তারপর কাটাগাছের মতো পড়ে গেল দরজার বাইরে।

বার বার গুলির আওয়াজে সম্ভবত, সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে উঠে বসল শ্যানন। সে যখন দরজার দিকে তাকাল তখন বাইরে আছড়ে পড়ছে স্পেন্সারের বিশাল শরীরটা। পতনের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারল না শ্যানন, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

চেঁচিয়ে উঠল জেবও, 'টেক্স! টেক্স!'

পড়ে যায়নি টেক্স। যে-চেয়ারের সঙ্গে টক্কর খেয়েছিল জেব সেটা খামচে ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে।

ওর দিকে ছুটে গেল জেব, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে।

চোখাচোখি হলো দু'জনের। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পানি চলে এসেছে টেক্সের মতো মানুষের চোখেও, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেই বলল সে, 'অলিভ...মিস্ অলিভকে বোলো...আমি...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। চেষ্টা করেও ওকে ধরে রাখতে পারল না জেব। আবারও চেঁচিয়ে উঠল সে, 'টেক্স! টেক্স!'

দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল অলিভ এমন সময়, পিছনে উইলকক্স। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক।

জেবের দিকে একবার তাকিয়েই টেক্সের কাছে ছুটে গেল

মেয়েটা, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওর পাশে। রক্ত সরে গেছে ওর চেহারা থেকে, টেক্সের অবস্থা দেখে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

চোখ খুলল টেক্স। দুর্বল, করুণ হাসি হাসল। কিছু একটা বলতে চাইল জেবকে, কিন্তু মত পাল্টাল। চোখ বন্ধ করল আবার।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী, হাঁদারামরা?' এবার গলা ফাটাল উইলকক্স। 'কেউ একজন গিয়ে খবর দাও ডাক্তার হেউডকে। বাকিরা হাত লাগাও আমার সঙ্গে। হাসপাতালে নিয়ে চলো টেক্সকে। যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে ওকে।'

দুই ঘণ্টা পর।

হাসপাতালের বাইরে, বোর্ডওয়াকের উপর পাশাপাশি বসে আছে জেব আর অলিভ। সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে টেক্সের শরীরে। ডাক্তার হেউড জানিয়েছেন এ-যাত্রা বেঁচে যাবে সে।

হেফলিন, স্পেন্সার এবং কসাইটার চামচাদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে বুটহিলে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হেফলিনের গোলাঘর আর আস্তাবল, আগুনের আঁচ থেকে বাঁচতে পারেনি ওর অফিসবাড়িও।

পাগলিনীর মতো অবস্থা হয়েছে শ্যাননের। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মেয়েটা ভাবছে, বেন'স ফোর্ট থেকে চলে আসার সময় সেই চিঠিটা ডাকে ধরায়নি তো হেফলিন?

হাসপাতালের ভিতর থেকে বের হয়ে এল উইলকক্স, বোর্ডওয়াক থেকে নামল রাস্তায়। দাঁড়াল জেব আর অলিভের মুখোমুখি। জেবকে বলল, 'বেঁচে গেছে তোমার বন্ধু। তবে পুরোপুরি সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে। একটা বিষয় আমার মাথায় আসছে না। এত কাছ থেকে ওকে গুলি করল স্পেন্সার, তবুও মারতে পারল না কেন টেক্সকে?'

'প্রথম কথা,' মুখ খুলল জেব, 'যার কপালে মরণ নেই তাকে স্পেন্সার কেন, যমও মারতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয় স্পেন্সার আসলে দোটানায় ভুগছিল তখন—কাকে আগে গুলি করবে, টেক্সকে নাকি আমাকে। ওর রাগটা আমার উপরই বেশি ছিল, তাই আমাকেই প্রথমে গুলি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর দিকে আগে ঘুরে দাঁড়ায় টেক্স, তাই আমার উপর থেকে নিশানা সরিয়ে ওকে গুলি করতে বাধ্য হয় স্পেন্সার। তাই তাড়াহুড়োয় জায়গামতো লাগেনি বুলেট।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল উইলকক্স। 'একটা খবর আছে তোমাদের জন্য। ব্রডি উইলিয়ামসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলেছে চেষ্টা করেও পুড়ে কয়লা হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনি ওয়্যাগনটাকে। তারমানে...'

'কোনো ব্যাপার না,' হাত নাড়ল জেব। 'ওই আগুনে গলবে না লোহার বাক্সে রাখা বুলিয়নগুলো। তাপ কমলে পরে ছাই খুঁড়ে বের করে আনবো বাক্সগুলো। এখন পারলে একটা উপকার করো। বিশ্বস্ত লোক দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করো ওই জায়গায়।'

'তুমি বলার আগেই শটগান হাতে সেখানে পাহারায় বসে গেছে ব্রডি,' হাসল উইলকক্স। 'সঙ্গে নিয়েছে অ্যালান হেইলকে।'

কথাগুলো কানে গেল শ্যাননের। ছুটে এল সে উইলকক্সের দিকে। 'আমার টাকা! আমার টাকা! বুলিয়ন পোড়েনি কিন্তু আমার টাকা ছাই হয়ে গেছে! আমার ত্রিশ হাজার ডলার! সব ছিল ওই ওয়্যাগনে, আমার ট্রাঙ্কের ভিতরে। কুত্তার বাচ্চা হেফলিনকে আগেই বলেছিলাম ট্রাঙ্কটা বের করতে কিন্তু করেনি সে। হায় হায় এখন কী হবে আমার?' কপাল চাপড়াতে শুরু করল সে। হঠাৎ চোখ পড়ল অলিভের উপর। এবার ছুটে গিয়ে খামচে ধরল ওর চুল। 'সব দোষ তোর! সব ফিরে পেলি তুই। এমনকী জেবকেও। আর আমাকে পথের ফকির হতে হলো...' অলিভের চুল ছেড়ে

দিল সে, চড় মারার জন্য হাত তুলল।

কিন্তু ওকে সেই সাধ পূরণ করতে দিল না উইলকক্স। জেদী বাচ্চাকে যেভাবে জোর করে কোলে তুলে নেয় বাবা-মা, সেভাবে অনায়াসে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সে শ্যাননকে। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল জেলহাউসের দিকে। তখন সমানে চেঁচাচ্ছে আর গাল দিচ্ছে শ্যানন, একইসঙ্গে অভিশাপ দিচ্ছে হেফলিন আর অলিভকে। শক্তিতে উইলকক্সের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না বুঝতে পেরে হাত-পা ছুঁড়ছে পাগলিনীর মতো।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এসে জেবের পাশে দাঁড়ালেন ডাক্তার হেউড। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল জেব আর অলিভ।

হেউড বললেন, 'এবার বাসায় চলে যাও তোমরা। ভয়ের কোনো কারণ নেই। অলৌকিকভাবে হোক অথবা অন্য যেভাবেই হোক, টেক্সের ফুসফুস মিস্ করেছে বুলেটটা। এখন পাল্স ঠিকমতো চলছে ওর। ঘুমাচ্ছে সে।' আশপাশে তাকালেন তিনি, অনেক উত্তেজনার পর ঝিমিয়ে-আসা শহরটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'ওর মতো লোকের দরকার আছে এই শহরে। ওর মতো লোকেরা...'

'খাঁটি সৈনিক,' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিল অলিভ। 'আর সে-রকম একজনকেই সারাজীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে যাচ্ছি আমি,' বলে উঁচু হলো সে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে, প্রেমময় প্রলম্বিত চুম্বন দিল জেবের ঠোঁটে।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

এস. এম. রাব্বী
২২৮ মধ্য বাসাবো, ঢাকা-১২১৪

শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় কাজীদা,

ইদানীং বইয়ের দাম বেশ বেড়ে গেছে। বিশেষ করে স্যর হ্যাগার্ডের বইগুলোর দাম। স্যর হ্যাগার্ডের বেশির ভাগ বই ৪০০-৫০০ পৃষ্ঠার। এজন্য বইয়ের দামও হয় সেরকম। কিন্তু বইগুলো যদি ভলিউমের মত ছোট ফণ্টে প্রকাশ করা হত, তা হলে বইয়ের দাম অন্তত ৩০ টাকা কমে যেত। এর ফলে অনেক কাগজও বেঁচে যেত, যেগুলো অন্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেত। এ বিষয়টা ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ রইল।

পরিশেষে সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

❋ আপনার কথা ঠিক, এর ফলে বইয়ের দাম কিছুটা কম রাখা যেত। এবং তার ফলে পাঠক উপকৃত হতেন। তবে এর আরেকটা দিকও আছে। এটা করতে গেলে লেখক পাওয়া যেত না। প্রকাশককে দুটো দিকই দেখতে হয়। পাঠকের জন্য বইয়ের দাম যথাসাধ্য কম রাখতে হয়, আবার লেখকের খাটনি যাতে কিছুটা হলেও পোষায়, সেটাও দেখতে হয়।

শখের লেখক এখন নেই বললেই চলে। বর্তমানে বেশির ভাগ লেখকই লিখে যা টাকা রোজগার হয়, তার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তিন-চার মাস কঠোর পরিশ্রমের পর যে কাজটা তিনি শেষ করলেন, তার বিনিময়ে তিনি স্বভাবতই মোটামুটি ভাল, অন্তত চলার মত টাকা আশা করতেই পারেন। টাইপ ছোট করে এ-থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলে তিনি লেখার উৎসাহ হারাবেন, আর তার ফলে? ...নিশ্চয়ই আরও ভেঙে বলতে হবে না?

আপনার জন্য শুভেচ্ছা রইল।

শাওন হোসেন রাজু

বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৮১৩-৫৩৪১৮২

বেশ কয়েক মাস পর হাতে পেলাম নঈম ভাইয়ের 'বিনাশ'। 'একা'র পরে আর কোনও ওয়েস্টার্ন পড়া হয়নি, তাই সময় নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে, মনের আশ মিটিয়ে পড়লাম বিনাশ।

গত বইয়ের থেকে কলেবরে এই বই এক ধাপ এগিয়ে। যে লেখালেখি করে তার কাছে দুনিয়ার অন্যসব লেখার থেকে নিজের রচিত লেখাই সেরা লাগে। কিন্তু আমি বলছি, বুকের বাঁ-পাশ ধরে বলছি—একার থেকেও বেশি ভাল লেগেছে বিনাশ।

গোলাম দা' ইজ গ্রেট। বহু দিন বহু রাত শেষে ক্যালকিনের আবার সাক্ষাৎ পেলাম। দীর্ঘ সময়ের জন্য। ও দাদা, 'বিনাশে'র সিক্যুয়াল হবে নাকি? ক্যালকিন বিহীন সময় বড্ড পানসে বলে মনে হয়। তবে বইটা পড়তে গিয়ে কিছুটা কষ্ট হয়েছে। ওজনের কারণে। বিশাল কলেবরের এই বইগুলোকে কি বিরতিহীন দু'খণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব?

সেবার কাছে অনুরোধ ৪০০ পৃষ্ঠার বইগুলো যেন দু'খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। এতে আমাদের পড়ার সুবিধা হবে।

❈ একখণ্ড বিনাশ যে দামে পেয়েছেন, এটাকে দুই খণ্ড করতে গেলে প্রচ্ছদ, ইনার, ডিজাইন ও আলোচনার জন্য দাম বেশ কিছুটা বেড়ে যেত।

বিনাশ ভাল লেগেছে একথা জানিয়েছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ।

সেলিনা

মিরপুর, ঢাকা।

কাজীদা

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, শুনেছি অ্যানি ফ্রাঙ্কের ডায়েরির বাকি পাতা পাওয়া গেছে অনেক দিন হলো। এখনও সেগুলি সংগ্রহ করতে পারেননি?

❈ না তো! পাওয়া গেছে কি না তা-ও জানি না।

আবরার জামান

আসাদ মঞ্জিল, সি অ্যান্ড বি রোড, বরিশাল

ঈদ মোবারক! সবার ঈদ কেমন কাটল?

কাজীদার কাছে আমার একটি অনুযোগ আছে। আজকাল অনুবাদের রিপ্রিন্ট হচ্ছে হোক, পাশাপাশি যেন নতুন অনুবাদও নিয়মিত প্রকাশিত হয় সেই দিকে লক্ষ রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর সায়েম সোলায়মানের কোন বই ইদানীং বের হচ্ছে না। তিনি কি আর লিখবেন না?

❈ এই তো পেলেন তাঁর বই। আর... আপনি কোন্ ঈদের কথা বলছেন, অতীতের, না কি ভবিষ্যতের? যেটাই হোক, আপনাকেও ঈদের শুভেচ্ছা।

SUVOM CREATION